কাব্যসমগ্র
মুহম্মদ জয়নুল আবেদিন

কাব্যসমগ্র

মুহম্মদ জয়নুল আবেদিন
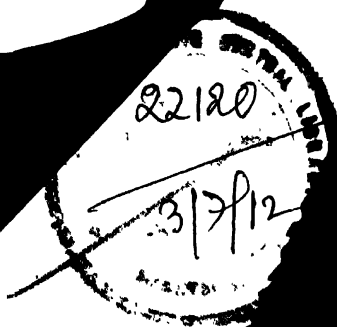
পারিজাত প্রকাশনী

কাব্যসমগ্র: মুহম্মদ জয়নুল আবেদিন
প্রথম প্রকাশ : ২০১২
প্রকাশক : শওকত হোসেন লিটু
পারিজাত প্রকাশনী, ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৫০৯৬ মোবাইল : ০১৭১১-৯০৬০৮০
প্রচ্ছদ : মশিউর রহমান
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন,
লন্ডন ই১ ৬আরএফ, ফোন : ০২০ ৭২৪৭ ৫৯৫৪
আগরতলা পরিবেশক : মৌমিতা প্রকাশনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
বর্ণবিন্যাস : ঈশিন কম্পিউটার, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা
মুদ্রণে : হেরা প্রিন্টার্স, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

মূল্য ৬৫০টাকা

KABBOSOMOGRO
(A Collection of Poims) by Muhammad Joynul Abedin
Published by Showkat Hossain Litu
Parijat Prakashani, 68-69 Paridas Road, Dhaka-1100
Phone: 7165096 e-mail: parijat.prakashani@gmail.com
U.S.A. Distributor: Muktadhara, Jackson Heights, New York
U.K Distributor : Sangeeta Limited. 22 Bricklane,
London E1 6RF, Phone: 020 7247 5954.
Agartala Distributor : Moumita Prakashani, Agartala West Tripura
First Published 2012
Price : Taka 650 only
ISBN 978-984-507-120-8

উ|ৎ|স|র্গ

বিশিষ্ট কাব্যপ্রেমী, রাজনীতিক ও সুলেখক
ত্রিপুরা'র উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মান্যবর অনীল সরকার
শ্রদ্ধাভাজনেষু

সূচিপত্র

অমিল অনন্য অধিক
অমিল অনন্য অধিক

সূচিপত্র

প্রশান্তির জন্য

এই গ্রাম ছেড়ে—নিঃশ্বাসে ত্যাগের মতো
এই নদী ছেড়ে—পূর্বাশা ত্যাগের মতো
এই মাঠ ছেড়ে—শৈশব ত্যাগের মতো
এই হাট ছেড়ে—কৈশোর ত্যাগের মতো
এই ঘাট ছেড়ে—যৌবন ত্যাগের মতো
এই ফুল ছেড়ে—প্রবাস ত্যাগের মতো
এই পাখি ছেড়ে—প্রাচীন ত্যাগের মতো
এই চাঁদ ছেড়ে—পদবি ত্যাগের মতো
এই সূর্য ছেড়ে—স্বদেশ ত্যাগের মতো
এই গ্রহ ছেড়ে—বিছানা ত্যাগের মতো

চলে যাব খুব একা—

ওই পাহাড়ের কাছে
ওই সমুদ্রের কাছে
ওই অরণ্যের কাছে
ওই প্রান্তরের কাছে
ওই বন্দরের কাছে
ওই হাওরের কাছে
ওই ঝরনার কাছে
ওই বরষার কাছ
ওই হেমন্তের কাছে
ওই আঁধারের কাছে

একটু প্রশান্তির জন্য !

জ্বলবে কি জোনাকি

এই বিষণ্ন সকাল
রোদ্দুরতপ্ত দুপুর
লালিমাভরা বিকেল, আর
গোধূলিতে ভরা সন্ধ্যা
অতিক্রম করে
রজনীগন্ধার মতো জ্বলবে কি রক্তিম জোনাকি?

সুগন্ধ ভরা রঙিন গোলাপের মতো
মধুছন্দার উদার মাধুর্যের মতো
চোখ বন্ধ করা নিখুঁত অনুভবের মতো
তার আলো কি নরম হবে?

তাতে পুরিপূর্ণভাবে থাকবে কি
মহানন্দের ঊর্মির মতো
ঘোলাটে পুষ্টিদায়ক
তেজোদীপ্ত যৌবনে আকীর্ণ ক্লরোফিল, কি বা
সপ্তম ঋজুর সামান্য আস্বাদ্, কি বা
অগ্রানের ঘ্রাণ,

তবে এক ফোঁটা নিশ্চয় জ্বলবে জোনাকি
তার রঙিন আলোয় স্নিগ্ধতা থাকবে
থাকবে অন্যান্য উপদান
জীবনদায়ক সঞ্জীবনী
যৌবনের কোরাসের মতো
কখনো কোমল যেমন গোলাপের পাপড়ি
কখনো তরল যেমন ঝরনার পানি
কখনো শাদা আঙ্গিকে ॥
কখনো নীল ভঙ্গিতে ॥

এই তো আমার দেশ

দূর দিগন্ত অবধি
শ্রীর মতো নিরবধি
ভালোবাসার সমান
অভিরাম দীপ্তিমান
এই তো সবুজ দেশ
এই তো শ্যামল দেশ
এই তো পাখির দেশ
এই তো পরীর দেশ
এই তো ধানের দেশ
এই তো পাটের দেশ
এই তো নদীর দেশ
এই তো গানের দেশ
এই তো নারীর দেশ
এই তো মায়ের দেশ,

সোনালি দিগন্ত জোড়া
ঘাসের আঁচলে মোড়া
কোনো এক অনাবৃত
রঙিন স্বপ্নের মতো
এই তো আমার দেশ
এই তো তোমার দেশ
এই তো পিতার দেশ
এই তো ভায়ের দেশ
এই তো আলোর দেশ
এই তো রক্তিম দেশ
এই তো সুখের দেশ
এই তো আশার দেশ
এই তো রবির দেশ
এই তো চাঁদের দেশ

বর্ণিল লাবণ্য ধরা
পরম মাধুর্য ভরা

যেন অনাবিল কত
সহস্র ছবির মতো
এই তো নতুন দেশ
এই তো স্বাধীন দেশ
এই তো মেঘের দেশ
এই তো ছায়ার দেশ
এই তো সোনার দেশ
এই তো রুপোর দেশ
এই তো সখীর দেশ
এই তো বোনের দেশ
এই তো গুণীর দেশ
এই তো কবির দেশ ॥

নার্গিস

নীল পাহাড়ের কিশোরীর নাম অনন্যা নার্গিস
নদীর পাড়ের কিশোরীর নাম অনন্যা নার্গিস
সবুজ মাঠের কিশোরীর নাম অনন্যা নার্গিস
সিন্ধু সৈকতের কিশোরীর নাম অনন্যা নার্গিস,

যদি কেন্দ্র থেকে কেউ ডাক পাড়ে অনন্যা নার্গিস
তুমি ঘরে এসো—তুমি ঘরে এসো—তুমি ঘরে এসো
তখন নিতান্ত বলিষ্ঠ ভাষায় যে উত্তর আসে
তা হলো সবার মিশ্র কণ্ঠস্বর—আমি আসতেছি,

তবে চারজনা একত্রে আসাতে গোলমাল বাঁধে
নাম পাল্টে যায়—তাতে উপনাম যোগ হয় নামে
নবতম নাম ঘুরেফিরে আসে—তাই কেউ গৌরী
নার্গিস—শ্যামলী নার্গিস—শাদা নার্গিস—শ্রী নার্গিস ॥

চড়া মূল্য দিচ্ছে

রোদ্দুরে শুকোচ্ছে
সাতরঙা শাড়িটির মতো
পূর্ব এশিয়ার একটি কিশোরী
তাঁর অশ্রু
বালুতে পড়ার আগে
গালেই শুকিয়ে যাচ্ছে

রাঁঙা পা দুইটিতে অনেক ফোসকা বেরুচ্ছে
জলবসন্তের মতো
কারণ পায়ের নিচের পৃথিবী চরম উত্তপ্ত
তার কী অপরাধ ছিল—তা কেউ জানতেও পারল না,

আর তা জানবে না তার বাবা কি মা
কিংবা ভাইবেরাদার
অথবা সমাজ
দেশ
জাতি

কে করবে প্রতিবাদ
কে আছে এই পৃথিবীতে

সে তো দরিদ্রতার চরম মূল্য দিচ্ছে ॥

অদ্ভুত আলোক

এই নদী থেকে সোজাসুজি পূর্বে
এই মাঠ থেকে একটু উত্তরে
এই গ্রাম থেকে সামান্য দক্ষিণে
এই বন থেকে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে
সবুজ পাহাড়ে দীপ জ্বলে ওঠে
ফের নিভে যায়,

এই সেতু থেকে সরাসরি বামে
এই হাট থেকে এঁকেবেঁকে ডানে
এই খেয়া থেকে কৌণিক সামনে
এই ঝিল থেকে অনেক পিছনে
সুনীল সাগরে শিখা জ্বলে ওঠে
ফের নিভে যায়,

এই পথ থেকে শোভন ঈশানে
এই খাঁড়ি থেকে রোদের অগ্নিতে
এই বাড়ি থেকে শীতের নৈঋতে
এই সিঁড়ি থেকে ঊর্মির বায়ুতে
মেঘলা আকাশে আলো জ্বলে ওঠে
ফের নিভে যায়,

তবে প্রশ্ন হচ্ছে তা কিসের আলো
কেন এর রং আসমানি নীল
কখনো কমলা—হলুদের মতো
ফের কভু লাল—বেগুনির ন্যায়
হঠাৎ হঠাৎ কেন জ্বলে ওঠে
ফের নিভে যায় ॥

স্বপ্ন ধূলিসাৎ

চেয়েছিলাম সহজ সরল সবুজ রঙের একটি মাঠ
অনেক স্বপ্নের শস্য ভরা, অনেক আশার রোদে ভরা
শাদা দুপুর দিনের মতো, কিশোর বয়স, তরুণ বয়স
কালো দুপুর রাত্রির মতো, যৌবন পূরক, আঁধার যৌবন

সময় যখন শাদা হলো, দুধের চেয়ে আরও শাদা
শিউলি ফুলের মতো হলো, আলোক ভ্রমর, কাশফুল
পারদ রঙের মতো হলো, রুপোর পাত, ইলিশ মাছ
বকের ডানার মতো হলো, ঝলসানো হিরের টুকরো

তখন ধূসর মাঠ হলো, যেন কষ্টের বিরান ভূমি
উলু শনের টিলার মতো শুকনো ঘাসের মরুদেশ
বুনো হাতির পিঠের মতো নীল পাহাড়ের উপত্যকা,
এই জীবনের কাঁটাগাছ এক মায়াবীর ভালবাসা

কেন তবে চেয়েছিলাম একটি অবোধ শিশুর মতো
কেন তবে চেয়েছিলাম আশার ভিতর নিযুত শত
কেন তবে চেয়েছিলাম স্বপ্নের ভিতর হাজার বার
কেন তবে চেয়েছিলাম জীবন সমান ভুল করে,

এই চাওয়াতে কালো রঙের ছোট্ট করে গাদা ছিল কি
ময়লা মাটির মতো কালো পীচ রঙের খাদ ছিল কি
আঁধার রাত্রির মতো কালো একটি লম্বা চুল ছিলো কি
তা ছিলো না, তা ছিলো না, তা ছিলো না, একটি অনুর মতো।

একাকিত্ব

পুকুরের পাড়ে একা বসি
হলুদ দুপুরে গাছের ছায়ায় একা বসি
বিকালে নদীর পাড়ে একা বসি
সন্ধ্যায় চাঁদের প্রতি মুখ রেখে একা বসি
রাত্রিতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে একা বসি
কারণ আমার বন্ধু যারা
তারা মহাব্যস্ত
কেউ বাণিজ্যের রপ্তানি বিষয় নিয়ে
কেউ রাষ্ট্রনীতি নিয়ে, কিন্তু আমি—

ঝরনার ধারে একা বসি
সবুজ প্রান্তরে ঘাসের কাঁথায় একা বসি
উঠানের পার্শ্ববর্তী কোণে একা বসি
লাউ শিম আর কুমড়োর মাচার নিকটে একা বসি
তালগাছের নিকটে ক্ষেতের আইলে একা বসি
কারণ আমার বন্ধু যারা
তারা বড় ব্যস্ত
কেউ শহর ভিলা তৈরির জন্য
কেউ দামি মোটরগাড়ি কেনার জন্য, কিন্তু আমি—

সমুদ্রে সৈকতের বেলাভূমে একা বসি
খালিবাড়ির ভিটায় একা বসি
দীর্ঘ পথের বেঞ্চিতে একা বসি
বাড়ি থেকে দূরে ধরণির পুরে একা বসি
একা ঘরে একা বসি
কারণ আমার বন্ধু যারা
তারা খুব ব্যস্ত
কেউ পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ অর্জনের জন্য
কেউ পৃথিবীর সমগ্র রাজত্ব অর্জনের জন্য, কিন্তু আমি—

গন্তব্য

বহুদূরে যেতে হবে—ওই পাহাড়ের কাছাকাছি
একটি সবুজ অরণ্যে
একটি পাখির জন্যে
এইজন্যে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি—ক্লান্তিতে ঘাম ঝরছে
তাতে ভিজছে শরীর তবে চুলগুচ্ছ থেকে পা অবধি
কখনো থামছি না
গাছের ওড়নার ছায়ায় বসছি না
কারণ যদি গোধূলি এসে পড়ে
এই ফরসা হারিয়ে যায়
আর চাঁদ ঝলসে ওঠে কালো প্রচ্ছদে,

তারপর আরো বহুদূরে যেতে হবে
ওই সমুদ্রের সৈকত অবধি
একটি বালিয়াড়ির জন্যে
একটি শঙ্খের জন্যে
এইজন্যে খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি-তাতে পিপাসায়
প্রাণ বেরিয়ে আসছে
হাত-পা শক্তিহীন হচ্ছে
তবুও থামছি না
ঘাসের আঁচলে বসছি না
কারণ সময় সংক্ষিপ্ত
একটু পরে বাদুড় আকাশে উড়বে
শিশির ঝরবে ঘাসে,

তারপর আরো যোজন যোজন দূরে যেতে হবে
ওই আলোকিত বন্দরে
যেখানে পোতাশ্রয়ে প্রথম জাহাজ নোঙর করেছিল
এক বাঙালি নাবিক
সেখানে প্রথম জাহাজকে আলো দেখিয়েছিল
এক শ্যামলা রঙের তরুণী
এইজন্য দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি—তাতে পা ফুলে যাচ্ছে
তবুও থামছি না

কারণ আমাকে মৃত্যুর আগে অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে
—এই তো আমি পৌঁছে গিয়েছি
সূর্য এখনও পশ্চিম আকাশে ঝলমল করছে ॥

রক্তজবা

এই রক্তজবা—ঝলসানো সোনার টুকরো—সূর্যের ঝিলিক
গন্ধরাজের সঙ্গিনী—প্রদীপ্ত আগুন—বাঘের দুইটি চোখ
কৃষ্ণচূড়ার রোদ্দুর—শাড়ির রেশমি ডোরা
রঙিন পিতল—সমুদ্রের গলিত তামা—মাঠের গাজর
স্বর্ণলতা—নারীর পিঙ্গল চুল—দেয়ালে রক্তের দাগ
পাখির হলুদ লেজ—জ্বলন্ত জোনাকি—প্রজ্বলিত উল্কা
কপালের লাল টিপ—সুবর্ণ সিঁদুর—মেঘের আলেয়া
শম্পা—দীপশিখা—সোনালি পতঙ্গ আর টিয়ের ঠোঁটের মতো ॥

কিশোরীর চুল

কিশোরীর চুল—ঘোড়ার কেশর—একটি ভালুক—কালোজাম
দোয়াতের কালি—চুলোর অঙ্গার—চিমনির ধোঁয়া—খনির কয়লা
কালোবাঘ—অমাবস্যা—দাঁড়কাক—গায়ক কোকিল
ছোট্ট ফিঙে—শিঙ্গিমাছ—তরল আলকাতরা—পিচ—নিগ্রো
লোহার মরিচা—আঁধার বিড়াল—অরণ্যের ছায়া
অযুত নিযুত এতকিছু, কিন্তু মেঘলা রাত্রির কাছাকাছি নয় ॥

কিছু কথা আছে

কাছাকাছি বসো, কিছু কথা আছে
কৈশোরের কথা
যৌবনের কথা
নির্জনের কথা
এবং অযথা কিছু কথা আছে

যেহেতু পেয়েছি এত কাছে কাছে
সেহেতু তোমাকে ছেড়ে
আকাশের প্রতি হাত নেড়ে নেড়ে
মেঘ ছুঁতে আজ উঠব না গাছে

তোমার নিকটে বসে
সামান্য সময় যদি নষ্ট হয়, তবে হোক
তবু ভালো
কারণ তোমাকে আর পাব না একাকী কোনোদিন
স্বপ্নেও দেখা হবে না

আজ মনে পড়বে কি
তুমি তো আমাকে বলেছিলে
আমার নিকটে থাকবে সারাজীবন
যেহেতু থাকনি
সেহেতু অন্তত পক্ষে আমার নিকটে থেকো
আজ সারাদিন,
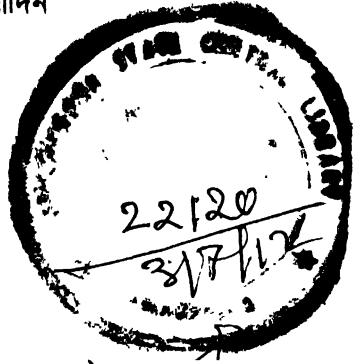
আমার ইচ্ছে করছে—শুনতে কেবল
তোমার হৃদয়ের রক্তের তরঙ্গভরা কথাগুলো
আবেগে জড়ানো আশা-ভরসার গানগুলো
স্বপ্নের লালিমায় ঘেরা জীবনের গল্পগুলো
আরো কত কতকিছু করবীর মতো লাল
এখন বলতে শুরু করো
যেভাবে বর্ষায় বৃষ্টি নেমে আসে
সবুজের কাছে দূর্বাঘাসে
যেভাবে সন্ধ্যায় শম্পা নেমে আসে
ঝিঁঝির মঞ্জির ভরা রজনীগন্ধার শীতল অরণ্যে ॥

অপসৃত

সরে যাচ্ছে
কালো তুচ্ছ
বাঁকা পুচ্ছ রংধনুর মতো ভালোবাসাগুলো
যেন গুচ্ছ লাল ফুলের মতো প্রজাপতিগুলো
উড়ে যাচ্ছে
শ্রী নিকুঞ্জে,

শুধু স্বপ্ন
কিছু ইচ্ছে
কালো রাত্রে এক সোনার মতো জ্বলে জ্বলে শুধু
দেবে দীপ্তি দান-যা লাল হবে আলো থেকে বেশি
যেন রক্ত
ভেজা পুষ্প,

তাতে বিশ্ব
হবে মুক্ত
সারা শঙ্কা আর আঁধার কালো জ্বালাময়ী থেকে
যেন রিক্ত সব বাঁধন থেকে ছাড়া পাবে পরী
যেন নিগ্রো
থেকে শুভ্র ॥

দুই কবি

বাঁকা চাঁদ ধরতে যারা গিয়েছিল নদীর কাছে
তারা কেউ মাঝি ছিল
তারা কেউ জেলে ছিল
তারা কেউ কুলি ছিল
তারা কেউ নিগ্র ছিল, কিন্তু কেউ কবি ছিল না
শুধু আমি কবি ছিলাম আর তুমি কবি ছিলে,

লাল সূর্য ধরতে যারা গিয়েছিল পূর্বের কাছে
তারা কেউ বীর ছিল
ত'রা কেউ দাস ছিল
তারা কেউ সেনা ছিল
তারা কেউ যুবা ছিল, কিন্তু কেউ কবি ছিল না
শুধু আমি কবি ছিলাম আর তুমি কবি ছিলে,

নীলগ্রহ ধরতে যারা গিয়েছিল সন্ধ্যার কাছে
তারা কেউ পীর ছিল
তারা কেউ ঋষি ছিল
তারা কেউ পাদরি ছিল
তারা কেউ ভিক্ষু ছিল, কিন্তু কেউ কবি ছিল না
শুধু আমি কবি ছিলাম আর তুমি কবি ছিলে,

কিন্তু তারা কবির মতো ছিল, সময়ের কাছে
এই সমাজের কাছে
এই স্বদেশের কাছে
এই সুধীদের কাছে
এই গুরুদের কাছে, কিন্তু কেউ কবি ছিল না
শুধু আমি কবি ছিলাম আর তুমি কবি ছিলে ॥

প্রজাপতির জন্য

একটি প্রজাপতির জন্য
গোলাপ ফুলের বাগানে গিয়েছিলাম
শেয়ালকাঁটার অরণ্যে গিয়েছিলাম
হলুদ পাখির বাসায় গিয়েছিলাম
একটি প্রজাপতির জন্য,

একটি প্রজাপতির জন্য
জোছনারাত্রির নিকটে গিয়েছিলাম
উজ্জ্বল দিনের সামনে গিয়েছিলাম
উজ্জ্বল দিনের সামনে গিয়েছিলাম
সোনালি ভোরের দক্ষিণে গিয়েছিলাম
একটি প্রজাপতির জন্য,

একটি প্রজাপতির জন্য
বাউল কবির বাড়িতে গিয়েছিলাম
শ্রেয়সী নারীর কুটিরে গিয়েছিলাম
জীবনশিল্পীর নিবাসে গিয়েছিলাম
শৈশবেসাথির মঞ্জিলে গিয়েছিলাম
একটি প্রজাপতির জন্য,

কারণ প্রজাপতির জন্য
একটি আলোর ওড়না কিনেছিলাম
দুইটি নরম পেখম কিনেছিলাম
তিনটি চিত্রল রুমাল কিনেছিলাম
চারটি শাড়ির আঁচল কিনেছিলাম
খুঁজছি তাকে দেবার জন্য ॥

সামুদ্রিক চিল

যদি একা আসে
একাকী সূর্যের মতো
একাকী চাঁদের মতো
ডানায় শম্পার রেণু মেখে
গলায় বজ্রের আলো মেখে
বুকে পাপড়ির ঘ্রাণ মেখে
পিঠে রাত্রির শিশির মেখে
এই সামুদ্রিক চিল

তবে তাকে দিয়ে একখণ্ড মেঘ বানাবো
দেশদেশান্তরে উড়ে যাবার জন্য অবদার জানাব
চাঁদের পুরানো দাবি
পূরণের জন্য অনুরোধ করব

অবশ্য সকাল যখন দুপুর হবে
দুপুর যখন বিকেল হবে
বিকেল যখন সন্ধ্যা হবে
সন্ধ্যা যখন রাত্রি হবে
তখন আসবে কি
এই সামুদ্রিক চিল

যদি আসে তবে, পুরানো বন্দুর মতো।
জাপটে ধরব
নীলিমার প্রতি উঁচু করে সহসা ছাড়ব
তাতে যদি সে ঝলসে যায়
তবে জ্বলন্ত বর্ণালি বানাব

অবশ্যই ফিসফিস করে হেসে
আলোর সুড়ঙ্গপথে হঠাৎ আসবে
শাদা কাগজের কালো অক্ষরের মতো
এই সামুদ্রিক চিল ৷৷

যা মনে আছে

এই পথ দিয়ে একদিন হেঁটে গিয়েছিল
এক কবি,
তার নাম মনে নেই
তবে মনে আছে শুধু
তার কিছু স্মৃতি

এই ছায়াপথে কাকভোর হেঁটে গিয়েছিল
এক বীর
তার মুখ মনে নেই
তবে মনে আছে কিছু
তা কেবল কণ্ঠ

এই নদীপথে অন্ধকারে একা গিয়েছিল
এক পরী
তার রূপ মনে নেই
তবে মনে আছে নখ
তা সোনার মতো

এই মেঠোপথে গোধূলিতে চুপে গিয়েছিল
এক প্রিয়া
তার হাসি মনে নেই
তবে মনে আছে চুল
তা লতার মতো

এই বাঁকাপথে দ্বিপ্রহরে দ্রুত গিয়েছিল
এক পাখি
তার ভাষা মনে নেই
তবে মনে আছে কান্না
তা সুরের মতো ॥

চরিত্র

সতেরো সরণীতে রাখা ছিল একটি বাংলা গবেষণা গ্রন্থ
একটি গোলাপ ফুল
একখণ্ড হীরে
এক টুকরো সুবর্ণ—এক থলে অর্থ
হাজার বছরের পুরানো এক বোতল মদ
রাজপ্রাসাদের দলিলদস্তাবেজ
প্রাচীনকালের একটি সুন্দর তৈলচিত্র
মধ্যযুগের একটি বাঁশি
একটি ধর্মপুস্তক
ওইগুলো আজ সেখানে মিলতেছে না, তবে ওইগুলো
কে নিয়েছে—কারা নিয়েছে বলতে পারো কি? বলতে পারি—

বাংলা গবেষণা গ্রন্থটি নিয়েছে এক গবেষক
গোলাপ ফুলটি নিয়েছে এক তরুণ প্রেমিক
হীরের খণ্ডটি নিয়েছে এক সুন্দরী
সুবর্ণের টুকরোটি নিয়েছে নীল পাহাড়ের এক তারকা
অর্থের থলেটি নিয়েছে এক সবুজ দেশের নেত্রী
হাজার বছরের পুরানো মদের বোতলটি নিয়েছে এক মাতাল আমলা
রাজপ্রাসাদের দলিল দস্তাবেজ নিয়েছে এক ইতিহাস বিকৃতকারী
প্রাচীন যুগের তৈলচিত্র নিয়েছে এক চিত্রপট
মধ্যযুগের বাঁশিটি নিয়েছে এক প্রত্নতত্ত্ববিধ
ধর্মপুস্তকটি নিয়েছে এক ধার্মিক,

কিন্তু তারা তো পরিবর্তন করে নিতে পারত
তবে কেন যে নিল না
কারণ চরিত্র ভিন্ন ॥

নিতে পারো

শুধু নিতে পারো
অনপম কাব্য—যার মধ্যে পাবে ভাষার মাধুর্য
অবিনাশী গান—যার মধ্যে পাবে জাতীয় গৌরভ
বাঙলার শ্লোক—যার মধ্যে পাবে প্রাচীন ঐতিহ্য
সৃষ্টিশীল গদ্য—যার মধ্যে পাবে জীবনের চিত্র
প্রবন্ধ-নিবন্ধ—যার মধ্যে পাবে ঘটমান রূপ,

কভু নিতে পারো
দোয়েলের শিস—যার মধ্যে পাবে আত্মার প্রশান্তি
পাতার মর্মর—যার মধ্যে পাবে গাছের কাহিনী
ফিসফিস সুর—যার মধ্যে পাবে আজীবন সুখ
গুনগুন শব্দ—যার মধ্যে পাবে মধুর আস্বাদ
স্নিগ্ধ রিমঝিম—যার মধ্যে পাবে মেঘের শাওন
শান্ত কোলাহল—যার মধ্যে পাবে ব্যস্ততার কথা,

ভুলে নিতে পারো
লাল রক্তজবা—যার মধ্যে পাবে শহীদের স্মৃতি
সবুজ পতাকা—যার মধ্যে পাবে বিরত্বের খ্যাতি
শাদা ক্যানভাস—যার মধ্যে পাবে সত্যের প্রকাশ
হলুদ রুমাল—যার মধ্যে পাবে বাঁচার তাগিদ
নীল পূর্বাকাশ—যার মধ্যে পাবে আঁধারের শেষ
সোমলতা চুল—যার মধ্যে পাবে অরণ্যের ঘ্রাণ,

শেষে নিতে পারো
সোনার পদক—যার মধ্যে পাবে শুভ সার্থকতা
প্রীতিউপহার—যার মধ্যে পাবে সাদর স্মারক
দীপ্ত সম্মাননা—যার মধ্যে পাবে চূড়ান্ত সাফল্য
শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার—যার মধ্যে পাবে স্বপ্নের পূর্ণতা
বিরল খেতাব—যার মধ্যে পাবে অসম্ভব মূল্য
হীরের মুকুট—যার মধ্যে পাবে অসীম সম্মান ॥

কবিতার যন্ত্রাংশ

সকালের এক টুকরো সোনালি সুন্দর রোদ্দুর দিয়ে
দুপুরের দীপ্ত বাঁশরির কাঁপা কাঁপা অনুপম স্বর দিয়ে
বিকেলের শাদা নরম নরম একটু একটু ঝিঁঝির মঞ্জির দিয়ে
গোধূলির ধোঁয়া রঙের পাখির ডানার একটি পালক দিয়ে
আঁধারের পিচ আঁচলের নকশার মতো ডুরেপাড় দিয়ে
কবিতা লিখতে পারো
তাতে কোনো বাধা নেই
তাতে কোনো কাদা নেই,

বাগানের লাল শাদা নীল কালো হলুদ রঙের ফুল দিয়ে
পাহাড়ের চূড়া, ঝরনা কি ঝরনার জল ঝরঝর শব্দ দিয়ে
অরণ্যের লতাপাতা, ঘাস, পাখি, রঙিন পতঙ্গ দিয়ে
প্রান্তরের শস্য, একা বটগাছ, পশুর বাথান, ঝোপঝাড় দিয়ে
হাওরের ছোট ছোট মাছ, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, সাপ দিয়ে
কবিতা লিখতে পারো
তাতে কোনো ক্ষতি নেই
তাতে কোনো যতি নেই,

জীবনের গল্প, শৈশবের কথা, কৈশোরের কাব্য যৌবনের কথা দিয়ে
মরণের শোক—দারুণ শূন্যতা—কালো বিষণ্নতা—আর্তনাদ দিয়ে
সময়ের কাব্য—দীপ্ত সংলাপ—প্রেম ভালোবাসা আশাভরা স্বপ্ন দিয়ে
মিলনের স্থির আনন্দউল্লাস—হর্ষধ্বনি কিবা উলুধ্বনি দিয়ে
বিরহের কষ্ট—অসহ্য যন্ত্রণা—উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস-সুপ্তিহীন রাত্রি দিয়ে
কবিতা লিখতে পারো
তাতে কোনো পাপ নেই
তাতে কোনো সাপ নেই

তোমার বাবা—শ্রদ্ধেয়া জননী—ভাইবোন—প্রেয়সী—সন্তানসন্ততি দিয়ে
তোমার নিকট দূরের আত্মীয়—বন্ধুবান্ধব—সহপাঠী সুজন দিয়ে
তোমার গ্রামের কামার—কুমার—ধাবর—রাখাল—কৃষাণ—কৃষাণী দিয়ে
তোমার পাশের মসজিদ—মন্দির—গির্জা—প্যাগোডা দিয়ে
তোমার কাছের আসবাবপত্র—চেয়ার—টেবিল—বেঞ্চ—সবকিছু দিয়ে
কবিতা লিখতে পারো

তাতে কোনো গন্ধ নেই
তাতে কোনো মন্দ নেই ॥

ব্যতিক্রম

ওরা যেভাবে বলছে আমি সেভাবে বলছি না
ওরা যেভাবে দেখছে আমি সেভাবে দেখছি না
ওরা যেভাবে চলছে আমি সেভাবে চলছি না
ওরা যেভাবে দৌড়াচ্ছে আমি সেভাবে দৌড়াচ্ছি না
ওরা যেভাবে উঠছে আমি সেভাবে উঠছি না
ওরা যেভাবে নামছে আমি সেভাবে নামছি না
কেননা আমি ওদের মতো নই, আমি আমার মতো, কাজেই
ওদেরকে অনুসরণ করার প্রশ্নই আসে না,

ওরা যেভাবে জাগছে আমি সেভাবে জাগছি না
ওরা যেভাবে খেলছে আমি সেভাবে খেলছি না
ওরা যেভাবে লিখছে আমি সেভাবে লেখছি না
ওরা যেভাবে পড়ছে আমি সেভাবে পড়ছি না
ওরা যেভাবে ভাবছে আমি সেভাবে ভাবছি না
ওরা যেভাবে বুঝছে আমি সেভাবে বুঝছি না
কেননা আমি ওদের ন্যায় নই, আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাজেই
ওদরকে নকল করার প্রশ্নই আসে না,

ওরা যেভাবে খুঁজছে আমি সেভাবে খুঁজছি না
ওরা যেভাবে ডাকছে আমি সেভাবে ডাকছি না
ওরা যেভাবে হাসছে আমি সেভাবে হাসছি না
ওরা যেভাবে ভাসছে আমি সেভাবে ভাসছি না
ওরা যেভাবে ডুবছে আমি সেভাবে ডুবছি না
ওরা যেভাবে টানছে আমি সেভাবে টানছি না
কেননা আমি ওদের সম নই, আমি আলাদা কেউ, কাজেই
ওদেরকে বান্ধব করার কোনো প্রশ্নই আসে না ॥

উপহার

খুব বেশি প্রয়োজন ছিল
তাই গোধূলি আসার পূর্বে
নদী পার হয়ে
নির্ভয়ে পাহাড় অতিক্রম করে
অবসন্ন পথিকের মতো
তার কুটিরে গিয়েছিলাম
সামন্য বস্ত্রের জন্য
কোন যে বস্ত্র দিলো না,

হাসিমুখে কত যে কথা বলল
বাহুতে ধরল
একটি গোলাপ উপহার দিল
জিগেস করলে পরীটি বেঁচে আছে কী না
জিজ্ঞেস করল পরীটি বেঁচে আছে কি না
খাঁচার টিয়েটি মধুর শিস দেয় কি
আরো কত কিছু
কিন্তু বস্ত্রের প্রসঙ্গ কেন যে এড়িয়ে গেল,

হয়তো দুঃখিত হব
মনে কষ্ট পাব
তাই বস্ত্রের কথা বলেনি
তবে সান্ত্বনার জন্য—হয়তোবা
অন্য বিষয় টেনে এনেছে
যা ছিল মনভোলার মতো
আনন্দ দেয়ার মতো, আর
মনে হয় তার নিকটে বস্ত্র ছিল না ॥

যারা হেসেছিল

যারা হেসেছিল, আপন উল্লাসে, শ্রীর মতো,
তাদের মধ্যে কেউ ছিল ধীবর,
যে নদীর সংগীত জানত,
কেউ ছিল চাষী
যে মাঠের মমতো বুঝত
কেউ ছিল কুলি
যে বোঝার ওজন বুঝত
কেউ ছিল মাঝি
যে ঊর্মির ক্ষমতা বুঝত
কেউ ছিল তাঁতি
যে শাড়ির সৌন্দর্য বুঝত
কেউ ছিল কবি
যে ভাষার মাহাত্ম্ম বুঝত
কেউ ছিল শিল্পী
যে বর্ণের ভঙ্গিমা বুঝত
কেউ ছিল বেদে
সে সাপের স্বভাব বুঝত
কেউ ছিল জ্ঞানী
যে জটিল বিষয় বুঝত
কেউ ছিল শাস্ত্রী
যে ছন্দের কাঠামো বুঝত
কেউ ছিল দাতা
যে দানের মর্মার্থ বুঝত
কেউ ছিল সুশ্রী
যে রাত্রির রহস্য বুঝত ॥

পথের ইতিহাস

বাঁকা পথ—অজগরের মতো বাঁকা প্যাঁচানো পথ
এই গ্রাম থেকে ওই গ্রামে—দিগন্ত অবধি
যেন ভিখারির মতো
ভিক্ষে করতে করতে এই ঘর থেকে ওই ঘরে
পরে অন্য গ্রামে,

এই পথ দিয়ে একদিন হেঁটে গিয়েছিল
গীতাঞ্জলি পড়তে পড়তে রুনি
অগ্নিবীণা পড়তে পড়তে সিমু
সাত সাগরের মাঝি পড়তে পড়তে রিমা
মেঘনাদ বধ কাব্য পড়তে পড়তে রেণু
বনলতা সেন পড়তে পড়তে জয়া

তবে তারা কোথায় কোথায় গিয়েছিল?
কেন গিয়েছিল?

তারা গিয়েছিল—
এই নীল পাহাড়ের ঝরনার কাছে
এই লাল কমলার গোধূলির কাছে
এই সবুজ মাঠের ফসলের কাছে
এই ধূসর বনের হলুদ পাখির কাছে
এই কালো সমুদ্রের বদ্বীপের কাছে

আসলে উদ্দেশ্য ছিল
ঝরনার পানি কাচের মতো এত নির্মল কেন
গোধূলির রং কেন কুয়াশার মতো
ফসলের মাঝে কেন রঙিন স্বপ্নের বসবাস
হলুদ পাখির গানে এত মিষ্টি কেন প্রশান্তির মতো
বদ্বীপের মাঝে কেন এত আরামদায়ক নির্জনতা

মনীষী

যে সত্যের কথা বলে
যে নিখুঁত সুন্দরের কথা বলে
যে একটি বিশ্বাসের কথা বলে
যে শান্তির কথা বলে
যে স্বপ্নের কথা বলে
যে আশার কথা বলে
যে উজ্জ্বল সাফল্যের কথা বলে
যে সৃষ্টির কথা বলে
যে শ্রী বিজয়ের কথা বলে
যে শস্য উৎপাদনের কথা বলে
যে অম্লান সমৃদ্ধির কথা বলে
যে শিক্ষার কথা বলে
যে ঐক্যের কথা বলে
যে মধুর মিলনের কথা বলে
যে বাঁচার কথা বলে
যে অমল কল্যাণের কথা বলে
যে দীপ্ত আলোর কথা বলে
যে উন্নত প্রযুক্তির কথা বলে
যে অদম্য যৌবনের কথা বলে
যে অটুট তারুণ্যের কথা বলে
যে পরিত্রাণের কথা বলে
যে সর্বদা অভয়ের কথা বলে
যে মানুষের সেবার কথা বলে
যে উত্তম দিকনির্দেশনার কথা বলে
যে নিত্য সঞ্চয়ের কথা বলে
যে সৎচরিত্রের কথা বলে
যে মানবতার কথা বলে
যে উদারতার কথা বলে
যে মহত্ত্বের কথা বলে
যে বাংলা ভাষার উৎকর্ষের কথা বলে
যে শিল্পের কথা বলে

যে তথ্য অনুসন্ধানের কথা বলে
যে বিবেচনা-পুনর্বিবেচনার কথা বলে
যে দেশপ্রেমের কথা বলে
যে সাম্যের কথা বলে
আমি মনে করি
সে উত্তম ব্যক্তি
সে সবার শ্রেষ্ঠ
সে অতুলনীয়
সে মনীষী ॥

যখন ঘুমিয়ে যাব

যখন ঘুমিয়ে যাব
শিথানে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিও
একটি সুন্দর গোলাপ ফুটিয়ে দিও
জলজ গন্ধের শিশির ছিটিয়ে দিও
হলুদ রঙের পাপড়ি ঝুলিয়ে দিও
যখন ঘুমিয়ে যাব,

যখন স্বপ্নের মধ্যে
নিবিড় অরণ্যে একা চলতে চলতে
সন্ধ্যার তরুণ আঁধারে আর পথ খুঁজে পাব না
তখন শিথানের জ্বলন্ত প্রদীপের আলো
সেখানে পথ দেখাবে
আর এই আলো দেখে দেখে সাফল্যের সীমানায় পৌঁছে যাব

যদি প্রিয় কারো সঙ্গে
সেখানে সাক্ষাৎ হয়, কথা বলাবলি হয়
আর বারবার যদি ধন্যবাদ দেয়; তবে বিনিময়ে দেব
এই শিথানের সুন্দর গোলাপ উপহার
তা থেকে সে পৃথিবীর গন্ধ পাবে
পৃথিবীর মানুষের ভালোবাসা পাবে।

যদি সেখানের সূর্য
মাথার উপরে অসহ্য উষ্ণতা ঢালে, তবে কী করব
জলজ গন্ধের শিশিরের ছোঁয়ায় প্রশান্তি আনব
অরণ্যের ছায়ার মতো সুখ আনব
ফেনার মতো কোমলতা আনব
এই ঘাসের উপরে রাখা পা থেকে মাথা অবধি,

যদি বাণিজ্যের জন্য
সেখানে জড়িয়ে পড়ি কারো সঙ্গে, যদি লেনদেন শুরু হয়
তবে টাকার পরিবর্তে
আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে
নিযুত হলুদ রঙের পাপড়ি দেব
তাতে লেখা থাকবে—আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ॥

আমাকে গ্রহণ করো

তোমার বাড়ির কাছাকাছি
আমি পথ ভুলে এসে গেছি !

ওগো আমাকে গ্রহণ করো
ওগো আদরে জড়িয়ে ধরো
ওগো কপোলে চুম্বন করো
গলায় পরাও মালাগাছি,

এখন আমাকে ঘরে নাও
আর তুমি চাও বা না চাও
তবু আমাকে সাথি বানাও
রেখো হৃদয়ের কাছাকাছি,

কারণ তোমাকে ছাড়া আমি
হতেই পারি বিপথগামী
তাই আজ ভালোবেসো তুমি
আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি,

কখনো পিছনে ফিরব না
কখনো ভুলেও তাকাব না
যদিও রয়েছে বনিবনা
আরো কিছু আছে মিছামিছি ॥

সমান সমান

তোমার মতো আমার মতো
নদীর জল সরল কত
বলতে পারি নিযুত শত,

কারণ নদী সবার জন্য
জল রেখেছে দারুণ বন্য
দেখাতে তার রূপ লাবণ্য

তাই সাঁতারু দেয় সাঁতার
পার হয়ে মাছের কাতার
ছুঁয়ে নেয় রূপের পাথার

যেখানে রোজ নীলোৎপল
আলোর সমান সমুজ্জ্বল
ঢেউয়ের মতো কোলাহল,

পাথর গলে হয় চিতল
ঘাই মারে মধুর গীতল
শুনতে যা সহজ শীতল

শুশুকগুলো লাফায় যত
শ্যাওলা পানা হয় আনত
তোমার মতো আমার মতো ॥

বনভূমি

সবুজ সুখের বনভূমি উঁচু নিচু তরঙ্গের মতো
সমস্ত দক্ষিণ জুড়ে আস্তে আস্তে পশ্চিমে মিশেছে
এর পাশ ঘেঁষে সমতল ভূমি থেকে একটু উঁচুতে
মাচার উপরে পাহাড়িয়া উপজাতির কাঠের ঘর
কত স্বপ্নভরা রহস্যের চোখ দিয়ে অবাক দিগন্তে
চেয়ে আছে ভ্রমণবিলাসী পথিকের জন্য,

তুমি যেতে পারো তার কাছে ছায়ার গভীরে ঝিঁঝির পাড়ায়
এই বাঁকা পথে কুড়াল কাঁধে কাঠুরিয়ার মতো
সঙ্গে নিতে পারো অলক বয়সি ছোট্ট ছেলেটাকে
যে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র
যার ক্রমিক নম্বর এক,
শুধু ছোট্ট কচি মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ো না, যদিও যেতে চায়

তোমার বয়সি তোমার পড়শি জেলেরাও বনের ছায়ায় যাবে
সমতল ভূমির সরু খাল দিয়ে নৌকা বেয়ে—সংগীত গেয়ে
তারা প্রত্যেকেই ছেলেমেয়ে আর বউ সাথে নেবে
ভ্রমণ আনন্দঘন হওয়ার জন্য
অনেক প্রশান্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য
তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার জন্য,

পাহাড়িয়া উপজাতিরা খুব উদার, খুব ভালো
তারা প্রত্যেককে নিকট-আত্মীয় মনে করে
কেউ ক্লান্তিতে অসুস্থ হলে তারা প্রাণঢালা সেবা দেয়
কেউ তৃষ্ণার্ত হলে পান করবার জন্য ঝরনার পানি দেয়
উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়
ভালোবাসা ভরা সংগীত শুনায়,

সন্ধ্যায় ফিরিয়ো ঘরে, নীড়ে ফেরা পাখিদের মতো
গাইয়ো পুরবি, ঝরা ফুলের সুরভিমাখা
মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়ো দুরন্ত কিশোরের মতো
যাতে সন্ধ্যার বাতাস উতলা উতলা হয়
নিসর্গ নেতিয়ে আসে
চোখের আনে নরম আরাম ভরা শান্তির তন্দ্রা ॥

কুয়াশার মাঝে টিনঘর

কুয়াশার মাঝে একাকী টিনের ঘর নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে
এঁর উত্তর দক্ষিণে সামনে বারান্দা লম্বা হলেও প্রশস্ত
এখানে একটি বেঞ্চ রাখা আছে
বেঞ্চের উপরে উল্টো হয়ে একটি খেলনা পড়ে আছে
তা হয়ত ছোট্ট খুকির হবে,

আয়ত উঠোন খালি পড়ে আছে
এর বাম কোণে লাউ ঝাড়, শিম ঝাড় শীতল শিশিরে বাকরুদ্ধ
সেখানে দোয়েল কি বা টুনটুনির একটু সাড়াশব্দ নেই
রঙিন ডানার প্রজাপতি নেই
একটি মাকড়সাও নেই,

রান্নাঘরের বাকিদুয়ারের সামনে দুটি নাগা মরিচের গাছ
কয়েকটি লঙ্কাপোড়া মরিচের গাছ
গাছগুলিতে প্রচুর মরিচ স্বপ্নের মতো ঝুলে আছে
নজর লাগতে পারে তাই বাঁশের পুরোনো খুঁটির সাথে
মৃতপাত্র এঁটে এর কালো তল্যায় চুনা দিয়ে শাদা বৃত্ত আঁকা আছে,

উঠোনের দক্ষিণে পাথর বাঁধা ঘাট সিঁড়ি হয়ে পানিতে নেমেছে
পানির আয়নায় দূর-পৃথিবীর মুখ দেখা যাচ্ছে
কতগুলো পাতিহাঁস শাপলা ফুলের পাশে সাঁতার কাটছে
শাবকসহ রাজহাঁস শ্যাওলার চুল চিবোচ্ছে
তাতে অমৃতের ঘ্রাণ বাতাসে মিশছে

ঘরের পিছনে আমগাছটির ডাল তালগাছটির শাখার
নিকটে বন্ধুত্ব খুঁজছে
যেখানে বাবুই পাখির ঝুলন্ত বাসা স্বপ্নের মতো নড়ছে
যেখানে আকাশের গুরু চারাগাছের মতো
যেখানে ঠাণ্ডা চাঁদ ঝিমিয়ে থাকে
যেখানে অনেক বক সারিবেঁধে ওড়ে

এই ঘরে সংসার করা শ্যামল নারী—এখন কোথায়
সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে
ছোট্ট খুকি যে—সে কোথায় রয়েছে

সেও জননীর গলায় দুহাত জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে
যে গৃহস্থ, সে কি দূর-প্রবাসে থাকে ॥

সবুজ গ্রাম

রংধনুর মতো বাঁকা পথের শেষে এই যে সবুজ গ্রাম
বাঁশঝাড়, তালগাছ আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়সহ
এই যে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্নভরা ছবির সমান
এখানেই তো শান্তির ছড়াছড়ি

এখানে আমবাগানের কাছে এই যে শাদা মসজিদ
উঁচু নিচু গম্বুজের দ্বারা আকাশের টুকরো টুকরো
অস্থির মেঘ ছুঁয়েছে
মিনার দ্বারা দুরন্ত চিল ছুঁয়েছে
এখানেই তো সুখের ছড়াছড়ি,

এখানে কেয়াবনের এই যে মৌসুমি ধান ক্ষেত
দক্ষিণ থেকে আসা উতলা বাতাসে নাচছে
সবুজের তরঙ্গ তুলছে
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ অবধি ঢালছে ধানের ঘ্রাণ
এখানেই তো স্নেহের ছড়াছড়ি

এখানে মাঠের কাছে এই যে খাল-বিল-পুকুর
পরিষ্কার তরল রুপায় ভরপুর
রাঁজহাস, শাপলাপদ্ম, সাঁতারুর খেলায় কল্লোলিত
সকাল-দুপুর-বিকেল অবধি
এখানেই তো আশার ছড়াছড়ি,

এখানে ঘরের জানালার কাছে এই যে কিশোর নদী
নাচের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে
আগামী যৌবনের কথা বলছে
স্বরবৃত্তে অক্ষরবৃত্তে মাত্রাবৃত্তে—মুক্তক ছন্দে
এখানেই তা স্বপ্নের ছড়াছড়ি

এখানে খড়ের গাদার কাছে এই যে ছোট বন
অবুজ শিশুর মতো এদিকে—সেদিকে প্রচুর নড়ছে
যার শীতল ছায়ার গভীর অজস্র কিচিরমিচির
সুখদুঃখসহ ভালোবাসার
এখানেই তো প্রাণের ছড়াছড়ি

এখানে গোধূলির কাছে এই যে ধূসর আকাশ
একটি চাঁদকে বুকে চেপে ধরে আঁধারের ওড়না টানছে
যেন জীবনের পরিণতির কথা জানছে
শিল্পকালার মাধ্যমে বাঁচার কথা জানছে
এখানেই তো মাধুর্য-ভরা সুদীর্ঘ অমরত্বের ছড়াছড়ি ॥

সীমা

এই যে সমুদ্র, এই যে আকাশ
এইখানে সূর্য লাল হয়
সন্ধ্যা হয়
নিসর্গ কয়লা হয়
এইখানে শোনা যায় বিষাদের গান
অনেক মৃত্যুর হাহাকার
এইখানে দেখা যায় অনন্ত বিনাশ
প্রস্ত উপত্যকা
এইখানে পাখিগুলি ধূসর গোধূলি
ধোঁয়া ধোঁয়া কাশফুল
সুরহীন ছন্দহীন
এইখানে ফুলগুলি তুলতুলে তুলো
মেরুর তুষার
একঝাঁক বক
এইখানে ডুব দিয়ে বাঁকা চাঁদ
রুপালি ইলিশ হয়
প্রবাল পাথর হয়
এই খানে সোনার তারকা কালো হয়
এইখান ভালুক যেন
একটি কোকিল যেন
মর্মর পাথর—পিচের টুকরো,
এইখানে প্রাণহীন হব
শীতের শুকনো ঘাস হব
আমরাও একদিন।

একান্ত অনুভব

সোনালি সূর্যকে দেখে আমি আনন্দিত হই, রুপালি চাঁদকে দেখে আমি উল্লাসিত হই। রক্তিম নক্ষত্রকে দেখে আমি যথেষ্ট খুশি হই। হলুদ গ্রহকে দেখে আমি পুলকিত হই। সুদীর্ঘ ছায়াপথকে দেখে আমি বিস্মিত হই। সাঁকোর মতো বাঁকা রংধনুকে দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হই। ছয়ামায়া মেঘলা আকাশকে দেখে আমি সপ্রতিভ হই। রোদ্দুরভরা দিনকে দেখে আমি কর্মে জাগরিত হই। শিশিরভেজা সকালকে দেখে আমি আবেগতাড়িত হই। দুরন্ত দুপুরকে দেখে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হই। ঝিমিয়ে-পড়া বিকেলকে দেখে আলোড়িত হই। গোধূলিময় সন্ধ্যাকে দেখে আমি আশান্বিত হই। তিমিরময়ী রাত্রিকে দেখে আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন হই। রঙিন প্রজাপতিকে দেখে আমি আলোকিত হই। ঝিঁঝির মঞ্জির শুনে আমি সংগীতমুখর হই। পাখির ডাক শুনে আমি মর্মে মর্মে বিকশিত হই। নীল পাহাড়কে দেখে আমি প্রেরণাদীপ্ত হই। সবুজ বনভূমিকে দেখে আমি পূত পবিত্র হই। ফুলের বাগানকে দেখে আমি ভরসাদীপ্ত হই। ধান ফসলের মাঠকে দেখে আমি সীমাহীন আন্দোলিত হই। দীর্ঘ প্রান্তরকে দেখে আমি আবেগে বিভোর হই। অপার সমুদ্রকে দেখে আমি কল্পনাদীপ্ত হই। দীর্ঘনদীকে দেখে আমি মনে-মনে দেশান্তরিত হই। সুন্দরী নারীকে দেখে আমি স্থাণু হই। তাতে দ্রুত কাঞ্চির মতো শব্দবহুল হই। অন্তিমে একটি বাগানে বন্দি হই। একটি গোলাপ এবং একটি শাপলার মাঝাখানে সাফল্যমণ্ডিত হই।

কিংবদন্তী

এই মুহূর্তে এই যে পথ দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি এই পথ দিয়ে একদিন হেঁটে গিয়েছিল এক কবি, আজ তার নাম আমি ভুলে গিয়েছি। তবে সাত শত পঞ্চাশ বছর আগে এই পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল এক ধর্মযাজক। তাঁর নাম সৈয়দ ইয়াকুব ইয়েমেনি। সে বনের বাঘকে বশ করছিল। তাই সে মাঝেমধ্যে বাঘে চড়ে মানুষের মধ্যে আসত তবে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাঘটি পাহাড়িয়া পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে চলে যেত। কিন্তু প্রয়োজনে ডাক দিলেই সে তড়িঘড়ি চলে আসত। বাঘটি যদিও ছিল হিংস্রপ্রাণী, কিন্তু সাধকের নিকটে বিনয়ী, অবশ্য এর গায়ে ডোরা ডোরা ছিল। অবশ্য অন্ধকারে এর চোখে আলো জ্বলত। অবশ্য এর মুখে লোকালয়ের অন্য পশুরা লেহন করত। কিন্তু সে কাউকে ধরত না। সে ধরত পাহাড়ে গভীর জঙ্গলে। ওখানে ওকে দেখলে হরিণেরা দৌড়ায়, শেয়ালেরা দৌড়ায়, বিড়ালেরা দৌড়ায়। কিন্তু হরিণেরা শেয়ালেরা যদি লোকালয়ে এসে যেত। তাতে বাঘ থেমে যেত জঙ্গলে। কারণ লোকালয়ে এসে শিকার ধরার জন্য অনুমতি ছিল না। এর জন্য অনুমতি ছিল জঙ্গল অবধি। এই অনুমতিদাতা ছিল সৈয়দ ইয়াকুব ইয়েমেনি।

নিরক্ত করবীর প্রতি

এই দুটো হাত
এই দুটো চোখ
এই চাঁদমুখ
এই ঋজু মন
এই ভালোবাসা
যদি মুক্ত করো
প্রসারিত করো
সীমানা অবধি
তবে শুভ্র রূপে
এই রক্তকরবীকে তুমি পাবে
শোনো, নিরক্ত করবী,

হয়তো দেখবে তাকে, আনন্দে নাচছে
বাতাসের সঙ্গে
সমুদ্রের মতো
হয়তো দেখবে তাকে, উল্লাসে চড়ছে
মেঘের ঘোটকী
নীলাভ্রের মতো
হয়তো দেখবে তাকে হঠাৎ পড়ছে
পৃথিবীর মাঠে
গ্রহাণুর মতো

এর সঙ্গে পড়ছে তারকাপুঞ্জ
শাদা চাঁদ
লাল সূর্য
রঙিন আলেয়া
গাবে হাসতে হাসতে
হর্ষে নাচতে নাচতে
মৃত্যুর হাসির মতো

তবে অবিলম্বে প্রসারিত করো
তোমার যা কিছু আছে—সব
ওগো নিরক্ত করবী ॥

তোমাকে বাংলাদেশে স্বাগতম

ধবল মেঘের ওড়নার মতো—কি বা
চতুর বাতাসে শাড়ির আঁচল দুলবার মতো
এই যে উড়ছে সবুজ সূর্যের পতাকাটি
এর নিচেই বাংলাদেশ দূতাবাস,

ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে-দেশ
ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তরে স্বাধীন
হয়েছিল—এর নাম বাংলাদেশ
আর এই উড়ন্ত পতাকাটি
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা,

ওই দেশসৃষ্টির পিছনে যাঁর অসামান্য অবদান
তাঁর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
তিনি তুলনাহীন—হিমালয়ের মতো উঁচু
তিনি আকাশের মতো সীমাহীন,

ওই দেশে বহমান
পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা কর্ণফুলি
যার ঘাসের জাজিমে আবৃত সমতল
বাতাসে ধানের গন্ধ
সবুজ পল্লবে ফুলে শোভিত বনভূমি

যদি তুমি বাংলাদেশে যাও—ওগো মরুবাসিনী
তবে এই সবুজে সূর্যের পতাকাটির নিচের
বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ভিসা সংগ্রহ
করে ধবল বলাকার মতো ডানা মেলে
উড়াল দিয়ে সরাসরি ঢাকাতে নামিও,
তোমাকে বাংলাদেশে স্বাগতম ॥

অশ্রু

যদি অরণ্যে
পাহাড়ে
পর্বতে
সমুদ্রসৈকতে
বৃষ্টিমুখর রাত্রিতে
উৎসবমুখর পরিবেশে
বর্ষার বিষণ্ন দুপুরে
রাত্রির অন্ধকারে
সূর্যাস্তের মুহূর্তে
শোকার্ত দিবসে
কারো অশ্রু ঝরে
কপোল ভেজে
গ্রীবা ভেজে
শাড়ির আঁচল ভেজে
জানালার কাছে ফোটা গোলাপ ভেজে
দরজার কাছে রাখা টবের গাছটি ভেজে
তবে তাকে ধমক দিয়ো না
যত পারো ক্ষমা করো
আর সান্ত্বনা দাও
কারণ ফাল্গুন মাস তার উষ্ণ রোদ্দুরে
মন পুড়িয়ে দেয়
মুখ পুড়িয়ে দেয়
চুল নেতিয়ে দেয়
ত্বক থেঁতলে দেয়
তাই এই অসহ্য যন্ত্রণাতে অশ্রু ঝরে
তাই তাকে ক্ষমা করো
যত পারো সান্ত্বনা দাও
আর পারলে একটু ভালোবাসা দাও ॥

পৃথক

তোমার জন্য আলাদা করে রাখা আছে
একটি ধানের মাঠ—শ্রী নদীর কাছে
তুমি দেরিতে এলেও, অসুবিধা নেই
তুমি কভু না এলেও, অসুবিধা নেই,

তোমার অংশে আর কারো ভাগ নেই
তোমার উপরে আর কারো রাগ নেই
যেহেতু তোমার মাঠ ভিন্নভাবে আছে
তোমার পাশের এই শ্রী নদীর কাছে,

তুমি চিন্তামুক্ত থাকো, শঙ্কাহীন থাকো
আগামীতে কী বুনবে এই ছবি আঁকো
মনের শাদা প্রচ্ছদে—শিল্পীর মতন
হিসব করো তাতে লাভক্ষতি কেমন

এখানে কারো কোনোকিছু নষ্ট হয় না
এখানে কারো অধিকার খর্ব হয় না
কারণ এখানে বিবেকবানেরা থাকে
তারা কলমে কাগজে সাম্যের শ্রী আঁকে ॥

সুশ্রী রাত্রির কোরাস

এই অন্ধকার রাত্রি—কালো শকুনের সাথি
—আলকাতরার টিন—এক কাকের স্বরূপ,

এই রাত্রি হতে পারে—অন্ধকার ভবিষ্যৎ
কয়লার ছাইভরা অন্য পৃথিবীর ছাদ

এই রাত্রি জন্মাবধি—একগুচ্ছ কালোচুল
উড়ন্ত ফিঙের মতো—বেশ সুন্দর কোকিল

এই রাত্রি হেঁটে চলা কালো বিড়ালের ন্যায়
এই রাত্রি হেঁটে চলা কালো ভালুকের ন্যায়

এই অরণ্যের মধ্যে—এই গুহার ভিতরে
কালো ঘোটকীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে

প্রতিদিন হ্রেষা ঝাড়ে—তাতে গা শিউরে ওঠে
মন ছ্যাঁৎ করে ওঠে—নিগ্রো ফেরারির মতো

এই রাত্রি সুশ্রী হয়, তার অন্ধকারে যদি
হলদে জোছনা নিয়ে ওঠে শাদা এক চাঁদ ॥

কবিতার কথা

স্বপ্নের মতো যা সীমাহীন
আয়নার মতো যা দারুণ অমলিন
রক্তের মতো যা নিতান্ত রঙিন
হলুদের মতো যা রোদ্দুরে নীল
শাদার মতো যা ধূসরে অন্তরিন
সন্ধ্যার মতো যা গোধূলির ছোঁয়ায় মলিন
পথের মতো যা বাঁকানো সঙ্গিন
শস্যের মতো যা দিগন্তে বিলীন
নৌকোর দোলার মতো যা আকাশে উড্ডীন
কথার মতো যা দর-কষাকষির অধীন
শস্যদানার মতো যা মাছ আর পাখির অধীন
মেঘের মতো যা আকাশের ন্যায় সমান আসীন
লাল টুকটুকের মতো যা মাধুর্যের মধ্যে পরাধীন
ফেনার মতো যা নরম এবং ক্ষীণ
ছবির মতো যা সুন্দর এবং স্বাধীন
রক্তজবার মতো যা প্রেমজ সর্বাঙ্গীণ
ভালোবাসার মতো যা অনেক গহিন
নারীর মতো যা সমীচীন
সোনার টুকরোর মতো যা ঝলমলে নবীন
সুখশান্তির মতো যা অনুপম ঋণ
পদ্মের মতো যা ভাসমান মীন
পাথরের মতো যা ভঙ্গুর কঠিন
প্রজাপতির মতো যা সোনালি শাহিন
তা হলো কবিতা-কবির অধীন।

বদ্ধস্বপ্ন

স্বপ্ন ছিল চারুকারু লাল আগুনের মতো
বদ্ধ ঘরে
যত্ন করে
গুপ্তভাবে রাখা
পুষ্প কলা যে-নিয়মে বনবাদাড়ের মাঝে
সুপ্তি দিয়ে রাখা
গন্ধ দিয়ে রাখা
ছন্দ দিয়ে রাখা
শুদ্ধভাবে সে-নিয়মে এই চারুলাল রাখা, তবে
সূর্য হয়ে যদি
রক্ত কিছু ঢালে
দৃষ্টি ভরা গালে, তবে
শান্তি পাব কিছু
শক্তি পাব কিছু
অল্প কিছু পাব সোনালির মতো চকচকে
স্বর্গে জ্বলা শাদা রুপালির মতো ধবধবে
বর্ণে জ্বলা সরু মায়াবীর মতো তুলতুলে
চক্ষে জ্বলা কালো কিশোরীর মতো চিকচিকে
নিগ্রো সম যেন
রাত্রি সম যেন
কৃষ্ণা সম যেন
সন্ধ্যা থেকে
চন্দ্র থেকে
অন্ধ থেকে
সিন্ধু থেকে শেষাবধি ॥

রাত্রির মূল্যায়ণ

সন্ধ্যার সাঁকো দিয়ে যখন রাত্রি এল। কতিপয় লোক বলল, আরকতবার মতো রাত্রি। কতিপয় দুষ্ট লোক বলল ডাকিনীর চুলের মতো রাত্রি। কতিপয় প্রাজ্ঞ লোক বলল—কালো অক্ষরের মতো রাত্রি। কতিপয় কবি বলল ভালুকের মতো রাত্রি। কতিপয় মাতাল বলল ধবধবে দুধের মতো কালো রাত্রি। কতিপয় সুন্দরী বলল পূর্ণিমার মতো রাত্রি। কতিপয় ধীবর বলল ফিঙের মতো রাত্রি। কতিপয় গায়ক বলল কোকিলের মতো রাত্রি। কতিপয় শিল্পী বলল কাকের মতো রাত্রি। কতিপয় কৃষক বলল কালির মতো রাত্রি। কতিপয় কৃষক বলল কালির মতো রাত্রি। কতিপয় শ্রমিক বলল পিচের মতো রাত্রি। কতিপয় দিশারি বলল ছাইয়ের মতো রাত্রি। কতিপয় ধার্মিক বলল জোনাকির মতো রাত্রি। কিন্তু আমি শুধু বললাম, রাত্রি কারো মতো নয়। রাত্রি তো রাত্রির মতোই। তাতে কতিপয় কালো লোক হাসতে হাসতে ডানদিকের মেঠো পথে চলে গেল দূরদিগন্ত অবধি। তাতে কতিপয় শাদা লোক কাঁদতে কাঁদতে বামদিকের রাস্তা দিয়ে চলে গেল সমুদ্র অবধি। তাতে কপিয় তামাটে লোক নাচতে নাচতে সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল নীল আকাশ অবধি। তাতে কতিপয় খয়েরি লোক লাফাতে লাফাতে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল পাহাড় অবধি। তাতে কতিপয় হলদে লোক টলতে টলতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চলে গেল অরন্য অবধি। তাতে কতিপয় গৌরী লোক কাঁপতে কাঁপতে দেয়াল ডিঙিয়ে চলে গেল প্রান্তর অবধি। তাতে কতিপয় শ্যামলা লোক ঝিমুতে ঝিমুতে বারান্দা দিয়ে চলে গেল নিকটবর্তী দোকান অবধি। তাতে কতিপয় কালো লোক গাইতে গাইতে জানালা দিয়ে চলে গেল বাতিঘর অবধি। তাতে কতিপয় বাদামি লোক বুঝতে বুঝতে স্ব-স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু আমি আঁধারের মতো এর রহস্য বুঝলাম না।

উদ্দেশ্য

এই যে পাহাড়, উত্তর থেকে দক্ষিণে উঁচুনিচু ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, ডান থেকে বামে ঢেউ ঢেউ ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, পূর্ব থেকে পশ্চিমে আঁকাবাঁকা ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, সূচনা থেকে সমাপ্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, জন্ম থেকে মৃত্যুতে তরঙ্গিত ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, আলো থেকে অন্ধকারে সর্পিল ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, তরুণ থেকে তরুণীতে ধারাক্রম ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, আশা থেকে নিরাশায় লালনীল ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, প্রবন্ধ থেকে কবিতায় অভিনব ভাবে চলে গিয়েছে
এই যে পাহাড়, দিন থেকে রাত্রিতে নিয়মিত ভাবে চলে গিয়েছে
এইভাবে আমাদের জীবন থেকে সৃষ্টি থেকে ধ্বংসের দিকে পরিপূর্ণ
ভাবে চলে গিয়েছে। এই জীবনকে রক্ষা করা যাবে না।
তাকে কিছুটা দীর্ঘায়ত করা যাবে। কিন্তু এই জীবন
তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে এতে জীবন হোক স্বল্পায়ু বা
শতায়ু তাতে কিছু যায় আসে না। আর জীবন শুরু হলো
শেষ হলো। এতে জীবন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এইজন্য চাই মূল্যহীন জীকনকে মূল্যবান করা প্রয়োজন। এই জন্যে চাই কর্ম, তবে তা হতে হবে মহৎকর্ম। আর এই মহৎ কর্মের সামনে একটা আদর্শ থাকতে হবে। আর যদি আদর্শ না থাকে তবে পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তবে কোনো একটা আদর্শ গ্রহণ করার পর এখানে নিজস্বতা থাকতে হবে মানে আপন যুক্তি। আপন পরিকল্পনা, আপন দিকনির্দেশনা, আপন গবেষণা। অন্যান্য কিছু। এখন যদি রবীন্দ্রনাথের মতো কাজ শুরু করা যায়। তবে করা যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে হবে। এখন যদি নজরুলের মতো কাজ শুরু করা যায় তবে করা যেতে পারে। কিন্তু নজরুল থেকে পুরোপুরি পৃথক হতে হবে। এখন যদি মাইকেলের মতো কাজ আরম্ভ করা যায়, তবে করা যেতে পারে। কিন্তু মাইকেল থেকে ব্যতিক্রম হতে হবে। শুধু মিল থাকতে পারে এতটুকু। জীবনে কে কতটুকু সময় ব্যয় করেছে শিল্প সাহিত্যে। এর সম পরিমাণ কি-বা কিছু কম কিংবা কিছু বেশি সময় ব্যয় করা। এই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেল আদর্শ ॥

আমার ভালো লাগে

আমার ভালো লাগে সবুজ গাছপালা, ঝোপঝাড়, ছায়াভরা অরণ্য, পথের পাশে সারি সারি তালগাছ, শিমঝাড় কারণ আমার মমতা ওইগুলোর সাথে জড়ানো রয়েছে। কত খেলা খেলছি ওই সবুজ গাছপালার নিচে যদি হিসেব করি তবে এক জার্নাল হবে। কত গান গেয়েছি ওই ছায়াভরা অরন্যের; যদি লিখতে বসি তবে এক পাণ্ডুলিপি হবে। কত দৌড়াদৌড়ি করেছি ওই পথের পাশে সারি সারি তালগাছের তলে যদি গুনতে যাই তবে অযুত নিযুত হবে। কত ছিনিমিনি খেলেছি ওই লাউঝাড় শিমঝাড়ের আড়ালে। যদি বলতে যাই তবে এক মহাকাব্য হবে।

আমার ভালো লাগে আরো, তরঙ্গবহুল নদী, বিরাট দিঘি, ঘোলাজল-ভরা পুকুর, খালবিল ঝিল। কারণ আমার স্বপ্নভরা আশা ওইগুলোর সঙ্গে প্যাঁচানো রয়েছে। কত সাঁতার কেটেছি ওই তরঙ্গবহুল নদীর পানিতে, যদি অনুমান করি এক দীর্ঘ দিনের হবে। কত শাপলা ফুল তুলেছি ওই বিরাট দিঘির জল থেকে। যদি বর্ণনা করি, তবে এক গ্রন্থ হবে। কত লাফালাফি করেছি ওই ঘোলাজল ভরা পুকুরে, যদি ব্যাখ্যা করি, তবে পুরো অভিধান হবে। কত মাছ ধরেছি ওই খালবিলঝিল থেকে, যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ করি, তবে পুরো একদিন এক রাত্রি লাগবে।

আমার ভালো লাগে আরো কতকিছু তেমনি ॥

কে গেলো জানি না

নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না, কারণ আমার পাশ দিয়ে বিজলির মতো ঝিলিক দিয়ে চলে গেছে। আমি শুধু একটু বর্ণিল রূপ দেখেছি। তার ফিসফিস শব্দ শুনেছি, তার পায়ের তলায় মরমর বাজতে শুনেছি। তার চুলে কালোমেঘ জমতে দেখেছি। তার বাহুতে চুড়ির চিনচিন বাজতে শুনেছি। তার পোশাক পরিচ্ছদে তুষারের আবরণ জমতে দেখেছি। কিন্তু কে গেল, পরী গেল, নারী গেল, বনসুন্দরী গেল, মায়াবিনী গেল, রাজকুমারী গেল, তা পরিষ্কার করে বলতে পারব না। আর এত ত্বরিতে যাবার কারণ কী তাও বলতে পারব না। কারণ তা হবে অনধিকার চর্চার শামিল। আর তা যদি একবার মজ্জাগত হয়ে যায় তবে স্বাধিকার চর্চা করা যাবে না। যেহেতু স্বাধিকার চর্চা করতে হবে নিজস্ব লক্ষ্যে পৌছতে হবে। নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির ব্যাপক বিস্তার দিতে হবে। নিজস্ব ভুবন গড়তে হবে। নিজস্ব গ্রন্থ রচনা করতে হগবে। নিজস্ব সাধনায় সময় ব্যয় করতে হবে, সেহেতু কে গেল কেন গেল, এই সমস্ত প্রশ্ন বর্জন করতে হবে। পুরেপুরি বর্জন করতে হবে, আজীবনের জন্য বর্জন করতে হবে।

যদি অবসর থাকে

যদি অবসর থাকে, তবে
একটি গোলাপের কাছে যেতে পারো
একটি বিহঙ্গের কাছে যেতে পারো
একটি অরণ্যের কাছে যেতে পারো
একটি ঝরনার কাছে যেতে পারো
সামান্য সুগন্ধের জন্য
মধুর কূজনের জন্য
সুন্দর সবুজের জন্য
পড়ন্ত সংগীতের জন্য
কারণ এই সমস্ত সত্তার গভীরে সুখ আছে
আনন্দের মতো

যদি সারাবেলা থাকে, তবে
একটি হাওরের কাছে যেতে পারো
একটি পাহাড়ের কাছে যেতে পারো
একটি সমুদ্রের কাছে যেতে পারো
একটি প্রান্তরের কাছে যেতে পারো
একটু মাধুর্যের জন্য
একটু সৌন্দর্যের জন্য
বিশাল তরঙ্গের জন্য
শোভন সুদৃশ্যের জন্য
কারণ এই সমস্ত সত্তার গভীরে শান্তি আছে

যদি সমকাল থাকে, তবে
একটি পুকুরের কাছে যেতে পারো
একটি আকাশের কাছে যেতে পারো
একটি পূর্বাশার কাছে যেতে পারো
একটি দিগন্তের কাছে যেতে পারো
একটু আরামের জন্য
একটু নীলিমার জন্য
একটু রক্তিমের জন্য
একটু সূর্যাস্তের জন্য
কারণ এই সমস্ত সত্তার গভীরে শোভা আছে
বর্ণালীর মতো ॥

একটু দাঁড়াও

একটু দাঁড়াও, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসছি
ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকো, কোনোদিকে যাবে না,
পূর্বে না, পশ্চিমে না, উত্তরে না, দক্ষিণে না, এতে
যদি সকাল গড়িয়ে যায়—যাক, দুপুর গড়িয়ে যায়—যাক,
বিকেল গড়িয়ে যায়—যাক, সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়—যাক,
রাত্রি গড়িয়ে যায়—যাক, কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে
একটা তালগাছের মতো, এখান থেকে সরবে না,
সামনে না, পিছনে না, ডানে না, বামে না, যদি বৃষ্টি
আসে আর শরীর ভিজে যায়, যদি দমকা বাতাস আসে
আর চুল এলোমেলো হয়ে যায়, যদি রাস্তার কুকুর তেড়ে
আসে আর মন শঙ্কিত হয়, যদি কীটপতঙ্গ ঘিরে
ধরে আর তাতে বিরক্তি আসে, তবুও সরবে না,
দাঁড়িয়ে থাকবে, শঙ্কাহীন, ভাবনাহীন, শব্দহীন,
আর এই যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছ,
আমি ওর কাছে যাব, ওর সঙ্গে অনেক কথা আছে,
মনে উত্তমপুরুষের কথা, মধ্যমপুরুষে কথা,
নাম পুরুষের কথা, এই তিন পুরুষের কথা শেষ
করে আমি ফিরে আসব, একটুও দেরি করব
না, একটুও দাঁড়াব না, যদিও সে আমাকে বলে
একটু দাঁড়াও ॥

তোমাকে দেখার জন্য

একদিন তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম, তুমি দেখতে পাওনি। আর আমিও তোমাকে দেখতে পাইনি। তবে চেষ্টা করেছি দেখার জন্য। তাতে তোমার বাড়ির উঠোনের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, বারান্দার দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, পুকুরের ঘাটের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, আমগাছটির ছায়ার দিকে তাকিয়েছিলাম, কদমগাছটির তলার দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, তালগাছটির নিচের পথের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, রান্নাঘরের দরজার দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, ঘরের প্রবেশতোরণের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, অর্ধেক পর্দাটানা জানালার দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, গোয়ালঘরের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, ঝুলন্ত সিঁড়ির পাশের ফুলগাছটির দিকে একবার তাকিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও তোমাকে দেখতে পাইনি। হয়তো তুমি ব্যস্ত ছিলে। হয়তো তুমি বান্ধবীদের সঙ্গে ছিলে। হয়তো তুমি অরণ্যের নিকটে ছিলে। হয়তো তুমি পাহাড়ের পাদদেশে ছিলে। হয়তো তুমি ঝরনার নিকটে ছিলে। হয়তো তুমি প্রান্তরে ছিলে। হয়তো তুমি সমুদ্র সৈকতে ছিলে। হয়তো তুমি নগর ভ্রমণে ছিলে। হয়তো তুমি হাটে কেনাকাটায় ছিলে। হয়তো তুমি কবিতা লেখায় ছিলে। হয়তো তুমি গান গাইতে ছিলে। হয়তো তুমি গবেষণামূলক গ্রন্থ পড়তেছিলে। হয়তো তুমি আড্ডায় ছিলে। হয়তো তুমি নৃত্যে ছিলে। হয়তো তুমি চারাবৃক্ষরোপণে ছিলে। হয়তো তুমি মানবসেবায় নিয়োজিত ছিলে। হয়তো তুমি দেশ সমৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত ছিলে। হয়তো তুমি নতুন আবিষ্কারের নেশায় ব্যস্ত ছিলে। হয়তো তুমি মিছিলে ছিলে। হয়তো এইজন্য তোমার দেখা পাইনি। তবে অবসরে দেখা করিও পূর্ণিমার মতো ॥

বাবা

বাস থেকে নামতেই কালো লোকটাকে ওরা ঘিরে ফেলল
আর ওরা বলতে লাগল, বাবা, অনেকদিন ধরে
এই ছেড়া তালিমারা শাড়িটি পরছি। কিন্তু আরেকটা শাড়ি
কিনতে পারছি না। কারণ টাকাপয়সা নেই। আর সমাজে
বিত্তবান যারা তাদেরকে অনেকবার বলছি। কিন্তু দেবে বলে
আজও কেউ দিচ্ছে না। এতে তিনটি
বসন্ত চলে গিয়েছে। কিন্তু কে কখন যে দেবে
তাও জানি না। কাজেই তুমি আমাকে অন্ততপক্ষে
একটা শাড়ি এক্ষুনি কিনে দাও। বাবা অনেকদিন
ধরে আমার ঘরের চাল নেই। তাতে বর্ষায় বৃষ্টিতে
ভিজছি এবং গ্রীষ্মে রোদ্দুরে ঘামছি। কাজেই তুমি
আমার ঘরের চালের জন্য কমপক্ষে দশটি টিন কিনে দাও। তোমার জন্য
দোয়া করব। বাবা সারাদিন
ধরে ভিক্ষে করছি। তাতে মাত্র দশ টাকা হাতে এসেছে,
তাতে খাবার মিলবে না। তুমি অন্তত দশ টাকা
আমাকে দাও যাতে রাত্রে খাবার খেতে পারি।
বাবা, আমার মায়ের অসুখ, ঘরে বিছানায় পড়ে
আছে। উঠতে পারে না। নিজ হাতে খেতে পারে না।
যে একখণ্ড জমি ছিল। বিক্রয় করে মায়ের ঔষধের
জন্য ব্যয় করেছি। কিন্তু মা ভালো হয়নি। আর
এখন যে ঔষধ কিনব কিংবা ডাক্তার দেখাব।
এমন সামর্থ্য নেই। কাজেই তুমি কিছু-একটা দাও
ফিরিয়ে দিও না। তোমার কথা আজীবন স্মরণ রাখব ॥

বিষণ্ন রাত্রির গল্প

এখন বিষণ্ন রাত্রি, দুঃখবতী রূপসীর মতো, যার প্রিয়
ঘরে নেই, দূর প্রবাসে থাকে, আজ আসবে কাল
আসবে, এমনি বলে, কিন্তু আসে না, এমনি করে
গ্রীষ্ম যাচ্ছে, বর্ষা যাচ্ছে, শরৎ যাচ্ছে, হেমন্ত
যাচ্ছে, শীত যাচ্ছে, বসন্ত যাচ্ছে, কিন্তু আসছে না।
তবে কখন আসবে, তাও বলা যাচ্ছে না। একদিন
এক মাঝির কাছে তার কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,
মানে সে কীভাবে কথা বলে, কীভাবে স্বপ্ন দেখে,
কীভাবে আশার জাল বোনে, কীভাবে হাঁটে, কীভাবে
দৌড়ায়, কীভাবে বসে, কীভাবে উঠে দাঁড়ায়।
সেইদিন মাঝি শুধু বলেছিল, যখন সে তার
নৌকোতে উঠে বসে, তখন বুঝি কথা প্রসঙ্গে
বলেছিল, এই দেশে কোনোদিন ফিরবে না,
কারণ দেশদ্রোহীরা বারবার রাষ্ট্রক্ষমতায়
আসে, তাদের গাড়ির সামনে পতপত করে
ওড়ে সবুজ সূর্যের পতাকা, আর যথেষ্ট লোক
এতে শাবাশ শাবাশ বলে, আর বলে
জয় হোক স্বাধীনতার, জয় হোক সত্যের, সে তা
সহ্য করতে পারে না, তাই হয়তো এই কারণে
তার ফেরার সম্ভাবনা নেই, তবে যদিও ফিরে
আসে, এই দেশদ্রোহীরা নিপাত হওয়ার পরে
আসবে, তা নিশ্চিত ॥

কালো সাহিত্যিকের গান

ওই লোকটির কথা প্রায়ই তুমি বলো। কোনো সময় দুপুরে বলো, কোনো সময় বিকেলে বলো। কোনো সময় সন্ধ্যায় বলো। কোনো সময় রাতদুপুরে বলো। তবে ওই কালো লোকটিকে পুরোপুরি চেনো কি? হয়তো নিশ্চয়ই চেনো। একবার তুমি বলেছ, তার কবিতা নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ। তার গদ্যকবিতা নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ কবিতাগদ্য নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তার গদ্যগীতি নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তাঁর গীতিকবিতা নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তার কবিতাগীতি নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তার কবিতাসংগীত নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তাঁর সংগীতকবিতা নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ, তার ছড়া নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তার ছড়া কবিতা নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তার উপন্যাস নিম্নমানের। একবার তুমি বছে তার নাটক নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তার প্রহসন নিম্নমানের। একবার তুমি বলেছ তার চিত্রকর্ম নিম্নমানের। তবে তুমি যা বলেছ, সত্য বলেছ। ন্যায় বলেছ। কিন্তু তুমি গ্রাম থেকে বলেছ। তুমি পাহাড়িপল্লী থেকে বলেছ। তুমি জেলেপল্লী থেকে বলেছ। তুমি সৈকতপল্লী থেকে বলেছ। তুমি মেথরপল্লী থেকে বলেছ। এইজন্য তোমার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়া তুমি আনকোরা লোক। তোমাকে কেউ চেনে না। আর ওই যে কালো লোকটি, তার কথা বিস্তারিত জেনে নাও। সে হীরকপদক পেয়েছে। সে স্বর্ণপদক পেয়েছে। সে রৌপ্যপদক পেয়েছে। সে তাম্রপদক পেয়েছে। সে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। সে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে। সে জাতীয় সম্মান পুরস্কার পেয়েছে। সে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে। সে সূর্যরত্ন খেতাব পেয়েছে। সে চাঁদরত্ন খেতাব পেয়েছে। সে কবিগোষ্ঠী প্রদত্ত সম্মাননা পেয়েছে। সে লেখকগোষ্ঠী প্রদত্ত সম্মাননা পেয়েছে। কাজেই তার সাহিত্য আবর্জনা হলেও এখন স্বর্ণের মতো মূল্যবান। কারণ মানুষের অভিজ্ঞতা নেই। তা ছাড়া মানুষ জানতে চায় না। এবং সমাজ পরিবর্তনের কোনো উপকরণ আমাদের কাছে নেই। এইজন্য পুরাতনকে মানতে হবে। তবে যদি মানুষের মেধা ও মনন চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তাহলে ওই কালো লোকটিকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে। কারণ মহাকাল ক্ষমাহীন ॥

ঘরে ফিরে এসো

ঘরে ফিরে এসো, সন্ধ্যা এসে গেছে, আস্তে আস্তে আকাশ
কালো হচ্ছে, চাঁদ উঠছে, তারকা হাসছে, রজনীগন্ধা ফুটছে,
ঝিঁঝির মঞ্জির বাজছে, শেয়াল হাঁকছে, ডাকিনী ডাকছে,
পেঁচা উড়ছে, ভুতুম নাচছে, বাদুড় ঝুলছে, নদীর ঢেউগুলো
কালো হচ্ছে, অরণ্যের ছায়া ভালুকের মতো হচ্ছে, নিয়নবাতি
জ্বলছে, আলেয়া আছড়ে পড়ছে,
ঘরে ফিরে এসো, বিলম্ব কোরো না, কারণ যত বিলম্ব হবে,
আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব তত, তা ছাড়া কতিপয় লোক খুব
দুষ্ট, তাদের কাছে মানুষের মূল্য নেই, তারা মানুষকে
হত্যা করে পাইকারি ভাবে, যখন লাশ পাওয়া যায়,
তখন দেখা যায় লাশটির পরিচয় অজ্ঞাত। দেহের
সঙ্গে মাথা নেই, হাত নেই, পা নেই, বুকে পিঠে
আঘাতের চিহ্ন, পরে বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়।
ঘরে ফিরে এসো, তোমার জন্য মা বাকরুদ্ধহীন,
বাবা কাঁদছে, ভাই বিষাদগ্রস্ত, ছোট বোনটি দুইদিন
থেকে কিছু খাচ্ছে না, শুধু বলছে আপা ফিরে না আসা
পর্যন্ত কিছুই খাব না, এককোঁটা পানিও স্পর্শ করব না,
তাই যত তাড়াতাড়ি পারো, ফিরে এসো। তুমি ফিরে এসো,
ঘরে ফিরে এসো, তোমাকে খুঁজে বের করার জন্য
এক অরণ্যচারীকে পাহাড়ে পাঠানো হয়েছে, সে এখনও
ফিরে আসেনি, এক মাঝিকে নদীতে পাঠানো হয়েছে,
সেও ফিরে আসেনি, একে দিশারিকে সীমান্তে
পাঠানো হয়েছে, সেও ফিরে আসেনি,
কাজেই যেখানেই থাকো, যে অবস্থায় থাকো, অতিসত্তর
ঘরে ফিরে এসো ॥

—

বিনিদ্র বসতি
বিনিদ্র বসতি
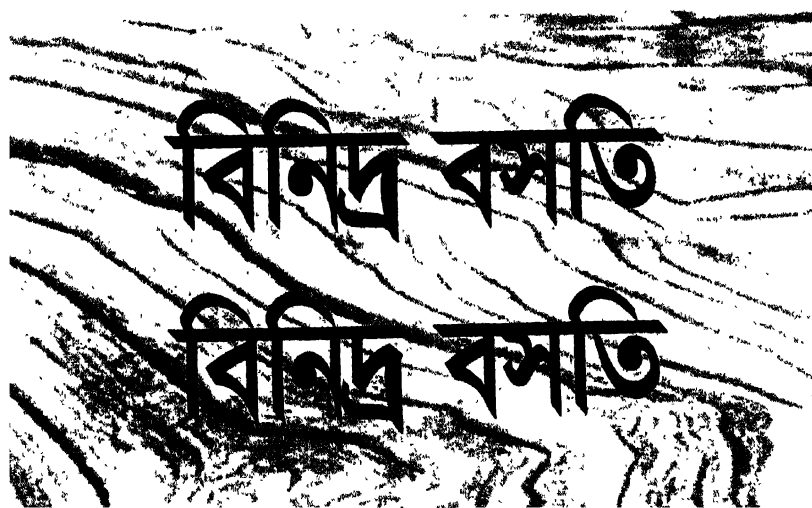
উৎসর্গ

কবি লাভলী চৌধুরী

সূচিপত্র

দূরত্ব

আমি যখন মাঠে ছিলাম
তুমি তখন পাড়ায় ছিলে
আমি যখন হাটে ছিলাম
তুমি তখন উঠানে ছিলে

আমি যখন ঘরে এলাম
তুমি তখন বেরিয়ে গেলে
আমি যখন ঘাটে গেলাম
তুমি তখন সরে গেলে

কী:ভাবে তাই সাক্ষাত হবে
তোমার মাঝে আমার মাঝে
দুজন যেমন নদীর দুপাশ
প্রতিদিনের সকাল সাঁঝে ॥

সহমর্মিতা

সূর্য যখন ঢলতে ছিল
উপর থেকে নিচের দিকে
তখন তোমার মুখের আলো
কেন ছিল দারুণ ফিকে

হয়তো তুমি কারো পতন
সহ্য করতে পারো না
হয়তো তুমি কারো মরণ
অল্প বয়সে চাও না

এইজন্য মুখের আলো
ফিকে ছিল চায়ের সমান
এইজন্য জমকালো
রূপে ছিল রাতের ম্লান,

এই কারণে তোমায় দিচ্ছি
অগণিত ধন্যবাদ
গোলাপ ফুলে সেজে নিচ্ছি
মনে করে—তুমি চাঁদ॥

প্রদীপের গান

যখন সময় আলসে ঢালত
তখন প্রদীপ ঝলসে জ্বলত
শেয়ালকাঁটার রসের সমান
হলুদ সোনার মতন অম্লান
যেমন সকাল বেলার অরুণ
ফুলের মতন নরম করুণ,
আবার সময় যখন ঝরত
রূপোর প্রদীপ তখন পড়ত
নড়তে নড়তে ঢলতে ঢলতে
নিভতে নিভতে জ্বলতে জ্বলতে
এই মখমলে শ্রীর কাছাকাছি
যেখানে রোদ্দুর সোনার মৌমাছি ॥

স্মৃতি

এই মাঠের খোলা আকাশে
আনন্দে উড়াত ঘুড়ি
ঘুড়ির ডানা মেঘের পাশে
খুঁজত আলোর নুড়ি

তাতে সময় গড়িয়ে যেত
আঁধারের কাছাকাছি
যার প্রচ্ছদে জ্বলত শত
বর্ণিল আলোর মাছি

চাঁদ উঠত দুধের মতো
যেন ফরসার আঁধি
জ্বলত বুকে জড়িয়ে যত
জোনাকির প্রতিনিধি

তা একা দাঁড়িয়ে দেখতাম
গুনগুন করে গাই
আর কবিতায় লিখতাম·
যদিও সে আজ নাই ॥

উপহার

সাকির জন্য রেখেছি
বনের ভিতরে মর্মর সুরের গুঞ্জনে ভরা মৌমাছি
তার ডানা কালো
পাথর ছোঁয়াতে জ্বলে ওঠে আলো
যেন আগুনের নীল মালাগাছি
অবশ্য উত্তাপে ভরা, টের পাই, গেলে ওর কাছাকাছি,

এখন কোথায় সাকি?
মনে হয় সে আছে দূর অরণ্যে একাকী
ওখানে পাথরে বসে সে হয়তো শুনছে পাখির গান
দেখছে ঝরনার ঝরঝর গানের গানের ছন্দে রচা শ্যামলিম উপাখ্যান
পাতায় পাতায় রক্তের উলকি
লতার শরীরে রোদের ফুলকি,

হয়তো জানছে কভু
পাতার আড়ালে বসবাস করে বনের সোনালি প্রভু
মর্মরে মর্মরে যোগ করে কথা
প্রকাশ করে হৃদয়ের মমতা
তাই ভাগ পেতে, হয়তো থাকছে, সে অনেক নিবু নিবু
প্রদীপের মতো শব্দহীন ভাবে—শীতের সমান হয়ে জবুথুবু,

তরে ফিরে এসো সাকি
সন্ধ্যার আগে যেটুকু সময় এখনও আছে বাকি
এর মধ্যে এলে কাছাকাছি
দিতে পারব এই মৌমাছি
আর দিতে পারলেই, থাকবে না দায়িত্বের টুকিটাকি
আর বিশ্বাস তুমি আসবে নিতে, কখনো দেবে না ফাঁকি ॥

সীমাহীন অঙ্গীকার

তোমাকে দেব এই বর্ষার কালো ফর্সার মেঘের ঘুড়ি
এক প্রকার বাঁকা কথার স্বর্ণলতার রেশমি চুঁড়ি
সুবাস ভরা আকুল করা আগুন ধরা ফুলের কুঁড়ি
আলোক পুর কাচবালুর কত মধুর চরের নুড়ি

তোমাকে দেব অনেক ভালো রং ঝাঁঝালো ভোরের আলো
ভালুক থেকে একটু ফিকে আঁধার ছেঁকে কালির কালো
চমক হরা পাষাণ ভরা হ্রদের সেরা পাথরগুলো
যেমন অণু ফুলের রেণু মাটির তনু পথের ধুলো

তোমাকে দেব বনের ভুল জড়ানো উল গোলাপফুল
মাটিতে ঢাকা সরল বাঁকা কেঁচোর আঁকা বটের মূল
রঙ জড়ানো রঙ ছড়ানো খুব পুরানো সোনার দুল
মন তাড়ানো প্রাণ নোয়ানো পিচ হারানো হলুদ চুল

তোমাকে দেব আশ্বিন মাসে নদীর কাছে শীতল ছায়া
কাদার মতো নরম যত চরম তত পলির কায়া
সবার সেরা সবুজ ঘেরা আবেগ ভরা দেশের মায়া
ভালোবাসার মতো উদার এই আমার সোনার জায়া

তোমাকে দেব পাগলপারা মনের সারা গোপন কথা
সরলসোজা কী তরতাজা শোণিতে ভেজা নীল মমতা
সকাল সাঁঝে সরস সাজে ফুলের ভাঁজে নতুন প্রথা
চুলের মতো চিকন যত হলদে নত আলোক লতা

তুমি নেবে কি সারা অমূল্য ফুলের তুল্য পবিত্র পণ্য
যেন বিশ্বের স্বর্গজয়ের জন্য স্বর্ণের সমান পুণ্য
আলোর মত নির্ভুল কত উন্নত শত চারু অনন্য
আজ উত্তর দাও সত্বর আর আমাকে দাও প্রাধান্য ॥

প্রার্থনা

যদি তুমি দিতে চাও সবুজের খোলাখুলি মাঠ
অসীম তরঙ্গভরা মাছভরা আঁকা বাঁকা নদী
রঙিন কুসুমে ভরা অরণ্যের তরু প্রতিনিধি
হাঁসের সাঁতার কাটা কোনো এক পুকুরের ঘাট

তবে দাও এইসব—হে দয়ালু—অনন্ত বিরাট
এই তো রেখেছি হাত খোলাখুলিভাবে নিরবধি
তবে আকাশের মতো পরিপূর্ণ করে দাও যদি
আমি তো ধনাঢ্য হব—ভেঙে ফেলে ক্ষুদ্র আট সাট

তুমি যাকে ভালোবাস—পরিপূর্ণভাবে তাকে দাও
তুমি যাকে ভালোবাস—তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নাও
তুমি যাকে ভালোবাস—তাকে দাও সোনার আসন

তাই তো আমাকে তুমি নীলাকাশ অবধি বাড়াও
অনন্য সামগ্রী সব করো তুমি আমাকে অর্পণ
তোমার করুণা যত আমার প্রতি করো বর্ষণ ॥

একটু অপেক্ষা করো

কখন ফিরবে ঘরে আমাদের সাহসী সন্তান
এক বিজয়ীর মতো কণ্ঠে ধরে বিজয়সঙ্গীত
আকাশে উড়ায়ে ফ্লাগ সবুজে সূর্যের প্রশ্নাতিত
রক্তিম লাবন্য ভরা বীরত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ,

যখন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে মহৎ অভিযান
যখন রাত্রির শেষে দেখা যাবে আলোর ইঙ্গিত
যখন মৃত্যুর মাঝে দেখা যাবে জীবনের জিত
যখন বনের মাঝে দেখা যাবে ফুলের বাগান,

একটু অপেক্ষা করো গ্রীষ্ম থেকে শরৎ অবধি
একটু নিশ্চুপ থেকো ধৈর্যশীল মানুষের মতো
একটু উন্মুক্ত রেখো হৃদয়ের রঙিন পরিধি,

এই তো আসছে ঘরে সাহসী সন্তান সমুন্নত
সোনার টুকরো সম আধারের দীপজ্বালা হৃদি
তোমার আমার গর্ব যেন সূর্য অমর অক্ষত ॥

বিজয় স্বপ্ন

পথের সীমায় গাছের ছায়ায় একা বসে আছি
সামনে সাগর কালো আধারের সীমানা অবধি
রহস্যের পাখি এই তো রেখেছে মুক্ত করে হৃদি
এক মুক্তমনা কিশোরীর মতো খুব কাছাকাছি

কখনো ওখানে যেতে পারব না, তবুও ভাবছি
উপায় খুঁজছি বীর সেনানীর মতো নিরবধি
ভাসমান কাঠ অথবা একটি নৌকা মিলে যদি
তাতে পার হব, বলবো পাখিকে, এই এসে গেছি

হৃদয় যেহেতু স্বপ্নের আবেশ গাঢ় সুনিবিড়
ওখানে সেহেতু দেখছি বিজয়, যৌবনের নীড়
তাতে পাখি থাকে কুমারীর নারীর মতো আজও একা

তার সাথি হব, যেভাবে আকাশে মেঘ করে ভিড়,
যেভাবে সুরমা মেঘনায় মেশে হলো উপশাখা
সেভাবে মিশব পাখির হৃদয়ে, হব চিরসখা ॥

এখন সময় নেই

একটু সময় নেই ফুলের কুঁড়ির মতো
এখন আকাশ কালো—নেই যে আলোর রেখা
নিসর্গ সে তন্দ্রাভারে দারুন লাজুক হত
স্তব্ধ হয়ে গেছে তার ছায়ার কূজন কেকা

জ্বলছে প্রদীপগুলো জ্বলছে চাঁদের ন্যায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নেচে পাখির ডানার মতো
খেলছে শেফালি যেন শিউলির মতো প্রায়
ছন্দের ভিতরে হয় বেশ অধীন—বিনীত,

ফিরছে কুটিরে কেউ, আঁধারে মলিন মুখ
অমার ভিতরে যেন তিমির ভালুক চাঁদ
কুটিরে থাকছে বুঝি অনন্ত কালের সুখ
সোনার ভিতরে যেন রেশমি আলোর গাদ

নামছে কুয়াশা ঘোর শাদা শাড়ির আঁচল
ঘাসের মাটিতে যেন ধবল মেঘের প্রেম
শীতল ছোঁয়ায় তার সব নীরব নিশ্চল
প্রাণের গভীরে কারো নেই যে রঙিন হেম

থামছে স্টেশনে ট্রেন, কোথাও যাবে না আর
যাত্রীরা গিয়েছে নেমে স্রোতের মতন দ্রুত
সামনে চলবে তারা, যেখানে ঠিকানা যার
যেখানে সময় নেই, যেখানে সব সীমিত ॥

প্রশ্নমালা

আজ ডাকবে কি দুরন্ত সারস
ওই মাঠ থেকে বজ্রের সমান
ধরবে কি রূপ সহজ সরস
সুবর্ণ ছন্দিত উজ্জ্বল অম্লান
গর্বে কি কোরাস বর্ষার—পরশ
মেঘলা বৃষ্টির রিমঝিম গান,

উড়বে কি একা দিগন্ত অবধি
মৌমাছির মতো মুহূর্তে ত্বরিত
বাড়াবে কি দ্রুত প্রাণের পরিধি
যুক্ত করে গ্রীষ্ম আর শান্ত শীত
নাড়বে কি এই কাল নিরবধি
অদৃশ্য সত্যের পিচ বিপরিত,

গড়বে কি মেঘে সফেদ ভরসা
দুপুর দিনের বলিষ্ঠ বাহার
ছড়াবে কি নীলে শীতল কুয়াশা
এই নিসর্গের ধোঁয়ার আহার
তাড়াবে কি তাতে সমগ্র নিরাশা
জীবনবিনাশী সাগর জোয়ার,

ছুটবে কি দ্রুত নিতান্ত একাকী
যেন পূর্ব থেকে আলোর পেখম
করবে কি এই জ্বলন্ত জোনাকি
এই চাঁদ আর সূর্য অতিক্রম
ছোঁবে কি দূর নীল টুকিটাকি
এই জীবনের সাফল্য চরম,

করবে করবে জমা কাজগুলো
তাতে করবে না একটুও দেরি
শেষ করে সব—হবে ঝলোমলো
বিজয়ের আলো—রক্তিম বাহারি

দুরন্ত সারস—লেজ যার কালো
ডানা যার লাল—গলা যার ভারী ॥

এইদিকে যাবো

কোনদিকে যাব, সামনে পাহাড়
পিছনে লুকানো রক্তিম সাগর
ডানে আদিগন্তে আকাশ অসাড়
বামে ধূলিসাৎ প্রাচীন নগর,

কোনদিকে যাব, পূর্বে ধানক্ষেত
পশ্চিমে উদাস রোদের পুকুর
দক্ষিণে বৃষ্টির খর স্যাঁতসেঁতে
উত্তরে দাঁড়ানো খ্যাপটা কুকুর,

কোনদিকে যাব, সকালে দানব
দুপুরের মাঝে জ্বলন্ত আগুন
বিকেলের মাঝে রাক্ষুসে মানব
সন্ধ্যার গভীরে বিপন্ন ফাগুন

কোনদিকে যাব, সূচনায় ঝড়
একটু উপরে মেঘের প্রকাশ
আরেকটু নিচে সাঁকো নড়বড়
অন্তিম সীমায় কষ্ট একরাশ,

কোনদিকে যাব, এই তো কুয়াশা
দিচ্ছে অবিরাম সফেদ পাহারা
এই তো কষ্টের তুষার ধোঁয়াশা
যেমন তৃষ্ণার ঊষর সাহারা,

কোনদিকে যাব, এইদিকে যাব,
যত থাক বাধা দেব সংহার
নেব বাসনার স্বাদ যত শুভ
প্রথম পর্বের বিশ্ব—সংসার

কোনদিকে যাব, এইদিকে যাব
এইদিকে আছে সুখের সবুজ
এইদিকে পাব শাদা অভিনব
কপোতের মতো শান্তির ত্রিভুজ ॥

নদী আর নারী

নদী আর নারী যদি প্রতিদিন
চাঁদ সূর্যের সমান
জ্বলে আর নিভে করে চারু লীন
শ্রীর মত অনির্বাণ
তবে বেড়ে যাবে শাদাতে রঙিন
কাগজে তুলির টান

পাহাড়ে জাগবে সবুজের স্মৃতি
ঝরণার গীতি আর
পাখির গানের নীল অনুভূতি
চারুকণ্ঠের সেতার
ঝলসাবে লাল হরণীর দ্যুতি
যা বেশ চমৎকার

আঁধারে জ্বলবে জোনাকির আলো
জমকালো স্ত্রীর মতো
তাতে চমকাবে মিশমিশে কালো
কোকিল—ভালুক যত
বাজবে ঝিঁঝির সুরধ্বনিগুলো
বাঁশির চেয়েও দ্রুত,

সমুদ্রে উড়বে ফেনিল লহর
শাদা ওড়নার ন্যায়
সহসা ধরবে মেঘের বহর
ঈগলের মতো প্রায়
যার শাদা রঙে ঝলসাবে চর
বালুকার অভিপ্রায়,

তাই প্রতিদিন চাই বার বার
এই নদী আর নারী
তারা যেনো জ্বলে—নিভে যায় আর
যেভাবে দিন শর্বরী
এই তো উজ্জ্বল এই তো আঁধার
শাদাকালো রকমারি ॥

সবুজের জন্য

নিচে পড়ে থাকা সবুজের জন্য
বৃষ্টির ভিতরে কাঁদছে নগণ্য
পত্রে মুখ ঢেকে মেঘের লাবণ্য
বজ্রমাখা চারু কিশোরী নীলিমা
কারণ সবুজ দারুণ অনন্য
এর মাঝে আছে আজীবন বিমা
আছে জীবনের লাল পরিসীমা,

তাই সবুজের সান্নিধ্যের জন্য
কিশোরী নীলিমা সীমাহীন হন্য
বিহঙ্গের মতো সীমাহীন বন্য
বাঁধভাঙা ঊর্মিসম প্রতিদিন
ধৈর্যহীন এক নিঃস্ব সামান্য
আঁধারের মতো তারুণ্যবিহীন
যেন টলমলে শীতের তুহিন,

যেহেতু আসক্ত সবুজের জন্য
সবুজের প্রতি রেখেছে প্রাধাণ্য
সেহেতু সবুজ ছাড়া অগ্রগণ্য
প্রথম প্রধান কোনোকিছু নয়
তাই সবুজকে পেলে হবে ধন্য
তার জীবনের সমস্ত সময়,
তবে করবেও সবুজকে জয় ॥

ফাল্গুন

পাতার সবুজে সোনালি আগুন
জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এসেছে ফাগুন
এখানে যৌবনে যেখানে জৈগুন
যৌবনে পেয়েছে ফুলের সৌরভ
অসীম গৌরব
আমাটে কৌরব,

তাই বনে বনে দিগন্ত অবধি
ডানা মেলে আছে লাল প্রতিনিধি
জোনাকির মতো রঙিন ভোমরা
যেন মনোহারা
উড়ে চলা সরা,

তাই মাঠে মাঠে উড়ছে বাতাস
আনন্দে নাচছে কচি দুর্বাঘাস
আকাশ ফেলেছে মেঘের নির্যাস
নিচের ধূসর বনানির জন্য
বাড়াতে লাবণ্য
সবুজ প্রাধান্য,

তাই ঘাটে ঘাটে ভাসছে মরাল
ঢেউয়ে কাঁপছে দিকচক্রবাল
ফুটছে কমল শাদা আর লাল
আলোকিত করে সমগ্র পৃথিবী
সমস্ত অটবি
আলোহীন ছবি ॥

অলংকরণ

যদি প্রতিদিন
চারু হয় লীন
এই বনে কারু মতো
তবে এই বন
হবে সুশোভন
বর্ণিল সম উন্নত,

তার ফুলগুলো
হবে লাল আলো
আলেয়ার চেয়ে লাল
তাতে হবে নত
শুভ ঘ্রাণ যত
আর হর্ষের উত্তাল,

আসবে ভ্রমর
ধরবে গুঞ্জর
পাতার মর্মর সম
নেবে ফুলরেণু
যা তরল অণু
যা ব্যথার উপশম,

যতগুলো পাখি
লাল করে আঁখি
শাখে শাখে হবে লীন
গাবে কত গান
যা প্রবহমান
নদীর মতো গহিন

সোনা পতঙ্গের
ঋজু বুকে ঢের
জ্বলে রোদের নির্মল
করবে বনের

সবুজ মনের
সারা ছায়াকে উজ্জ্বল

তাতে এই বন
এক আজীবন
থাকবে নূতন পুরো
খুব সংহত
কিশোরীর মতো
যার বয়স সতেরো ॥

লেনদেন

তুমি হয়তো বলতে পারো
দাও সফেদ শিশির আরো
তাই বলার আগে দিলাম
স্মরণ করে তোমার নাম
তুমি তা আজ গ্রহণ করো
বাড়িয়ে দুহাত থরো থরো,

আর যদি তুমি ধৈর্য ধরো
না শোনো বিধি নিষেধ কারো
তবে নিখুঁত গোলাপ দেব
বিনিময়ে জুঁইফুল নেব
এর চেয়ে যদি চাই আরো
চাব কেবল পাহাড় গারো,

তবে দেব কিছু অতিরিক্ত
ঝরণার জলে করে সিক্ত
পদ্মফুলের নিচের নুড়ি
হিমেল ভরা মাছের কুঁড়ি
যার সুবাস শ্যাওলাযুক্ত
যার আশরীর কাটামুক্ত,

সব অন্তিমে দেব আকাশ
গোধূলির নীল একরাশ
সূর্যের আলোর রংধনু
রেশম জ্বলার লাল অণু
জোনাক জ্বলার বাঁকা চাঁদ
ধন্যবাদ আর ধন্যবাদ ॥

কোথায় রয়েছ

কোথায় রয়েছ একাকী নিরব
জলে ডোবা ঠান্ডা শামুকের মতো
কীভাবে ধরেছ ঋজু অবয়ব
প্রজাপতি সম, নাকি অনুন্নত
কীভাবে জেনেছ বনের সৌরভ
সরল তরল, নাকি কড়া তেতো,

আজ তা জানতে অরণ্যে এসেছি
জংলি পশুকে শিকারির ন্যায়
ঝরনার কাছে পাথরে বসেছি
মাথা নুয়ে নুয়ে স্ত্রীর মতো প্রায়
আঙুলে আঙুলে হিসেব কষেছি
তাতে কি রয়েছে মিলনের আয়,

আজ তা বুঝতে বন্ধুকে ধরেছি
লতায় জড়ানো গাছটির মতো
শত অনুরোধ কত যে করেছি
না দিতে কাকে এর সারস্বত
তবুও সন্দেহে পিছনে সরেছি
কারণ বন্ধুও শত্রুসম ক্ষত,

আজ তা জানতে পাহাড়ে উঠেছি
রশি বেয়ে বেয়ে অভিযাত্রী সম
চুঁড়ায় তুষারে শীতল হয়েছি
ঝুলন্ত চাঁদের চেয়ে দ্রুততম,
ভোরে পা ফসকে মাটিতে পড়েছি
বুঝেছি উল্কার জ্বলন্ত নিয়ম,

আজ তা বুঝতে সমুদ্রে নেমেছি
যেন নীল থেকে সামুদ্রিক চিল
ঢেউয়ে তলিয়ে গিয়েছি
টুকরোর মতো মাছ ঝিলমিল

শোভন সৌরভে কুমুদ ভেসেছি
হেসেছি শিশুর মতো খিলখিল ॥

তবুও অজানা অচেনা রয়েছ
যেন রহস্যের নিকষ আঁধার
হঠাৎ জ্বলেছ, হঠাৎ নিভেছ
শাদার ভিতরে কালো মণিহার
হঠাৎ আবার ইঙ্গিত দিয়েছ
উজ্জ্বল রয়েছ—আড়ালে দেদার ॥

অনুপম অঞ্চল

যেখানে আকাশ
ঈগলের মতো
ওড়ে প্রতিদিন
মেঘের প্রকাশ
শাদা সংহত
রূপে অমলিন
রোদের বিকাশ
লাল সম নত
শিখার অধীন,

কুসমের কুঁড়ি
নীল অনুপম
কিশোরীর ন্যায়
পাথরের নুড়ি
অনেক উত্তম
শ্রীর মতো প্রায়
কাগজের ঘুড়ি
যেন মনোরিম
উড়ো অভিপ্রায়,

প্রদীপের আলো
দারুণ নরম
চাঁপার সঙিন
কয়লার কালো
অসহ্য গরম
হিসেববিহীন
রেশমের তুলো
কত যে পরম
সূর্যের রঙিন,

বনানির ছায়া
ফেনার সমান

তুলতুলে বেশ
সবুজের কায়া
যেন জ্যোতিষ্মান
শ্রী অনিঃশেষ
পরীটির মায়া
যেন অফুরান
প্রবাহ বিশেষ,

পাপড়ির ছোঁয়া
যেন কারো প্রতি
প্রথম পরশ
গোধূলির ধোঁয়া
যেন এক রতি
ধূসর হরষ
জননীর দোয়া
নিরুপম অতি
কল্যাণে সরস,

সেখানে অমল
ভালোবাসা দ্বারা
কুটির গড়ব
মধ্যে ঝলমল
আলেয়ার ধারা
শ্রী করে বহাবো
তাতে অবিকল
একা বসে সারা
কবিতা পড়ব ॥

অরণ্যের প্রিয়া

ফিরোজা বর্ণের মাধুরীর মতো
এই তো এসেছে অরণ্যের প্রিয়া
তাই তাকে আজ দেব ফুল যত
তত সব লাল কভু নয় সিয়া
মেঘলা রাত্রির মত দীর্ঘায়ত
কভু তাতে নেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া,

তাকে দেব আরো, যতকিছু শাদা
তুহিন মেরুর তুষারের ন্যায়
যতকিছু আছে লতা দিয়ে বাঁধা
শ্রী মিলনের মতো সমান প্রায় যতোকিছু আছে শক্ত কিবা কাদা
যেভাবে পাথর কি বা অভিপ্রায়

এরপরে তাকে ছায়ানীড়ে নেব
মাদুরে বসাব, দেব ভালোবাসা
সোনালি কুসুম দিয়ে অর্ঘ দেব
দেব হৃদয়ের লাল রং খাসা
সুনামে সুনামে উপরে ওঠাব
দেব নীলাকাশ তারকাতে ঠাসা,

দ্বিপ্রহর এলে তাকে নিয়ে যাব
শাদা স্বপ্নঘেরা শ্রীর কাছাকাছি
এক এক করে সেখানে দেখাব
চাঁদ সূর্য থেকে অন্তিমে মৌমাছি
যেগুলোতে আছে ঝলমল নব্য
সোনালি আলোর দীর্ঘ মালাগাছি,

সন্ধ্যা এলে তাকে নিয়ে যাব শুধু
তটিনীর তটে—যে ঊর্মিবহুল
দেখব তটের বালুকার ধুধু
রুপালি আলোর ঝিলিমিলি ফুল
দেখব কাশের ধবধবে বধূ

যার প্রেমে ভরা ঘ্রাণের শিমুল,

তবে কোনদিন ফিরতে দেব না
তাকে ফেলে আসা পৃথিবীর প্রতি
যতটুকু পারি তাকেই অনন্যা
শিরোপাটি দেব, রাখবো শ্রী বাতি
জ্বালানো কুটিরে—যা পল্লবে বোনা
শেভায়—সুন্দরে যা উত্তম অতি ॥

রাত্রি

এখন আঁধার হয়েছে অধিক
ভালুকের চেয়ে ঢের সীমাহীন
নিস্তব্ধ হয়েছে পুরো দশদিক
পুরবি হয়েছে দিগন্তে বিলীন
সবিতা হয়েছে বুড়ো কালো পিক
পাখির সমান দারুণ মলিন,

এখন অরণ্য হয়েছে মায়াবী
রহস্যের মতো দারুণ ভয়াল
ছায়ায় রেখেছে সারা আজগুবি
কাহিনীর মতো পাটল শেয়াল
আরো রেখেছে বায়সের ছবি
কালচে করতে দিকচক্রাবলে,

এখন তটিনী হয়েছে নীরব
প্রাণহীন এক শবের সমান
তরঙ্গ করেছে স্থির অবয়ব
পাথরের মতো মূক, ম্রিয়মাণ
প্রবাহ করেছে গতিহীন শব
তাতে ঢেলে কিছু নিদ—অভিমান,

এখন পাহাড় হয়েছে কাজল
কুহকের মতো আঁকাবাঁকা ছবি
ছবিতে রেখেছে যত কালো ছল
তাতেও রেখেছে জোনাকির দাবি
হলুদের মতো জ্বলন্ত নির্মল
যেন কত চারু শত শত রবি,

এখন প্রান্তর হয়েছে নির্জন
থাকবে নির্জন সকাল অবধি
এর আগে আর ওখানে কূজন
জাগবে না কোন শ্রীর প্রতিনিধি

তুলবে না ভুলে বাঁশিতে স্বনন
কোনো রাখালিয়া—কিবা সুপ্ত নদী,

এখন জ্বালাও চাঁদের জোছনা
আর অগণিত নক্ষত্রের আলো
এতসব দ্বারা সারা প্রতারণা
দূর করে আনো উজ্জ্বল ঝাঁঝালো
মানে দীপ্ত রাত্রি নিতান্ত সুবর্ণা
পাপড়ির মতো অনুপম—ভালো ॥

শেষ সময়

কালো মেঘে ঢেকে ফেলেছে আকাশ
তাই তো নেমেছে আবছা আঁধার
দিগন্তে হয়েছে পিচের প্রকাশ
এর সাথে কিছু কালো গুরুভাব
সন্ধ্যাতে হয়েছে রাত্রির বিকাশ
এর সাথে কিছু কাকের আকার,

এই তো অরণ্যে নেমেছে কাজল
যেন কুন্তলের মিশমিশে ছায়া
নেমেছে পাণ্ডর মতো কালো ছল
যেন রহস্যের ছায়াহীন কায়া
নেমেছে ঝিঁঝির সুর কোলাহল
যেন মর্মমের মতো মহামায়া,

তাই তো দিঘীতে ফুটেছে কমল
কচুরির মতো হয়ে ঘ্রাণহীন
যে—কারণে অলি কেঁদেছে নির্মল
কুয়াশার মতো এক সিকিদিন
যে—কারণে বৃষ্টি ঝরেছে দুর্বল
পল্লবের মতো হিসেববিহীন,

তাই তো নদীতে থেমেছে প্রগতি
থমকে যাওয়া ভীরুদের মতো
যে—কারণে মাছ কেঁদেছে সম্প্রতি
ভেজা শ্রাবণের ন্যায় অবিরত
যে—কারণে হাঁস চেয়েছে বিরতি
তরঙ্গের ন্যায় বারবার কত,

তাই তো সলিলে পড়েছে সুবর্ণ
যেন ছায়া মায়া ছবির সমান
যে—কারণে স্বপ্ন হয়েছে বিবর্ণ
পাঁচ আঙুলের মতো অসমান

যে—কারণে আশা হয়েছে বিচূর্ণ
আলকাতরার মতো কালো ম্লান

তাই তো পিছনে সরেছি একাকী
এক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য
যার ছায়াতলে নেই মিছে ফাঁকি
নেই কোনো কালো অসুর নগণ্য
যার ছায়াতলে আছে টুকিটাকি
সুখশান্তিসহ জীবন শ্রীধন্য ॥

যে মহৎ

কে কুটিরে এল—সেই ছদ্মবেশী
পথিকের মতো রাত্রিতে একাকী
কেন কণ্ঠস্বর করে কমবেশি
করল কথন কত টুকিটাকি
কেন ভাবভঙ্গি করে শ্রী বয়সি
বানিয়ে আনল সংসারে ঝুঁকি,

একটু ভেবেও তা বুঝলাম না
এর ভিতরে কী আসল উদ্দেশ্য
নাকি আছে কোনো গভীর রহস্য
নাকি আছে সব বনিবনা
আর প্রেমে কোনো খোর অবিশ্বাস্য,

তবে সবকিছু দ্রুত কেটে যাক
উষার নিকটে আঁধারের ন্যায়
আসুক ফরসা আলো একঝাঁক
যেভাবে মনের শাদা অভিপ্রায়
তাতেই হাসুক শম্পার মৌচাক
যেভাবে মরাল হেসে উড়ে যায়,

আর পরিচয় প্রকাশ করুক
পূর্ব জীবনের পরিচয়সহ
এতদিন কেন ছিল ঢের মূক
আজ কেন হলো ঢের দুঃসহ
দুরন্তের মত দীপ্ত জাগরূক
কেন সব কথা হল অর্থবহ,

মনে হয় এই কুটির অবধি
এলানো রয়েছে অন্তিম ঠিকানা
এখানে থাকছে সুখ নিরবধি
প্রসারিত করে তার দুটি ডানা
এখানে থাকছে প্রশান্তির আঁধি

প্রকাশিত করে তার শ্রী ঘরানা

তাহলে থাকুক যে কুটিরে এল
সেই ছদ্মবেশী পথিকের মতো,
আর না ফিরায়ে তাকে সেই কালো
সমাজে বরং গড়ে জনমত
এখানে রাখাটা হবে খুব ভালো,
কারণ সে খুব উদার মহৎ ॥

একাকী আসবো

একাকী আসব, যখন সময়
আঙুরের মতো হবে খুব কালো
তারকা খুঁজবে চাঁদের আশ্রয়
পেতে জোছনার লাবণ্যের আলো
আলেয়া মরবে ঘন কৃষ্ণময়
শিলার আঘাতে যা আশ্চর্য ভালো,

যখন বৃষ্টির শীতল বতাস
দক্ষিণে ছুটবে শোণিতের মতো
তাতে অবিরাম বাজবে কোরাস
যার সুরে সুরে গান প্রতিহত
যার তানে তানে ফুলের নির্যাস
বাতাসে ছড়িয়ে হয় অণু যত,

যখন উষার রঙিন লাবণ্য
ছড়িয়ে পড়বে দিগন্ত অবধি
তা থেকে বেরুবে সফেদ অনন্য
জোছনার মতো কুয়াশার আঁধি
যার স্পর্শ শাদা ধোঁয়াশার জন্য
অনন্য শোভার মতো নিরবধি,

যখন পশ্চিমে জ্বলবে প্রদীপ
ঢলতে ঢলতে মাতালের ন্যায়
যার আলো হবে শ্রীর লাল টিপ
সূর্য সিঁদুরের মতো যেন প্রায়
যার স্পর্শে পূর্ণ হবে সরীসৃপ
জীবনের সারা কালো অপিভপ্রায়,

যখন বাজবে ঝিঝির মঞ্জির
পরাজিত করে বাশরির সুর
পরাজিত করে একাকী পরীর
লাল ঝলমলে পায়ের নূপুর

পরাজিত করে একটি বধির
দিনের সুমিষ্ট সুরেলা দুপুর,

যখন ঝরবে লালপাতাগুলো
সবুজ পাতাকে দেয় লাল ফাঁকি
মাটিতে পড়বে গ্রীষ্মের ঝাঁঝালো
রোদ্দুরের মতো গেয়ে টুকিটাকি
প্রস্বরের গান যত কিছু কালো
তখন নির্জনে আসব একাকী ॥

আয়োজন

আজকে আসবে সেই লাল পাখি
রক্তরাঙা করে তার দুই আখি
তাই তো আনন্দে ঝেড়ে অভিমান
গাইতেছে এক অনুপম গান
সাগর—ঊর্মির মতো অফুরান
যে—গানের ছন্দে রয়েছে বিরাম
যে—গানের সুরে রয়েছে আরাম,

তার জন্যে গ্রামে গড়তেছি নীড়
তাতে রাখতেছি তারকার ভিড়
যাতে এই নীড় ঝলমলে হয়
যেভাবে দেখতে প্রতি সুর্যোদয়
যেভাবে দেখতে পুষ্পের নিলয়
যেভাবে দেখতে জোনাকির বর্ণ
যেভাবে দেখতে সেঁজুতির স্বর্ণ,

তার. জন্যে রোদে রাখতেছি ছায়া
মেঘের আঁচলে রচিতেছি মায়া
পাতার প্রচ্ছদে রচতেছি সুখ
যা দেখতে এক বর্ণিল ময়ূখ
তা না হলেও তা তনুশ্রীর মুখ
যাতে পরিপূর্ণ ভাবে আছে ছন্দ
লাবণ্যের মতো নির্মল আনন্দ

তাঁর জন্যে বনে ফোটাতেছি ফুল
শোভন কদম ও চারু শিমুল
যাদের গভীরে রয়েছে নির্যাস
ঘুমন্ত নিয়মে রয়েছে সুবাস
প্রকাশ্য ভঙ্গিতে রয়েছে বিশ্বাস
রয়েছে সুখের মতো অনুভব
রয়েছে প্রেমের ভাষাহীন স্তব ॥

তার জন্যে রাত্রে রাখতেছি চাঁদ
মেঘে রাখতেছি বজ্রের নিনাদ
আবছা আঁধারে রাখতেছি আলো
ধবল প্রচ্ছদে রাখতেছি কালো
মন্দের উপরে রাখতেছি ভালো
জলের উপরে রাখতেছি হাঁস
মাটির উপরে রাখতেছি ঘাস

তার জন্যে গর্বে রচতেছি গান
নীলে উড়াতেছি শাড়ির নিশান
ঘাসের কার্পেটে ঢাকতেছি পথ
পূর্বের সীমান্তে রাখতেছি রথ
আনতেছি লোক থেকে মতামত
কেননা সে দ্রুত রাঙা করে আঁখি
আসবে আমার ঢাকা অভিমুখী ॥

বলতে পারো কি

বলতে পারো কি দোয়েলের কথা
যে অরণ্যে বনে দিত উড়াউড়ি
প্রকাশ করত মনের মমতা
আর শোণিতের মাঝে ফোঁটা ফোঁটা কুঁড়ি
বিকাশ করত দারুণ সততা
যেন জীবনের হীরকের নুড়ি,

বলতে পারো কি দোয়েলের গল্প
বড় না হলেও ছোট কি মধ্যম
যাতে রস আছে, ঘ্রাণ আছে অল্প
তা কভু চরম—তা কভু পরম
আরো আছে রং তবে অল্পস্বল্প
কিন্তু তাতে নেই কোনো উপশম,

বলতে পারো কি দোয়েলের গান
কেন সেতারের মাঝে বাজে রোজ
কেন প্রবাহের মতো বহমান
কেন মোহনার কাছে স্থির ন্যুব্জ
কেন প্রস্বরের মত মূল্যবান
কেন বাঁশরির নিকটে অনুজ,

বলতে পারো কি দোয়েলের ছন্দ
কেন তটিনীর মতো আঁকাবাঁকা
কেন বাতাসের মতো মৃদুমন্দ
কেন বরষার কাজরিতে ঢাকা
কেন তরঙ্গের মতো শ্রী আনন্দ
কেন সংগীতের মতো চারু পাকা,

বলতে পারো কি দোয়েলের আলো
কেন স্ফটিকের মতো এত শাদা
কেন সুন্দরের মতো জমকালো
কেন প্রশান্তির মতো অনুরাধা

কেন নয়নের মতো শাদা তুলো
কেন শ্রীর মতো তুষারের কাদা,

মনে হয় যেন পারব না কভু
তা সব বলতে ক্রম অনুযায়ী
আবার হঠাৎ মনে হয় তবু
সারা পারবেও, করবেও স্থায়ী
কোনো মিমাংসা যাতে নিবু নিবু
থাকবে না কোনো খুঁত কালোময়ি

দূরের যাত্রীক

দরজাটা খোলো, ঘরে থাকব না
চলে যাব দূরে যেখানে আঁধার
মৃত্যুর রহস্যে কালো করে বোনা
যেখানে বধির আছে পরপার
যেখানে নিকষ ঝলমলে সোনা
যেখানে নস্যাৎ গরিমা, বাহার,

যেখানে পাহাড় বিষম বিষণ্ন
মায়াবীর মতো দারুণ অসাড়
আর রূপ রং যেন অবসন্ন
পথিকের মতো মলিন প্রগাঢ়
আর স্পর্শ যেন এক শতচ্ছিন্ন
নরম কাঁথার মতো উষ্ণ গাঢ়,

যেখান সমুদ্র তরঙ্গবিহীন
পুকুরের মতো স্থির মৃতবতো
তমসার মতো কালো রংহীন
যেন এক রাত্রি খুব দীর্ঘায়ত
কভু জন্মান্ধের মতো পরাধীন
পরগাছা সম ন্যূব্জ অবনত,

যেখানে তটিনী রোদ্দুরে শুকানো
মাছের শবের মতো প্রতিদিন
কখনো মরুর মতো ঝলসানো
জোছনার মাঝে চাঁদ কত ক্ষীণ
লাল দীপ্তি শেষে মরে গেছে যেন
পূর্বের পাড়ের সোনালি শাহিন,

যেখানে অরণ্য দারুণ ধূসর
শীতের ধূসর মেঘের সমান
অনেক ফ্যাকাশে অনেক উষর
অনেক বিশ্রীতে সীমাহীন ম্লান

থাকে ফুলহীন সারা বৎসর
থাকে ঘ্রাণহীন সারা দিনমান,

যেখানে জীবন খুব এলোমেলো
এর সারা স্বাদ তেতো আর লোনা
সূচনা ও শেষে কালো আর কালো
মৃত্যুর ঝাঁঝালো রস দিয়ে বোনা,
আবারও বলছি দরজাটা খোলো
চলে যাব দূরে ঘরে থাকব না ॥

আর কতকাল থাকবে

এই জন্ম থেকে আর কতকাল
থাকবে ঈশানে ঈশানির মতো
ডাকবে বনের লাল গোলগাল
পাখির গানের ন্যায় অবিরত
হাঁকবে মাঝির মতো বেসামাল
দাঁড়রে শব্দের সুর সম কত,

ঘুরবে মাঠের সবুজ ছড়ানো
সোনালি শস্যের সীমানা অবধি
পুড়বে রোদের আগুন জড়ানো
বেগুনি রঙের স্পর্শে নিরবধি
মরবে বজ্রের মস্ত নুয়ানো
শিঙের আঘাতে ম্লান করে হৃদি,

উড়বে আকাশে মেঘের পেখম
ওড়নার মতো হয়ে শাদা চিল
মাখবে পালকে আলোর রেশম
ফুলের রেণুর মতো ঝিলমিল ,
রাখবে হৃদয়ে নরম শরম
লাজুকলতার মতো অনাবিল ,

ঝরবে বিকেলে কতগুলো ফুল
—রকমারি রূপে বাঁকা রংধনু
লুটবে বালুতে ছোট্ট বুলবুল
—প্রেমপিয়াসীর প্রাণহীন তনু
থাকবে শীতল যেন তৃণমূল
মাটির ভিতরে মৃত অভিমন্যু ।

দেখবে মাটির স্বপ্ন সীমাহীন
আঁধারে জড়ানো ঝিঁঝির জোনাকি
জ্বলছে নিভছে ক্ষীণ মিনমিন
—ঘুমে ঢুলুঢুলু কিশোরীর আঁখি

পড়ার টেবিলে প্রতি রাত্রিদিন
—মায়ের কাজের মাঝে পেয়ে ফাঁকি।

বুঝেছি বুঝেছি ঈশানে প্রশান্তি
রয়েছে শেলের সমান বিশাল
রয়েছে আশার প্রভূত্য উন্নতি
আলোকিত করে দিকচক্রবাল,
তাইতো রয়েছ রবে দিনরাতি
এই জন্মাবধি থেকে চিরকাল....॥

এসো গো কুমারী

এসো গো কুমারী নির্জনে একাকী
এই পাহাড়ের ঝরনা অবধি
আনমনে গেয়ে গান টুকিটাকি
পাতার মর্মর সম নিরবধি
মাঝে মাঝে নেচে খুব পাকাপাকি
সমুদ্রের মতো যার নেই আদি,

তোমার আশায় দাঁড়িয়ে রয়েছে
এক সঙ্গীহীন দুরন্ত পথিক
তোমার আশায় মাটিতে নুয়েছে
নীলাকাশ থেকে রোদের ঝিলিক
তোমার আশায় ঝিমিয়ে পড়েছে
দূর অরণ্যের মিশমিশে পিক,

তোমার বিরহে কাঁদছে তটিনী
কতকাল থেকে বরষার মতো
তোমার বিরহে নিভছে মানিনী
প্রদীপের ন্যায় বারবার কত
তোমার বিরহে থামছে হরিণী
স্থির বিজলির মতো অবিরত।

তোমার কারণে হারায়েছে ঘর
হারায়েছে বর আকাশের চিল
তোমার কারণে হারায়েছে চর
হারায়াছে হর এই আবাবিল
তোমার কারণে হারায়েছে শর
হারায়েছে ধনু শিকারি কাবিল,

তোমার ইঙ্গিতে নাচছে তারুণ্য
ঢেউ ঢেউ করে উঁচুনিচু সম
তোমার ইঙ্গিতে দুলছে অনন্য
জাহাজের মতো শস্যের পশম

তোমার ইঙ্গিতে কাঁপছে নগণ্য
পল্লবের মতো সমস্ত অসম,

তাই খুব দ্রুত এসো গো কুমারী
এখানে শেলের ঝরনা অবধি
আর শেষ করো এই রকমারি
হর্ষ বেদনার সারা বিষয়াদি
কিন্তু তুমি তো এক সাতনবী,
গুণান্বিতা মানে চারু প্রতিনিধি ॥

খোঁজাখুঁজি

যেখানে মানুষ খোঁজে বকুলের শাদা গন্ধ
যেখানে একাকী খুঁজি জীবনের ঋজু ছন্দ
সহজ সরল গতি
চোখের উজ্জ্বল দ্যুতি
যৌবন—মেশানো স্মৃতি
অনন্ত আনন্দ

যেখানে মানুষি খোঁজে শিমুলের শাদা তুলো
যেখানে নিঃসঙ্গ খুঁজি সূর্যের প্রথম আলো
একটি নতুন মুখ
নরম স্পর্শের সুখ
শান্তি জড়ানো ময়ূখ
যেন তারাগুলো

যেখানে ঈগল খোঁজে সোনালি রঙের মাছ
সেখানে নির্ভয়ে খুঁজি শীতল শ্যাওলা গাছ
ঢেউ ঢেউ কোলাহল
ছল ভরা শতদল
জল ভরা পরিমল
তরল নির্যাস

যেখানে পার্বতী খোঁজে ঝরনার নীল গান
সেখানে দেদার খুঁজি অরণ্যের অভিমান
তারুণ্যের কিশলয়
সবুজের জয় জয়
বুনো গন্ধের অভয়
সঞ্জীবন শান

যেখানে নাবিক খোঁজে সমুদ্রের লোনা ঋণ
যেখানে প্রচুর খুঁজি ভরসার ডলফিন
নীল স্বপ্নের প্রবাল
শাদা নুড়ি কালো গাল
যেন দিকচক্রবাল
লাল—সীমাহীন ॥

কভু থাকবো না

কভু থাকব না আঁধার জড়ানো
শাণিত কষ্টের খুব কাছাকাছি
ওখানে উড়ছে যে নীল ছড়ানো
হৃদয় ভাঙার কত কানামাছি
দেদার ঘুরছে যে সুখ তাড়ানো
কালো মুখরার মতো মিছামিছি,

একা থাকব না বনে কোনোদিন
কেননা ওখানে জীবন নিথর
ওখানে পশুরা মূক—ভাষাহীন
প্রবাহের মতো সচল পাথর
ওখানে কবিতা কালো মিনমিন
আছড়ে পড়ার সমান কাতর,

স্থির থাকব না, কয়েদির মতো
গুহার গভীরে—জীবন অবধি
কেননা ওখানে মনন কুঞ্চিত
কাঠকয়লার মতো কালো হৃদি,
পরম আনন্দ আঁধারে মথিত
পিছওল পড়ার মতো নিরবধি,

শ্লথ থাকব না ছায়ানীড়ে কভু
ভূমিহীন কোনো কৃষকের ন্যায়
কেননা ওখানে স্বপ্ন জবুথাবু
ফুলফলহীন সারা অভিপ্রায়
প্রদীপের আলো কালো নিবু নিবু
যেন ছোট স্পর্শে বুঝি মূর্ছা যায়,

স্তব্ধ থাকব না পঙ্গর সমান
পুলের নিকটে—দারুণ একাকী
কেননা ওখানে বখাটের গান
বাতাসে ঢালছে গন্ধ টুকিটাকি

নিসর্গ করছে কুৎসিত ম্লান
সাহারার মতো ধূলিময় মেকি,

তবুও থাকব একা প্রতিদিন
সব প্রতিকূলে আনব বিজয়
করব শোভন পুরানো মলিন
করব বিণাশ সারা সংশয়
উড়াব সুখের আঁচল রঙিন
বাংলার নীলসহ বিশ্বময় ॥

যদি ধনী হয়

যদি ধনী হয় সবুজের দেশ
তবে পথে কেন ভিখারির ভিড়
কেন ক্ষুধার্তের এত সমাবেশ
কেন গ্রামে গ্রামে এত জীর্ণ নীড়
কেন ঘরে—ঘরে অভাব অশেষ
কেন নতজানু তামাটে দ্রাবিড়,

যদি দীপ্ত হয় দোয়েলের দেশ
তবে চারদিকে কেন অন্ধকার
কেন বেদনার রাক্ষুসে আবেশ
কেন জাগে এত ক্রুর চিৎকার
কেন গোঙানির মতো এত ক্লেশ
কেন দেশজুড়ে এত হাহাকার,

যদি মুক্ত হয় শাপলার দেশ
তবে মুক্তমনা কেন পরাধীন
কেন হচ্ছে স্বপ্ন পঙ্গু নিঃশেষ
ব্যাঙাচির মতো চুপসে মলিন,
শীতল শবের অংশবিশেষ
হৃদয়ের মতো চেতনাবিহীন,

যদি ধন্য হয় ফসলের দেশ
তবে কৃষকেরা কেন অন্নহীন
কেন দিশেহারা, যৌবনের শেষ
সময়ের মতো ঘর্মর্তে রঙিন
কেন পৃথিবীর কালো মহাদেশ
সম শুধু দেনা আর যত ঋণ,

দুর্বত্তের জন্য এই দৈন্যদশা
এই কালো কষ্ট, এই অগ্নিজ্বালা
সন্ত্রাসীর জন্য, এই অমানিশা
এই রাহাজানি, এই সিলগালা

তস্করের জন্য, এই তারা খসা
এই কোজাগরী, এই মন্দ ঠাসা

তবে কোনোদিন যদি সুশাসন
আসে এই দেশে ঝটিকার মতো
এর বদৌলতে করব দমন
কালো মুখোশের এই দুষ্ট যত
অন্তিমে আনব সুন্দর শোভন
শিক্ষিতসমাজ দারুণ অক্ষত ॥

নির্মাল্য

কালো মিশমিশে মেঘের আকাশ
শম্পার আলোয় ঝকঝকে করো
তাতে জুড়ে দাও রঙের প্রকাশ
রক্তের সান তরলিত পুরো
যেন বর্ণালির হিসাবনিকাশ
সুবর্ণলতার ছোঁয়া থরথরো,

কুয়াশার ঢাকা এই চারিদিক
আয়নার মতো করো পরিষ্কার
তাতে যোগ করো কিছু ঝিকমিক
কালো বিড়ালের চোখের বাহার
যেন আকস্মৎ শম্পার ঝিলিক
অথবা অলীক স্বপ্নের আঁধার,

আগাছায় ভরা ফুলের বাগান
পরিচ্ছন্ন করো সুন্দরের ন্যায়
তাতে যোগ করো কিছু শোভমান
আত্মার আহার্য ভরা অভিপ্রায়
যেন জীবনের প্রথম প্রধান
প্রতিভা জড়ানো সমুন্নত আয়,

ধোঁয়শায় ঢাকা দূরের পাহাড়
ধোয়াহীন করো নির্মলের মতো
তাতে যোগ করো বনের প্রগাঢ়
সবুজ রঙের ফুল—পাখি যত
ঝিঝির ঝাঁঝার ঝুমুর অসাঢ়
ঝুমকো ঝরার ন্যায় অবনত,

ঘোলাজল ভরা আঁকাবাঁকা নদী
ঢেউয়ে ঢেউয়ে করো বহমান
দাঁড়রে আঘাতে জাগাও সুরভি
কিবা শ্যাওলার স্যাঁতসেঁতে ঘ্রাণ ,

সন্ধ্যায় জাগাও ছন্দের পুরবি
শত শুশুকের কণ্ঠের সমান,

কাঁটাগাছে ভরা ফসলের মাঠ
শঙ্কাহীন করো, করো খোলাখুলি
তাতে মিশ্র করো একটি বিরাট
পরিকল্পনার রঙিন দীপালি
এর স্পর্শে আনো মুক্ত আঁটসাঁট
দীপ্ত আগামীর সোনালি রুপালি ॥

পদক

প্রথম সকালে সূর্য পেয়েছিল
স্বর্ণের চেয়েও দারুন রঙিন
যেন তারুণ্যের গৌরব ঝাঁঝালো
রোদে ঝলসানো রক্তের সঙিন
সুন্দরের মতো চারু—ঝমকালো
পবিত্র সত্তার মতো অমলিন,

তাইতো তারিফ জমছে দেদার
ছাড়ছে ঢিবিকে—গড়ছে পাহাড়
ঠেকছে আকাশে, যেখানে উদার
চাঁদের জোছনা রুপালি প্রগাঢ়
তারকার আলো নরম রাবার
কিবা পারদের সমান অসাড়,

তাই তো লাফিয়ে উড়ছে পতাকা
বাঁকানো লেজের মতো ক্লান্তিহীন
ঝাড়ছে শব্দের ঢেউ ঢেউ আঁকা
পুরানো গানের তাক ধিনা ধিন
ছাড়ছে ছন্দের ঘন আর ফাঁকা
সবুজ স্বাধীন—কালো পরাধীন,

তাই তো মূর্খরা খুশিতে এবার
করছে রঙিন আলোর মিছিল
চলছে সামনে—যেখানে আঁধার
রহস্যের মতো গাঢ় অনাবিল,
গাইছে কোরাস—দিচ্ছে চিৎকার
তুলছে ধুলোর ধোঁয়ার সমিল ,

তাই তো এমন মুহূর্তে প্রবীণ
কেন যে থাকছে পাথর নিথর
কেন যে করছে মুখটা মলিন
আঁধার জড়ানো কয়লার স্তর

কেন যে করছে ঘর প্রদক্ষিণ
অণুর গতির মত নিরন্তর,

বুঝেছি মিথ্যের হয়েছে বিজয়
এই পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি
আর বাড়বেও মিথ্যের সঞ্চয়
তিলে তিলে নয়—দ্রুত নিরবধি
তবে কি মরবে জলন্ত প্রত্যয়
মরবে—হারাবে বৃহৎ পরিধি ॥

বিনিদ্র বসতি

এই তো সামনে জ্বলছে প্রদীপ
ভরসা জড়ানো সূর্যের সমান
যেমন ঝলছে উঠছে সন্দীপ
সমুদ্র সারস—শোভন সাম্পান
অথবার চমক ছাড়ছে বদ্বীপ
যেমন মিলছে ভোরের সন্ধান

সাহসে ফুটছে বনের যৌবন
রঙিন পেখমে অধিক মধুর
যেমন খোঁপায় করছে সীবন
রক্তের রেশম চকিত চকোর
অথবা ঝলক ধরছে নিয়ন
যেমন সীমিত শিখার চতুর

দেদার হাসছে সহজ সবুজ
পথের দু'পাশে, দিগন্ত অবধি
যেমন হাসছে প্রেমের ত্রিভুজ
বাড়িয়ে বাড়িয়ে সুখের পরিধি
অথবা বর্ষায় মেঘের গম্বুজ
ছাড়ছে সহসা আলোক অনাদি,

পাতার মর্মরে বাজছে ঝুমুর
চপল গানের সুরের অধিক
যেমন বাজছে পায়ের নূপুর
হালকা চালের ছন্দিত ঋত্বিক
অথবা বাজছে টাপুর টুপুর
বকুল বৃষ্টির কাজরি নির্ভীক,

আনন্দে জাগছে নদীর কল্লোল
নতুন দিনের প্রথম চেতনা
যেমন চৈত্রের দুরন্ত হিল্লোল
দক্ষিণ বায়ুর দর্পিত দ্যোতনা

অথবা নড়ছে শাড়ির অঞ্চল
চিত্রল স্বপ্নের গর্বিত প্রেরণা,

এমন সত্তার আঁধারে জীবন
কাটাব ডিমের কুসুম সমান
খুঁজব নতুন শাশ্বত যৌবন
শাপলা খচিত অনন্য সম্মান
সুখেই ধরব মৃত্যুর শোভন
ময়ূর পেখম উজ্জ্বল অম্লান ॥

সামান্য কৃষক

যার নাম ধরে বারবার ডাকি
সে এক গ্রামের সামান্য কৃষক
থাকে কুঁড়েঘরে, আজন্ম একাকী
দেখে লাল স্বপ্ন শস্যের পুলক
শোনে কত গান, সুর টুকিটাকি
নিক্কণ মেশানো বাঁশির যমক

তার নেই বধূ—মধূর মানবী
আঁধারের মতো যার চারু মুখ
যার চিরসখী পার্বত্য দানবী
বনের রহস্যে চিত্রল ময়ূখ
ছায়ার রহস্যে ফুলের সুরভি
হাসির সমান খিলখিল সুখ,

তার নেই পরী—অনন্যা অতসী
ভ্রমরের মতো যার লাল গাল
যে হতে পারত পরমা প্রেয়সী
যেমন রাত্রির নিকটে সকাল
যে হতে পারত শোভন শ্রেয়সী
কষ্টের আঘাতে বাঁচানোর ঢাল,

তাঁর নেই সখী—সবুজের সাথি
বনানির মতো যার সারা তনু
চুল ভরা খোঁপা যেন অমাবাতি
চোখের পিঙ্গল—জ্বলা রঙধনু
কোমল কথন—লাল অনুভূতি
সম হৃদয়ের শাদা রুনুঝুনু,

তবুও সুখী সে, যাকে এত ডাকি
যেন ঢেউ ঢেউ কত অবিরাম
নিঃসঙ্গ হোক সে তবুও (চাতকি
পাখির বান্ধব সম) অভিরাম

যেমন পদ্মশ্রী, প্রজ্জ্বল জোনাকি
এই গ্রামে যার কৃষক—সুনাম ॥

যখন ঝরবে

যখন ঝরবে শিমুল পারুল
কুয়াশার মাঝে ধোঁয়াশার ন্যায়
ছাড়বে সুবাস নরম অতুল
বাতাসের মাঝ ঘেঁষে ঘেঁষে যায়
মাখবে শিশির পারদের মূল
যেখানে লুকানো শাদা অভিপ্রায়,

যখন সরবে দুরন্ত দুপুর
বিরহ—জড়ানো যৌবনের মতো
অরণ্যে বাজবে পাতার নূপুর
বাঁশির সুরের ন্যায় সংহত
নীরবে কাঁদবে চাঁদের মুকুর
যেন কিশোরীর মুখ অনাবৃত,

যখন নামবে উদার আকাশ
রিমঝিম ছন্দে বৃষ্টির সমান
নদীতে করবে ঊর্মির বিকাশ
চমক ছড়ানো আলোক অম্লান
সবুজে করবে শস্যের প্রকাশ
জীবনে আনতে আধুনিক মান,

যখন জাগবে দক্ষিণ সাগর
তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে অবিরাম
তুলবে গানের ফেনিল লহর
আলতো ছোঁয়ার সমান আরাম
তুলবে মেঘের নৌকার বহর
বজ্রের কুঁড়ির মতো গুনশান,

যখন কাঁদবে জীর্ণ বাঁশবন
ঝিরঝির করে নতজানু সম
পড়বে মাটিতে দিতে মুক্তিপণ
সবুজ জড়ানো জীবন পরম

থাকবে স্থবির যেন মূলধন
ব্যতীত ব্যথার ফুল শততম ॥

যখন হাসবে আঁধারের পেঁচা
রজনীগন্ধার সঙ্গে একবার
তুলবে রাত্রির কালো কাঁচা কাঁচা
কয়লার সাথে মৃদু ঝংকার
তখন আসব, ভেঙে এই খাঁচা
বন্দিত্বের সীমা—মেরুর তুষার ॥

গীতি তর্পণ
গীতি তর্পণ

উৎসর্গ

প্রিয় সোহরাব হাসান

সূ চি প ত্র

ওগো পারমিতা শোনো এক কথা

ওগো পারমিতা শোনো এক কথা আমার কবিতা আসলে সবিতা
কারণ সবিতা সুষম সোনালি
জলের কপোলে মধুর মৃণালী
উড়ানো আকাশে প্রদীপ্ত দীপালি ছড়ানো রঙের কিশোরী ববিতা
তা ছাড়া সবিতা নরম পরমা
কখনো কখনো বেশ অনুপমা
রূপসীর চেয়ে আরো মনোরমা—উপমা জড়ালে হবে মধুমিতা
যদিও আঁধারে অন্তরীন আছি
তাতে শঙ্কা নেই ছোট একগাছি
কারণ সবিতা আছে কাছাকাছি, সে দেবে অভয়, হবে নিবেদিতা ॥

সোনালি মরমি চলে যাবে তুমি

সোনালি মরমী চলে যাবে তুমি ছেড়ে নামিদামি প্রিয় জন্মভূমি
তাই তো গোপনে পুড়ছে পরান
জ্বলছে রক্তিম ফুলের বাগান
পড়ছে অশ্রুর তরলিত মান, কত বিগলিত গোলাপের মমি
তা ছাড়া থমকে পড়ছে জীবন
গোপনে ঝরছে সোনালি যৌবন
অলক্ষে মরছে মনের মৌবন যেন পূর্ণিমার ঝলমলে যামী
তা ছাড়া কিভাবে বলব যে আমি
যেয়ো না যেয়ো না মরমি গো তুমি
ছেড়ে নামিদামি প্রিয় জন্মভূমি, কোরো না পরদেশীকে অনুগামী ॥

আকাশের মতো নীল নীল খাসা

আকাশের মতো নীল নীল খাসা তোমার—আমার এই ভালোবাসা ॥
কভু ভুলেও তা নষ্ট করব না
পাষাণ মরণ তুলে কালো ফণা
আমাদের মাঝে যদি দেয় হানা জীবনকে করে ঘোর অমানিশা ॥
আমাদের মাঝে যদি এনে কষ্ট
দুজনকে করে পুরো পথভ্রষ্ট
শ্রী ভালোবাসাকে করে দেয় নষ্ট বানায় তুষের মতো কালো ভুসা ॥
তবুও আমরা নষ্ট করব না
এই ভালোবাসা এই সোনাদানা
পবিত্র সত্তার এই আলপনা—যাতে আছে স্বপ্ন আর কত আশা ॥

কাল সারারাত কাল সারাদিন

কাল সারারাত কাল সারাদিন তুমি ছিলে লাল তামাটে রঙিন
জ্বলছিলে রক্তকরবির মতো
থরথর করে কেঁপে অবিরত
ফিসফিস করে হেসে শতশত ঢেউয়ের মতো বিশ্রামবিহীন
চলছিলে পথে পথিকার ন্যায়
জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে লাল অভিপ্রায়
জোছনা রোদের সমান প্রভায় করে অমলিন করেও শালীন
কভু নেচে নেচে গেয়েছিল গান
সুরে সুরে ধরে সুর ম্রিয়মাণ
বনের পাখির মত অফুরান—ছন্দে ধরে শুধু থাক ধিনা ধিন ॥

যখন ফুলের শরীর ঘামবে

যখন ফুলের শরীর ঘামবে—গাছের পাতার মর্মর থামবে
তখন নদীর সীমানায় এসে
প্রেয়সীর মত মন খুলে হেসে
এই খেলাশেষে এই মেলাশেষে তুমি পরী হয়ে নিকটে থাকবে,
শীতের সকালে একা বসে রোদে
দুরন্ত গতির মতো আহ্লাদে
কুয়াশায় ভেজা পাতার প্রচ্ছদে তুমি শিল্পী হয়ে আমাকে আঁকবে
তা কত সুন্দর হলো কী হলো না
তা দেখার জন্য ওগো শিল্পমনা
তুমি অতিক্রম করে ত্রিসীমানা কাছাকাছি এসে আমাকে ডাকবে।

মাধুরীর জন্য এনেছি

মাধুরীর জন্য এনেছি অনন্য এক অসামান্য সাতনরী পণ্য
যাঁর স্পর্শে তার জীবনের মান
সবিতার মতো হবে দীপ্তিমান
থাকবে উজ্জ্বল শাদা অফুরান যুক্ত করে সাথে ফুলের লাবণ্য
তা ছাড়া এনেছি লাল মণিহার
শাপলার কুঁড়ি পঁচিশ হাজার
পাবনাই শাড়ি লাল ডুরে পাড় তাকে মাঘমাসে প্রদানের জন্য
আরও এনেছি ফুল থেকে খাসা
তাতে যুক্ত করে লাল নীল আশা
আমার মনের সারা ভালোবাসা যা নিলে সে হবে আজীবন ধন্য ॥

এই তো বসন্ত নীরবে এসেছে

এই তো বসন্ত নীরবে এসেছে গ্রাম থেকে দূরে অরণ্যের কাছে
তাই তো পাখিরা আনন্দে ডাকছে
তাই তো পরীরা সানন্দে হাঁকছে
তাই তো অলিরা ত্রিছন্দে বকছে ফুলের রুমালে মুখ মুছে মুছে
তাই তো নারীরা হলুদ মাখছে
লজ্জার আড়ালে প্রণয় রাখছে
আকার ইঙ্গিতে প্রিয়কে ডাকছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজার পাশে
তাই তো আকাশ আবেগে ফুলছে
তাই তো তটিনী সাগরে মিলছে
তাই তো রঙিনী নাচছে উল্লাসে রংধনু রং মেখে আলগোছে ॥

কাল সারারাত বৃষ্টি ঝরেছিল

কাল সারারাত বৃষ্টি ঝরেছিল ফোঁটায়—ফোঁটায় মুক্তো পড়েছিল
কেঁপে কেঁপে দুরন্ত বাতাসে
সহজ ছন্দের মতো অনায়াসে
সুরমা নদীর পাড়ে দূর্বাঘাসে—যেখানে শিশির শীতে হেসেছিল
সেই অসময়ে একা জেগে ঘরে
কোন রূপসী সকরুণ স্বরে
বারে বারে কার নাম ধরে কেন যে সাহায্য পেতে ডেকেছিল,
মনে হয় তার মন কেঁপেছিল
মনে হয় তার প্রাণ কেঁদেছিল
তাই বৃষ্টি হয়ে অশ্রু এসেছিল, তাই তো কাউকে কাছে চেয়েছিল ॥

তার নাম ধাম এখনও জানি না

তার নাম ধাম এখনও জানি না—তার পরিচয় এখনও চিনি না ॥
সে কোন বন্দরে করে বসবাস
সে কীভাবে পড়ে শাদা উপন্যাস
সে কীভাবে করে কালো শিলান্যাস তাও পুরোপুরি মোটেই জানি না
তা ছাড়া কীভাবে সে কার ইঙ্গিতে
কোনো তরঙ্গিত নূতন ভঙ্গিতে
সুর তুলে শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীতে অতিক্রম করে চাঁদের সীমানা ॥
কেন যায় তারকার পাশাপাশি
কেন বলে বারবার ভালোবাসি
কেন করে ফিসফিস হাসাহাসি–এরও আসল রহস্য বুঝি না ॥

যদি ভালো লাগে আলো অনুরাগ

যদি ভালো লাগে আলো অনুরাগ খুব বেশি ভালো ফুলের পরাগ
তবে নিশীথিনী পোহাবার আগে
আবছা আঁধারে এসো ফুলবাগে
আর গান গেয়ে নব সংরাগে যেভাবে বাঁশির মধুময় রাগ
এইখানে এলে পাবে অনুরাগ
হাত ভরে পাবে ফুলের পরাগ
যাতে পূর্ণ আছে ঘ্রাণের সোহাগ তরঙ্গের মতো ফেনিল সজাগ
তাই তুমি আর কোরো নাকো দেরি
যদি দেরী করো পোহাবে শর্বরী
তাতে ব্যর্থ হবে, পাবে সাতনরী জীবনের মাঝে কলঙ্কের দাগ ॥

যখন দুপুর তখন পুকুর বাজায় নূপুর

যখন দুপুর তখন পুকুর বাজায় নূপুর ঝুমুর ঝুমুর
জলতরঙ্গের নীল ভঙ্গিমায়
বন কুরঙ্গের লাল রঙিমায়
সবুজ বঙ্গের সুরমূর্ছনায় যুক্ত করে কিছু টাপুর টুপুর
আর পতঙ্গের মতোন উড়ায়
সুরকে মেঘের পাড়ায় পাড়ায়
হঠাৎ বজ্রের বিগল বানায় দেখায় নূতন সুরের মুকুর
যার তুলতুল শাদা পরদায়
আকাশপরীর মুখ দেখা যায়
ময়নার ন্যায় গয়নার ন্যায় দারুণ বর্ণিল স্বর্ণিল মধুর ॥

কোনো প্রতারণা : দিয়ো না দিয়ো না

কেনো প্রতারণা—কয়লার কণা—কালো আবর্জনা দিয়ো না দিয়ো না
যদি দাও তবে এই আমি শাদা
আঁধারের মতো হবো কালো ধাঁধা
পদে—পদে পাবো উঁচুনিচু বাধা—যত অপবাদ—লাঞ্ছনা—গঞ্জনা
অবশেষে হব বায়সের মতো
অনুন্নত নীচ পিচে অবনত
আশরীরে পাব কাঁটায় আবৃত—যাতে পাব শুধু অসহ্য যন্ত্রণা
অন্তিমে দেখব আমার পৃথিবী
হয়েছে মিথ্যের মতো আজগুবি
যার পূর্বাকাশে নেই লাল রবি—নেই রোদ্দুরের রঙিন সান্ত্বনা

তুমি চোখ খোলো তুমি কথা বলো

তুমি চোখ খোলো তুমি কথা বলো তুমি সুর তোলো তুমি ঢেউ তোলো
জীবনে যৌবনে আনো দীপ্তিমান
সোনালি লাবণ্য সূর্যের সমান
রূপালি তারুণ্য চাঁদের সমান একটু শীতল, সামান্য ঝাঁঝালো
মনের মৌবনে আনো অনুপম
গোলাপের মতো নরম পরম
আকাশের মতো নীল মনোরম কিছু ভালোবাসা কিছু লাল আলো
নয়নে নয়নে আনো সমুজ্জ্বল
শেফালি অশ্রুর চারু ছলছল
লুকানো কথার ঢেউ টলমল চিরল বিরল শ্রীর মতো ভালো ॥

পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ে

পুকুরপাড়ে ঝোপের আড়ে কে ফুল নাড়ে নজর কাড়ে
হয়তো হবে বনের সারি
হয়তো কিবা মনের নারী
নয়তো হবে বাপের পরী ঢেউখেলানো পুকুরপাড়ে
হয়তো তার মনের আশা
পদ্মফুলের সমান ভাসা
আলোর মতো দারুণ খাসা রং-লাগানো ঝোপের আড়ে
ভালোবাসার মতো কোমল
যেন ফেনার রক্তকমল
বৃষ্টিধারার মতো অমল—ছলছলানো—নজর কাড়ে ॥

তোমার সমান আমার সমান

তোমার সমান আমার সমান নদীর সমান নারীর সমান
সবুজ মাঠের কচি দূর্বাঘাস
ছাতিম গাছের সফেদ নির্যাস
সুরমা নদীর ছোট বালিহাঁস—উড়ন্ত নীলের থামানো বিমান
তা ছাড়া সমানে আছে ভালোবাসা
দারুণ ভরসাভরা শত আশা
কিশোরীর মতো মন খুলে হাসা—পুষ্পপল্লবের মরমর গান
আরও আছে লাল চারু অভিমান
মিলন মধুর মদির অম্লান
পূর্ণিমার মতো অনুপম দান—যখন থাকবে রাত্রি শুনশান ॥

সোনালি প্রেয়সী শ্যামলী প্রেয়সী

সোনালি প্রেয়সী শ্যামলী শ্রেয়সী তুমি হয়ে শশী এসো পাশাপাশি
জোনাকির মতো জ্বলো অবিরাম
জানকীর ন্যায় হয়ে অভিরাম
রঙে ধরো লাল রোদের প্রণাম—সপ্তম বর্ণের ভালোবাসাবাসি
যে-ছোঁয়ায় আমি হব আলোকিত
করবির মতো হব পুলকিত
শম্পার সমান হব বিকশিত-মিশমিশে করে গোধূলির মসি
তাই তো বলছি বিলম্ব কেরো না
ওগো পূর্বাশার খাঁটি গিনি সোনা
ওগো রক্তিমাভ হৃদয়ের কোনা-চারু অরণ্যের অর্ধেক অতসী ॥

তুমি বলবে কি গোপনে একাকী

তুমি বলবে কি গোপনে একাকী প্রেমে ঝিকিমিকি কথা টুকিটাকি
তামাশার মতো কিছু-কিছু গান
তরঙ্গের মতো কিছু-কিছু তান
যেন প্রণয়ের আগুপিছু টান কত বিশ্বাসের মাঝে কত ফাঁকি,
তুমি যদি বলো তবে এসো কাছে
মরালীর মতো জলে ভেসে ভেসে
শাপলার মতো মিষ্টি হেসে হেসে, কিশোরীর মতো করে ডাকাডাকি
এখানে তোমাকে দেব উপহার
নীল শাড়ি আর সাতনরি হার
ভালোবাসা-ভরা মনের সেতার—ফুলকির মতো সোনার উলকি ॥

একটি চাঁদের জন্য

আমার হৃদয় হন্য
একটি চাঁদের জন্য
হোক সে দেদার বন্য
তবুও দারুণ ধন্য,

আমি তাকে দিয়ে আজ
পূরণ করব কাজ
সেজে নেবে কারুকাজ
যা কিছু চারু অনন্য,

তাকে দিয়ে সারা কালো
বানাব সোনার আলো
যাতে থাকবে রসালো
সুবজের কিছু পণ্য,

যে-স্পর্শে এই জীবন
পাবে জ্বলন্ত যৌবন
যার ছোঁয়ায় মৌবন
তাও হবে চিরধন্য ॥

অবেলায় কেন দিলে দেখা

অবেলায় কেন দিলে দেখা
ওগো সোনালি সূর্যের শিখা
ওগো রকমারি চারুলেখা
ওগো সাতনরি ঋজুরেখা ॥

মনে হয় অবসর ছিল
হয়তো বেলা ঊষর ছিল
নয়তো সন্ধ্যা ধূসর ছিল
ছিল চারিদিকে মসিমাখা ॥

তাই তো অবেলায় এসেছ
শুধু আমাকে ভালোবেসেছ
শরীর ঘেঁষে বামে বসেছ
দিয়েছ হৃদয় রক্তে রাখা ॥

তাই তোমাকে মেনে নিলাম
কপালে সূর্য এঁকে দিলাম
ফুলের রেণু ছেঁকে দিলাম
প্রথম প্রেমের হেম শাখা ॥

জানি আমি জানি ওগো রানি

জানি আমি জানি ওগো রানি
সুন্দর তোমার রাজধানী
মিষ্টি তোমার মুখের বাণী
সরল তোমার মনখানি ॥

তোমার রূপে জ্বলে আগুন
জাগ্রত করে লাল ফাগুন
রঙিন অলির গুনগুন
টুনটুন সুরের প্রস্বনী ॥

তোমার খোঁপায় ফুটে ফুল
উজ্জ্বল করে মাথার চুল
দুটি কানের সোনার দুল
মখমল মনের অরণী ॥

তোমার প্রেমের নীল স্পর্শ
মনে জাগায় নূতন বর্ষ
কালবৈশাখীর মতো হর্ষ
বরষার সপ্তম রাগিণী ॥

সবুজ বনে ফুল ফুটেছে

সবুজ বনে ফুল ফুটেছে
সোনার জলে ঢেউ উঠেছে
বজ্রে ঝলসে মেঘ লুটেছে
বন্ধু এখন কোথায় গেছে ॥

চাঁদের পিঠে নীল চড়েছে
নদীর বুকে চর পড়েছে
সুখের টানে মন নড়েছে
বন্ধু এখন কোথায় গেছে ॥

রোদের প্রতি রং চলেছে
প্রেমের প্রতি হেম টলেছে
দারুণ তাপে মোম গলেছে
বন্ধু এখন কোথায় গেছে ॥

তার জন্য তো মনের কাছে
মনের সমান মন আছে
সে যদি আজ হঠাৎ আসে
এই মন দেব ভালোবেসে ॥

রঙের মতো সুন্দর হোক

রঙের মতো সুন্দর হোক
তোমার কথা তোমার শ্লোক
তোমার হাসা তোমার ঝোঁক
তোমার রক্তের মনোলোক ॥

ফুলের মতো হোক নরম
ভালোবাসার মতো পরম
নীল গন্ধের মতো চরম
তোমার তনুর শুভ্রালোক

ছায়ার মতো হোক শীতল
মায়ার মতো হোক নীতল
স্রোতের মতো হোক গীতল
তোমার স্বপ্ন ঘেরা ভূলোক

পানির মতো হোক তরল
নীলের মতো হোক সরল
প্রেমের মতো হোক গরল
তোমার সারা লাল আলোক ॥

অকারণে কেন বাজে বাঁশি

অকারণে কেন বাজে বাঁশি
সবুজ বনের কাছাকাছি
ফুলের আড়ালে দিবানিশি
সুরে রেখে ভালোবাসাবাসি

এখানে তো নেই কোনো পরী
নেই শ্যামল রঙের নারী
নেই চারুবন্ত সহচরী
নেই গ্রাম পল্লীর রূপসী

এই তো সামনে ফাঁকা মাঠ
একটু দূরে বিরান হাট
তার পাশাপাশি খেয়াঘাট
ওখানে তো নেই মহীয়সী

হয়তো সন্ধ্যার পাশাপাশি
রয়েছে কোনো উজ্জ্বল শশী
সারাঙ্গে মেখে রুপালি রশ্মি
তার জন্যে বাজে এই বাঁশি ॥

এসো গো অনুপমা সজনী

এসো গো অনুপমা সজনী
পার হয়ে শ্যামল অরণি
ভেদ করে আঁধার রজনী
সবিতার মতো একাকিনী ॥

এখানে সিন্ধুর কাছাকাছি
যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি
যেখানে উড়ছে নীলমাছি
যেখানে হাসছে কমলিনী ॥

এখানে এলে পাবে ভরসা
চাঁদের মতো শাদা ফরসা
আরও পাবে প্রেম ভালোবাসা
গোলাপের মতো সুচয়নী ॥

যাঁর স্পর্শে তুমি পাবে মান
রক্তজবার মতো অম্লান
দীর্ঘায়ত নদীর সমান
ঊর্মিভরা গান রিনিঝিনি ॥

শাপলা ফুলের মতো খাসা

শাপলা ফুলের মতো ভাসা
সূর্যের আলোর মতো খাসা
নদীর মতো পাহাড়ঘেরা
তোমার আমার ভালোবাসা ॥

ঊর্মির মতো শাদা ফেনিল
আকাশের মতো ঘন নীল
মনের মতো রক্তে আবিল
তোমার আমার ভালোবাসা ॥

স্বর্ণচাঁপার কুঁড়ির মতো
রং সুষমায় সংহত
শান্ত হাওয়ায় নৃত্যরত
তোমার আমার ভালোবাসা ॥

সুখের মতো দারুণ ভালো
চুলের মতো দেদার কালো
যেন আলোর মাঝে আলো
তোমার আমার ভালোবাসা ॥

তুমি আমার পরশমণি

তুমি আমার পরশমণি
তুমি আমার সোনার খনি
তুমি আমার মায়ার ননি
ওগো আমার নীল সজনি ॥

তাই রেখেছি তোমার জন্য
এই অরণ্যের অগ্রগণ্য
অনন্য পুণ্যের মতো পণ্য
যার লাবণ্য ধন্য রোশনি ॥

আজ এসে তা করো গ্রহণ
মনের সঙ্গে মিলাও মন
আর করো কথোপকথন
যো করে আপন কাহিনী ॥

এই আশাতে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার বাড়ির কাছাকাছি
তসবি জপে বেলা গুনছি
দেরী না করে এসো এখনই ॥

এই আঁচলের নীলাকাশ

এই আঁচলের নীলাকাশ
এই শাদা মেঘ রাজহাঁস
এই কাশফুল একরাশ
যেন ভালোবাসার প্রকাশ ॥

নদীর কাছে একা দাঁড়াই
এই যুগল হাত বাড়াই
তাদের নিকটে প্রেম চাই
যাতে আছে শান্তির নির্যাস ॥

যার স্পর্শে বিপন্ন জীবন
ফিরে পাবে উজ্জ্বল যৌবন
বাণী শিল্পের মতো শোভন
যাতে সুন্দরের বসবাস ॥

অগণিত কুসুমের মতো
পরাজিত করে রং যত
রেশমের লাল সংহত
গোধূলির রক্তিম নিবাস ॥

এই মনোরম ঝিলমিল

এই মনোরম ঝিলমিল
এই শুভ রং লাল নীল
এই সমতোল অনাবিল
যদি হতো হাসি খিলখিল ॥

সাদরে তা পরীকে দিতাম
বিনিময়ে প্রণয় নিতাম
আরও নিতাম সামন্য দাম
খুব বেশি নয়—এক তিল ॥

যাঁর দ্বারা পাব আজীবন
সবুজে শ্যামলে সুশোভন
স্বাধীন বাংলার উঠোন
যত নদীনালা খাল বিল ॥

যাতে সুপ্ত আছে অতি খাসা
বাতাসের মতো ভাসাভাসা
পিপাসা-মেটানো ভালোবাসা
কষ্ট-তাড়ানো সুর সমিল ॥

নদীর মতো হতাম যদি

নদীর মতো হতাম যদি
চলতাম সুরে নিরবধি
অতিক্রম করে আঁদি
দক্ষিণের সমুদ্র অবধি ॥

সঙ্গে নিতাম নুড়ি পাথর
ঝরনা থেকে শাদা আতর
বনের কাতর মরমর
উজানের পাললিক হৃদি ॥

আরও নিতাম পাখির গান
মদির মধুর কলতান
পাহাড়ি বধুয়ার পরান
পূর্বাশার সূর্যের পরিধি ॥

তাতে আমার জীবন হতো
বজ্রমেঘের রঙের মতো
দারুণ রঙের সমুন্নত
যেন সোনালি শিল্পের আধি ॥

এখনও আছে পাখির গান

এখনও আছে পাখির গান
নদীর বুকে ঊর্মির টান
ফুলের মাঝে মুখর ঘ্রাণ
তাই ছেড়ে দাও অভিমান ॥

এখনও হয়নি কোনো ক্ষতি
কর্মের মাঝে পড়েনি যতি
জীবনপথে থামেনি গতি
নামেনি আঁধার অতি ম্লান ॥

এখনও ঝরেনি লাল পাতা
ব্যথায় মরেনি শুভ্র গাঁথা
বজ্রে নড়েনি মেঘের ছাতা
টুকুরো হয়নি আসমান ॥

এখনও যদি সাহস করো
পাথর পাষাণ ধৈর্য ধরো
আসন্ন সন্ধ্যায় পেতে পারো
বাসনার চাঁদ জ্যোতিষ্মান ॥

তোমার বাড়ির কাছাকাছি

তোমার বাড়ির কাছাকাছি
বটের ছায়ায় বসে আছি
সঙ্গে আছে রঙিন মৌমাছি
গোলাপ ফুলের মালাগাছি ॥

অবসরে যদি তুমি এসো
ঘেঁষাঘেঁষি করে কাছে বসো
চুপে চুপে যদি ভালোবাসো
যদি দাও কথা অবিনাশী ॥

যদি ডান হাতে স্পর্শ করো
যদি বাম হাতে বাহু ধরো
যদি হাসতে হাসতে মরো
আমার তনুর পাশাপাশি ॥

তবে দেব রঙিন মৌমাছি
গোলাপ ফুলের মালাগাছি
আমি পণ করে বলতেছি
শুনরে বন্ধু চির-পড়শি ॥

যদি কোনোদিন ফিরে আসি

যদি কোনোদিন ফিরে আসি
তোমাকে আবার ভালোবাসি
সেই অরণ্যের ফুলরাশি
আকাশের মতো অবিনাশী ॥

আর যদি সেই মণিহার
টানা টানা লতার সেতার
সবুজ পাতার উপহার
আঁকাবাঁকা বাঁশের বাঁশি ॥

এতকিছু স্বাদরে নেবে কি
ভবিষ্যতে বধূ হবে কি
পবিত্র ভালোবাসা দেবে কি
দেবে কি মনের লাল রশ্মি ॥

যদি দাও তবে কথা দাও
একবার চোখ তুলে চাও
বন্ধু মনে করে কোলে নাও
চিরকাল থাকো পাশাপাশি ॥

যদি রক্তকরবীর মতো

যদি রক্তকরবীর মতো
আমার হৃদয়ে হও নত
তবে হৃদয়ের লাল যত
করব তোমার হস্তগত ॥

আমি পণ করে বলতেছি
এসে কুটিরের কাছাকাছি
শোনো ওগো মানবী মৌমাছি
যুগল কর্ণ করে উন্মুক্ত ॥

দেরি না করে দরজা খোলো
চোখে চোখে চেয়ে প্রিয় বলো
ডান হাতে ধরে ঘরে তোলো
ফুল দাও একটি অন্তত ॥

আর পূর্ণ করে দাও আশা
দাও লাল নীল ভালোবাসা
গোলাপের মতো খাসা
তোমার সমান সংহত ॥

তোমার চুলের অন্ধকার

তোমার চুলের অন্ধকার
দীপ্ত করল রং বাহার
গাঙে আনল কালো জোয়ার
ভাঙল মনের রুদ্ধ দ্বার ॥

এই জন্যে জনারণ্যে রোজ
তোমার খ্যাতির পিলসুজ
জ্বলছে পৃথিবীর ত্রিভুজ
প্রেমের মতন বারবার ॥

যা কোনোদিন হবে না ম্লান
হবে না বধির ম্রিয়মাণ
হবে না মাটিতে টানটান
সোমলতা রেশ খর্বাকার ॥

এখন সুখে থাকতে পারো
সোনার ছবি আঁকতে পারো
বন্ধুজনকে ডাকতে পারো
গড়তে ডাকতে পারো
গড়তে শোভন সংসার ॥

আমি তোমাকে পেতাম যদি

আমি তোমাকে পেতাম যদি
বাঁকা চাঁদ করে নিরবধি
তবে দূর হতো কালো আঁদি
ঠাণ্ডা হতো এই উষ্ণ হৃদি ॥

আমার ঘরে আসত আলো
বাগানে ফুটত ফুলগুলো
পুকুরে ভাসত শাদা কালো
হাঁসের সুন্দর প্রতিনিধি ॥

আমার গাছে বসত পাখি
ঘাসে পড়ত সূর্যের আঁখি
সাঁঝে ঝরত রঙের রাখি
ধরতে রাত্রির গতিবিধি ॥

আমার স্বপ্নে লাগত রেণু
বনে বাজত পাতার বেনু
নীলে জাগত মেঘের তনু
বজ্রের মতো রক্তের আঁধি ॥

যেদিন প্রেয়সী এসেছিল

যেদিন প্রেয়সী এসেছিল
সেদিন তারকা হেসেছিল
পদ্ম হয়ে জলে ভেসেছিল
মাছ হয়ে জলে মেশেছিল ॥

সেদিন গোলাপ ফুটেছিল
সূর্য হয়ে নীলে উঠেছিল
ঘ্রাণ হয়ে বনে ছুটেছিল
ঢেউ হয়ে তীরে লুটেছিল ॥

সেদিন শিশির ঝরেছিল
দীপ্ত হয়ে ঘাসে মরেছিল
শঙ্খ হয়ে এক চরে ছিল
চাঁদ হয়ে খড়ো ঘরে ছিল ॥

সেদিন সুন্দর উড়েছিল
রক্ত হয়ে মনে পুড়েছিল
ভস্ম হয়ে কোল জুড়েছিল
কষ্ট হয়ে প্রাণে খুঁড়েছিল ॥

ওগো সন্ধ্যার সোনালি রশ্মি

ওগো সন্ধ্যার সোনালি রশ্মি
কত বর্ণিল অল্প বয়সি
আমি তোমাকেই ভালোবাসি
দেশ ছেড়ে হয়েছি প্রবাসী ॥

কোনো-এক পথিকের মতো
মদির মধুর সুরে কত
জয়গান গেয়ে অবিরত
যদি কোনোদিন কাছে আসে ॥

সাদরে বরণ করে নিয়ো
বুক থেকে ভালোবাসা দিয়ো
আনন্দে ডাকিয়ো প্রিয় প্রিয়
বসায়ো বাহুর পাশাপাশি ॥

তবে ছিন্ন করে বনিবনা
ভুলক্রমে স্বপ্নেও কোরো না
কোনো প্রতারণা কি বা ঘৃণা
মায়াবীর মতো দিবানিশি ॥

প্রস্থান

আনোয়ারা চলে গেল বহুদূরে নীলিমায়
অচেনা মেঘের মতো এক ইশারার ন্যায়
সেখানে তারার কাছে
তার কী আলাপ আছে,

অনেক আলাপ আছে কালো শ্যাওলার ন্যায়
আশা থেকে শুরু করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অভিপ্রায়
যেখানে তারকা মাছে
শুধু ভিড় করে আছে,

সেখানে থাকবে বুঝি সকাল থেকে সন্ধ্যায়
একটি সূর্যের মতো রক্তজবার প্রভায়
রাখবে আলোর পিছে
কালো রং আলগোছে,

ঘুমাবে পদ্মার মতো জলতরঙ্গ হারায়
স্বপ্নের গভীরে যাবে এক ডুবুরির ন্যায়
তুলবে যা-কিছু মিছে
সৈকতে—সবুজ গাছে ॥

গোপনে কথা ছিলো

প্রথম বৈশাখে
হাতে হাত রেখে
গোপনে কথা ছিল—তুমি প্রিয়া হয়ে আসবে
আর মন প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালোবাসবে

এর চেয়ে ভালো
আরও কথা ছিল
তুমি জোনাকি হয়ে আমার আঁধারে জ্বলবে
আর বাঁকা নদী হয়ে হৃদয় ঘেঁষে চলবে

যদিও অযথা
তবু ছিল কথা
তুমি জোছনা হয়ে আমার আকাশে হাসবে
আর রাত্রে চাঁদ হয়ে দিঘির জলে ভাসবে

শেষ এলোমেলো
শাদা কথা ছিল
তুমি সারাদিন আমাকে নাম ধরে ডাকবে
আর অশ্রু দিয়ে আমার ছবি আঁচলে আঁকবে

হরিণের গান

তরুণী হরিণী
মানিনী গুণিনী
ছেড়ে কি অরণি—এখানে আসবে
হবে কি পরানি—সুরেলা হাসবে

তবুও হরিণী
সোনালি অরুণি
সে ছেড়ে বনানী—এখানে আসবে
হবে হৃদয়িনী—সহজে হাসবে

জানি তবু জানি
মানি তবু মানি
হরিণী অঋণী—নিকটে থাকবে
সুমিতো জীবনী—হৃদয়ে আঁকবে

কভু হবে রানি
চোখে জ্বলা মণি
খাঁটি সোনা গিণি—কুটিরে জ্বলবে
সেরা সুচয়নী নিয়মে চলবে ॥

কেবল তোমার জন্য

কেবল তোমার জন্য
রেখেছি এই অরণ্য
ফুলের যত লাবণ্য
রঙিন যত অনন্য ॥

এখন স্থির দাঁড়াও
যুগল হাত বাড়াও
যত্নে এইসব নাও
মনে করে চারু পণ্য ॥

এইসবে আছে সুখ
পরীর লুকানো মুখ
চাঁদের মতো ময়ূখ
হীরকের মতো পুণ্য ॥

এইসব স্পর্শে তুমি
বিশ্বে হবে নামিদামি
যেমন সোনার মমি
সর্বাধিক খুতশূন্য ॥

তাতে তোমার জীবন
সারা পবিত্র যৌবন
জন্ম নেয়া উদয়ন
হবে চির ধন্য ধন্য ॥

কোথায় রয়েছ তুমি

কোথায় রয়েছ প্রিয়
ওরে চিরস্মরণীয়
ওরে চিরবরণীয়
ওরে চিরকমনীয়,

আমি তো তোমার জন্য
পতঙ্গের মতো বন্য
তরঙ্গের মতো হন্য
নীরসম নমনীয়,

ঘুরছি অরণ্যে রোজ
করছি তোমার খোঁজ
কারণ মন অবুঝ
নিদারুণ রমণীয়

তোমার বিরহে তনু
শুকাতে শুকাতে অণু
যেন খুদে রংধনু
সুলতার তুলনীয়

কেবল জানি না শুধু
তুমিহীন এই ধুধু
কীভাবে করব মধু
এখন কী করণীয় ॥

তুমিহীন প্রতিদিন

তুমিহীন প্রতিদিন
কাকের মতো মলিন
অন্ধকারে অন্তরিন
কষ্টের মতো সঙ্গিন

ওরে অনুপম প্রিয়
ওরে চিরকমণীয়
ওরে চারু নমণীয়
তুমি ছাড়ো পরাধীন

আমার কুটিরে এসো
মনপ্রাণ খুলে হাসো
আমাকেই ভালোবাসো
প্রিয়া বলে চিরদিন

মনের দেয়ালে গাঁথা
যতসব কালো ব্যথা
সরায়ে দাও মমতা
আলোর মতো রঙিন

আমার জীবন করো
উজ্জ্বল—উজ্জ্বল আরো
ঢেউসম থরো থরো
মনোরম সীমাহীন

ওরে ও সুরমা নদী

ওরে ও সুরমা নদী
তুমি ছেড়ে এই আঁদি
গান গেয়ে নিরবধি
মোহনায় যাও যদি ॥

তবে তুমি সঙ্গে নিয়ো
ফুল থেকে কমনীয়
প্রাণ থেকে অতি প্রিয়
যে তোমার প্রতিনিধি ॥

যাকে তুমি ভালোবাসি
দিয়েছিলে জলরাশি
তরঙ্গের মালাগাছি
জোছনা-জড়ানো হৃদি ॥

যাকে তুমি একদিন
করছিলে বুকে লীন
দিয়েছিলে মীন ঋণ
রঙিন পুরানো চাঁদি ॥

এই তো তোমার প্রতি
সে রেখেছে তাঁর প্রীতি
রেখেছে কোমল মতি
সারাসার গতিবিধি ॥

যদি বলো ভালোবাসি

যদি বলো ভালোবাসি
বিনিময়ে দেব হাসি
কিছু গান অবিনাশী
অরণ্যের ফুলরাশি

ভালোবেসে দেব টিপ
রোদ্দুরের মতো নীপ
সোনালি শিখার দীপ
পাথরের মালাগাছি

সবিনয়ে দেব দুল
গোলাপে সাজাব চুল
হাতে দেব তৃণমূল
যার রঙে ভরা রশ্মি

মেলাশেষে দেব প্রেম
মিলনের সূর্য ফ্রেম
যার তেজে লাল প্রেম
গলে গলে ততরসি,

বেলাশেষে দেব আলো
প্রেম থেকে খুব ভালো
সাতনরি জমকালো
উজ্জ্বল করতে নিশি ॥

ওরে প্রিয় মাঝি ভাই

ওরে প্রিয় মাঝি ভাই
দ্যাখো পিছু ফিরে চাই
সন্ধ্যে ভরা কালো ছাই
আলো নাই আলো নাই ॥

সামনে যে জলপথ
তা আঁধারে কালো খত
তাতে কেনো মৃতবৎ
ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ॥

এই যে তরঙ্গ বুনো
দেখে মনে হয় যেন
বেঁচে থাকবার কোনো
আশা নাই আশা নাই ॥

উপরে যে নীলাকাশ
তা কৃষ্ণ করেছে নাশ
তাতে শাদা এক রাশ
চাঁদ নাই চাঁদ নাই ॥

এখনও সময় ভালো
কিছু-কিছু আছে আলো
নৌকা বেয়ে দ্রুত চলো
ফিরে যাই ফিরে যাই ॥

সারারাত সারাদিন

সারারাত সারাদিন
যদি থাকি তুমিহীন
তাতে তনু হয় ক্ষীণ
মুখশ্রী হয় মলিন
সাহস হয় বিলীন ॥

এইজন্য বলতেছি
ওরে প্রেয়স মৌমাছি
তুমি থাকো কাছাকাছি
আমাকেই ভালোবাসি
এই বুকে হও লীন ॥

জীবন সোনালি করো
যৌবন রুপালি করো
আশাকে দীপালি করো
স্বপ্নকে পুবালি করো
করো সূর্যের অধীন ॥

যাতে আমি সুখী হই
ভোরে সূর্যমুখী হই
ঢাকা অভিমুখী হই
ফুলভরা শাখী হই
হই সুন্দর রঙিন ॥

আমি ভালোবাসি

এই রবিরশ্মি
যেন শ্রীর ভূমি
আর বাঁকা শশী
যেন বাঁকা অসি
আমি ভালোবাসি

এই কালো নিশি
যেন কালো মসি
আর এই হাসি
যেন ফুলরাশি
আমি ভালোবাসি

এই যে উষসী
যেন মহীয়ষী
আর যে রূপসী
যেন শ্রী প্রেয়সী
আমি ভালোবাসি

এই যে সরসী
যেন সু শ্রেয়সী
আর অবিনাশী
যেন তিলতিসি
আমি ভালোবাসি ॥

ফুল দিলাম-নিল না

ফুল দিলাম—নিল না
উল দিলাম—নিল না
কুল দিলাম—নিল না
মূল দিলাম—নিল না
পাড়ার সুন্দরী মীনা ৷৷

মান দিলাম—নিল না
ধান দিলাম—নিল না
প্রাণ দিলাম—নিল না
গান দিলাম—নিল না
পাড়ার সুন্দরী মীনা

হাঁস দিলাম—নিল না
ঘাম দিলাম—নিল না
বাঁশ দিলাম—নিল না
তাস দিলাম—নিল না
পাড়ার সুন্দরী মীনা

মন দিলাম—নিল না
ধন দিলাম—নিল না
বন দিলাম নিল না
শণ দিলাম—নিলো না
পাড়ার সুন্দরী মীনা ৷৷

যতকিছু অনুপম

যতকিছু অনুপম
নীলের মতো পরম
ফেনার মতো নরম
রোদের মতো চরম
ততকিছু মনোরম ॥

ততকিছু বেশ শাদা
তুষারে তুষারে বাঁধা
যেন চারু অনুরাধা
যেন চাঁদের অভিধা
কত মাধুর্যে উত্তম ॥

ততকিছু কত খাসা
লোনাজলে ভাসা ভাসা
ফেনিলের মতো আশা
হৃদয়ের ভালোবাসা
রং থেকে নিরুপম ॥

এই ঘরে আছে হেম
কমনীয় কিছু প্রেম
নমণীয় কিছু শেম
রমণীয় কিছু ফ্রেম
বিরহের উপশম ॥

এসো গো প্রেয়সী

এসো গো প্রেয়সী
রাতে জ্বলা শশী
শ্রীতনু রূপসী

এই খেয়াঘাটে
কীবা সরু মাঠে
কীবা খোলা হাটে
হয়ে এলোকেশী
গেয়ে খুব বেশি

করে বাড়াবাড়ি
পরে কালো শাড়ি
খুব তাড়াতাড়ি
এসো গো ঊষসী
সুষমা মহিষী

খুব একা আছি
লয়ে মালাগাছি
এসো কাছাকাছি
তা নিতে শ্রেয়সী
অনুপমা রশ্মি ॥

যদি ভালো লাগে নীলাকাশ

যদি ভালো লাগে নীলাকাশ
পূর্বাচল সূর্যের প্রকাশ
সাতনরি ফুল একরাশ
ভালোবাসার দীপ্ত বিকাশ
যৌবনের হিসাব-নিকাশ ॥

তবে এসো হে প্রিয় মহান
কণ্ঠে যৌবনের গান
সঙ্গী করে দীপ অনির্বাণ
মন করে শাদা ম্রিয়মাণ
যেন মেঘের দক্ষিণ পাশ ॥

তোমার আশায় আমি আছি
যেন সূর্যের রঙিন মাছি
এই সমগ্রীর কাছাকাছি
হাতে লয়ে নীল মালাগাছি
যেন বরণের অবকাশ ॥

বক শাদা রঙে গান গায়

বক শাদা রঙে গান গায়
পিক কালো রঙে গান গায়
কত ছায়া মায়া সুরে গায়
ঘেলা বজ্রের সুরে গায়
দিন যায় আর রাত্রি যায় ॥

সোনালি সন্ধ্যার কাছাকাছি
রুপালি ভোরের কাছাকাছি
শাদা দুপুরের পাশাপাশি
কালো দুপুরের পাশাপাশি
এক শ্যামলী নারীর ন্যায় ॥

সেখানে বুঝি রয়েছে সীমা
স্বপ্নের মতো রয়েছে বিমা
যার নাম সুন্দর নীলিমা
যাতে নেই সামান্য গরিমা
পরীর চুলের মতো প্রায় ॥

আমার জীবন দিলাম

আমার জীবন দিলাম
সোনার যৌবন দিলাম
মনের মৌবন দিলাম
তবুও মন পেলাম না
কিছু আশাও পেলাম না
তবে কি বন্ধু দিওয়ানা ॥

হৃদয়ে হৃদয় দিলাম
প্রণয়ে প্রণয় দিলাম
নির্ভয়ে নির্ভয় দিলাম
তবুও সাড়া পেলাম না
কোনো স্পর্শও পেলাম না
তবে কি বন্ধু দিওয়ানা ॥

নয়নে নয়ন দিলাম
শয়নে স্বপন দিলাম
যতনে রতন দিলাম
তবুও দেখা পেলাম না
পত্রে লেখাও পেলাম না
তবে কি বন্ধু দিওয়ানা ॥

মৌমাছির প্রতি

তোমার জন্যে এই অরণ্যে গোলাপ শূন্যে রেখেছি
শাদা প্রচ্ছদে রুপালি চাঁদে তোমার ছবি এঁকেছি
তা দেখবে কি ওগো মৌমাছি

তোমার জন্যে চারু লাবণ্যে সুবর্ণ লতা কিনেছি
পাহাড় থেকে রঙিন ফিকে পাতার সিকে এনেছি
তা নেবে কি ওগো শ্রী মৌমাছি

তোমার জন্যে পাপ ও পুণ্যে লাল যৌবন ধরেছি
শ্রী উৎসবে তোমার লোভে সাগরে ডুবে মরেছি
তা জানবে কি ওগো মৌমাছি

তোমার জন্যে দেদার হন্যে হয়ে তারুণ্যে ঘুরেছি
বিনা কারণে দুপুরে দিণে লাল আগুনে পুড়েছি
তা বুঝবে কি ওগো মৌমছি

তোমার জন্যে এই নবান্নে এই অঘ্রানে এসেছি
এক উন্নত বন্ধুর মতো তোমাকে ভালো বেসেছি
তা মানবে কি ওগো মৌমাছি ॥

দিয়ো না দিয়ো না
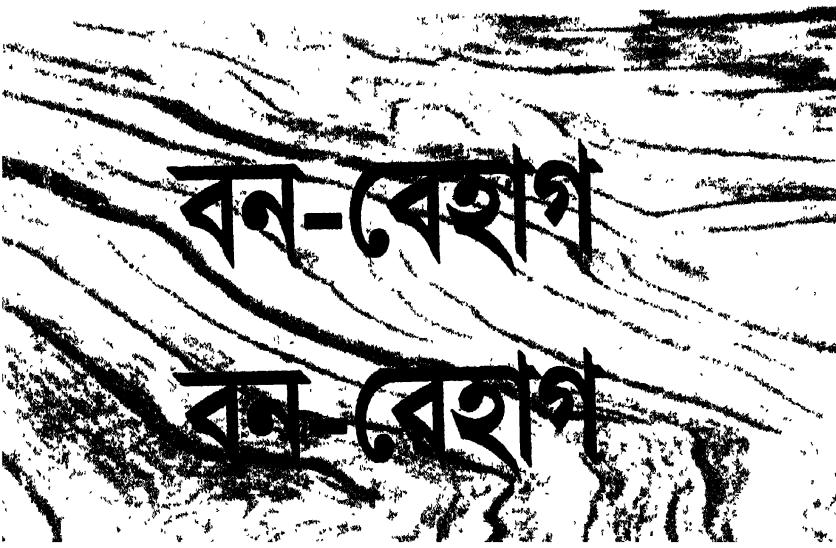
দিয়ো না দিয়ো না ফিরায়ে দিয়ো না
লাল স্বপ্নে ঘেরা কত আশা ভরা
আদিগন্ত জোড়া নীল শামিয়ানা

যার মাঝে জ্বলে শুভ আলপনা
দিনে সূর্য হয়ে রাত্রে চাঁদ হয়ে
রঙে ধরে যত রোদ্দুর-জোছনা,

দুঃখের মাঝে মনের সীমানা
যদি কালো হয় জড়ো করে ভয়
তাতে সংশয় মোটেই নিয়ো না

রোদ্দুর জোছনা এই সোনাদানা
দেবে ভালোবাসা উজ্জ্বল ফরসা
নিশ্চিত ভরসা আশার মোহনা

যেখানে রয়েছে বাঙালি ঘরানা
ছন্দে ছন্দে গান আনন্দে উত্থান
দুইটি অম্লান ফুলের সূচনা ॥

বন-বেহাগ

বন-বেহাগ

উৎসর্গ

কবি সাজ্জাদ শরিফ

সূচিপত্র

পাথর গলা নদীর গান

শীতের সাঁঝে মাঠের ভাঁজে পাথর গলা নদী
সোনার দরে হলুদ করে আনত স্নেহ যদি
দিতেম তাকে ছবির ছকে ছোট মাছের হৃদি,

শীতল জলে পারুল ফুলে গেঁথে দিতেম আলো
রং—ছড়ানো নীল—জড়ানো শাদা শামুকগুলো
আঁধার থেকে চাঁদের দিকে যেন চোখের চাঁদি,

মন—হারানো সুর—ঝরানো সুদূর পরাহত
সাঁতার ভরা আকুল করা ঢেউ সাহারা যত
তাই তো কত ভুলের মতো ফুলের প্রতিনিধি,

অতলে তার যত দেদার রেশম নুড়ি ভরা
সব সুচারু পাখির উরু সমান মনোহরা
যেন তুলোর পিতলে ঘোর মোতির সেরা আঁধি ॥

একুশের প্রহর

সমুন্নত সত্তার সঞ্চয়
জীবনের উজ্জ্বল বিজয়
আমাদের অনন্য আশ্রয়
সারস্বত সত্যের সুন্দর
একুশের প্রথম প্রহর,

গৌরবের গভীর গোমেদ
সাহসের স্মারক সফেদ
মানুষের মিলন নির্ভেদ
সমুজ্জ্বল সূর্যের স্বাক্ষর
একুশের দ্বিতীয় প্রহর,

অজীবন অমর অক্ষয়
ঐতিহ্যের ঐচ্ছিক প্রত্যয়
প্রতিদিন প্রমিতো প্রশ্রয়
বাঁচাবার বিনীত বন্দর
একুশের তৃতীয় প্রহর,

আধুনিক অক্ষত অর্জন
অলৌকিক অর্ঘের অশন
অবিনাশী অদ্বৈত অয়ন
লালে লাল লাবণ্য লহর
একুশের চতুর্থ প্রহর ॥

যারা কবিতাকে ভালোবাসে

তারা একদিন চৈত্রমাসে
খুঁজে পেয়েছিল দূর্বাঘাসে
ঝুঁকে—পড়া সূর্যের বর্ণিল
লাল আলেয়ার ঝিলমিল
শত তারকার খিলখিল
যারা সুন্দরকে ভালোবাসে,

আর একদিন অনায়াসে
লাল গোলাপ ফুলের বাসে
খুঁজে পেয়েছিল কিছু সুখ
মৃতবৎ মনের ময়ূখ
অন্য প্রিয়ার লুকানো মুখ
যারা পবিত্রতা ভালোবাসে,

অন্য একদিন বনবাসে
দক্ষিণ থেকে আসা বাতাসে
খুঁজে পেয়েছিল কিছু সুর
গানে গানে বাজছে নূপুর
তাতে দ্রুত কাঁপছে দুপুর
যারা মানুষকে ভালোবাসে,

তবু একদিন রাজহাঁসে
আর কুয়াশার শাদা তাসে
খুঁজে পেয়েছিল মহাশ্বেতা
দুধের ধোয়ার পবিত্রতা
যত কাশফুলের শুভ্রতা
যারা কবিতাকে ভালোবাসে ॥

কয়েকটি প্রদান

সাদরে প্রদান করছি আলোক
হলুদ পাখির ডানার পালক
কাজল মেঘের সোনার ঝলক
সবুজ বনের নরম ঝলক
হঠাৎ চোখের একটি পলক
এখন তা নাও
বিনিময়ে শুধু রক্তজবা দাও,

সাহসে প্রদান করছি নূপুর
আশ্বিন মাসের শীতল দুপুর
সুরমা নদীর পানির মুকুর
শাপলা ফুলের বিরাট পুকুর
আঁধার রাতের আলোর কুকুর
এবা তা নাও
পরিবর্তে শুধু রংধনু দাও,

নির্জনে প্রদান করছি পিতল
জারুল গাছের ছায়ার শীতল
পাতার বাঁশির সুরের গীতল
কমলা রানির দিঘির চিতল
সাগর জলের নরম অতল
আনন্দে তা নাও
বিনিময়ে কিছু ভালোবাসা দাও,

হঠাৎ প্রদান করছি আকাশ
পাহাড়চূড়ার শ্বেতার প্রকাশ
তালের পাতার হিমেল বাতাস
বিজলি বাতির পরম সুহাস
প্রথম দেখার হিসেব নিকাশ
সাদরে তা নাও
পরিবর্তে ছোট্ট অঙ্গীকার দাও ॥

প্রথা

তোমার সঙ্গে ছিল একটি কথা
কভু ভেঙো না রঙিন করা প্রথা
কারণ এমন প্রথা ভালো
কয়লা হলেও আছে আলো
এর ছোঁয়ায় রাতের কালো
হবে শাদা পাতা
তাই অনুরোধ ভেঙো না সোনার গড়া প্রথা,

এমন কথা মানবে জানি
কারণ তুমি চাঁদের রানি
তোমার মাঝে বিবেক আছে
যেভাবে ফুল ঝুলছে গাছে
যেভাবে আঁশ থাকছে মাছে
সেভাবে রোজ থাকছে গাথা
তোমার মাঝে আমার কথা,

ফের শোনো মহাশ্বেতা
ভুলেও ভেঙো না এই চারু প্রথা
যদি ভাঙো দুঃখ পাব
মনে—মনে কষ্ট নেব
হয়তো কভু হারিয়ে যাব
বন্ধ করে আঁখি পাতা
ফের বলছি ভেঙো না এই শুভ্র প্রথা ॥

রজনীগন্ধা

যদি আসে সন্ধ্যা
তুমি ফুটবে কি
ও রজনীগন্ধা

চোখ করে বন্ধ
ছাড়বে কি গন্ধ
যেন মধুছন্দা

তাতে ঢেলে ফাঁকি
তাতে করবে কী
খ্যাপা মহানন্দা

কোরো না কোরো না
কোনো প্রতারণা
কেননা তা মন্দা

তাতে হবে ক্ষতি
থেমে যাবে গতি
স্বপ্ন হবে বন্ধ্যা

রাত্রির নির্মল
করবে কেবল
তোমারই নিন্দা

এই কথাখানি
মনে রেখো রানি
ও রজনীগন্ধা ॥

দোয়েল পাখির গান

দোয়েল পাখির গান
যেন ঢেউয়ের তান
লাল ফেনিলে নির্মাণ
বাঁশির সুরের মতো
দারুণ উন্নত,
এই গানে শান্ত হয়
চারু পরীর হৃদয়
আর কষ্ট সমুদয়
শীতল ছায়ার মতো
দিনে—অবিরত,
এই গানে পায় সুখ
মাটির শুকনো মুখ
রোদের লাল ময়ূখ
হলুদের শিখা যত
—আছে অব্যাহত,
এই গানে পায় দিশা
সিলেটের মোনালিসা
যার মনে লাল আশা
জ্বলছে আলোর মতো
দুলে দুলে কত,
এই গানে পায় কূল
বনের সোনালি ফুল
নীড়ে ফেরা বুলবুল
দুলদুল ঘোড়া যত
মুকুলের মতো,
এই কথা অনির্বাণ
চারুসম মূল্যবান
—দোয়েল পাখির গান
—তোমার আমার মতো
কত সমুন্নত ॥

ফিরে এসো যদি

ফিরে এসো যদি
ও সুচারু হৃদি

তবে দেব আশা
ভরা ভালোবাসা
যা পুরানো খাসা
শাদা নিরবধি,

ফিরে এসো যদি
ও করুণা নিধি

তবে দেব কালো
ছাড়া কিছু আলো
যা অতি ঝাঁঝালো
চারু সম চাঁদি,

ফিরে এসো যদি
ও চির দরদি

তবে দেব ঘুড়ি
জলে ভেজা নুড়ি
ঝরে—পড়া কুঁড়ি
যা শ্রী কারো আঁধি,

ফিরে এসো যদি
ছেড়ে কালো আদি

তবে দেব সারা
সুচারু ইশারা
জড়ানো সাহারা
আরো স্নেহনদী,

ফিরে এসো যদি
ও সুপ্রতিনিধি ॥

ওরা কবি ছিল

চেয়েছিল যারা
ঝলমলে তারা
আলোর ইশারা
বালুর সাহারা
রোদের পাহারা
শ্যামলীম ধরা
ওরা কারা ছিল
ওরা কবি ছিল,

চেয়েছিল যারা
সুরধ্বনি সারা
শুভ বারিধারা
গোলাপের চারা
ছোট একতারা
শব্দের পশরা
ওরা কারা ছিল
ওরা কবি ছিল,

চেয়েছিল যারা
চারু মনোহরা
বরষায় খরা
ফুল—রোদে ঝরা
রং আনকোরা
পিতলের সরা
ওরা করো ছিল
ওরা কবি ছিল,

চেয়েছিল যারা
কলমের দ্বারা
পৃথিবীকে ধরা
আলোকিত করা
বিকশিত করা
পুলকিত করা
ওরা কারা ছিল
ওরা কবি ছিল ॥

বন্ধুর জন্য

সুজন বন্ধুরে
ঘরে আসল রাখাল বালক
তুমি আসলে না
মেঘে হাসল সোনার আলোক
তুমি হাসলে না

সুজন বন্ধুরে
জলে ভাসল মনের মরাল
তুমি ভাসলে না
মন মিশল আঁধার করাল
তুমি মিশলে না

সুজন বন্ধুরে
রাতে ডাকল মাটির দেয়াল
তুমি ডাকলে না
মাঠে হাঁকলো পাটল শেয়াল
তুমি হাঁকলে না

সুজন বন্ধুরে
হাতে পড়ল চাঁদের বকুল
তুমি পড়লে না
বুকে চড়ল ফুলের মুকুল
তুমি চড়লে না

সুজন বন্ধুরে
কাছে বসল মেঘের পালক
তুমি বসলে না
দ্রুত আসল রথের চালক
তুমি আসলে না ॥

ময়ূরীর গান

ওই যে জ্বলছে রঙিন তারকা
জোছনার সঙ্গে করে বাড়াবাড়ি
ওই যে জ্বলছে সূর্য একা একা
পূর্বের আকাশে দিয়ে হামাগুড়ি
ওই যে জ্বলছে হলুদের চাকা
বাতাসের কানে দিয়ে সুড়সুড়ি
ওই যে জ্বলছে সোনারং পোকা
বিজলির মতো খুব তাড়াতাড়ি,
ওই যে জ্বলছে রংধনু বাঁকা
ঋজু ভাবসহ খুব আড়াআড়ি
ওদের সীমানা থেকে ছায়া ঢাকা
অরণ্যের কাছে ময়ূরীর বাড়ি
বাড়ির সামনে আছে ধান পাকা
এক বড় মাঠ আর এক খাঁড়ি
যেখানে উষায় ঝরে কুহেলিকা
বৈরী বৃষ্টি ঝরে গুড়ি গুড়ি গুড়ি
হঠাৎ অরণ্যে জাগে কুহু কেঁকা
বাজে শ্রীর সংগীত এলোপাতাড়ি
আরামে ঘুমায় কচি মালবিকা
আরামে ঘুমায় কুসুমের কুঁড়ি
আনন্দে লাফায় চারু সাগরিকা
পায়ের তলায় রেখে লাল নুড়ি
আকাশে ঢাকায় নীল নিহারিকা
যেন আঁধারের সুবিশাল ঘুড়ি
নদীতে দৌড়ায় শুশুক বালিকা
যে দুহাতে পরেছে সোনার চুড়ি
সাগরে দৌড়ায় শাদা ফাঁকা ফাঁকা
ঊর্মির মতো চাঁদে ময়ূরী মল্লিকা
যার বদৌলতে ময়ূরী মল্লিকা
আজ অনুপমা পিন্ধে লাল শাড়ি ॥

চকোরী

সমুদ্র পেরিয়ে এসেছে চাকোরী
ঝড়—তুফানের হাওয়ার মতো
এখন থাকবে নতুন নায়রি
নাড়ার ঘরের ছায়ায় আবৃত
আকণ্ঠে ধররে সুরের বাঁশরি
কখনও ঋজু, কখনও তেতো
শরীরে মাখবে পরাগ বাহারি
নরম ফুলের গন্ধরেণু যত
ডানায় ধরবে আলোআঁধারি
রূপের মধুর চকচকে কত
বাহুতে রাখবে বাঁধন সোনারি
রেশমি সুতোর আলগোছে নত
হৃদয়ে রাখবে রক্তিম মাধুরী
লাল যৌবনের স্বপ্ন সমুন্নত
দুচোখে রাখবে কাজল লহরি
বর্ষার মেঘের ভোমর ত্বরিত
দুপায়ে ধরবে ছন্দ লুকোচুরি
বার বার করে যেন একশত
না ফিরতে পিছু ধরবে লাচারি
করুণ বিলাপ—অশ্রু অবনত ॥

উপহার

এইগুলো কেবল তোমার জন্য
হে প্রিয় বীর; তরুণ অসামান্য
হে অনুপম; হে অসীম বরেণ্য

এই নাও কুচকুচে কালো নৈশ পৃথিবীর চাঁদ
এই নাও চকচকে শাদা দিব্য পারদের গাদ
এই নাও টুকটুকে লাল রক্তকরবীর রেণু
এই নাও বেদনার্ত নীল এক পতঙ্গের বেনু,

এইগুলো কেবল তোমার জন্য
হে দূরন্ত, হে মহাবীর অনন্য
হে আজন্ম নৈশ পৃথিবীর ধন্য

আরো নাও দিগন্ত অবধি ডানা—মেলা লাল ঘুড়ি
আরো নাও সুগন্ধে আকির্ণ লাল রেশমের কুঁড়ি
আরো নাও ঝরনার জলে ভেজা ইলিশের নুড়ি
আরো নাও সুবর্ণলতার মতো অরণ্যের চুড়ি

এইগুলো কেবল তোমার জন্য
হে তারুণ্য দীপ্ত বীর অগ্রগণ্য
হে প্রথম ভুবনের গণ্যমান্য

আরো নাও পাথরে পাথরে সাজানো নদীর ঘাট
আরো নাও ফসলে ফসলে সুন্দর সবুজ মাঠ
আরো নাও মমতোজড়ানো আলোছায়া বাট
আরো নাও রঙিন পসরা—ভরা আলোকিত হাট

এইগুলো কেবল তোমার জন্য
কেননা এইগুলো নিখুঁত পুণ্য
এইগুলো খাঁটি প্রতারণাশূন্য

আশ্বিনে আসবে

এই ঢেউ ঢেউ সুরমার কাছে
এই উঁচু উঁচু পর্বতের কাছে
এই ছায়ামায়া অরণ্যের কাছে
এই নীলমাখা প্রান্তরের কাছে
শাদা মরালীর মতো আসবে কি
ভোরের আলোর মতো আসবে কি
পাড়া—প্রতিবেশী ভাই বেরাদার
সবাই তো বলে
একাকী আসবে
আনন্দে হাসবে,

এই কিছু লাল দুপুরের কাছে
এই কিছু কালো গোধূলির কাছে
এই কাঁচা শাদা তুষারের কাছে
এই থরো থরো শিউলির কাছে
হলুদ পাখির মতো আসবে কি
সরলা পরীর মতো হাসবে কি
অন্তরঙ্গ বন্ধু, আপন বান্ধবী
সবাই তো বলে
হঠাৎ আসবে
খুশিতে হাসবে,

এই রেখাটানা সড়কের কাছে
এই সুখভরা কুটিরের কাছে
এই ছোটখাটো পুকুরের কাছে
এই আঁকাবাঁকা সৈকতের কাছে
সোনালি শম্পার মতো আসবে কি
দোঁলন চাঁপার মতো হাসবে কি
আপন স্বজন, অতি প্রিয়জন
সবাই তো বলে
আশ্বিনে আসবে
উল্লাসে হাসবে ॥

আগস্টের শোকগাথা

যেদিনের রং ছিল মেঘ এলোচুল
বকের ডানার মতো ধবধবে উল
শরতে নদীর পাড়ে শাদা কাশফুল
ঢেউয়ের মতো চারু দারুণ ফেনিল
সেদিনের রঙ আজ বেদনার নীল
আগস্টের শোকগাথা সুর অনাবিল
যেন সমিলে অমিলে নীল ঝিলমিল
যে কারণে দিলরুবা, আমাদের দিল....

যেদিনের রোদ ছিল হলুদ ময়ূর
ঝলসে ওঠার মতো তুলতুলে নুর
চিরচেনা অপরূপ রূপে পরিপুর
সোনার আলোর মতো কোমল বর্ণিল
সেদিনের রোদ আজ বেদনার নীল
আগস্টের শোকগাথা সুর অনাবিল
যেন সমিলে অমিলে নীল খিলখিল
যে কারণে দিলরুবা, আমাদের দিল...

যে দিনের চারু ছিল ঝকঝকে শাদা
ধবল দুধের মতো ঝলমলে গাদা
চাঁদের রুপোর মতো কাগজের কাদা
যেন কুয়াশার মাঝে নরম ফসিল
সেদিনের চারু আজ বেদনার নীল
আগস্টের শোকগাথা সুর অনাবিল
যেন সমিলে অমিলে নীল তিলতিল
যে কারণে দিলরুবা, আমাদের দিল..

ভালোবাসিয়াছি

প্রতিদিন ভালোবাসিয়াছি
এই আলো সোনার মৌমাছি
এই আলো হলুদের কণা
এই আলো আলেয়ার ফণা
এই আলো রেশমের খনা
এই আলো লাল মালাগাছি
প্রতিদিন ভালোবাসিয়াছি,

প্রতিরাত্রে ভালোবাসিয়াছি
যাদেরকে আজ ভুলে গেছি
হয়তো বা ব্যস্ততার জন্য
কি বা যারা ছিল অগ্রগণ্য
কি বা যারা ছিল অসামান্য
কি বা ছিল শ্রীর কাছাকাছি
প্রতিরাত্রে ভালোবাসিয়াছি,

প্রতি সাঁঝে ভালোবাসিয়াছি
যাদেরকে পথে হারায়েছি
যেভাবে হেরেছিল মণিকা
যেভাবে হেরেছিল কণিকা
যেভাবে হেরেছিল রেণুকা
তাদেরকে মনে করে বেশি
প্রতিসাঁঝে ভালোবাসিয়াছি,

প্রতি ভোরে ভালোবাসিয়াছি
যতকিছু শাদা মিছামিছি
সুন্দরের মতো জমকালো
মাধুর্যের সমান ঝাঁঝালো
কবিতার ন্যায় খুব ভালো
যেন তুমি আছো—আমি আছি
প্রতিভোরে ভালোবাসিয়াছি ॥

তারকার জন্য অপেক্ষমাণ

কতদিন থেকে করছি অপেক্ষা
কতদিন থেকে করছি সন্ধান
নিরবে নিভৃতে একা খুব একা
ত্যাগ করে এই ফুলের বাগান
ত্যাগ করে এই শাদা কুহেলিকা
ত্যাগ করে এই বিহঙ্গের গান
ত্যাগ করে এই শব্দচিত্র আঁকা
ত্যাগ করে এই তটিনীর তান
ত্যাগ করে এই রংধনু বাঁকা
ত্যাগ করে এই সব অভিমান,

তোমার জন্য হে উজ্জ্বল তারকা
তোমার জন্য হে চির মহীয়ান
কেননা তুমি তো এক শ্রীর চাকা
রোশনির মতো অসীম অম্লান
বর্ণিলের মতো সাত রঙে পাকা
স্বর্ণিলের মতো বেশ দীপ্তিমান
বিজলির মতো এক সোনা পোকা
জ্বলতে জ্বলতে খুব মূল্যবান
সুর্মার পাহাড়—বহুদূরে একা
স্থির ভাবে ধরে আলোর সম্মান

তবে ধরা দাও এই কাকডাকা
ভোর কিবা দুপুরে হে মহীয়ান
হে দূর প্রবাসী চির—পলাতকা
হে সত্য—দিশারি চারু জ্যোতিষ্মান
আর প্রেম দাও—ঘন নীলে ঢাকা
কিন্তু বেগবান বজ্রের সমান
আরো দাও শান্তি সুখ সাগরিকা
কোমল মনের কিছু রক্তদান
তাতে সীমাহীন কষ্টের কণিকা
পূর্ণ অপেক্ষার হবে অবসান।

ফাল্গুনী

আগুনে মতো প্রদীপ্ত যৌবন
সাথে নিয়ে ওই এসেছে সুন্দরী
তাই তো লাবণ্য পেয়েছে যৌবন
হয়েছে কত যে চারু আহামরি
ধরেছে গভীরে অলির গুঞ্জন
যেন সাতনরি সুরের বাঁশরি,

ওই তো সোনালি শ্রীর আবরণ
অঙ্গে পরে ওই এসেছে মাধুরী
তাই তো শুভ্রতা পেয়েছে কানন
হয়েছে ত্বরিতে দারুণ বাহারি
পত্রে পত্রে তার মেলেছে আনন
রূপ ঘ্রাণে ভরা গোলাপ কবরী,

ওই তো অনন্য বর্ণিল ভূষণ
হর্ষে পিন্ধে ওই এসেছে কুমারী
তাই তো মাধুর্য করেছে ধারণ
মেঘের গভীরে বজ্রের দাদুরি
তাই তো করেছে চারু সঞ্চায়ন
মেঘের রহস্যে শম্পার আদুরি,

ওই তো বর্ণাঢ্য বর্ণের চয়ন
হর্ষে করে ওই এসেছে শ্রী নারী
তাই তো উচ্চতা করেছে বর্ধন
নীলাভ্রের মতো বাংলার গিরি
তাই তো স্থূলতা করেছে খণ্ডন
বিহঙ্গের মতো আকাশবিহারি,

ওই তো সূর্যের দারুণ শোভন
দীপ্তিনিয়ে ওই এসেছে পিয়ারি
তাইতো হেসেছে স্ত্রীর আভরণ
দীপ্তিময় করে আঁধার শর্বরী
তাই তো জ্বলেছে বাঘের নয়ন

জোনাকির সঙ্গে করে মারামারি,

যেহেতু কালের প্রবেশতোরণ
অতিক্রম করে এসেছে চকোরী
সেহেতু তাকেই করেছি বরণ
অর্ঘ করে ফুল আলোক—আঁধারি,
ঘটাব না তার পশ্চাতে পতন
যতই বলুক মৃত্যুর শিকারি ॥

পারমিতার প্রতি

যদি মনে পড়ে এই লতাপাতা
এই আলোভরা সবুজ বনানী
এই তটিনীর কলকল গাথা
এই চিত্রভরা ছুটন্ত হরিণী
তবে একা এসো ওগো পারমিতো
ওগো নিবেদিতা, ওগো শ্রী মানিনী,

যদি মনে পড়ে এই কথাকতা
এই ভালোবাসা—ভরা বনবাণী
এই সুন্দরের ঋজু ব্যাকুলতা
এই ঝরনার ঝরঝর ধ্বনি
তবে একা এসো ওগো সংহিতা
ওগো অভিজিতা ওগো শ্রী গুণিনী

যদি মনে পড়ে এই স্বর্ণলতা
এই দরজার কাছের কামিনী
এই আঁচলের মতো কলাপাতা
এই পিতলের গড়া ফুলদানি
তবে একা এসো ওগো সুচরিতা
ওগো চারুগীতা ওগো শ্রী যামিনী,

যদি মনে পড়ে এই সুর সোঁতা
এই হেঁটে চলে আসা স্রোতস্বিনী
এই মেঘে ফোটা বিজলির বার্তা
এই রংধনু রশি টানাটানি
তবে একা এসো ওগো মধুমিতা
ওগো শ্রেয়াসীতা ওগো শ্রী রমণী,
যদি মনে পড়ে এই চিত্র কাঁথা
এই শৌর্যবীর্য আদি রাজধানী
এই পূর্বাশার সোনাঝরা ভাতা
এই শালিকের যত কানাকানি
তবে একা এসো ওগো অনিন্দিতা
ওগো সুবিনীতা ওগো শ্রী দামিনী

যদি মনে পাড়ে এই শুভ প্রথা
এই বরষার লাল সৌদামিনী
এই শরতের নীল পবিত্রতা
এই বসন্তের মধুর প্রস্বনী
তবে একা এসো ওগো সুললিতা
ওগো পারমিতো ওগো শ্রী মানিনী ॥

ঘর বাঁধবার আমন্ত্রণ

গোধূলি উড়ছে আকাশ অবধি
পরাজিত করে কুয়াশার দধি
চারু নীলিমার ধোঁয়াশার আঁধি
সন্ধ্যার সীমানা
নদীর মোহনা
পৃথিবীর আদি,
এই শুভক্ষণে চলো নীড় বাঁধি,
ওগো শ্রী অনাদি,

আঁধার নামছে ভালুকের মতো
পরাজিত করে কালোকাক যত
কালো কোকিলের কালো রং কত
ফিঙের পালক
রাত্রির চালক
পূর্ণিমার হৃদি
এই শুভক্ষণে চলো নীড় বাঁধি,
ওগো শ্রী অনাদি,

জোনাকি হাসছে লাল অফুরান
পরাজিত করে জোছনার শান
সরু আলেয়ার ঝলমলে বান
আলোর ফুলকি
রঙের উলকি
শুভ প্রতিনিধি,
এই শুভক্ষণে চলো নীড় বাঁধি
ওগো শ্রী অনাদি,

বিহঙ্গ ডাকছে মদির মধুর
পরাজিত করে সাতনরি সুর
শুকনো পাতার মর্মর ঝুমুর
পতঙ্গের গান
তটিনীর তান
শব্দের পরিধি

এই শুভক্ষণে চলো নীড় বাঁধি,
ওগো শ্রী অনাদি

বাঁশরি বাজছে করুণ অধীর
পরাজিত করে ঝিঁঝির মঞ্জির
শাওন মাসের চারু ঝিরঝির
সুমিতো শনন
প্রমিতো ঝনন
সুরভরা নদী
এই শুভক্ষণে চলো নীড় বাঁধি,
ওগো শ্রী অনাদি ॥

৩০•বন-বেহাগ

ফিরিয়ে দিও না

বড় আশা করে এখানে এসেছি
ওরে বন্ধু তুমি ফিরায়ে দিও না
এখানে দিবসে দিবসে সোনার মৌমাছি
সোনালি আলোয় লাল করে ডানা
পাখিগুলো উড়ে দূরে—কাছাকাছি
ছুঁয়ে নেয় এই নীল শামিয়ানা,

বড় আশা করি এখানে এসেছি
ওরে বন্ধু তুমি ফিরায়ে দিও না
এখানে দিবসে চারু মালাগাছি
যারা গড়ে নেয়—তারা দিওয়ানা
যারা গান করে—তারা মিছামিছি
অনন্য ভঙ্গিতে বাজায় শাহানা,

বড় আশা করে এখানে এসেছি
ওরে বন্ধু তুমি ফিরায়ে দিও না
এখানে দিবসে লাল হয়ে রশ্মি
তৈরি করে চারু খাঁটি গিনি সোনা
এখানে রাত্রিতে শাদা হয়ে শশী
তৈরি করে জলে ঠাণ্ডা আর লোনা,

এখন বলো তো হে বন্ধু মণীষী
এমন সুদৃশ্য সুন্দর ঘরানা
রূপগুলো ফেলে সেই অবিনাশী
পশ্চাতে কীভাবে হব রওয়ানা
কীভাবে তাকাব ফের ভালোবাসি
কীভাবে করব ফের বনিবনা,

কারণ মন তো আজ অভিবাসী
এখানে করেছে সব জানাশোনা
এখানে গড়েছে ভালোবাসাবাসি
এখানে সবুজে ফেলেছে বিছানা
এখানে মেলেছে লাল স্বপ্নরাশি

যার ডালপালা ছুঁয়েছে সীমানা,

তাই দীপ্ত কণ্ঠে আবারও বলছি
গ্রাহ্য করো এই বিনীত প্রার্থনা
তাড়াতাড়ি করো চির অধিবাসী
তাড়াতাড়ি দাও ঘর শামিয়ানা,
বড় আশা করে এখানে এসেছি
ওরে বন্ধু তুমি ফিরায়ে দিও না ॥

সৎসঙ্গ

যার চুল কালো
যার কথা ভালো
যার মুখে আলো
তার সঙ্গে অন্ধকারে কথা হয়েছিল
তার সাথে শুক্রবারে দেখা হয়েছিল

যার প্রেম খাঁটি
খুব পরিপাটি
যেমন দোঁপাটি
তার স্পর্শে দগ্ধ মনে শান্তি এসেছিল
তাঁর স্পর্শে পর্ণঘরে সুখ এসেছিল

যার গলা লাল
রক্তজবা গাল
শ্রী পায়ের তাল
তার ছন্দে সান্ধ্যকালে সুর মিলেছিল
তার মন্ত্রে ধূম্রজালে মুক্তি মিলেছিল ॥

সূর্য জ্বলার গান

এই সূর্য জ্বলছে, তা নয় যেন
রক্ত জ্বলছে, তা নয় যেন
গন্ধ্যা জ্বলছে,

তাই গন্ধ আসছে তা নয় যেন
ছন্দ আসছে, তা নয় যেন
মন্দ আসছে

তাই বিশ্ব কাঁপছে, তা নয় যেন
চিত্ত কাঁপছে, তা নয় যেন
ঊর্মি কাঁপছে

তাই শঙ্কা বাড়ছে, তা নয় যেন
শস্য বাড়ছে, তা নয় যেন
কষ্ট বাড়ছে

তাই স্বর্ণা কাঁদছে, তা নয় যেন
বৃষ্টি কাঁদছে, তা নয় যেন
রিক্তা—কাঁদছে

তাই প্রশ্ন উঠছে, তা নয় যেনো
শব্দ উঠছে, তা নয় যেনো
উক্তি উঠছে

তাই পত্র নড়ছে, তা নয় যেন
পুষ্প নড়ছে, তা নয় যেন
কণ্ঠ নড়ছে

তাই চক্ষু পড়ছে, তা নয় যেন
পিণ্ড পড়ছে, তা নয় যেন
চক্র পড়ছে

তাই স্বপ্ন থামছে, তা নয় যেন
সন্ধ্যা থামছে, তা নয় যেন
রাত্রি থামছে ॥

যদি মণিমুক্তো চাও

যদি মণিমুক্তো চাও
তবে জলে ঝাঁপ দাও

যেখানে জলের গভীরতা শেষ
যেখানে দেদার আঁধার বিশেষ
সেখানে রয়েছে মুক্তোর স্বদেশ
তবে সাবধানে যাও,

ডুবুরির মতো সাথে নাও আলো
আর নাও ব্যক্তিগত অস্ত্রগুলো
কারণ গহিনে আছে কত কালো
জলদানবের গাঁও,

আকস্মৎযদি বাধে সংঘাত
তবে অস্ত্র দ্বারা করবে নিপাত
সেই কালো মন্দ যেন কালোরাত
যেন কোকিলের ছাও,

বিজয়ীর মতো মুক্তো নিয়ে এসো
সুন্দরের মতো মন খুলে হেসো
পাড়ের ছায়ায় জানু পেতে বসো
কখনো বাঁশি বাজাও ॥

তুমি এখন কোথায়

রক্ত হয়েছে রঙিন
সূর্যের মতো শৌখিন
যেন দুরন্ত হরিণ
কমলার মতো প্রায়
তুমি এখন কোথায়

আঁধার হয়েছে আলো
বলাকার চেয়ে ভালো
যেন শাদা জমকালো
শিউলির মতো প্রায়
তুমি এখন কোথায়

দুপুর হয়েছে সন্ধ্যা
শ্রীর মতো মধুছন্দা
হয়েছে রজনীগন্ধা
জ্বলন্ত শিখার ন্যায়
তুমি এখন কোথায়

কল্লোল হয়েছে গান
যেন এক ঐকতান
যার মাঝে সুনশান
শব্দ ঘুম দিয়ে যায়
তুমি এখন কোথায়

কবিতা হয়েছে গদ্য
নিবন্ধ হয়েছে পদ্য
কবিরা বলেছে অদ্য
মাতালের মতো প্রায়
তুমি এখন কোথায় ?

ভুল

শাদা রঙের একটি ভুল
শিউলি ফুলের মতো উল
চারু হলেও নয় শিমুল,

তবুও শিমুল শ্রীর মতো
ঋজুভাবে খুব দীর্ঘায়ত
বাঁকা রূপে বেশ অবনত,

যেমন মাঠের দূর্বাঘাস
যেমন মাটির কালো বাস
যেমন সহজ অবিশ্বাস,

যার গভীরে আরাম ভরা
যার গভীরে পানির খরা
যার তলাতে নরম ধরা,

কালো চোখের সমান প্রায়
ভালো লাগার চাঁদের ন্যায়,
যেমন মনের অভিপ্রায়,

যার সীমানায় জ্বলে বাতি
তাড়িয়ে দিয়ে আঁধার রাতি
দ্রুত ফোঁটায় মেঘ মালতি,

এর রূপে দেয় কড়া গন্ধ
মনু নদীর তুমুল ছন্দ
শেয়াল কাঁটার মৃদু মন্দ,

যার নাম ব্যথার মাশুল
যান নাম জীবন নির্মূল
মানে সফেদ রঙের ভুল ॥

কে

কে যে রাখল পথের মাঝে এমন তুচ্ছ
ময়ূরপুচ্ছ

কে যে হাঁকল, বুঝলাম না
কে যে ডাকল, জানলাম না
কে যে খুঁজল, দেখলাম না

কেমন তার রং বাহার ধানের স্বচ্ছ
পরাগ পুচ্ছ

কে যে গাইল, শুনলাম না
কে যে হাসল, হাসলাম না
কে যে ভিড়ল, ভিড়লাম না

কেমন তার চমৎকার ভ্রমর পুচ্ছ
গোলাপগুচ্ছ ॥

আলাদিন

প্রতিদিন প্রতিদিন
তোমাতে থাকবে লীন
আলাদিন আলাদিন
যেন জলে লাল মীন
বাঁকা চাঁদ মম ক্ষীণ,

প্রতিদিন প্রতিদিন
তোমাতে খুঁজবে ঋণ
আলাদিন আলাদিন
ফুলসম অম্লিন
ফুটফুটে মিনমিন

প্রতিদিন প্রতিদিন
তোমাতে থাকবে হীন
আলাদিন আলাদিন
তা তা থই ধিনধিন
সুরসম পরাধীন ॥

কেন নেবে না দেবে না

ওগো পরী সাবিনা
কোনো কারণ বিনা
মেঘের ঘুড়ি
রেশমি চুড়ি
তুমি কেন নেবে না
ফুলের কুঁড়ি
চরের নুড়ি
তুমি কেন দেবে না

ওগো পরী সাবিনা
কোনো কারণ বিনা
ভোরের আলো
সন্ধ্যার কালো
তুমি কেন নেবে না
পাথরগুলো
পথের ধুলো
তুমি কেন দেবে না

ওগো পরী সাবিনা
কোনো কারণ বিনা
গোলাপ ফুল
বটের মূল
তুমি কেন নেবে না
সোনার দুল
হলুদ চুল
তুমি কেন দেবে না

ওগো পরী সাবিনা
কোনো কারণ বিনা
শীতল ছায়া
পরীর কায়া
তুমি কেন নেবে না
নরম মায়া

নদীর জায়া
তুমি কেন দেবে না

ওগো পরী সাবিনা
কোনো কারণ বিনা
হেম অনন্য
দেশজ পণ্য
তুমি কেন
নেবে না
রঙিন পুণ্য
একটু ধন্য
তুমি কেন দেবে না

ওগো পরী সাবিনা
কোনো কারণ বিনা
গোপন কথা
নীল মমতো
তুমি কেন নেবে না
নতুন প্রথা
আলোকলতা
তুমি কেন দেবে না ॥

যদি পাই তবে দেব

যদি কোনোদিন পাই, তোমাকে চাঁদের মতো
তোমাকে হ্রদের মতো
তোমাকে খাদের মতো
তবে ভালোবাসা দেব, এই বুকে আছে যত

যদি কভু একা পাই, তোমাকে পরীর মতো
তোমাকে নদীর মতো
তোমাকে হৃদির মতো
তবে ফুলরেণু দেব, এই বনে আছে যত

যদি কভু দেখা পাই, তোমাকে শোভার মতো
তোমাকে আভার মতো
তোমাকে ঈভার মতো
তবে অঙ্গীকার দেব, এই মনে আছে যত

যদি ভুলক্রমে পাই, তোমাকে হাঁসের মতো
তোমাকে মাছের মতো
তোমাকে ঘাসের মতো
তবে রংধনু দেব, এই পূর্বে আছে যত

যদি সত্যিকার পাই, তোমাকে আমার মতো
তোমাকে তামার মতো
তোমাকে শ্যামার মতো
তবে সবকিছু দেব, এই ঘরে আছে যত ॥

শক্ত হাতে ধরো জানকী

শক্ত হাতে ধরে রেখো আলোকলতার ফুল
লালঘোড়া দুলদুল
কাঁঠালচাপার মূল

কারণ তাদের কাছে আছে রঙিন পালক
আশার মতো পলক
গতির ন্যায় পুলক

এগুলো রোজ করে কি, জানো কি তা—ও জানকী
খুব সহজে মানো কি
খুব সহজে চেনো কি,

এগুলো স্বপ্ন দেখায় আকাশ ছোঁয়ার জন্য
যার কাছে চাঁদ ধন্য
সূর্য তীক্ষ্ণ অসামান্য

এজন্য হাত ফসকে উড়ে যেতে পারে দ্রুত
হয়তো মনের মতো
রং করে অবনত

তাই শক্ত হাতে ধরো জানকী, সুতোর ফুল
রংতোড়া দুলদুল
নরম সোনার মূল ॥

সোনার কদম গাছে যে বিহঙ্গ বসে আছে

সোনার কদম গাছে যে—বিহঙ্গ বসে আছে আমি যাব তাঁর কাছে ॥
পার হয়ে এই মাঠ পার হয়ে খেয়াঘাট অতিক্রম করে হাট
ত্যাগ করে জনারণ্য ত্যাগ করে ধনধান্য ছিঁড়ে ফেলে অসামান্য
ফুলঝুড়ি আলগোছে ॥
ওগো প্রিয় অনুরাধা আমাকে দিও না বাধা দেখায়ো না ভয় ধাঁধা
তোরণটা বন্ধ করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে নিয়ো না ঘরে
দিয়ো না দিয়ো না আশা ঘুণে—ধরা ভালোবাসা অতি ভঙ্গুর ভরসা
যা মায়ার মতো মিছে ॥
এইখানে থাকি যদি আজীবন নিরবধি কালো রবে এই হৃদি
রূপের লাবণ্যগুলো মুখের সোনার আলো হবে মিশমিশে কালো
জীবনে আসবে সন্ধ্যা স্তব্দ হবে মধুছন্দা ঝরবে রজনীগন্ধ্যা
অকাল মৃত্যুরপাছে ॥

যাকে নাম ধরে ডাকা যায়

যাকে নাম ধরে ডাকা যায় যাকে সাথি করে থাকা যায়
যাকে হাতে ধরে রাখা যায় যাকে ফুল করে আঁকা যায়
এই মন তাকে পেতে চায় ॥
যাকে কাছে থেকে দেখা যায় যাকে দূরে থেকে দেখা যায়
যাকে গান করে লেখা যায় যাকে সুর করে শেখা যায়
এই মন তাকে পেতে চায় ॥
যাকে ভালো করে বোঝা যায় যাকে মনেপ্রাণে খোঁজা যায়
যাকে বলে দিলে সোজা যায় যাকে আলো করে ভাবা যায়
এই মন তাকে পেতে চায় ॥
যাকে বেলাশেষে জানা যায় যাকে খেলাশেষে চেনা যায়
যাকে মেলাশেষে মানা যায় যাকে ভালোবেসে আনা যায়
এই মন তাকে পেতে চায় ॥

নীল জড়ানো মাঠের কোণে

নীল জড়ানো মাঠের কোণে রং—ছড়ানো চাঁপার বনে
খুঁজছি তোমায় মনে—মনে
ওরে আমার মনের মমি এখন কোথায় আছ তুমি
কেমন আছ বলো গোপনে
যদি বলো একলা আসব তোমার সঙ্গে মিলে হাসব
ভালোবাসব মনেপ্রাণে
রঙিন ফুলের অতি শুভ মালা গলায় পরিয়ে দেব
জড়িয়ে দেব টিপ আননে
আসবে যখন শুভ রাতি করব মধুর মাতামাতি
তুমি ও আমি—চাঁপার বনে
সব অভিমান বাড়াবাড়ি ত্যাগ করে আজ তাড়াতাড়ি
এবার মিশো আমার মনে ॥

সে কথা এবার বলো

গোলাপের মতো ভালো সূর্যের মতো ঝাঁঝালো সেকথা গোপনে ছিল
সেকথা প্রকাশ্যে বলো
ওগো মৃণালী অরুণা ওগো সোনালি হরিণা ওগো দিপালি বরুণা
তাতে বিলম্ব কোরো না
এই কথা এলোমেলো করে যদি দ্রুত বলো তবু হবে খুব ভালো
শ্রীর মতো জমকালো
তাতে শান্তি পাব প্রাণে সুখ পাব মুক্তমনে সুর পাব গানে—গানে
জোর পাব টানে টানে
তাই দারুণ রসালো কাঁটার মতো ছুঁচালো সেকথা স্বপনে ছিল
সেকথা এবার বলো ॥

তার নাম পদ্ম ছিল

দুরন্ত দুপুরে অনন্ত পুকুরে জলের মুকুরে যার মুখ ভেসেছিল
তার নাম পদ্ম ছিল
তার গায়ে ঘ্রাণ ছিল

তার তুলনায় কুসুমের ন্যায় ছিল অভিপ্রায় যার মাঝে স্বপ্ন ছিল
সীমাহীন আশা ছিল
কত ভালোবাসা ছিল

যার দ্বারা রোজ জ্বলত অনুজ চারু পিলসুজ—যাতে লাল রং ছিল
লেলিহান ঢং ছিল
সূর্যাস্তের জং ছিল

কখনো স্বর্ণিল কখনো বর্ণিল কখনো পর্ণিল—তাতে আরো ছন্দ ছিল
গোলাপের গন্ধ ছিল
নির্মল আনন্দ ছিল ॥

আমি তো ভালোবেসেছি

অন্তরের কাছাকাছি শ্রীর রূপে মিছামিছি জ্বলত যে—মালাগাছি
তাকে ভেবে লাল মাছি
আমি তো ভালোবেসেছি

তাই জ্বেলে পিলসুজ তার প্রেমে হয়ে ন্যুব্জ তার জন্যে রোজ রোজ
আঁধারে অরণ্যে খোঁজ
একা একা করতেছি

তাকে পাব কি পাব না দেখব কি দেখব না সত্য করে তা জানি না
হতে পারে তা ছলনা
তবু পিছু ঘুরতেছি

সবুজ অরণ্য তলে সোনার মতন গলে যেখানে জোনাকি জ্বলে
যেখানে মিলবে বলে
তবুও আশা রেখেছি ॥

এই রোদ্দুরের দিন শ্রীর মতো অমলিন

এই রোদ্দুরের দিন—শ্রীর মতো অমলিন—রক্তের মতো রঙিন
সুন্দরের মতো চারু— সুদীর্ঘ হলেও সরু
সন্ধ্যার সাগরে লীন
আকাশ জলের ন্যায়—একটু সমান প্রায়—কখনো তুলনাহীন—
সর্পিল ঊর্মির মতো— জলের গভীরে নত
মাছ সম পরাধীন
তবুও শরীর ভরা রয়েছে যে আনকোরা বজ্রের লাল সঙিন
যার সংঘাতে জল— গর্জন করে নির্মল
আলো দেয় অমলিন
শম্পা—শম্পা তার নাম শোনা যায় অবিরাম
কত বিশ্রামবিহীন

ওগো বনের সুন্দরী

ওগো বনের সুন্দরী গোলাপের মতো পরী
তুমি এসো তাড়াতাড়ি গান গেয়ে আহা মরি
যেখানে রূপসী পূর্ণিমার শশী সূর্যের বয়সী
জোনাকির মতো দেদার উন্নত দারুণ উষমী
যেখানে রয়েছি আমি প্রবাসের পথচারী
ওগো তুমি এসো দ্রুত ভালোবাসো বসো পাশাপাশি
মন মুক্ত করো হাতে হাত ধরো করো হাসাহাসি
বলো শুধু একবার ভাষা করে সাতনরি
তুমি হবে কি হবে না গো আমার সহচরী

শান্তি দাও

অন্ধকারে যদি কারো
অশ্রু ঝরে থরো থরো
ভিজায় কপোল
তুলতুলে ফুল
মনের মুকুল
বনের বকুল আরো
তবে তাকে ক্ষমা করো
শান্তি দাও যত পারো

কারণ ফাল্গুন মাস
পুড়াচ্ছে মনের ঘাস
এই যন্ত্রণাতে
ভস্ম মন্ত্রনাতে
ঝরছে রে রাতে
অশ্রু—বৃষ্টি থরো থরো
তাই তাকে ক্ষমা করো
শান্তি দাও—যত পারো ॥

মৌমাছির জন্য অপেক্ষা

গতকাল থেকে একা বসে আছি
কেবল দেখতে সোনার মৌমাছি
নিশ্চয় নির্জনে কোনো—একদিন পাব তার দেখা
অবশ্যই সেই দিন তাকে দিয়ে হবে গান লেখা
সোনালি লতার তারে তারে হবে স্বরলিপি শেখা
যার সুর হবে শাদা মালাগাছি

কালক্রমে এসে খুব কাছাকাছি
গুনগুন গাবে সোনার মৌমাছি
তাতে সারা কষ্ট হবে যাবে নষ্ট সমাপ্তির মতো
এসে যাবে সুখ মনের ময়ূখ লাল পারাবত
যার কণ্ঠ ধরে আসবে সংগীত সুর অবিরত
যা নয় শব্দের মতো মিছামিছি ॥

আলোর পাখি

সে তো এক বিশ্বজোড়া প্রেমের রাখি
সে তো এক স্বপ্নভরা আলোর পাখি
সে তো এক তিলোত্তমা
সে তো এক অনুপমা
সে তো এক মনোরমা দেদার সুখী
সে তো এক প্রিয়তমা জীবনমুখী,

তাকে দিয়ে সেজে নেব সোনালি ছায়া
তাকে দিয়ে সেরে নেব রূপালি মায়া
কেননা সে স্পর্শমণি
দীপ্তিভরা স্বর্ণখনি
যেন কৃষ্ণ মহাকালে সূর্যের আঁখি
তাই তাকে যত্ন করে কুটিরে রাখি ॥

আমি যার জন্যে রোজ দিওয়ানা

আমি যার জন্যে রোজ দিওয়ানা ॥
তার প্রেমে নেই কোনো প্রতারণা ॥
তার দিল অনাবিল ঝিলমিল শাদা
তার প্রাণ ম্রিয়মাণ শুনশান বাঁধা
তার হাসি অবিনাশী জলরাশি চাঁদা
শেফালির মতো ধবল ঘরানা
আকাশের মতো সুনীল পুরানা ॥

তার মাঝে নেই কোনো অভিমান
মিশমিশে কালো রাতের সমান
তার ভাষা অতি খাসা ভালোবাসা ভরা
তাঁর প্রেম যেন ফ্রেম মাঝে হেম ধরা
তার আলো খুব ভালো জমকালো করা
সাগরের মতো তরঙ্গিত লোনা
পারদের মতো তরলিত সোনা ॥

ওগো আমি চাইনি তোমার

ওগো আমি চাইনি তোমার সোনার গড়া বাসা ॥
তোমার কাছে রোজ চেয়েছি মধুর ভালোবাসা ॥
দেবে কি না এবার আমায় জলদি বলে দাও
এই তো আমি স্থির দাঁড়ানো—আমার প্রতি চাও
ইচ্ছে হলে জড়িয়ে বুকে—নজরুলী গান গাও
দাও পুরানো নীল নুয়ানো রং—ছড়ানো আশা ॥

ওগো আমি চাইনি তোমার রক্তজবার উষা
চাইনি চারু সোনালি হার রোদ্দুরে লাল খাসা
চাইনি বুকের আঁকাবাঁকা তরঙ্গ টলমল
চাইনি মুখের মধুমাখা পূর্ণিমা ঝলমল
চাইনি চোখের অশ্রুরেখা বেদনা ছলছল
চাইনি তোমার নৌকাখানি নদীর জলে ভাসা
চাইনি তোমার মণিমুক্তো দারুণ অবিনাশা ॥

ঘুমিয়ে পড়ার আগে

ঘুমিয়ে পড়ার আগে
—যদি মনে পড়ে
তবে ছোট্ট অনুরাগে
—মালা দিও গড়ে
একটি রাতের জন্য
একটু সুখের জন্য
একটি সময় জেগে
—অল্প কিছু নড়ে
একা এসো এই বাগে
—যদি মনে পড়ে
আনিয়ো ফুলের গন্ধ
আনিয়ো নদীর ছন্দ
সুরভরা সংরাগে
—বৈশাখীর ঝড়ে
যদি আরো ভালো লাগে
—তবে হাত নেড়ে
ইশারাতে দিও তোড়া
যা সবুজ পত্রে মোড়া
বাঁধা নতুন সোহাগে
—শেষে দিও গড়ে
অনুরাগে কি বা রাগে
নীড় নড়েবড়ে ॥

শঙ্কাগ্রস্ত

কোনো মধুমাসে
যদি চলে আসে
শাদা কালো হাঁসে
কিবা চারু ঘাসে
রকমারি সাপ
তবে অনায়েসে
বাড়বে কি তাপ
বাড়বে কি চাপ
নীল অভিশাপ
লাল পরিতাপ

তবু কটু বাসে
সোনালি বাতাসে
শুধু মনে আসে
রবে না প্রবাসে
সাতনরি সাপ
যদিওবা আসে
বাড়বে না পাপ
বাড়বে না ধাপ
তীর দিয়ে মাপ
মাঝরাতে ঝাঁপ ॥

এইসব অনুপম ভালোবাসি

এইসব অনুপম ভালোবাসি
এইসব মনোরম ভালোবাসি
এই ফুল এই চাঁদ এই নদী
এই আলো এই ছায়া এই আঁখি
মন দিয়ে ধন দিয়ে নিরবধি
ভালোবাসি ॥

এইসব সাতনরি ভালোবাসি
এইসব আহামরি ভালোবাসি
এই ঢিল এই বিল এই খাল
এই ঘাট এই তরী এই পাল
প্রাণ দিয়ে মান দিয়ে চিরকাল
ভালোবাসি ॥

এইসব শ্যামলিম ভালোবাসি
এইসব তারুনিম ভালোবাসি
এই পানি এই ঢেউ এই মীন
এই গান এই সুর এই বীণ
প্রেম দিয়ে হেম দিয়ে প্রতিদিন
ভালোবাসি ॥

এইসব চারুকলা ভালোবাসি
এইসব কারুকলা ভালোবাসি
এই বাট এই হাট এই মেলা
এই হাসি এই খুশি এই খেলা
রং দিয়ে রেখা দিয়ে সারাবেলা
ভালোবাসি ॥

আমি শুধু ভালোবাসি

আমি শুধু ভালোবাসি
এই মধুমাখা হাসি
এই কথা অবিনাশী,

যত তুমি রোজ বলো
এই জবাফুল ভালো
তাতে আছে লাল আলো
কাঁচা ঘ্রাণ রাশি রাশি,
তবু তার পাশাপাশি
বসে পড়ে দিবানিশি
বলব না ভালোবাসি,

আমাকেই করে খোঁজ
যদি বলো রোজ রোজ
খুব ভালো পিলসুজ
যেন রূপসীর শশী
আমি বলব রামসী
দ্রুত গিয়ে কাছাকাছি
বলব না ভালোবাসি,

আর তুমি বলো যদি
ঢেউ নিয়ে নিরবধি
ভালো থাকে বাঁকনদী
যেন কিশোরী সরসী,
আমি বলব তা মসি
বসে পড়ে কাছাকাছি
বলব না ভালোবাসি ॥

ওগো চারু কমলিনী

ওগো চারু কমলিনী
সুন্দর তোমার বাণী
যেন মিষ্টি সুরধ্বনি

বনের পাতার ভাষা
যদ্রি দারুণ খাসা
তবুও নয় প্রস্বনী

নদীর উর্মির সুর
যদিও খুব মধুর
তবুও নয় শিঞ্জিনী

হলুদ পাখির গান
যদিও ছন্দের টান
তবুও নয় রাগিণী

বাঁশির ভিতরে যদি
সুর বাজে নিরবধি
তা হবে না শিখিরিণী

নিসর্গের ধ্বনি যত
যদিও সুরের মতো
তা হবে না রিনিঝিনি ॥

কেবল তোমার বাণী
সব সুরে সুচয়নী
শোনো ওগো মৃণালিনী ॥

যদি শাদা প্রেম দাও

যদি শাদা প্রেম দাও—দেব ভালোবাসা
যদি শুভ হেম দাও—দেব কিছু আশা
যদি মায়া ফ্রেম দাও—দেব গো ভরসা

আজ দেবে কি দেবে না—নেবে কি নেবে না
তা গোপনে বলে দাও—ওগো হাস্নাহেনা
ওগো মোনালিসা

যদি লাল আলো দাও—দেব ঋজু হাসা
যদি চুল কালো দাও—দেব কালো বর্ষা
যদি শোভা ভালো দাও—দেব শাদা ফর্সা

আজ দেবে কি দেবে না—নেবে কি নেবে না
তা সামনে বলে দাও—ওগো চারু ফেনা
ওগো মোনালিসা ৷৷

এখানে দাঁড়াও

এখানে দাঁড়াও
পূর্বদিকে চাও
দ্যাখো—জমকালো সাতনরি আলো খেলে এলোমেলো
হয়েছে উধাও,

তবে যদি চাও
দুহাত বাড়াও
আকাশের প্রতি নীলে যার স্থিতি নীলে যার গতি
নীলে যার গাঁও,

তবে যদি পাও
হাত ভরে নাও
এই আহামরি আলোর মঞ্জরি যেন শ্রী বাহারি
বর্ণালীর ছাও,

সবশেষে গাও
সুরেতে ভাসাও
প্লাবনের মতো বেণুবীণা যত—মরমর যত
সুদূরে তাড়াও ॥

যদি ঠিক ভালোবাসো

যদি ঠিক ভালোবাসো
তবে একবার হাসো,
যেভাবে পথের পাশে
প্রথম বৈশাখ মাসে
রঙিন গোলাপ হাসে
সেভাবে এখন হাসো
শুধু একবার হাসো
যদি ঠিক ভালোবাসো,

যদি ঠিক ভালোবাসো
তবে কাছাকাছি বসো
যেভাবে ফাগুন মাসে
মনময়ূরীর পাশে
মনের ময়ূর বসে
সেভাবে এখন বসো
খুব কাছাকাছি বসো
যদি ঠিক ভালোবাসো,

যদি ঠিক ভালোবাসো
তবে আজ কাছে এসো
যেভাবে ফুলের বাসে
শ্রী মৌমাছি উড়ে আসে
পাপড়ির খুব কাছে
সেভাবে নিকটে এসো
বামে বসো আর হাসো
যদি ঠিক ভালোবাসো ॥

মালিনী অষ্টক
মালিনী অষ্টক

উৎসর্গ

কবি তাহমিনা কোরাইশী

সূ চি প ত্র

ওগো অনুপম মৌমাছি

ওগো অনুপম মৌমাছি তোমার অপেক্ষায় আছি
সুরমা নদীর নিকটে মুক্ত মাঠের কাছাকাছি
যেখানে শাপলা ফুল প্রেমের মতো নির্ভুল তোমার মতো অতুল
ফেনার ন্যায় তুলতুলে চাঁদের সমান রূপসী ॥

ওগো নিরুপম অতসী চির নির্মল মহীয়সী
আঁধার পূর্বাচল ছেড়ে এসো আলোর পাশাপাশি
আমি এখানে রেখেছি শাপলার মালাগাছি তোমাকেই ভালোবাসি
তা সাদরে গ্রাহ্য করো ওগো তিলতিসি মৌমাছি ॥

রক্তজবা হয়ে যদি ফোট তুমি

রক্তজবা হয়ে যদি ফোট তুমি এই আঙিনায়
তোমার লাবণ্যে আলোকিত হবে সারা অভিপ্রায়
যেন শাদা জোছনার ন্যায় তোমার আমার মতো প্রায়
যেভাবে বর্ণালি সোনালি রূপালি ভেঙে ভেঙে যায়
দ্রুত সৃষ্টি করে আঁধারে অরণ্যে সাতনরি তনু
পূর্বের আকাশে মেঘের প্রচ্ছদে বাঁকা রংধনু
সন্ধ্যার শম্পার দীপাবলি রাত্রে জোনাকির রংতুলি
আলতার ন্যায় আলেয়ার ন্যায় হলুদের ন্যায় ॥

এই আকাশের নীলে

এই আকাশের নীলে চাঁদের জোছনা দিলে আমি নেবো
তবে বিনিময়ে শুধু লাল গোলাপের মধু আমি দেব
এই কথাগুলো যদি বোঝো ভালো   তবে একাকী এসে আমাকে বলো
আমি বিলম্ব না করে তোমাকে জাপটে ধরে সুখী হব ॥
তারপরে একদিন সূর্য করে প্রদক্ষিণ গ্রামে যাব
সেখানে পুকুরপাড়ে সুপারি গাছের আড়ে চুপে রব
যখন মাঘমাস আসবে ঘরে   তখন দুজনে চিৎকার করে
"আমরা দম্পতি"—এই কথাখানি সমাজেই শুধু কব ॥

এইত এসেছে তটিনীর কাছে বনের মাধবী

এইতো এসেছে তটিনীর কাছে বনের মাধবী
তাইতো বেজেছে সলিলের পাছে পদ্মের ভৈরবী
সারাদিন সারাবেলা　　　　হাঁসেরা করছে খেলা
আনন্দে মাখছে মেলা　　　　লাল পদ্মের সুরভি
কারণ অনন্যা ময়ূরীর কন্যা বনের মাধবী
সকালে বিকেলে তার রূপে জ্বলে পুরবির রবি
কত ঝিলিমিলি হাসি　　　　যার রং পড়ে ঘাসে
লাল হয়ে অনায়াসে　　　　জাগায় সন্ধ্যার ছবি ॥

তোমার ডান হাত দাও

তোমার ডান হাত দাও — এই চাঁপা চামেলি নাও
তোমার বাম হাত দাও — এই রজনীগন্ধা নাও
এবার মুষ্টি বন্ধ করো — দূর অরণ্যে চলে যাও
ঊর্মির মতো থরো থরো — কিছু ছন্দিত গান গাও
আর শোনো একটি কথা — আমাকে যদি সঙ্গে চাও
তোমার হৃদয়ে মমতা — আছে কি না জানিয়ে দাও
যদিবা মমতা থাকে — তা হলে দুহাত বাড়াও
একবার আমার দিকে — আর সাদরে সঙ্গে নাও ॥

তোমাকে দেবার জন্য

তোমাকে দেবার জন্য রেখেছিলাম অনন্য পাপড়ির মধ্যে পুণ্য
যাতে ফুল হতে আরও মনোরম হতে পারো পেতে পারো ধন্য ধন্য
তবে যত দূরে থাকো যত স্বপ্ন মনে রাখো যত ছবি চোখে আঁকো
ততকিছু ছেড়ে দাও এই নাও এই নাও লাবণ্যের মতো পণ্য
যাতে আছ জমকালো সোনালি সূর্যের আলো রুপালি চাঁদের তুলো
আরও আছে লাল নীল আলেয়ার ঝিলমিল, জোনাকির খিলখিল
যার লোভে প্রতিক্ষণ পৃথিবীর হীরামন ঢেউয়ের মতো হন্য
যার লোভে প্রতিদিন নীলের তারকা মীন পার্বতীর মতো বন্য ॥

তুমি এখানে দাঁড়াও পশ্চিম দিকে তাকাও

তুমি এখানে দাঁড়াও পশ্চিম দিকে তাকাও চিরসজনীর জন্য ॥
সে পরী হবে আসবে তোমাকে ভালোবাসবে দেবে বন্ধুর প্রাধান্য ॥
যদি বেলা সন্ধ্যা হয় পাখি ডাকে মোহময় তবু কুটিরে যেয়ো না
পিছনে ফিরে চেয়ো না মনে সন্দেহ নিয়ো না হয়ো না দারুণ হন্য ॥
তুব অপেক্ষা করিয়ো ওরে বন্ধু ওরে প্রিয় কিন্তু কাতর হয়ো না
সে এলে তোমার মন নিশ্চয় হবে শোভন সুন্দরের মতো ধন্য ॥
নিঃশেষ হয়ে ভ্রান্তি নিঃশেস হয়ে ক্লান্তি যৌবনে আসবে শান্তি
সোনায় লাবণ্যে মোড়া যেমন ফুলের তোড়া সূর্যের মতো অনন্য ॥

আলোর চেয়ে দীপ্তিমান হীরের চেয়ে মূল্যবান

আলোর চেয়ে দীপ্তিমান হীরের চেয়ে মূল্যবান গুণীর চেয়ে পুণ্যবান
নুরের চেয়ে অনির্বাণ ফুলের চেয়ে ম্রিয়মাণ প্রিয়তম শাহপরান
নদীর চেয়ে বহমান হৃদির চেয়ে ধাবমান রুধির চেয়ে গতিমান
শোভার চেয়ে চারুশান নীলের চেয়ে সুনসান প্রিয়তম শাহপরান
আঁধার রাতে জ্যোতিষ্মান নুর জড়ানো চন্দ্রযান রোদের মতো টানটান
পবিত্রতার সমমান ঊর্মির মতো আসমান প্রিয়তম শাহপরান
তোমার প্রতি কোরবান তোমার দিকে সম্প্রদান আমার সারা গুণগান
গ্রহণ করো পুণ্যবান হে দরবেশ মহীয়ান প্রিয়তম শাহপরান ॥

আমি যাকে চিনি, তার নাম রানি

আমি যাকে চিনি—তাঁর নাম রানি—আমি যাকে জানি—তাঁর নাম রানি
কালো হাতে ভালো দারুণ রসালো কোমল ঝাঁঝালো তার সারা বানি
তাঁর সারা গান বাঁশির সমান হাসির সমান যেন সুরধ্বনি
তার সারা কথা যেন চারু প্রথা জড়ানো মমতা মধুর প্রস্বনী
তার সারা প্রেম যেন লাল হেম সবিতার ফ্রেম জ্বলার অরণি
তার সারা রূপ দেখে অপরূপ পরীরা নিশ্চুপ নিস্তব্ধ কামিনী
তার সারা গুণ যেন শ্রী ফাগুন রঙের আগুন রোদের সরনী
সবশেষে মানি ভালোভাবে জানি ভালোভাবে চিনি তার নাম রানি ॥

রোদের জোনাকি তুমি আসবে কি

রোদের জোনাকি   এই টুকিটাকি   আঁধারে একাকী তুমি আসবে কি
এই দিবাগত   কালের উন্নত   লাবণ্যের মতো তুমি হাসবে কি
রাত্রির দুপুরে   পদ্মের পুকুরে   জলের মুকুরে তুমি ভাসবে কি
রূপসীর মতো   প্রেয়সীর মতো   শ্রেয়সীর মতো তুমি কাশবে কি
সেই উদারতা   সুন্দর সুলতা   মমতার কথা তুমি বলবে কি
আলসে আলসে   হঠাৎ ঝলসে   কালো আলগোছে তুমি জ্বলবে কি
বন ভালোবেসে   তার চারুকেশে   মদির নিমিষে তুমি ফুটবে কি
আর সবশেষে   চাঁদের আকাশে   তারকার বেশে তুমি উঠবে কি ॥

আমাকে বলেছে শ্যামা

আমাকে বলেছে শ্যামা বলেছে রাত্রির অমা তুমি চির—মনোরমা
তুমি চারু ধেই ধেই তোমার তুলনা নেই তাই তুমি অনুপমা
তোমার নিকটে ফুল–সূর্যের সোনালি উল যেন কালো বুলবুল
তোমার নিকটে চাঁদ–শাদা লাবণ্য প্রসাদ যেন কয়লার গাদ
তা ছাড়া শুনেছি আরও তুমি আলো থরো থরো তবু কারো তিলোত্তমা
কারো কাছে বনপরী–কারো কাছে সাতনরি শম্পার গৌরী পূর্ণিমা
কারো কাছে অনাবিল ডানা ভরা ঝিলমিল রুপালি আলোর চিল
বুক জুড়ে রমরমা ভালোবাসা আছে জমা তাই তুমি নিরুপমা ॥

এই সন্ধ্যার প্রান্তর

এই সন্ধ্যার প্রান্তর এই রক্তিম অন্তর সত্যের মতো সুন্দর
ননির মতো নরম প্রেমের মতো পরম চাঁপার মতো চরম
প্রভাব মতো প্রখর সোমের মতো সুখর কখনো শাদা ধূসর
কভু এর মাঝে মাঝে সকাল বিকাল সাঁঝে সোনার বাঁশরি বাজে
যার সুরে গলে প্রেম যার সুরে গলে হেম যার সুরে জ্বলে ফ্রেম
দেয় আলো ঝিলমিল দেয় হাসি খিলখিল দেয় সমিল প্রস্বর
মন টেনে দূরে নেয় রংধনু করে ব্যয় কিনে দেয় বালুচর–
শাদা শীতল পাথর–ফিতার মতো নিথর–সাতনরি অজগর ॥

তোমার মতো সুন্দরী

তোমার মতো সুন্দরী তোমার মতো আদুরী তোমার মতো দাদুরি
বেলাশেষের পিয়ারি খেলাশেষের ঝিয়ারি মেলাশেষের মাধুরী
তুমি যত ভালোবাসো তুমি যত কাছে আসো তুমি যত চারু হাসো
তুমি যত কাছে বসো তুমি যত তনু ঘেঁষো বাজাও সরু বাঁশরি
সেও তত ভালোবাসে সেও তত কাছে আসে সেও তত চারু হাসে
সেও তত কাছে বসে সেও তত তনু ঘেঁষে তুলে সুরের পাশরি
তাতে নেই ব্যবধান লাল নীল রেখাটান সমান কি অসমান
চাঁদসম ম্রিয়মাণ সূর্যসম দীপ্তিমান শাদা কালো সাতনরি ॥

সারাদিন চলে গেলো

সারাদিন চলে গেল গোধূলি বায়সী হলো আঁধার অরণ্যে এল
আকাশ জোনাকি পেল তাপসী কোথায় রলো ওগো সখী কেন রলো
এই তো ডাকছে দেয়া প্রান্তরে কাঁপছে কেয়া শঙ্কায় কাঁদছে প্রিয়া
নির্জনে ভাবছে শ্রেয়া শুনে শুনে ভয়গুলো যা দারুণ পিচ কালো
তটিনী উঠছে ফুলে তরঙ্গ উঠছে দুলে বিজলির মতো জ্বলে
আকাশের কূলে কূলে—যেখানে রোদ্দুর ছিল—যেখানে জোছনা ছিল
কিন্তু অনুপম আলো লালে লাল জমকালো পূর্ণিমার মতো ভালো
তাপসী কোথায় রলো ওগো সখী কেন রলো আমাকে গোপনে বলো ॥

তুমি আসবে কি

তুমি আসবে কি এই বরষায় বকুল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ভিজে
তমি হাসবে কি কালো ফরসায় আকুল দৃষ্টিতে প্রেম খুঁজে খুঁজে
তুমি ভাসবে কি শাদা পরদায় কমল সৃষ্টিতে চোখ বুজে বুজে
যদি আসো তুমি যদি হাসো তুমি যদি ভাসো তুমি সকালে বা সাঁঝে,
তোমার আশায় অপেক্ষা করব নরম বৃষ্টির সীমানার মাঝে
তোমার আশায় গাঁথব প্রেমের লাল মণিহার ফরসার ভাঁজে
তোমার আশায় রচাব কবিতা নতুন ছন্দের তরঙ্গিত সাজে
আর গাব গান সারা দিনমান চুপে বসে বসে পরিখার খাঁজে ॥

ভুলে কি গিয়েছো তুমি

ভুলে কি গিয়েছ তুমি সেই চারু নামিদামি ছোট্ট মরমির কথা
যে তোমাকে ভালোবেসে এসেছিল এই দেশে দিয়েছিল সোমলতা
তোমার সুনামে গান গেয়েছিল অফুরান ধরেছিল জোরে টান
ছেড়েছিল অভিমান হয়েছিল ম্রিয়মাণ চেয়েছিল চারু প্রথা ॥

ওরে আজ পেতে তাকে তোমার আগ্রহ থাকে তবে পাঠাও বারতা
পাঠাও রোদের মতো সোনালি সোনালি শত রক্তজবার মমতো৷
তাতে যদি ফিরে পায় বর্ণিল আলোর ন্যায় পূর্বরাগ অভিপ্রায়
তবে সে আসবে ফিরে জানাবেও ধীরে ধীরে বুকের লুকানো গাথা ॥

ওরে চির কমনীয় ওরে চির নমনীয়

ওরে চির কমনীয় ওরে চির নমনীয় তুমি তো আমার প্রিয় ॥
যদি তুমি দূরে যাও যেতে যেতে গান গাও আমাকে সঙ্গে নিয়ো ॥
যদি তুমি সাথে নাও চিরসাথি করে চাও তবে আজ কথা দাও
প্রণয়ের রং মেখে হাতখানি হাতে রেখে মন করে শোভনীয় ॥
যদি তাতে মেলে আশা মেলে লাল ভালোবাসা মেলে নিশ্চিত ভরসা
তাহলে তোমার প্রতি করব আমার প্রীতি ফুলভারে রমণীয় ॥
যাতে কোনো দাগ নেই যাতে কোনো রাগ নেই যাতে কোনো নাগ নেই
মিশামিশে কালো করে ঝলমলে আলো করে ভালো করে শোনো প্রিয় ॥

সরলা মৌনীর ন্যায় পৃথিবীর সীমানায়

সরলা মৌনীর ন্যায় পৃথিবীর সীমানায় ওই সূর্য ডুবে যায় ॥
তাই আঁধারের মতো চারদিকে হচ্ছে নত রজনীর অভিপ্রায় ॥
এমন মুহূর্তে যেয়ো না ওগো হরিণীনয়না—রোদ্দুরের কাঁচা সোনা
এই দেশ থেকে দূরে সেই মায়াবীর পুরে বনের কালো ছায়ায় ॥
সেখানে রয়েছে সাপ অগণিত যত পাপ সীমাহীন পরিতাপ
যতসব কালো মন্দ অহেতুক দ্বিধাদ্বন্দ্ব মিথ্যের সমান প্রায় ॥
তা সব বিশ্বাস করে থেকো দেশের ভিতরে সবুজ পাতার ঘরে
কভু ভুলেও যেয়ো না আন্তর্জাতিক সীমানা পার হয়ে তমিস্রায় ॥

তোমাকে কীভাবে গ্রহণ করব

তোমাকে কীভাবে গ্রহণ করব, কোন ফুল দিয়ে আজ অর্ঘ দেব
কোন সম্বোধনে আঁচলে ধরব, কোন অরণ্যের পথে ঘরে নেব
এই ভাবনায় সারা অভিপ্রায় রাত্রির সীমায় কালো হয়ে যায়
সারাসার আশা স্বপ্নিল ভরসা চারু ভালোবাসা হয় মৃতপ্রায়
তবু অনুরাগে নিরাশার আগে কিছু আশা জাগে লাল অভিনব
সবিতার মতো কবিতার মতো ববিতার মতো সমানত শুভ
তোমাকে সাদরে গ্রহণ করব, জবাফুল দিয়ে আজ অর্ঘ্য দেব
বধু সম্বোধনে আঁচলে ধরব, নীল অরণ্যের পথে ঘরে নেব ॥

ওগো রূপসিনী ওগো সাহসিনী

ওগো রূপসিনী ওগো সাহসিনী এখানে দাঁড়াও
ওগো সুভাষিণী ওগো সুহাসিনী দুহাত বাড়াও
এই জবাফুল এই শ্রীর দুল ওগো এই নাও
তা চারু অনন্য সবুজের পণ্য তা তোমার জন্য
তা যেমন পুণ্য আলোর লাবণ্য নিলে হবে ধন্য
ওগো শ্রী নয়না বিলম্ব কোরো না অতি দ্রুত নাও
শুধু লাল আশা পূর্ণ ভালোবাসা বিনিময়ে দাও
কভু প্রিয়া হবে তা শুধু নীরবে এখন জানাও ॥

ওগো প্রিয়া অভিপ্রায় আয় আয় কাছে আয়

ওগো প্রিয়া অভিপ্রায় আয় আয় কাছে আয় রোদেজ্বলা শ্রীর ন্যায়
ওই হেসে খেলা যায় মেঘে মেশে বেলা যায় জলে ভেসে ভেলা যায়,
ত্বরা করে কাছে আয় কালোস্বরে গান গায় ওগো প্রিয়া অভিপ্রায়
যদি তুমি কাছে এসো পরী হয়ে বামে বসো চাঁদ হয়ে চারু হসো
শ্রেয়া হয়ে ব্যথা নাশো নারী হয়ে ভালবাসো আমি হবো দেনা দায়
তাতে দেব অতি খাসা শম্পার লাবণ্য ঠাসা সোনালি রোদের আশা
দেব আরও অবিনাশা আলোর মতো ফরসা একটি সত্য ভরসা
যার শীতল ছায়ায় স্বপ্ন জড়ানো প্রভায় শুভ নীড় দেখা যায় ॥

তুমি একবার বলো আমি মন্দ নই ভালো

তুমি একবার বলো আমি মন্দ নই ভালো আমি কালো নই আলো
আমি শোভা ঝিলমিল আমি হাসি খিলখিল আমি সমিল ঝাঁঝালো
আমি পাতা থরথর আমি বৃষ্টি ঝরঝর আমি প্রস্বর রসালো
আমিলাল দীপ্তিমান আমি নীল অফুরান আমি সমান রংগালো
আমি দুরন্ত দুপুর আমি সোনার নুপুর আমি শ্রীপুর মেঘালো
আমি বর্ণিল ঝল্লিকা আমি স্বর্ণিল মল্লিকা আমি তারকা হেমালো
আমি তুলতুলে কুঁড়ি আমি জলেভেজা নুড়ি আমি ঘুড়ি জমকালো
আমি শান্তি ম্রিয়মাণ আমি সুখ অনির্বাণ আমি গান এলোমেলো ॥

সারাদিন নিরবধি তোমাকে মিলত যদি

সারাদিন নিরবধি তোমাকে মিলত যদি একটি নদীর মতো
তবে তীরে বসে বসে গাইতাম রসে রসে সুখের সংগীত যত
ওগো হৃদয়ের আঁধি নির্মলা করুণানিধি এখন হবে কি নদী
যদি তুমি নদী হও তরঙ্গে তরঙ্গে বও তবে খুব ভালো হতো,
মনে নিয়ে এই আশা, স্বপ্ন জড়ানো ভরসা থাকলাম শ্রীর মতো
ভুবনের বাটে বাটে ফসলের মাঠে মাঠে সলিলের ঘাটে ঘাটে
পরীদের হাটে হাটে তটিনীর তটে তটে অরণ্যের পাটে পাটে
রাখলাম উপহার তোমার জন্য তারার আলোর ন্যায় উন্নত ॥

মনের গোপন কথাটি

মনের গোপন কথাটি এখন বলবার জন্য এসেছি একাকী
ওগো বিদেশিনী ওগো রূপসিনী, ওগো কমলিনী, তুমি শুনবে কি
তবে মনে হয় শুনবে নিশ্চয় এবং নির্ভয় করবে প্রদান
আমার বেসুরে সুর তুলে সুরে দুরন্ত দুপুরে গাবে সারিগান
ঘুরবে শহরে নতুন নগরে তারার বন্দরে সারা দিনমান
করবে কথন যা-কিছু শোভন যাতে নেই কোনো প্রতারণা ফাঁকি
কীবা নেই কালো কাঁটার ছুঁচালো দারুণ ধারালো সুচ টুকিটাকি
আর নেই মেকি ক্রূর ঝিকিমিকি কীবা যন্ত্রণার কালো আকিবুঁকি

চলো চলো সঙ্গে চলো ছন্দে ছন্দে আস্তে চলো

চলো চলো সঙ্গে চলো ছন্দে ছন্দে আস্তে চলো চুপে চুপে কথা বলো ॥
বর্ণিল আলোর সাজে যা আছে মনের মাঝে এলোমেলো সাদাকালো ॥
ওই যে পথের শেষে সোনালি সূর্যের বেশে যে প্রিয় দাঁড়িয়ে আছে
আজ যাব তার কাছে মন খুলে ভালোবেসে তাকে দেব ফুলগুলো ॥
যাতে নীল ছন্দ আছে যাতে নীল গন্ধ যাতে নীল দ্বন্দ্ব আছে
যাতে লাল হাস্য আছে যাতে লাল ভাষ্য আছে লাস্য আছে কতগুলো
অতীত স্মরণ করে চেয়ো না পিছনে ফিরে সঙ্গে চলো ধীরে ধীরে
পথের সাথির মতো মন করে সমুন্নত আলোর যত রসালো ॥

ও পান্থ তুমি অনন্য তুমি চির অগ্রগণ্য

ও পান্থ তুমি অনন্য তুমি চির অগ্রগণ্য তুমিকত গণ্যমান্য ॥
ও পান্থ ওরে ও ধন্য তোমাকে পাবার জন্য আমি তো দারুণ হন্য ॥
কারণ তোমার মতো কেউ নেই সমুন্নত নেই অমর অক্ষত
নেই চারু দীর্ঘায়ত নেই পবিত্র সতত নেই নিখুঁত প্রামাণ্য ॥
ও পান্থ ওরে প্রবাসী তোমাকেই ভালোবাসি আমি প্রান্তরে এসেছি
এক উষ্ণ অনুভবে আমাকে নৈশ নীরবে তুমি দেবে কি প্রাধান্য ॥
যদিবা প্রাধান্য দাও নয়নে নয়নে চাও তোমার রঙে রাঙাও
তবে আমার জীবন হবে দারুণ শোভন হবে দারুণ সুধন্য ॥

বকুল বৃষ্টির রাতে তোমার আমার সাথে

বকুল বৃষ্টির রাতে তোমার আমার সাথে আঁধারে কে এসেছিল
তোমার আমার মতো শব্দ করে অবনত গোপনে কে হেসেছিল
মনে হয পরী ছিল মনে হয় নারী ছিল মনে হয় শিরি ছিল
পরনে তো শাড়ি ছিল দুহাতে তো চুড়ি ছিল খোঁপায় তো কুঁড়ি ছিল
তনু জুড়ে এলোমেলো তারকার মতো আলো নিভে নিভে জ্বলছিল
গলায় তো হেম ছিল পরানে তো প্রেম ছিল মিলনের ফ্রেম ছিল
মনে হয় তার দ্বারা সেজে নিলে বসুন্ধরা খুব বেশি ভালো ছিল
তার মাঝে গুণ ছিল লাল রং খুন ছিল শাদা রং মুন ছিল ॥

রক্ত করে মাখামাখি নীল করে দুই আঁখি

রং করে মাখামাখি নীল করে দুই আঁখি অরণ্যে ডাকছে পাখি
কারণ সে চিরসুখী প্রশান্তির অভিমুখী সূর্যের সোনালি সখী
কেউ নেই তার মতো চকচকে সমুন্নত সাতরঙে দীর্ঘায়ত
অনুপম শ্রীর মতো আগাগোড়া সংহত যেন এক সোনামুখী
তার প্রেমে হয়ে নুব্জ এক সখা রোজ রোজ তাকে পেতে করে খোঁজ
দীপ্ত করে পিলসুজ জ্বেলে আঁধার ত্রিভুজ যাতনার কালো রাখি
অবশ্যই একদিন এই সখা হবে লীন করবেও প্রদক্ষিণ
পাখির এই রঙিন প্রেম করে সঙিন আকাশের মুখোমুখি ॥

ওগো পরী আশাবরি তুমি আলো আহমরি

ওগো পরী আশাবরী তুমি আলো আহামরি তুমি রং সতনরি
তোমাকে পাবার জন্যে নির্জনে নীল অরণ্যে রাত্রে করি কোজাগরি
নিচে পেলে শক্ত মাটি কভু করি হাঁটাহাঁটি প্রেম করি ঘাঁটাঘাঁটি
মনে-মনে ভাবি আর গড়ে নেব সংসার ছেড়ে সারা ঘোরাঘুরি
সেখানে ফোটাব ফুল অতি সুন্দর অতুল শিমুল আর পারুল
যাদের আলোয় বিশ্ব হবে দারুণ সুদৃশ্য শ্রীর মতো রকমারি
যাদের ছোঁয়ায় কালো হবে ঝলমল আলো শাদা থেকে বেশ ভালো
শোভন মেঘে আবৃত চাঁদের রুপোর মতো যেন শম্পার মঞ্জরি ॥

আকাশের কাছাকাছি

আকাশের কাছাকাছি একটি সুন্দর শশী তোমার জন্য রেখেছি
আমি তা দেবার জন্যে কালো আঁধারে অরণ্যে গিয়ে তোমাকে ডেকেছি
তুমি শুনে কণ্ঠস্বর যেন সুর মরমর কোনো দাওনি উত্তর
ছেড়ে সব বাড়াবাড়ি বলো অতি তাড়াতাড়ি ওগো বনের অতসী
ওগো মনের প্রেয়সী ওগো বঙ্গের শ্রেয়সী ওগো রঙ্গের রূপসী
অবশ্য বলবে জানি তুমি যবে হবে রানি শ্রীর মতো একাকিনী
মনের গোপন কথা মনের লুকানো ব্যথা মনের সুপ্ত মমতো৷
যাতে রয়েছে ভরসা নিরাশার মাঝে আশা কত ভালোবাসি ॥

সুরমার লাল মীনসম চারু অমলিন

সুরমার লাল মীনসম চারু অমলিন যদি থাকো প্রতিদিন
ওগো সোনালি শাহিন ওগো রুপালি তুহিন ওগো মৃণালী শৌখিন
তা হলে তোমাকে আমি দেব সারা নামিদামি রক্তকরবীর মমি
নদীর রঙিন ঊর্মি পূর্ণিমার লাল তিমি ফুলকুঁড়ি সীমাহীন
যাঁদের ছোঁয়ায় তুমি হতে পারো তরু সমী হতে পারো রিমিঝিমি
পেতে পারো সমভূমি পেতে পারো ফুল মমী বনের খোঁপায় লীন
পরিশেষে হয়ে সুখী হয়ে পূর্ব অভিমুখী হতে পারো সূর্যমুখী
চম্পার নরম আঁখি শম্পার সুন্দর রাখি রক্তের মতো রঙিন ॥

এই চারু বনভূমি অকারণে ছেড়ে তুমি

এই চারু বনভূমি অকারণে ছেড়ে তুমি হবে কার অনুগামী
সে কি তার নামিদামি বিশ্বের কল্যাণকামী শিষ্যের মতো ভূস্বামী
এইভাবে হয় যদি তবে করো প্রতিনিধি গান গেয়ে নিরবধি
পার হয়ে মনু নদী দূরদেশে যাও হৃদি ঝেড়ে ফেলে আলসেমি
সেখানে গেলে হয়তো তুমি পাবে শত শত পাতার আড়ালে নত
সূর্যের সোনার মতো সীমাহীন সমুন্নত লাল রেশমের মমি
যার স্পর্শে হতে পারো নিখুঁত সুন্দর আরও পরাজিত করে কারো
রূপের লাবণ্য পুরো যেন রং থরোথরো এক পূর্ণিমার যামী ॥

সোনার লাবণ্যে ধন্যা ওগো সুন্দরী অনন্যা

সোনার লাবণ্যে ধন্যা ওগো সুন্দরী অনন্যা আমাকে ছেড়ে যেয়ো না
গ্রাহ্য করো প্রস্তাবনা বর্ধিত করো করুণা তবে ছলনা দিয়ো না
যদিবা ছলনা দাও পিছনে ফিরে না চাও প্রিয়া হয়ে না দাঁড়াও
মনে-মনে গান গাও গোপনে গোপনে যাও ছিন্ন করো বনিবনা
তবে দুঃখিত হব কুটির ত্যাগ করব নির্জন অরণ্যে যাব
একতারা হাতে নেব বিরহের গান গাব আজীবন একটানা
ভুলক্রমে কোনোদিন কুটিরে হব না লীন করব না প্রদক্ষিণ
যে-সংসার শ্রীহীন রাত্রির মতো মলিন এক পুরানো ঠিকানা ॥

ভোরের আকাশ হয়েছে মলিন

ভোরের আকাশ হয়েছে মলিন মেঘলা হয়েছে তিমির গহিন
নদীতে উঠেছে জলের সঙিন অরণ্যে নেমেছে ফ্যাকাশে রঙিন
এমন মুহূর্তে যেয়ো না প্রেয়স পার হয়ে নদী দুরন্ত চৌকস
ওই দূরদেশে যেখানে নিকষ আঁধার রয়েছে হিসেববিহীন
যেখানে বুকের পবিত্রও মমতো হারায়েছে সারা আলোর শুভ্রতা
ভালোবাসবার সহজ ক্ষমতো মিলন সমতো যা শ্রীর অধীন
আবারো বলছি যেয়ো না প্রেয়স এইখানে থেকে কাটাও বরষ
ভাগাভাগি করে বেদনা হরষ আমার সহিত মিলে প্রতিদিন ॥

তুমি বাংলার সুন্দরী তরুণী

তুমি বাংলার সুন্দরী তরুণী তুমি বাংলার ভোরের অরুণী
তুমি বাংলার চাঁদের তরণী সোনালি সূর্যের সমান গুণিনী
তাই একা বসে শ্রীর কাছাকাছি শুধু মনে-মনে গোপনে ভাবছি
তোমাকে বানিয়ে চারু মালাগাছি তা দিয়ে সাজাব বিজয়সরণী
যার ঝলসানো সোনার আলোক তিমিরে তুলবে পুষ্পের পুলক
সমুদ্রে তুলবে রঙিন ঝলক করতে সুষমা সজ্জিত ধরণী
যেন রংধনু আলেয়ার মতো সপ্তম রঙের পরাগে উন্নত
নিটোল সুন্দর লাবণ্যে অক্ষত মনের মদির মধুর মানিনী ॥

আমার প্রথমা সখী সাতনরি সূর্যমুখী

আমার প্রথমা সখী সাতনরি সূর্যমুখী সে বিশ্বে দারুণ সুখী
সে আমার অভিমুখী আমি তাঁর অভিমুখী প্রতিদিন মুখোমুখি,
সে আমার অনুরাগী মুক্তমনের সোহাগী সুখ করে ভাগাভাগি
কষ্ট করে ভাগাভাগি করে না যে রাগারাগি লাল করে দুই আঁখি,
যদি আমি শ্রীর জন্যে গোপনে যাই অরণ্যে সে বিরহে হয় হন্যে
রাত্রে চাঁদের লাবণ্যে খুঁজে ফেরে মহাশূন্যে না পেলে হয়ে দুঃখী
তাই তো ভেবেছি রোজ দীপ্ত করে পিলসুজ তার মাঝে নেব খোঁজ
যে প্রেম রয়েছে ন্যুজ হয়ে সুন্দর ত্রিভুজ হয়ে সুলতার রাখি ॥

ওগো সোনালি রঙিন এইখানে তুমিহীন

ওগো সোনালি রঙিন এইখানে তুমিহীন বসে আছি সারাদিন
যদি তুমি হও লীন আমাকেই দাও ঋণ ভালোবাসা অমলিন
তবে এর স্পর্শে আমি বিশ্বে হব অগ্রগামী বীরসম নামীদামী
একটি উজ্জ্বল যামী একটি সোনার মমি শ্রীর মতো চিরদিন
তাই তুমি দ্রুত এসো মনমুক্ত করে হেসো চুপে চুপে ভালোবাসা
ঝেড়ে ফেলে ঘৃণা ফেঁসো বামপাশে ঘেঁষে বসো কভু করো প্রদক্ষিণ
আমাকে সূর্যের মতো বিশ্বকে চাঁদের মতো ফুলকে অলির মতো
দিনকে রাত্রির মতো রাত্রিকে দিনের মতো করে সন্ধ্যার অধীন ॥

দেখতে সুন্দর কত

দেখতে সুন্দর কত এই ফুল যদি হতো লাল জোনাকির মতো
তবে তার ঝিকিমিকি যেন ঝলসানো সিকি দেখতে ভালো লাগত
তাতে হৃদয়ের পুরে বাঁশরির সুরে সুরে কী সকালে কী দুপুরে
চারু পরীর সমান সেই মাধবীর গান উর্মির মতো জাগত
আর জীবনে যৌবনে যদিও থাকি মৌবনে তবুও শান্তি আসতো
রাত্রির আঁধার ফুঁড়ে উল্কার মতো উড়ে হঠাৎ করে জ্বলত
পরাজিত করে শিখা হলুদের ঋজুরেখা সোনালির চারুলেখা
যার মাঝে ছিলো প্রাণ গোলাপের মতো ঘ্রাণ মূল্যবান স্বর্ণ কত ॥

এখন বেলা বধির

এখন বেলা বধির তাই দুরন্ত নদীর তরঙ্গ নিথর স্থির
তন্দ্রা ভরা বনানির সুরসম ঝিরঝির সবগুলো থিরথির
ছন্দহারা কারো ন্যায় সন্ধ্যার সমান প্রায় মলিন দিঘির নীর
ঘোলাটে পানির মতো দারুণ লজ্জায় নত অশ্রুবিন্দুর শিশির
এমন মুহূর্তে প্রিয়া ওগো চারু কমনীয়া ওগো নীরু নমনীয়া
পেরিয়ে কালো মোহনা পেরিয়ে শেষ সীমানা তুমি যেয়ো না যেয়ো না
বেদনার নীলদেশে রাত্রির আঁধারে মেশে অবনত করে শির
পরাজিতা হয়ে শেষে সরলা মৌনীর বেশে হয়ে দারুন অধীর ॥

তুমি আসিও প্রফুল

তুমি আসিও প্রফুল ওরে হৃদয়ের মূল যখন ভাঙবে ভুল
এই সবুজের মাঠে ওই সুরমার ঘাটে সেই তারকার হাটে
দূর বনানির পাটে শ্যামল নারীর বাটে যার প্রেম তুলতুল
যার হাসি শাদা উল যার কথা জুঁইফুল যার গান শতমূল
সুরসম ম্রিয়মাণ নীলসম অফুরান আলোসম বেগবান
লতাসম টানটান রংসম উপাদান যেন মান বিলকুল
তাই বিলম্ব না করে তুমি এসো কাকভোরে শ্যামল নারীর ঘরে
ওরে আমার প্রফুল ওরে চারু বুলবুল ওরে নির্মল শিমুল ॥

বাংলাদেশের অরুণী ছোট হলেও তরুণী

বাংলাদেশের অরুণী ছোট হলেও তরুণী সবার সেরা মানিনী
যেন বনের কামিনী যেন মেঘের দামিনী যেন গুণের গুণিনী
তার কাছে শাদা আলো আঁধারের মতো কালো মিশমিশে এলোমেলো
তার কাছে রেণুগুলো কুয়াশার মতো ধুলো শীতের ভালো হিমানি
তার কাছে দীপ্তিমান নিবুনিবু ম্রিয়মাণ টলমলে কম্পমান
উঁচুনিচু আসমান গোধূলির মতো ম্লান যেন কাকের যামিনী
তাঁর কাছে ফুলকুঁড়ি পাষাণের কালো নুড়ি বেদনার নীল ঘুড়ি
বিরাগের লাল চুড়ি শিঞ্জিনীর গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মতো মালিনী ॥

আমি তো তোমাকে চিনি

আমি তো তোমাকে চিনি খুব ভালোভাবে জানি তুমি বাঙলার রানি ॥
পরম সত্যের মতো সুন্দর গুছানো কত তোমার মুখের বানি ॥
তুমি যেন থেই থেই তোমার তুলনা নেই তোমার তুলনা তুমি
তা ছাড়া রয়েছে খেই তোমার গরিমা নেই তবু তুমি গরবিনী ॥
যদি কেউ কাছে আসে গ্রাহ্য করো ভালোবেসে মনে করো নামিদামি
বীর পদ্ম মহীয়ান রক্তজবার সমান যার লাল মুখখানি ॥
যার জন্যে অফুরান সুরে সুরে গেয়ে গান পুষ্পদান করো তুমি
তুমি উদার গুণিনী তুমি মহৎ মানিনী সবে জানে আমি জানি ॥

কে মেশালে ঘ্রাণ

শাদা জলে কে মেশালে গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ
কে যে তুমি খুঁজতে খুঁজতে আমি পেরেশান
এইজন্যে জনারণ্যে হন্যে হয়ে যাই
মাঝে মাঝে গিরিখাঁজে বসে গান গাই
রাত্র এলে ছায়াতলে জোছনাতে হই জ্যোতিষ্মান
স্পর্শ পেতে দ্বৈত হাতে রাখছি পেখম মূল্যবান
যা অসম অনুপম, বর্ণসম মনোরম, রোদের শোভার সমমান
শ্রীর মতো সংযত, যেন দারুণ ব্যথার দান ॥

ফিরে আসবে কি

ফিরে আসবে কি সকালে একাকী এই দেশে তুমি
বাজাবে কি আর বাঁশি বা সেতার কভু ঝুমঝুমি
তা বাজাও যদি তবে নিরবধি কাছে কাছে রব
অতি মনোরম রাতে জ্বলা সোমসম সাথি হবো
এই ফাঁকে যদি কাছে আসে আদি মধুর মৌসুমি
দেবে উপহার এক মণিহার, লাল অভিনব
বিনিময়ে শুধু সুরসম মৃদু ভালোবাসা নেব
যা দারুণ ভালো যেন শাদা আলো খুব নামিদামি ॥

ভালো থেকো

ভালো থেকো তুমি সুখে থেকো তুমি হে চিরসুন্দর
যেন অনুপম অনেক পরম চির লখিন্দর
আর থেকো যদি চুপে নিরবধি
তবে চাঁদ নয়, দেব লাল আঁধি
রক্তের সমান যেন শ্রী অম্লান সূর্যের পাঁজর
তাই নয় যেন রোদে ঝলসানো শম্পার গাজর
লালে লাল করা সোনা দিয়ে ঘেরা
পৃথিবীর সেরা এক আনকোরা আলোর পাথর ॥

তুমিহীন

শুধু তুমিহীন এই প্রতিদিন হয়েছে মলিন
হয়েছে তুহিন ধোঁয়ায় অধীন
যেনো শাদা বক—কালো—প্রাণহীন
তাতে জ্বালা ভরা—খরা আর খরা—শুধু পাতা ঝরা
বিরামবিহীন, হিসেববিহীন, পরিসীমাহীন,
তবু সুবাতাস, তবু নীলাকাশ
তাই নয় যেন পারদ জমানো রুপোর বিকাশ
ধবধবে শাদা চারু অনুরাধা মেঘের শাহিন ॥

তুমি যদি ফিরে আসো

তুমি যদি ফিরে আসো এই সমুদ্র অবধি
তোমাকে গ্রহণ করে দেব আলেয়ার হৃদি
তাতে তোমার যৌবন   তাতে তোমার মৌবন   তাতে তোমার জীবন
ফিরে পাবে সৌন্দার্যের সেই চারুশ্রীর আদি ॥
তবে বিলম্ব কোরো না ওগো, পরী প্রতিনিধি
দ্রুত অতিক্রম করো এই আঁধার জলধি
খুব কাছে চলি এসো   পূর্ণিমার মতো হেসো   রক্ত হয়ে বুকে মেশো
যেভাবে মাটিতে মিশে চলেছে সুরমা নদী ॥

যখন তুমি সামনে পাবে

যখন তুমি সামনে পাবে নদীর খেয়াঘাট
ওখান থেকে দেখতে পাবে বাঁকা চাঁদের হাট
ওগো চারু নলিনী ওগো মরুহরিণী ওগো তরু তরুণী
এখান থেকে ঘটবে না গো কোনো বিভ্রাট ॥
তবুও যদি তোমার মনে সন্দেহ ঘোর হয়
তারার কাছে খুঁজলে পাবে চাঁদের পরিচয়
সে যেন কমলিনী কভু শাদা স্বৈরিণী কভু চির অম্বনী
সারা আকাশ জুড়ে রয়েছে তার শুভ্র বিরাট ॥

বঙ্গজ জননী : দরজাটা খোলো

বঙ্গজ জননী দরজাটা খোলো—
সন্তান এসেছে স্নেহে ঘরে তোলো ॥
মনের পুরানো—মমতো জড়ানো—আবেগ ছড়ানো
গীতিময় স্মৃতিকথাগুলো বলো ॥

বাহিরে দাঁড়িয়ে হয়েছি অস্থির
শীতল শিশিরে ভিজছে শরীর
অজানা শঙ্কায় পাষাণের ন্যায় মনের কোনায়
তুলছে তুফান আলোহীন কালো ॥

গ্রহণ করতে যদি দেরি করো
কাঁপবো লতার মতো থরো থরো
অনেক অশুভ জ্বালায় ভুগব দুঃখে মরব
যদিও তা নয় একদম ভালো ॥

যারা এসেছিল দিগন্ত অবধি

যারা এসেছিল সূর্যের ঝাঁঝালো
শ্রীর এলোমেলো দিগন্ত অবধি
তারা আজ দূর সোনালি সিন্ধুর
সন্ধ্যার দেশের চারু প্রতিনিধি,

সেখানে থাকবে তারা চিরদিন
আর গান গাবে বিশ্রামবিহীন
কখনো আঁকবে ছবি অমলিন
কখনো ডাকবে সুরেলা রঙিন,

কিন্তু ফিরবে না তারা কোনোদিন
শ্রীর এই আঁধি দিগন্ত অবধি
যদিবা যৌবন—রুপালি মৌবন
গলে গলে হয় তরলিত নদী ॥

যদি স্মরণে আসে

শাওণ মাসে কি বা আশ্বিন মাসে
দক্ষিণ থেকে আসা ফুলের বাসে
আমার কথা যদি স্মরণে আসে
তবে গোলাপ ছড়ায়ে দিয়ো ঘাসে

তাতে যদি আলো ঝিলিমিলি হাসে
রং ছড়ায়ে দেয় মুক্ত বাতাসে
স্মরণে রাখিয়ো বসে শ্রীনিবাসে
আমাকে নির্জনে চাঁদ ভালোবাসে

তাই তো জোছনা হয়ে কাছে আসে
তাই তো শিশির হয়ে ঝরে পাশে
তাই তো রজনীগন্ধা হয়ে হাসে
তাই তো শাপলা হয়ে জলে ভাসে ॥

গুণাগুণ

আমি রাগ করব না, তমি যত করো রাগ
আমি মাফ করে দেব, আর দেব অনুরাগ,

আমি ভুল করব না, তুমি যত করো ভুল
আমি স্তব্ধ করে দেব, আর দেব রাখীফুল,

আমি নাগ ধরব না, তুমি যত ধরো নাগ
আমি মুক্ত করো দেব, আর দেব রবিরাগ,

আমি ফুল ছিঁড়ব না, তুমি যত ছেঁড়ো ফুল
আমি যুক্ত করে দেব, আর দেব তৃণমূল,

আমি দাগ মারব না, তুমি যত মারো দাগ
আমি শুভ্র করে দেব, আর দেব চারু ফাগ

সুজন তুমি

সুজন তুমি আকাশ থেকে এবার আনো ॥
নীল নুয়ানো রং ছড়ানো প্রেম পুরানো ॥
এর ছোঁয়ায় জীবন করো আলোর মতো
হৃদয় করো রঙিন আরও লাল—উন্নত
সুনাম ভরা শোভন করা রোদ জড়ানো ॥
যৌবন করো স্বর্ণলতার মতো স্বর্ণিল
মৌবন করো বর্ণমালার মত বর্ণিল
সুবাস ভরা আকুল করা সুখ লাগানো ॥
কুটির করো সূর্যশিখার মতো উজ্জ্বল
ঘুমের জন্যে সময় করো কালো কজ্জ্বল
আঁধার ভরা স্বপ্নলতার ন্যায় রাঙানো ॥

প্রিয় বন্ধু চন্দ্রবিন্দু

প্রিয় বন্ধু চন্দ্রবিন্দু তুমি কি তাকে দেখেছ
যার নাম পরিচয় বুকের মাঝে লিখেছ

যার জন্যে ফুলপত্রে ঘরখানি সাজায়েছ
যার জন্যে সুরে সুরে মন বাঁশি বাজায়েছ
যার জন্যে অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়েছ
যার জন্যে ভালোবাসা তাপ দিয়ে গলায়েছ

ওরে শাম বন্ধু তুমি কি তাকে মেনে নিয়েছ
কখনো গোপনে তুমি কি তাকে কথা দিয়েছ

যার জন্যে প্রতিদিন পথে পথে ঘুরতেছ
যার জন্যে বার বার মনে মনে মরতেছ
যার জন্যে খ্যাপা হয়ে কালোচুল ছিঁড়তেছ
যার জন্যে ঘোড়া চড়ে দেশে দেশে ফিরতেছ ॥

ফুলকি

তুমি আমার মনের ফুলকি
তাই তোমাকে দিলাম উলকি

এবার তুমি তা গ্রহণ করো
মনে করে গোলাপ থরো থরো
সুন্দরের থেকে সুন্দর আরও
পরাজিত করে শ্রীর মুলকি

বিনিময়ে দাও বুকের প্রেম
ভালোবাসা-ভরা রক্তের হেম
তিলকচিহ্নের একটি ফ্রেম
স্মরণীয় স্মৃতির টুকিটাকি

যেহেতু একটু ভরসা পাই
তোমার নামে মহল বানাই
এর শিখরে পতাকা উড়াই
একাকী দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি
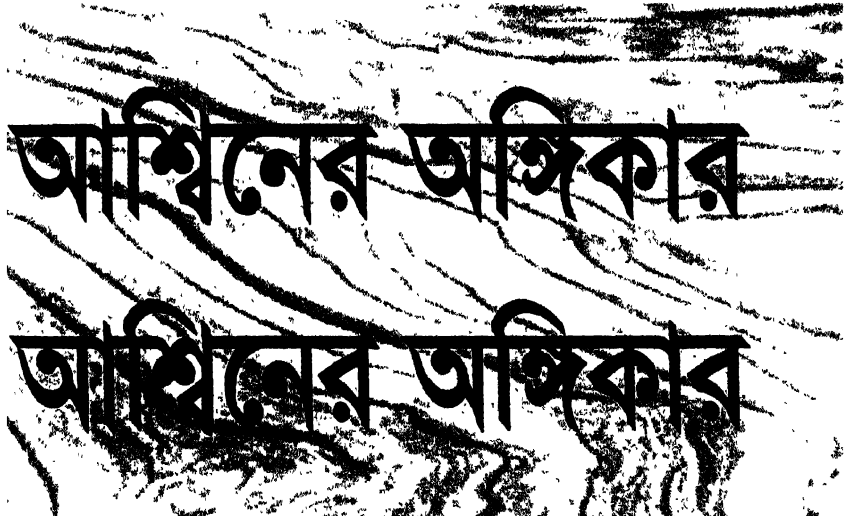
কুমারী সাপের প্রতি

ওগো লাল স্বর্ণিল কুমারী সাপ
তোমার জন্যে রেখেছি গোলাপ
যেন ভালোবাসার প্রথম ধাপ,

তুমি আসবে কি
তা চুপে নেবে কি
হেসে ধরবে কি-শুভ সংলাপ
গ্রাহ্য করবে কি-এই শাদা পাপ,

ওগো চারু বর্ণিল কুমারী সাপ
যদি তুমি দাও প্রেমে দৌড়ঝাঁপ
তবে কেটে যাবে সারা পরিতাপ

তাই সুখে হেসো
আর দ্রুত এসো
যেখানে রেখেছি রক্তিম গোলাপ
যেখানে রয়েছে প্রেমের উত্তাপ ॥

আশ্বিনের অঙ্গীকার

আশ্বিনের অঙ্গীকার

উৎসর্গ

অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি রফিক আজাদকে

সূচিপত্র

আশ্বিনের অঙ্গীকার

আশ্বিন এসেছে হিমেল জড়ানো
ফসলের সঙ্গে সুহৃদের মতো
এখন থাকবে নিসর্গে এলানো
খোঁপার সমান সুন্দর বিনীত
প্রকাশ করবে সুগন্ধ ছোঁয়ানো
শিউলি জবার যৌবন উন্নত,
প্রচার করবে আকাশ নোয়ানো
মেঘের চাঁদোয়া-সফেদ ললিত,

কুটিরে আনবে নতুন আনন্দ
ভোরের আলোর সমান সুন্দর
নদীতে আনবে উজানের ছন্দ
ছুঁতে মোহনার সমুদ্র বন্দর
ভাটিতে আনবে পাললিক গন্ধ
মাটির মনের নরম প্রস্বর
সৈকতে আনবে জোয়ারের দ্বন্দ্ব
যেন বীরত্বের প্রভাব প্রখর,

সবুজ দু'হাতে ধরবে শিশির
যেন বেদনার সাদা অশ্রুজল
শেফালির মতো ধবল বধির
দিঘির পানির মতো টলমল
ছাতিম গাছের সফেদ রুধির
গলিত রুপোর শোভা ঝলমল
যেন ঝরনার ঝরঝর নীর
তরল বাঁশির সুর ছলছল,

সবুজে রাখবে যৌবনের আলো
বিচিত্র রঙের বাহারি লাবণ্য
ঈশানে আঁকবে সূর্যের ঝাঁঝাল
রঙিন রূপের নরম তারুণ্য
পশ্চিম তুলবে জীবনের কালো
রাত্রির দেয়াল-আঁধার অরণ্য
ত্বরিতে নামাবে সব এলোমেলো
বকুল বৃষ্টির প্রবল প্রাধান্য ॥

সোনার পাথর

লাউয়ের ডগার মতো সোনার পাথর
বউয়ের গলার মতো হলুদ নিথর
দুপুরের শস্যের মতো জ্বলতে জ্বলতে
যেন ধবধবে তুষার গলতে গলতে
অথবা পথচারী পথ চলতে চলতে
পিপাসায় আর ক্ষুধায় অনেক কাতর
ঝরনায় পাহাড় যেন তরল আতর

এখন থই থই পানি– সোনার পাথর
আয়নার সমান তাঁর বাহির-ভিতর
বাতাসের মধ্যে যেমন দৃষ্টি সোজা যায়
অশ্বকে অতিক্রম করে খুব দ্রুত প্রায়
তেমনি গহিন অবধি— পদ্ম সম্প্রদায়
যেখানে ঘুমিয়ে থাকছে লাল স্বপ্নসহ
পাশে ঘুরছে ডলফিন দুরন্ত দুঃসহ।

এমন তরল আঁধারে সোনারঙ সুখ
লুকিয়ে রাখছে রুপালি ঝলমলে মুখ
যেমন একটু রোদ্দুর– শিমুলের কুঁড়ি
যেমন পাখির টুকরো-চকচকে ঘুড়ি
যেমন মাছের টুকরো– রানিমাছ নুড়ি
রক্তের লাবণ্যে রঙিন হৃদয় দরদ
তোমার আমার সবার চোখের পারদ ॥

জোছনার জন্য এসেছি

এখানে এসেছি জোছনার জন্য
আঁধার জীবনে জোছনা দেবে কি?
এই জোছনা তো দারুণ অনন্য
শত প্রদীপের একত্র জোনাকি
শত যৌবনের তামাটে তারুণ্য
যেন পূর্বাশায় অরুণের উঁকি,

একাকী এসেছি রোদ্দুরের জন্য
শীতল জীবনে রোদ্দুর দেবে কি?
এই রোদ্দুর তো সোনার অরণ্য
ঘরে দেয়ালের লাল টিকটিকি
বন্দরে জমানো পিতলের পণ্য
সমুদ্রে সূর্যের ডুব ঝিকিমিকি,

নির্জনে এসেছি আলেয়ার জন্য
তরুণ জীবনে আলেয়া দেবে কি?
এই আলেয়া তো আকাশের পুণ্য
যেন গোলাকার চকচকে সিকি
শত সুন্দরের সিঁদুর প্রামাণ্য
পরীর গলায় সোনার উলকি,

সহজে এসেছি মেহেদির জন্য
ধূসর জীবনের মেহেদি দেবে কি?
এই মেহেদি তো চারু অসামান্য
যেন রোদ পোড়া এক আমলকী
সরষের ক্ষেতে নতুন লাবণ্য
রেশমের মাঝে রক্তের চালাকি,

নীরবে এসেছি বিজলির জন্য
বিষণ্ন জীবনে বিজলি দেবে কি?
এই বিজলি তো প্রথম প্রাধান্য
যদিও সূর্যের হলুদের মেকি
যদিও পাপীর সমান জঘন্য
যদিও মাঠের গোধূলিতে খাকি,

তবুও এসেছি মাধুর্যের জন্য
কাব্যিক জীবনে মাধুর্য দেবে কি?
এই মাধুর্য তো কভু নয় দৈন্য
কভু তাতে নেই মরণের ঝুঁকি,
তবু শেষে দেবে, করবেও ধন্য
রাখবে না ছোট্ট তিল শূন্য ফাঁকি ॥

রক্তের কোরাস

রক্তে আমার স্বর্ণলতার সোনালি ইঙ্গিত
ঊর্মি সমান সপ্ত সুরের বাজানো সঙ্গীত
সূর্য সমান দীপ্ত সাহস
বজ্র সমান সিন্ধু সারস
তপ্ত সিঁদুর
উষ্ণ ইঁদুর

রক্তে আমার মধ্যদিনের রোদেলা ইন্ধন
সন্ধ্যাবেলার শম্পাশিখার জ্বালানো চন্দন
রাত্রিবেলার শান্ত আলোক
শীর্ণ ছোঁয়ার তীব্র ঝলক
শক্ত নিলয়
সত্য বিজয়

রক্তে আমার চৈত্র মাসের ধামালি গুঞ্জর
কাব্য ভাষার ছন্দে পতন চপলা নির্ঝর
নৃত্যগীতের শব্দ কোরাস
শঙ্খচিলের মিষ্টি সুহাস
শক্তি চরম
মুক্তি পরম

রক্তে আমার জন্মদিনের সাহসী স্বাক্ষর
লক্ষ তারার ফল্গুধারায় সাজানো অক্ষর
মুক্ত মনের তৃপ্তি হলুদ
অগ্নিবাণের উল্কা সুহৃদ
পিত্ত চমক
সর্ষে যমক

রক্তে আমার প্রাজ্ঞ প্রভার প্রমিত নির্ণয়
সত্তা স্বাধীন গর্বে শোভন পাথুরে নির্ভয়
স্বপ্ন সুখের পুষ্প কোরক
স্বচ্ছ মানের উচ্চ স্মারক
মুক্ত স্বদেশ
দীপ্ত স্বদেশ ॥

সমুদ্রের কাছাকাছি

নীল সমুদ্রের খুব কাছাকাছি
যেখানে মিশছে সন্ধ্যার আকাশ
সেখানে সূর্যের আলোর মৌমাছি
কবে কি রক্তিম রঙের প্রকাশ
ধরে কি কালোর মতো মিছামিছি
জোছনা রাতের হিসাব-নিকাশ,

সেখানে ঝরে কি তিষির শিশির
কাচের কণার মতো অভিরাম
জ্বলে কি ঝলসে চোখের বধির
সাদা পারুলের মতো সবিরাম
নিভে কি হঠাৎ উজ্জ্বল অধীর
দীপসম পেতে মৃত্যুর আরাম

সেখানে পড়ে কি নীলের গ্রহাণু
দুরন্ত চিলের ন্যায় বারবার
তাতে চমকে কি পাথরের তনু
টুকরো হয় কি নীলমণিহার
অজান্তে বাজে কি কাঁপা রুনুঝুনু
পিতলের সুপ্ত কালো চিৎকার,

সেখানে ফোটে কি অগণিত ফুল
ঝোপঝাড়ে জ্বলা জোনাকির ন্যায়
সুগন্ধ ঢালে কি নরম অতুল
জোছনার মতো তুলতুলে প্রায়
তাতে থমকে কি অলি-ভিমরুল
পূর্ণ করে সব লাল অভিপ্রায়,

সেখানে ছুটে কি কিশোর-কিশোরী
জীবনের বেগে তরঙ্গ উচ্ছল
কবিতা পড়ে কি যত আহামরি
নতুন ছন্দের রঙে ঝলমল,
তা কভু শুনে কি অরণ্যের পরী?
জলের আঁচলে যে নীলোৎপল,

এমন ঘটবে নিয়ম মাফিক
সহজ-সরল ভঙ্গিতে এবার
হঠাৎ হয়তো আঁখি অনিমিখ
মুহূর্তে দেখায় শম্পার বাহার
অথবা রাঙায়ে পুরো চারদিক
প্রাণের পিত্তের মতো একবার ॥

আঁধারের জন্ম-মৃত্যু

আসছে আঁধার রাত্রি
একটু রোদের গন্ধ নিয়ে একটি কাকের মতো
হালকা ঘুমের ছন্দ নিয়ে দুলকি ঘোড়ার মতো
আসছে চাঁদের রাত্রি,

আসছে তারার রাত্রি
একটু সুখের স্বপ্ন নিয়ে আলতা আলোর মতো
কমলা ফুলির শম্পা নিয়ে লালচে ঠোঁটের মতো
আসছে পীচের রাত্রি,

থামছে চুলের রাত্রি
জোছনা পুরের যাত্রী যেন থমকে মাটির মতো
শাপলা ফুলের রক্ত মেখে হলদে পরীর মতো
থামছে দুপুর রাত্রি,

চলছে শীতল রাত্রি
সুরমা নদীর ঊর্মি সম বিজলি আলোর মতো
ঝলসে ওঠার পদ্মসম উতলে ছুটার মতো
চলছে ভালুক রাত্রি,

সরছে আঁধার রাত্রি
একটি ভোরের দীপ্তি পেয়ে শিউলি ঝরার মতো
পাতলা মুখের ফর্সা দেখে আলতো ছোঁয়ার মতো
মরছে পীচের রাত্রি ॥

নদীর কাব্য

নদীর নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছি
দেখতে পানির ঢেউ ঢেউ নাচ
ঘাটের শিলার খুব কাছাকাছি
পলিতে জমানো শামুকের কাচ
কাচের উপরে উড়ে নীল মাছি
যেন আঁচলের ফুরফুরে ধাঁচ,

শুনতে পানির কল্লোল সঙ্গীত
উন্মুক্ত করেছি হৃদয় জানালা
স্বাধীন রেখেছি আলোর ইঙ্গিত
জড়ানো রক্তের রঙিন উতলা
শ্রীযুক্ত করেছি তাতে প্রশ্নাতীত
ভালোবাসা আর বিরহের জ্বালা,

জানতে পানির জীয়ন আস্বাদ
অগ্রিম দিয়েছি রাঙা উৎপল
দিয়েছি শাপলা ফুলের প্রসাদ
কিছু ঘ্রাণসহ চোখের কাজল
উজ্জ্বল করতে পলির বিষাদ
ঘোলাটে রঙের আধো ধোয়া ছল,

বুঝতে পানির সব উপকার
কখনো গরম কখনো শীতল
মরাল হয়েছি– কেটেছি সাঁতার
পায়ের বৈঠায় ছুঁয়েছি অতল
শুশুক হয়েছি– ডুবেছি দেদার
শুনতে মাছের আঁশটে গীতল,

জানতে পানির ভাটিয়ালি ধর্ম
উজানের সঙ্গে করেছি মিতালী
গ্রহণ করেছি পাহাড়ের কর্ম
পশু শিকারের নিয়ম প্রণালি,
আঁকড়ে ধরেছি অরণ্যের মর্ম
যেন ছল-চঞ্চলা কাঠবেড়ালি,

শিখতে পানির বহুবিধ গুণ
বার বার কত যে প্রশ্ন করেছি
তা যদিও চারু– খুব সুনিপুণ
তবুও রাত্রির মতো মিছামিছি,
তবুও লিখতে এমন দারুণ
নদীর কাব্য– একাকী দাঁড়িয়ে আছি ॥

একুশে ফেব্রুয়ারির মতো

বাংলার আদিগন্ত মাঠ সবুজের নরম গালিচা
উঁচু-নিচু ধানসিঁড়ি এই পাথরে বাঁধানো পুকুরের ঘাট
ছোট ছোট সোনার টুকরো এই ধান
রুপালি রেশম এই পাট
হেমন্তের নিশ্চিত আশ্বাস এই রবিশস্য
গ্রীষ্মের জীবনবীমা এই খরিফ ফসল
সৌন্দর্যের রক্তিমাভ উইঢিবি এই পদ্ম
কুয়াশার জমাট পাথর এই রাজহাঁস
একুশে ফেব্রুয়ারির মতো প্রতিদান,

বাংলার আদিগন্ত নীলাকাশ গৌরবের ক্যানভাস
মেঘের নির্যাস এই পাখির অস্থির উড়াউড়ি
গোলাপের পাপড়ির ছোঁয়া এই রোদ
অশ্রুর সফেদ আভরণ এই বৃষ্টি
মেহেদির টিপ এই সূর্য
গোধূলির কেলাসিত মমি এই চাঁদ
নির্মল আয়না এই দিন
কালো অক্ষরের চিহ্ন এই রাত্রি
একুশে ফেব্রুয়ারির মতো প্রতিদিন,

বাংলার সবুজ পাতার ছাউনির ঘর ছায়ানীড়
স্থাপত্য শিল্পের অদম্য বিকাশ এই রাজধানীর উপশহর
ফলপ্রসূ শুভাশিস এই মায়ের বকুনি
ভালো-মন্দের সঠিক নির্দেশনা এই বাবার শাসন
পিছনে অসীম শক্তির যোগান এই ছোট্ট ভাইটির স্নেহ
জাগতিক মাধুর্যের স্পর্শ এই ছোট্ট বোনটির চুমো
অনন্তের মধুর পরশ এই সুখ
মহাসাগরের স্বপ্নিল নীলিমা এই শান্তি
একুশে ফেব্রুয়ারির মতো প্রতিদিন,

বাংলার আদিগন্ত সবুজ অরণ্য মন হারানোর দেশ
রূপসীর শাড়ির আঁচল এই নয়নাভিরাম ছবি
আকাশের ছুটে আসা ভালোবাসা এই পাখি
হৃদয় থেকে উজাড় করে দেওয়া সম্মান এই ফুল
দুর্দিনের পদাতিক তারুণ্যের দীপ্তি এই সৈনিক মৌমাছি
স্বাধীনতার গানের একতারা এই চঞ্চল ভ্রমর
বিজয়ের প্রথম কোরাস এই গান
যৌবনের অদম্য প্রবাহ এই সুর
একুশে ফেব্রুয়ারির মতো প্রতিদিন,

বাংলার আসমুদ্র মাটি গৌরবে দাঁড়িয়ে থাকার সৈকত
শত্রুমুক্তভাবে বাঁচার অনিঃশেষ অধিকার এই নিরাপদ ঘাঁটি
সত্যের সোপান এই মসজিদ
প্রশান্তির সরণি এই মন্দির
সুখের আঁধার এই গির্জা
বাস্তবতার শাশ্বত স্মারক এই প্যাগোডা
রঙধনুর বর্ণালী এই ধর্ম
সমৃদ্ধির ধারাপাত এই কর্ম
একুশে ফেব্রুয়ারির মতো প্রতিদিন,

বাংলার গর্বদীপ্ত ইতিহাস সহস্র সূর্যের মহাকাশ
সোনালি শস্যের ক্ষেত এই নিযুত শহীদের রক্তে লেখা ক্যানভাস
অম্লান আলোর পিরামিড এই বীর
লাল সড়কের দূত এই শিল্পী
জাতির দিশারী এই সাহিত্যিক
শার্দুল সন্তান এই মুক্তিযোদ্ধা
প্রথম সাহসী কণ্ঠস্বর এই বঙ্গবন্ধু
যুগস্রষ্টা এই নজরুল
একুশে ফেব্রুয়ারির মতো প্রতিদিন ॥

যদি ভালোবাস

যদি ভালোবাস সবুজের দেশ
তবে প্রাণখুলে বলো ভালোবাসি
প্রতিদিন ঢালো দরদ অশেষ
সোনালি শস্যের মতো রাশি রাশি
প্রাণবন্ত করো– আঁখি অনিমেষ
বিজলির চেয়ে দীপ্ত : অবিনাশী,

মাঠের প্রচ্ছদে দাও অকৃত্রিম
স্বপ্নের ছোঁয়ায় নতুন ভরসা
বাঁচবার জন্য দাও শ্যামলীম
জীবন বীমার মতো কীর্তিনাশা
হাসবার জন্য দাও তারুণীম
চেতনার মতো সূর্যের ফরসা,

বর্ষার যৌবনে দাও রিমঝিম
বৃষ্টির কোমল কণ্ঠের দ্যোতনা,
কদম ফুলের নীল হিমশিম
দু'টুকরো করে বাড়াও চেতনা
এর দিব্য গুণে তাড়াও আদিম
বিশ্বাসের সব অসহ্য যন্ত্রণা,

পূর্বের পাহাড়ে জাগাও ঝরনা
ছন্দ পতনের তরল ফোয়ারা
এর স্পর্শে আনো শান্তির ঘরানা
পুরোনো সুরের প্রজন্মের ধারা
তাতে যোগ করা কিছু প্রস্তাবনা
নতুন দিগন্ত খোঁজার ইশারা,

সন্ধ্যার সাগরে জাগাও জোয়ার
সাঁতারে বিজয়ী সাহসীর জন্য
শুনাও তরঙ্গে সঙ্গীত দেদার
বাঁশির সুরের সমান অনন্য
তাতে যোগ করো লাবণ্য প্রভাব
ঝিলিক– অশ্রুর সমান সামান্য,

কুটিরে কুটিরে জাগাও সমৃদ্ধি
অনাদিকালের মতো অনিঃশেষ,
মানুষের মাঝে করো শক্তি বৃদ্ধি
সূর্যের আলোর অংশবিশেষ
ঔজ্জ্বল্যের মতো বাড়িয়ে পরিধি,
যদি ভালোবাস জননীর দেশ ॥

ঝরনা

নির্মল ঝরনা
অশ্রুমালা
বৃষ্টিধারা
পড়ন্ত রোদ্দুর
ঝরঝরঝর যেন বর্ষা অবিরাম
যেন কত সুর
যেন কত গান– আরাধ্য সঙ্গীত অভিরাম.

প্রসন্ন ঝরনা
পরিচ্ছন্ন ধারা
সুদীর্ঘ তরলরেখা
সহজ সরল রেখা সম
ঝমঝমঝম যেন পারদ তরঙ্গ সারাদিন
যেন কত স্বরবৃত্ত
যেন কত মাত্রাবৃত্ত-অক্ষরবৃত্ত-প্রস্বর প্রতিক্ষণ.

শীতল ঝরনা
ছোট ছোট নুড়িপাথর প্রবাহ
বর্ণমালা
শোভন শেফালিগুচ্ছ
রিমঝিম যেন প্রথম শ্রাবণ
যেন ফিসফিস
যেন কত পল্লব মর্মর– কত ঝুমঝুমি.

পার্বতী ঝবনা
চঞ্চল কিশোরী
আকাশ ফোয়ারা
পড়ন্ত যৌবন
ঝিরঝির যেন বাঁশঝাড় কিবা তালগাছ
কিবা শালবন
সকাল দুপুর বিকের গোধূলি অবধি ॥

মোহনা

এই তো মিশছে নদীর মোহনা
নীল পাহাড়ের খুব কাছাকাছি
যেখানে সাগর তরলিত লোনা
আঁধারের মতো কালো মিছামিছি
সন্ধ্যার আলোতে ঢেউ ঢেউ সোনা
ঝিলমিল করা একঝাঁক মাছি,

যেখানে সৈকত ধবধবে সাদা
চকচক করা জানালার কাচ
ঝলসে ওঠার আলেয়ায় বাঁধা
রোদের টুকরো জোছনার নাচ
রেশমি শাড়ির ছায়ামায়া ধাঁধা
আলো আঁধারির যত সাতপাঁচ

যেখানে অরণ্য গাঢ় সুনিবিড়
সবুজ ছোঁয়ার শাড়ির আঁচল
পাখিদের জন্য বিশ্বজোড়া নীড়
কাঁথার ভিতরে সুখের-শীতল
মানুষের জন্য রহস্যের ভিড়
চপল ছায়ার মতো অনুজ্জ্বল,

যেখানে বন্দর স্বপ্নের সমান
একটি চোখের উজ্জ্বল ইশারা
নীল সাগরের সাদা অভিমান
আকাশের প্রতি দুখের ফোয়ারা
জোছনা রাতের রুপালি সোপান
মেঘের ডানার ধবল পশরা,

যেখানে জীবন অনন্ত সুন্দর
সত্যের ছোঁয়ায় বাধা-বিঘ্নহীন
নক্ষত্রের মতো রঙিন ভাস্বর
মৃত্যুর মধ্যেও সজাগ রঙিন
সমস্ত সন্ধ্যায় গোধূলি ধূসর
কত যে সুখর স্বপ্নের অধীন,

সাঁতারু-ধীবর-নাবিকের মতো
এই মোহনায় গড়ব নিবাস,
এই নিবাসের ছায়ার সীমিত
মাটিতে করব একা বসবাস,
দেখব নদীর মোহনার যত
ভেলকিবাজির পার্থিব বিশ্বাস ॥

আর ভয় নেই

আর ভয় নেই মৃত্যুর অধিক
এই পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি
আর ক্ষয় নেই নীল ঝিকমিক
কালো বালুকার মতো নিরবধি
আর লয় নেই– এই চারদিক
যদি স্তব্ধ হয়– জমে যায় নদী,

এই তো জ্বলছে ভরসার সূর্য
নষ্ট করে সারা রাত্রির আঁধার
স্তব্ধ করে কালো সুরের গাম্ভীর্য
যা কষ্টের মতো করুণ দেদার
বন্ধ করে ঘুণে ধরা সাহচর্য
হয়তো বন্ধুর– কিবা তো আমার,

নির্জনে হাসছে পূর্ণিমার চাঁদ
মূক করে সারা পতঙ্গের বাঁশি
রুদ্ধ করে বন ঝিঁঝির বিবাদ
পাতা ঝরানোর স্বর অবিনাশী
দূর করে নৈশ লোনা অবসাদ
রিক্তার চোখের মেঘ-অশ্রুরাশি,

সুনীলে ভাসছে তামার তারকা
এক দুই তিন থেকে অগণিত
আঁধারের মাঝে কত সোনাপোকা
কুয়াশায় পড়ে লাল-হিমায়িত,
মাঠের উপরে রঙধনু আঁকা
ছবির ঔরসে ছিটেফোঁটা যত,

দিগন্তে পড়ছে গোধূলির ছোঁয়া
লাল ধোঁয়াশার মতো বারবার
হয়তো ঝরছে আলেয়ার ধোঁয়া
রেশমি রেণুর রঙিন আঁধার
নয়তো নামছে নীলিমার মায়া
জড়ানো আশার বিশাল বাহার,

এবার আনন্দে পতাকা উড়াও
সফেদ মেঘের খুব পাশাপাশি
আর গলা ছেড়ে মুক্তকণ্ঠে গাও
জীবনের যত গান– অবিনাশী,
পুরস্কার নিতে দু'হাত বাড়াও
মনীষীর মতো– হে উচ্চাভিলাষী ॥

ভালো-মন্দ

যত কিছু দ্যুতিময়
মোতি নয়, লালে লাল
মাঘ মাসে যত জয়
শীত নয়, পীতগাল,

চারদিকে সুসময়
পীচ নয়, চকচক
বিলেঝিলে নির্ভয়
সাপ নয়, সাদা বক,

সবকিছু সংশয়
কাক নয়, গাঙচিল
অভিরাম সুর-লয়
ক্ষুর নয়, খিলখিল,

প্রেমে প্রেমে পরাজয়
ক্ষতি নয়, শুধু লাভ
আঁধারের যত ক্ষয়
পাপ নয়, কামিয়াব,

এই নীল আহ্লদয়
মূক নয়, সচেতন
প্রাথমিক পরিচয়
ছোট নয়, আজীবন,

অকারণে অপচয়
ভালো নয়, শুধু ভুল
ঝকঝকে সমুদয়
মাছি নয়, বুলবুল

সবকিছু সঞ্চয়
পীচ নয়, অভিরাম
আধো কোনো নিশ্চয়
ঠিক নয়, বিধিবাম ॥

প্রগতির জন্য

পাখিরা উড়ছে আলো ঝিলমিল
আকাশের দিকে প্রগতির জন্য
ওই প্রগতিতে আছে নীল নীল
লাল লাল সাদা রঙের তারুণ্য
আছে জীবনের কিছু অনাবিল
সোনালি যৌবন মেশানো লাবণ্য,

ওই তো পাখিরা উড়ছে দেদার
ধাবন্ত মেঘের মতো ক্লান্তিহীন
ওই তো ছাড়ছে গ্রহের আঁধার
অজানা ছায়ার শ্যামলা মলিন,
ওই তো ঝাড়ছে ডানার বাহার
গোধূলির মতো ধোঁয়ার সঙ্গিন,

ওই তো সামনে নড়ছে যে নীড়
দুষ্টু বাতাসের মাঝে অভিরাম
সে নীড়ে পাখিরা ধরবে নিবিড়
স্বপ্নের ছোঁয়াচে সুখের বিশ্রাম
বকছে সুপ্তিতে কত বিড়বিড়
ভাষায় ফুলের মতো অভিরাম,

ওই তো পাখিরা জাগছে অমল
আলোর মঞ্চের পরীদের ন্যায়
আবার উড়ছে কালো হয়ে প্রায়
একত্রে ডাকছে যেমন সচল
ঝরনার জল গান গেয়ে যায়

ওই তো পাখিরা ধরছে গ্রহাণু
কালো আকাশের খুব কাছাকাছি
যেখানে নিয়ত বাঁকা রঙধনু
সূর্যের আলোতে সোনার মৌমাছি

যেখানে আলেয়া পৃথিবীর ঝানু
রঙিন ফুলের এক মালাগাছি,

ওই তো পাখিরা পেয়েছে দেদার
রুপালি পেখমে আবৃত প্রগতি
ওই তো আনন্দে ধরেছে উদার
যৌবন জড়ানো ঝলমলে গীতি
ওই তো নির্ভয়ে করেছে প্রচার
বীরত্ব ছড়ানো বিজয়ের স্মৃতি ॥

বাঁকা পথের ইমেজ

বাঁকা পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম
তুতেনের মতো একা
সূর্যের মতো একা
পৃথিবীর চাঁদের মতো একা,

পথের দু'পাশে মাঝেমধ্যে গাছ ছিল, বন ছিল
কোনো কোনো গাছের ছায়ায় বাতাসে শুকনো পাতার মর্মর বাজছিল
কোমল হৃদয়ে এর প্রতিধ্বনি ছিল
ফুলের কুঁড়ির মতো নরম নরম,

বনের আকাশে ছোট্ট ছোট্ট রঙিন পাখিরা উড়ছিল
কিচিরমিচির ভাষায় তারা ভালোবাসার কথা বলছিল
সাজানো সংসারের কথা বলছিল
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বলছিল,

পথ অতিক্রম করে হঠাৎ একটি খরগোস গিয়েছিল
একটি শেয়াল গিয়েছিল
একটি বিড়াল গিয়েছিল
একটি কুকুর গিয়েছিল,

অনেক নিকট থেকে তা দেখছিলাম
যেমন মা পাখি তাঁর ছানাগুলো দেখে
যেমন জননী তার সন্তান শিশুকে দেখে
যেমন শিক্ষক তাঁর মেধাবী ছাত্রগুলোকে দেখে,

সেতু পার হয়ে যাচ্ছিলাম
সেতুর নিচের কিশোর নদী অনেক দূরে চলে গিয়েছিল
কয়েকটি হাঁস ঢেউ ঢেউ পানিতে সাঁতার কাটছিল
নৌকাগুলো দুলছিল

সবুজ মাঠের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিলাম
নীল পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিলাম
নীল সমুদ্রের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিলাম
সন্ধানীর মতো একা

হলুদ হৃদয়ে কোনো ভয় ছিল না
কোনো বন্ধুও ছিল না
শুধু কাঁধে ঝুলানো ফ্ল্যাস্কে কিছু চা ছিল
একটি ক্যামেরা ছিল,

একটি হাটের কাছে থামছিলাম
হাটের লোকেরা ঘিরে দেখছিল
কেউ কথা বলছিল না
কিন্তু তাঁরা বধির ছিল না,

সন্ধ্যার পর পর রাত্রি এসেছিল
আঁধারে সবার মুখ ঢেকে গিয়েছিল
আকাশে তারকা জ্বলছিল
নিচে বাতির মতো জোনাকি জ্বলছিল ॥

এইবার শালবন দাও

এইবার দাও এক শালবন
উত্তরে দক্ষিণে দিগন্ত অবধি
যার কোল জুড়ে ফুটবে শোবন
রেণু ভরা ফুল সুন্দর অনাদি
সন্ধ্যায় ঝরবে— তুলবে স্পন্দন
যেখানে যৌবন হারায়েছে নদী,

ছায়ায় ছায়ায় থাকবে শীতল
—জীবন বাড়ানো প্রাণের আস্বাদ
যৌবন জড়ানো ঝিঁঝির গীতল
মঞ্জির মালার সুখর আবাদ
চমক ছড়ানো সোনার পিতল
—আলো জোনাকির বাণিজ্য অবাধ,

একটু আড়ালে মাতবে ভ্রমর
পার্বত্য দেশের পাগলীর মতো
আকণ্ঠে রাখাবে বাঁশির প্রস্বর
যেন বাগানের ফুলকুঁড়ি যত
দক্ষিণ বায়ুর উত্তরা লহর
যেন ওড়নার নাচ অবিরত,

নীরবে ঘুরবে তরুণ শিকারি
হৃদয়ে জ্বালিয়ে শম্পার স্বভাব
সহসা দেখায় হাসির প্রভাব
সহসা নাচবে— যেমন ময়ূরী
হঠাৎ নাচায় পুচ্ছের সদ্ভাব,

শান্তিতে তাকবে পাহাড়ি স্বজাতি
খাসিয়া, মারমা চাকমা টিপড়া
আগামী দেখবে— সুন্দর বিভূতি
মাখানো একটি নিরাপদ পাড়া

জাগানো দেদার শত অনুভূতি
আবেগ উল্লাসে একুশের সাড়া,

তাই দ্রুত দাও এক শালবন
আজ এতটুকু লাল অভিপ্রায়
আজ এতটুকু আশার স্পন্দন
যেন হৃদয়ের বুনো সম্প্রদায়
যেন চিরন্তন স্বপ্নের চুম্বন
প্রথম জন্মের নতুন অধ্যায় ॥

কাশফুলের উৎপ্রেক্ষা

এই কাশফুল যেন
কুয়াশার অঙ্গীকার
সাদা মেঘের টুকরো
নীল পাহাড়ের ধোঁয়া
শিউলির পুরস্কার
দু'চোখের চারদিক
সুরমার রাজহাঁস
শোভন চুনাপাথর
প্রবাল কীটের নুড়ি
এই পদ্মার ইলিশ
নৈশ পৃথিবীর চাঁদ
বিলেঝিলে বকপাখি
সৈকতের কাচবালু
সুমেরুর হিমবাহ
ঘুণটি নৌকার পাল
পত্রলেখার কাগজ
হ্যাঙ্গারের সাদা শার্ট
কোন শতায়ুর চুল
তরুণ পেঁপের বীজ
ছোট্ট কিশোরীর দাঁত
শুকনো পাটের আঁটি
হিমালয়ের তুষার
জমাট বাঁধা পারদ
সাগরের জেলিফিশ
নীল ঝরনার জল
সুগন্ধী গোলাপজাম
নারকেলের হৃদয়
সাহারার মরীচিকা
লম্বা বাসমতি চাল

মাঠের জাপানি মুলা
বাতাসে উড়ানো তুলো
ময়দার সাদা রুটি
শেষ সন্ধ্যার নিকেল
হালকা রুপার পাত
এক বাটি মিঠে দই ॥

প্রথম প্রহর

দীর্ঘরাত্রি প্রত্যুষে এসে খোঁপায় বাঁধছে কেশ
তাই দিগন্তে কজ্জ্বল কালো কোকিলের নেই লেশ
তেয়াগ করছে সে এই স্বদেশ
চলছে একাকী গোধূলির শেষে পদ্মার কাছাকাছি
যেখানে সাগর কুয়াশার মতো সুন্দর মিছামিছি
মর্মর সুরে কলকলসম
গায় সঙ্গীত নীল মনোরম
হলুদ দুপুরে সাদা শততম
তরঙ্গে করে নাচ
ভাঙে ঘুমের স্বপ্ন জড়ানো চোখের পারদ কাচ.

জাগছে সূর্য পাটলের ঘোড়া মেহেদির মতো লাল
যেন আগুনের সিঁদুর গোলক্– উল্কার চাপা গাল
যেন রক্তের তরুণ শেয়ার
এর রোদ্দুরে সারা দিগন্ত হবে ঘন উজ্জ্বল
যেন ঝকঝকে যৌবন ভরা আয়নার শতদল
উষ্ণতা হবে শম্পার মতো
কখনও তাজা– কখনও মৃত
সহ্যের মাঝে থাকবে সীমিত
একটানা ত্রুটিহীন
নতুন অঙ্গে আনন্দে মেখে অস্তরাগ রঙিন.

দূর নির্জনে বন অরণ্যে ডাকছে নিযুত পাখি
সুকণ্ঠে রেখে চারু সঙ্গীত– ছন্দের মাখামাখি
মাতালের মতো লাল করে আঁখি
পুচ্ছ নাচায় চোয়ার-ভাটার জলতরঙ্গ করে
হয়তো কাঁপায় পিছু বৈরীর আক্রমণের ডরে
মধ্যে মধ্যে উৎসাহ নেয়
স্বল্প শক্তি করে অপব্যয়
গাছ থেকে গাছে উড়াউড়ি দেয়
ছুঁয়ে নেয় ঘননীল
দেখতে তারার উদার হাসির খিলখিল-ঝিলমিল.

ফুটছে কুসুম নীল কুমকুম যেন নবীন কিশোর
এই পৃথিবীর প্রথম অধীর বিকলির ঘনঘোর
যেন চেতনার চকিত চকোর
চির সত্যের স্বপ্ন জড়ানো লালসালুর বিকাশ
এই তো ঢালছে বেশ দেদারছে সুগন্ধী নির্যাস
যার আস্বাদ সাদা অমৃত
স্নেহের সমান নরম ললিত
একটু উষ্ণ আরেকটু শীত
মেঘের মতো হালকা
যেন ইমেজের ওজনশূন্য আলোর স্রোত উল্কা,

ঝরছে শিশির যেন রিক্তার ব্যথার অশ্রুজল
তরুণ পেঁপের বীজগুলো থেকে সফেদ সমুজ্জ্বল
যেন ফুটফুটে মুক্তোর ছল
যাঁর অভিষেকে প্রথমে ভিজছে এই যে আশ্বিন মাস
দূর প্রান্তরে জাগ্রত থাকা সবুজ দূর্বাঘাস
নিশীথে নিবিড় তরুবল্লভ
কুঞ্জবনের পাখা পল্লব
মুক্ত মাঠের ধান গম যব
বিলের গোলাপি হাঁস .
নীল পাহাড়ের কুন্তলে জাগা চামেলি বেলি পলাশ,

ভাসছে চাঁদ, কী নীল ক্যানভাসে, যদিও জোছনাহীন
যদিও সাঁকোর মতো বঙ্কিম, বেতমের মতো ক্ষীণ
গোধূলির মতো ধূসর মলিন
হলুদ সূর্য কিছু রোদ্দুর দিবসে দ্যায় না ঋণ
তাই বুঝি এই দৈন্য দশাতে পড়ছে দারুণ লীন
বুঝছে কষ্ট সাদা মজ্জাতে
ঢাকছে মুখটি মেঘের শয্যাতে
পল্লী প্রিয়ার মতো
কাঁদছে করুণ পদ্মের ন্যায় ঠাণ্ডাতে হই মৃত,

থাকছে স্থবির মেঘমালতীর গাঢ় নীলের কুঞ্চ
উদার বক্ষে ধরে ঘুমন্ত নত তারকাপুঞ্জ
যেন জোনাকির স্ত্রীদের গঞ্জ
যা ছিল রাত্রে কালো বিড়ালের চোখ থেকে উজ্জ্বল
চরের বালুর অশ্রুজলের চেয়ে বেশ মখমল
পুষ্পের চেয়ে বেশ উন্নত
আলেয়ার চেয়ে বেশ অক্ষত
শম্পার চেয়ে বেশ শাশ্বত
সহজ শোভন প্রায়
যেন পল্লীর তরুবল্লীর চাঁদমল্লীর ন্যায়,

জাগছে কিশোরী কচি সুন্দরী সূর্যের চেয়ে দ্রুত
স্বচক্ষে ধরে নতুন চমক রক্তজবার মতো
যেন লালে লাল চারু সংহত
এখন নেই যে আবেগ জড়ানো ঘুমের তন্দ্রালস
নেই যে দারুণ দুঃখ পাবার ভালুক কাজল বশ
সুপ্তি সুখের স্পর্শ রতন
করছে দু'টিকে অমূল্যধন
যেন হলুদের রক্তে শোভন
নতুন সঞ্জিবনী
কিবা পৃথিবীর আঁধারের মাঝে বজ্রের প্রতিধ্বনি,

উড়ছে ভ্রমর পুষ্পের প্রতি– আনতে মধুর রেণু
দরাজ কণ্ঠে রেখে গুঞ্জর, নূপুরের রুনুঝুনু
যেন সুর ভরা কালো রঙধনু
খুঁজে পাহাড়ের আঁধার গর্ত– বৃক্ষের সরু বাঁক
এই তো বাঁধছে শ্রম ব্যয় করে টসটসে মৌচাক
যার লাল রসে ভরা যৌবন
চৈত্র মাসের নীল শিহরণ
আস্বাদে মিলে নতুন জীবন
জ্বলন্ত বিশ্বাস
দ্রুত দূর হয় এই হৃদয়ের মৃত্যুর মতো ত্রাস,

কাঁদছে রিক্তা দেওড়ির কাছে– কখনও ঘাটে যাই
গত রাত্রিতে তাঁর বন্ধুটি কেন ঘরে আসে নাই
মৃত্যু ধরছে কী একাকী পাই,
শেষ কথা ছিল, সে আসবে ছুটে সূর্য ওঠার আগে
রুপালি আলোয় ঝলমল করা সাদা গন্ধার বাগে
দু'টি হাতে নিয়ে ঋতুর রঙিন
ফুল বাহারের পেখম সঙ্গিন
যেন রক্তের সোনালি শাহিন
কালো শিশিরে সিক্ত
নীলচুড়িসহ নীলশাড়ি আর ওড়না অতিরিক্ত,

ঢাকছে শরীর কালো পর্দাতে শহরের কালো নটী
ফর্সা নয় যে চলার জন্যে নিরাপদ পরিপাটি
যেন কষ্টের এক স্থির ঘাঁটি
এখানে সুস্থ দীপ্ত পুরুষ শান্তিতে করে বাস
এখানে জন্মে যার প্রজ্ঞায় সুখের দূর্বাঘাস
তাঁর প্রতিবাদে হয়তো জীবন
আর অবাধ্য কচি যৌবন
নকশীকাঁথায় পড়বে সীবন
হবে নীল উৎপল
যেন সংসার সাগরের মাঝে ছন্দিত কল্লোল,

কালো রাত্রির প্রহরার মাঝে কোজাগরী ঢের যায়
এই তো ঢুলছে পল্লী প্রহরী মাতালের মতো প্রায়
যেন বিকেলের তন্দ্রার ন্যায়
যার কষ্টের বিনিময়ে এই সম্পদ সমুদয়
নীলিমার মতো উন্নত থাকে, যত্নে রক্ষা হয়
আর ঘুম যায় নিসর্গলোক
নিরাপদে থাকে ঝিঁঝির শ্লোক
কুয়াশায় ঘেরা চাঁদের আলোক
স্বপ্নের অরণ্য
আর পৃথিবীর সমান অধীর উচ্ছল তারুণ্য,

ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপছে করুণ তটিনীর কাশবন
যার তাল লয়ে বাজছে বেসুর মর্মর নিক্বণ
যেন সেতারের সহজ স্বনন
ছোট ঝরনার উথলে ওঠার নন্দিত কোলাহল
অলক কিশোরী শব্দে চলার ছন্দিত উচ্ছল
বাঁশের বাঁশির দুপুরের গান
বৈরী বৃষ্টির ঐকতান
পিন পতনের মতো সুনসান
পিঁপড়ার কালো স্বর
সারা পৃথিবীর সাতসুর থেকে যা নিটোল সুন্দর।

কালো পাথরের মসজিদ থেকে আসছে সাদা আজান
সেজদা পাবার জন্য যোগ্য– আল্লাহ মহীয়ান
তা স্বাক্ষর আলোর কোরান
আর বান্ধব, ঈসার কণ্ঠে আহমদ চারু নাম
যার নামে রোজ থাকছে দরুদ– সম্মান অভিরাম
তাই তো ছুটছে কত মুসল্লি
ভেদ করে কত নগর পল্লী
ছিঁড়ে কত কালো ভোরের ঝিল্লি
কুয়াশার অরণ্য
জীবন জয়ের জন্য আনতে হিরের মতো পুণ্য.

নতুন স্বপ্নে উল্লাসে মেতে চলছে তরুণ চাষী
আনমনে গেয়ে বজ্র জড়ানো সঙ্গীত অবিনাশী
অন্তরে রেখে ভালোবাসাবাসি.
এবার নতুন শস্যে শ্যামল করবে মুক্তমাঠ
এই শস্যের লাল রোদ্দুরে রঙিন করবে হাট
তাতে নিশ্চয় নিষ্ঠুর ক্লেশ
ত্বরিতে ছাড়বে আমাদের দেশ
আঁধারের মাঝে হবে নিঃশেষ
পলক ফেলার মতো
একটু জাগতে পারবে না আর. আসলেও ভোর শত.

এই তো বাজছে বাঁশির শব্দে বিরহের কালো সুর
প্রথম প্রহর হবে ধবধবে কাফনে মোড়া দুপুর
করবে কণ্ঠ বধির নূপুর,
তাই তো কাঁদছে বিপুলা পৃথিবী– পাহাড়-নদী-সাগর
মেঘের নিকটে একাকী কাঁদছে আকাশ নীল নাগর,
উড়ছে ব্যথার সমান প্রস্বনি
ভেদ করে কত ফুলের অরণি
কত স্বপ্নের শোভন সরণি
কত আশার মোহনা
প্রথম প্রহর আরেকটু থেকো, হঠাৎ করে যেও না ॥

আঁধারান্তিক

আঁধারে মিশছে আলোর ভ্রমর
যেন গন্ধ ভরা কুসুমের কুঁড়ি
যেনবা ডুবছে সোনার কমর
আলতা জড়ানো আলেয়ার নুড়ি
যেনবা হারছে সন্ধ্যার প্রহর
শেষ জীবনের লাল ধানসিঁড়ি,

তাই তো ছিঁড়ছে আশার আঁচল
যেখানে স্বপ্নের কারুকাজ ছিল,
ছিল নীলিমার তাজা উৎপল
ধবধবে সাদা মিশমিশে কালো
ছিল সবুজের পাতার শীতল
ছায়ায় ছায়ায় কাক কতগুলো,

নীরবে ঝরছে আশ্বিনের বৃষ্টি
হৃদয় নাড়ানো রিমঝিমহীন
যেখানে চিলের অপলক দৃষ্টি
বারবার ভিজে ধূসর-মলিন
সারা জীবনের অকৃত্রিম সৃষ্টি
স্যাঁতসেঁতে কালো নষ্টের অধীন,

আঁচড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ
সৈকতের মাঝে আহতের মতো
যেনবা বলছে পায়ে পড়ে কেউ
মাফ করে দাও ভুলত্রুটি যত
অথবা কাঁদছে দলছুট ফেউ
বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় অবিরত,

মাটিতে লুটছে দূর নীলাকাশ
দূরবাসী বৃদ্ধ পথিকের ন্যায়,
যেখানে সবুজ দেশের বাতাস
নেচে নেচে এসে হেসে হেসে যায়
সঙ্গে নেয় ধুলো বালুর সুবাস
মলিন মাটির সাদা অভিপ্রায়.

রোদ্দুরে মরছে নরম অঙ্কুর
অলক শিশুর অতি কচি প্রাণ
যেখানে দুরন্ত দিনের দুপুর
টুকরো কাচের মতো বেমানান
যেখানে পাতার মর্মর নূপুর
মৃত্যুর সমান বিষাদের গান ॥

শান্ত কোলাহল

শান্ত কোলাহল মধুর সঙ্গীত
পল্লব মর্মর— নূপুর নিক্বণ
সুরেলা বাঁশরী প্রেমজ ইঙ্গিত
তরঙ্গ জোয়ার সাগর গর্জন
পিউ পিউ তান— লহরী ছন্দিত
কিছু কিছু সুর সুষম অর্জন।

শান্ত কোলাহল যেন ফিসফিস
টসটস রস ভরা রিমঝিম
আফিম আফিম মধু হিসহিস
ঝিঁঝির মঞ্জির ত্যেজ তারুণীম
ধানশীষ সম মনকাড়া শীষ
নরম আশিস মাথা ঝিমঝিম.

শান্ত কোলাহল কুহু কুহু গান
জীবন অবধি প্রিয় কণ্ঠস্বর
কলকল ধ্বনি অফুরান টান
অনেক ভ্রমর অনেক গুঞ্জর
ধপাস ধপাস শব্দ চলমান
টুপ টুপ ডুব বাহির ভিতর।

শান্ত কোলাহল ভৈরবী রাগিনী
ফত ফত ফত নীল পারাবত
শাওন কাজরী ঝরঝর ধ্বনি
ঝুমুর ঝুমুর সুর সংহত
পড়ন্ত পূরবী শৈশব বকুনি
ঝনঝনঝন সুর সংযত।

শান্ত কোলাহল কথা কানাকানি
চুল টানটানি একটু ইশারা
শব্দহীন চলা ডানা ঝাপটানি
ইঁদুর শিকার বধির পাহারা
নীরব সশব্দ কালো বিড়ালিনী
ধূলিঝড় ভরা নির্বাক সাহারা ॥

আজ শুধু চাই

আজ শুধু চাই মুক্ত নীলাকাশ
এই পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি
যেখানে জ্বলবে হলুদের আঁশ
অথবা সূর্যের লেলিহান হৃদি
প্রথম ভোরের উজ্জ্বল প্রকাশ
যেন জীবনের ঝলমলে আদি,

খোলা মনে চাই আদিগন্ত মাঠ
যেখানে থাকবে শস্যের সম্ভার
এর পাশ ঘেঁষে কৃষকের হাট
যেখানে থাকবে ব্যস্ত কারবার
এর বাহু ঘেঁষে ছোট ফেরিঘাট
যেখানে থাকবে মাঝির বাহার,

বুক ভরে চাই সবুজের ছোঁয়া
যেন পৃথিবীর প্রশান্তির আলো
যেখানে থাকবে কুয়াশার ধোঁয়া
মেঘের ছায়ার ভেজা ভেজা কালো
নরম বৃষ্টির আসমানি দোয়া
যেন সমৃদ্ধির পৌরুষ ঝাঁঝাল,

খুব কাছে চাই দূর বনভূমি
যেখানে থাকবে কিচিরমিচির
নিমেষে বাজবে নীল ঝুমঝুমি
শুকনো পাতার কথা ঝিরঝির
পরীর গানের মতো নামিদামি
প্রজাপতি আর ঝিঁঝির মঞ্জির

চোখে চোখে চাই উত্তাল সাগর
এই জীবনের তরল সীমানা
যেখানে থাকবে তরঙ্গ জাগর
উড়ন্ত পাখির ফতফত ডানা
বাতাসে কাঁপানো ফেনিল নাগর
যেন লবণের সরল বাহানা,

প্রতিদিন চাই পূর্বের পাহাড়
আকাশে ঠেকানো মাটির দেয়াল
যেখানে ঝরনা করবে উজাড়
আপন ছন্দের মধুর খেয়াল
যেখানে ডাকবে জলের অসাড়
ভঙ্গিতে বনের দুরন্ত শেয়াল ॥

সচিত্র আঁধার

জ্বলছে জোনাকি
সোনার সিঁদুর
চোখের চালাকি
সমান মধুর
কালো নয় আর নিকষ আঁধার
ভালুকের মতো পীচ হাহাকার,
তা এখন লাল-সচিত্র আঁধার।

জ্বলছে প্রদীপ
উজ্জ্বল পাহারা
একটি সন্দ্বীপ
সমান সাহারা
পিক নয় আর মেঘের আঁধার
কয়লার মতো মৃত বারবার
তা এখন স্বর্ণ– সচিত্র আঁধার

জ্বলছে পূর্ণিমা
সুবর্ণ সুন্দর
পাটল– তনিমা
সমান সুখর
চুল নয় আর রহস্য আঁধার
আলকাতরার মতো কৃষ্ণসার
তা এখন রক্ত– সচিত্র আঁধার,

জ্বলছে তারকা
বিড়ালের চোখ
লাল অগ্নিরেখা
পারদ পরখ
অন্ধ নয় আর ফিঙ্গের আঁধার
কাজলের মতো করুণ দেদার
তা এখন তামা– সচিত্র আঁধার

জ্বলছে শম্পারা
অনেক পতঙ্গ
যেমন চম্পারা
আলেয়া তরঙ্গ
নিগ্র নয় আর পুমার আঁধার
শকুনের মতো মলিন তাতার
তা এখন উল্কা– সচিত্র আঁধার।

রক্তের গোলক

পূর্বের আকাশে উঠছে সুন্দর
সোনালি রঙের রক্তের গোলক
ধরছে শরীরে উজ্জ্বল প্রখর
চেতনা জাগানো নতুন পুলক
হাসছে মুখর নদীর সুখর
মরাল ঊর্মির মতো ঝকঝক,

তাঁর স্পর্শ নিয়ে দূর বনভূমি
ফুল বাহারের রূপে অভিরাম
সবুজ ছবির মতো নামিদামি
ঘুমন্ত শিশুর মতো সুমসাম
ছায়ায় ঝিঁঝির কত ঝুমঝুমি
বাজছে বাঁশির সুরে অভিরাম,

তরঙ্গে তরঙ্গে দুলছে সাগর
পাগলা ঘোড়ার মতো বারবার
আকাশে উঠছে মেঘের নাগর
বিজলি মেশানো সাদা অলঙ্কার
গভীরে রাখছে দুরন্ত জাগর
সিংহের মতো বজ্রের হুঙ্কার,

নতুন চমকে জাগছে পাহাড়
কোলে নিয়ে এক কিশোরী ঝরনা
যার কণ্ঠ বেয়ে বাজছে দেদার
ঝরঝর করে সুরের শাহানা,
ফুটছে ফেনিল রঙের বাহার
ডালিয়ার মতো যত বজ্রকণা,

শীতল শিশিরে ভিজছে ফসল,
চিরল বিরল সব দূর্বাঘাস
কখনো কাঁপছে ফেনিল উচ্ছল
ঊর্মির সামনে– শঙ্কিত দাঁড়াস,
কখনো ঘামছে সাদা উৎপল
সূর্যের সামনে– ভোরের কার্পাস,

এই তো সময় সুখের সমান
চারু চারুময় নরম অধিক
এই তো সময় যেন বহমান
পাহাড়ি নদীর জল ঝিকমিক
কিন্তু তাঁর স্থিতি ছোট্ট শোভমান
পতঙ্গ হলেও উজ্জ্বল স্ফটিক ॥

আমাকে ডাকছে

আমাকে ডাকছে দূরের আকাশ
যেখানে সূর্যের রঙিন উদয়
অনেক আশার উজ্জ্বল প্রকাশ
ঘুমন্ত স্বপ্নের জাগ্রত বিজয়
নতুন জীবন প্রথম আশ্বাস
সফল চর্চার উন্নত আশ্রয়,

ইঙ্গিতে ডাকছে পূর্বের পাহাড়
যেখানে সবুজ সহজ সচ্ছল
শীতল ছায়ার আঁধার অসাড়
গভীরে ঝরনার গীতল উচ্ছল
যেমন কাজরী প্রলুব্ধ আষাঢ়
দুপুরে স্তিমিত বিকেলে পিচ্ছল।

নীরবে ডাকছে নির্জন অরণ্য
যেখানে মদির মাতাল ভোমরা
ফুলের সুগন্ধে রক্তিম তারুণ্য
সকালে চঞ্চল সন্ধ্যায় মুখরা
প্রতিটি যৌবন সুন্দর অনন্য
যেমন সচিত্র আঁধারে আমরা

সাহসে ডাকছে কল্লোল কুমারী
যেখানে সঙ্গীত মধুর পরম
ঘুণটি নৌকার আড়ালে মাধুরী
মাধুর্য বানায় চোখের শরম
জলের গভীরে শুশুক বাহারি
ঝলছে ঝলসে চঞ্চলা চরম।

সশব্দে ডাকছে দক্ষিণ সাগর
যেখানে সলিল সরল মুকুর
জোয়ারে অবাধ্য কিশোর জাগরণ
অথবা খেপটা শিকারি কুকুর
যেমন উচ্ছল ফেনিল নাগর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বৃষ্টির পুকুর।

যেখানে চলব সেখানে থাকব
সেখানে রাখব সচল জীবন
সরল পন্থাকে সেখানে ধরব
সেখানে করব হৃদয় সীবন
মাটির মমতা পেতেই ডাকব
ঘুমের গভীরে শান্তির মরণ ॥

একবার এসো

একবার এসো আলোর সমৃদ্ধি
বাংলার বুকে বিপ্লবের মতো
একবার এসো উজ্জ্বল প্রসিদ্ধি
বাংলার বুক করতে উন্নত
একবার এসো সুন্দর শ্রীবৃদ্ধি
বাংলার মাটি রাখতে অক্ষত

এই তো আশাতে দারুণ একাকী
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথ চেয়ে আছি
এই তো আশাতে করে ডাকাডাকি
আনতে চাই যে খুব কাছাকাছি
রাখতে চাই যে লাল টুকিটাকি
লতার সুতোতে করে মালাগাছি,

কভু পূরবে কি এইসব আশা
আসন্ন রাত্রির আগে একবার
কভু ঝরবে কি এই অবিনাশা
রাখালের মতো করে চিৎকার
কভু পড়বে কি এই চারু খাসা
ধরে সেতারের কালো ঝংকার,

বিফলে যায় না কোনোদিন কিছু
এই কথা আজ জানি আর মানি
তাই তো ছাড়বি না আশার পিছু
যদিও থাকছে রশি টানাটানি
যদিও থাকছে আঁধারের কিছু
রহস্যের মতো সংশয় গ্লানি,

অবশ্য আসবে এমন ঐশ্বর্য
ছড়িয়ে রঙিন শম্পার আলোক
জড়িয়ে সোনার সমান বৈদূর্য

জোনাকির মতো ছোট্ট অমূলক
তাই সে অবধি চাই শুধু ধৈর্য
প্রতীক্ষার বুকে যা পরিপূরক,

এই তো এসেছে আলোর সমৃদ্ধি
বাংলার বুকে প্রভাতের মতো
এই তো করছে বাংলার হৃদি
ঝকঝকে সাদা-চারু সংহত
এই তো ঢালছে সুখ নিরবধি
মানুষের জন্য— প্রয়োজন যত ॥

কাশের তনিমা

যেখানে রয়েছে আলোর চমক
ফিরোজা রঙের নরম ধমক
তিনটি বর্ণের সমান যমক
রাতের রেশম সদৃশ্য সোনালি
সেখানে রয়েছে আমার রুপালি
চাঁদের উপমা
কাশের তনিমা

একাকী তরল আঁধারে খুঁজবো
হৃদয় জড়ানো শোণিতে পুজবো
একান্ত একক আপন বুঝব
যেমন হৃদয়ে হৃদয় সদৃশ্য
জোছনা হারানো বনের রহস্য
ছায়ার অনিমা
কাশের তনিমা

প্রতিটি দিবস করব মধুর
জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সুখের রোদ্দুর
অথবা সূর্যের প্রতীক সিঁদুর
প্রথম প্রত্যয়ে রাঙানো মোড়ক
যেমন দিঘীর কমল কোরক
জড়ানো নীলিমা
কাশের তনিমা

এমন ছোঁয়ায় আনব ফাল্গুন
নতুন প্রজন্ম নতুন আগুন
বাড়িয়ে বাড়িয়ে দ্বিগুণ ত্রিগুণ
যেমন পূর্বের রক্তিম ঊষসী
সদৃশ্য সুন্দর অলক অতসী
অনন্য প্রতিমা
কাশের তনিমা ॥

কে তুমি দিয়েছ

এই নীলাকাশ, এই সূর্য, এই চাঁদ, এই উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ
এই সোনালি রোদ্দুর– মন মেহেদির তুলতুলে স্পর্শ
এই রুপালি জোছনা– শরতের কাশফুল
এই ঝিকিমিকি– ময়ূরের পেখমের মতো প্রজাপতির চিতল ডানা
যেন রক্তের অঙ্গার
রজনীগন্ধার অলঙ্কার
পাখির হলুদ লেজ
কে তুমি দিয়েছ,

এই ফসলের মাঠ, এর পাশ ঘেঁষে তরঙ্গসঙ্কুল নদী
আর জলে ভাসানো নৌকায় পাকা ধান– কৃষাণের সোনালি গৌরব
কিবা ঢেউয়ে জাগ্রত পদ্মা-মাঝির পদক
আর এই সবুজ সুন্দর বনভূমি
এর ফুলে ফুলে উড়ন্ত মৌমাছি– দুরন্ত পরীর ওড়নার রেণু
পাতার গভীরে পাখি আর পতঙ্গের সংসার
সুখ-শান্তির মতো ভালোবাসার রঙিন আঁচলে মোড়া
কে তুমি দিয়েছ,

এই সীমানাহীন মহাসাগর
এর লোনাজলের পারদ মণিমুক্তোর বজ্রঘেরা আঁধার
মাঝে মাঝে উথলে ওঠার মতো প্রবালের দ্বীপ
যেন একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই
শেষ সীমানায় সূর্য ডুবে যাওয়ার দেশান্তর
আর তার হাতছানি দিয়ে ডাকা
কিবা বাতাসে ভেসে আসা মেয়েলি কণ্ঠস্বর
কে তুমি দিয়েছ,

এই পাহাড়, এর হৃদয় থেকে নেমে আসা ঝরনা
ছোট্ট শ্যামলা মেয়ের মতো
এর জলপতনের শব্দ– ঝুমঝুমির ঝাপসা ঝঙ্কার প্রধ্বনী
হয়তো পাতার ফিসফিস
জীবনের প্রতিশ্রুতি ভরা
হেমন্তের নিসর্গের মতো
যেন ভাটিয়ালি ঐতিহ্যের সত্তা
কে তুমি দিয়েছ ॥

ঠিকানা

যেখানে সুন্দর, মাধুর্যের বাস
ফুলে পরিপূর্ণ সুগন্ধ নির্যাস
মাটিতে বিছানো কাঁচা কাঁচা ঘাস
গাছের ছায়ায় প্রাণভরা সুখ
মাঠের প্রচ্ছদে সবুজের মুখ
সেখানে রয়েছে শান্তির নিবাস,

যেখানে মমতা গাঢ় সুনিবিড়
বনের ভিতরে বিহঙ্গের ভিড়
শুকানো কাদায় রোদ্দুরের চিড়
দিগন্তে নোয়ানো রেশমের ছোঁয়া
সকালে জড়ানো কুয়াশার ধোঁয়া
সেখানে রয়েছে আরামের নীড়.

যেখানে নদীর ঢেউ ঢেউ স্বর
শামুক ঝিনুকে ভরা বালুচর
পলিতে জড়ানো প্রবাল পাথর
পাথরে গজানো মখমল চুল
পরাগের মতো নরম নির্ভুল
সেখানে রয়েছে ছোট কুঁড়েঘর.

যেখানে আকাশ খোলাখুলি নীল
সহজ সত্তার মতো অনাবিল,
নতুন উদ্যমে উড়ে গাঙচিল
ময়ূরী দেখায় রঙের পেখম
পাতাবাহারের মতো মনোরম
সেখানে রয়েছে সুখের মঞ্জিল.

যখানে উন্মুক্ত ভাবনা-মনন
সখানে প্রদীপ্ত সারা গুণীজন
শিক্ষার আলোকে উন্নত জীবন
মানুষে মানুষে আছে ভালোবাসা
অমর কাব্যের মতো অবিনাশা
সেখানে রয়েছে সাদা নিকেতন,

যেখানে পাহাড় নাচে নাচে টানা
ঝরনার জলে ঝরে সাগুদানা
বাজে বাঁশরীর সুরের শাহানা
যেন মরমর পাতার নূপুর
যেন শ্রাবণের টাপুরটুপুর,
সেখানে রয়েছে আসল ঠিকানা ॥

সঙ্গীহীন সংলাপ

প্রতিদিন শূন্যঘর
সাথীহীন
বাতিহীন
তবু থাকি বৎসর বৎসর
জাল বুনি
তাঁতে শাড়ি বুনি
গান গাই- পথ চাই- দূরে যাই- ফিরে আসি
গাছের ছায়ায় বসি
দুপুর গড়িয়ে গেলে ঘরে আসি
মাটির দেয়ালে একটু হেলান দেই
কভু আলস্যে বালিশ ছাড়া ঘুম যাই
কত দুঃস্বপ্ন দেখি
রাখালের মতো চিৎকার করে জেগে উঠি
তাল পুকুরের ঘাটে যাই
হঠাৎ পানিতে নেমে হাত-মুখ ধুই
কভু রাজহাঁস হয়ে ডুব দেই
চলে যাই মাছ শেওলার দেশে
শিশুর হাসির মতো সাদা মণিমুক্তো নিয়ে ভেসে উঠি
পাড়ে বসে একা
লতার সুতোয় মালা গাঁথি
আর ভাবি- তা কি রিনাকে দেওয়া যায়
সে তো নিকট প্রতিবেশিনী
তার কথা ভালো
চলাফেরা ভালো
সে তো নজরুল সঙ্গীত গাইতে পারে
সহজে ছবি আঁকতে পারে
পোশাকে-আশাকে অনেক নতুন
রুচিবোধও নতুন
তাই তার তুলনা হয় না
আগামী ফাল্গুনে তাকে পাব কি-না, কখনও না ॥

কেন ফুটল না

এমন বসন্তে কেন ফুটল না
বেগুনি রঙের ছোট ছোট ফুল
কোকিলের সঙ্গে কেন ডাকল না
মাথায় কিরিটী শোভা বুলবুল
উত্তরের দিকে কেন ছুটল না
দুরন্ত বায়ুর লাল দুলদুল,

ছোট পদক্ষেপে কেন হাঁটল না
বনের চঞ্চলা কোমল কুমারী
হলুদ পরাগ কেন বাটল না
রজনীগন্ধার মদির মাধুরী
শিলার আঘাতে কেন ফাটল না
কুয়োর ভেতর সুরের দাদুরী,

পানির উপরে কেন ভাসল না
চমক ছড়ানো রাঙা উৎপল
তাঁর কাঁধে বসে কেন হাসল না
নুড়ির সমান শিশিরের জল
এই জল খেয়ে কেন কাশল না
ডানা ঝাপটায়ে— সোনালি ঈগল,

ঘাসের উপরে কেন বসল না
আগুন ছড়ায়ে নরম পতঙ্গ
সবুজ পরাগে কেন ঘষল না
ময়লা জড়ানো তামাটে প্রত্যঙ্গ
সবুজ নির্যাসে কেন তুলল না
টিয়ের হৃদয় ছড়ানো প্রসঙ্গ,

দূরের পাহাড়ে কেন জাগল না
ঝরনার গানে সুরের চমক,
চূড়ার কার্নিশে কেন লাগল না

বাতাসের মতো বাঁশির যমক
এমন যমকে কেন মিশল না
হরিণের পিছে বাঘের ধমক,

বুঝেছি-বুঝেছি– এখন অবেলা
যেন সূর্যহীন– মেরুর সময়
কারো জন্য এই নীল সিলগালা
কালে জাগরণ নিরাপদ নয়
যদিও বসন্ত– গৌরবে উতলা,
তবুও ঘুমায়ে সব আলোময় ॥

মীন সঙ্গীত

থাকিও থাকিও মীন
আলোকিত প্রতিদিন
করিও পদ্মার জল
অভিরাম অবিরল
ঝলমলে জ্বলজ্বল
শতদল অমলিন
পারদের সাদা ঋণ

ডাকিও ডাকিও মীন
ছোট স্বরে আলোহীন
কালো কিশোরীর মতো
ঢেউয়ে ঢেউয়ে যত
জলবিন্দু হয় নত
ততটুকু প্রতিদিন
সোনালি সোনালি ক্ষীণ,

রাখিও রাখিও মীন
ঘোলা জলে অন্তরীণ
চকচকে নুড়িসম
মদির মধুরতম
অথবা হৃদয় মম
সমান আঁধারে লীন
যেখানে জলের গহিন

হাঁকিও হাঁকিও মীন
বুদ্বুদে সারাদিন
নূপুরের সুর ভরা
শালুকের রঙ ধরা
পৃথিবীর মন হরা
যেন থাক ধিনা ধিন
সাম গীতে পরাধীন ॥

এই দেশে আছে

এই দেশে আছে ভালোবাসাবাসি
মানুষী-মানুষে-প্রতি রাত্রিদিন
রাঙা মন খুলে আছে হাসাহাসি
গোলাপ ফুলের মতো অমলিন
বাঁধতে কুটির আছে পাশাপাশি
আবেগতাড়িত বাসনা রঙিন,

ধানক্ষেতে আছে সবুজের দোলা
যেন মনভোলা সুখের তরঙ্গ
কিবা রোদেজ্বলা খুদে আরশোলা
নীল থেকে আসা উড়াল কুরঙ্গ
তাই নয় যেন বিজয়ের গোলা
জীবন মেশানো জাতির প্রসঙ্গ,

ফুলবনে আছে ফুলের সৌরভ
কষ্ট ভুলবার চেয়েও অধিক
আছে মৌমাছির গুনগুন স্তব
বাঁশির সুরের চেয়েও কৌণিক
আছে লালরেণু– মধুর গৌরব
অমৃত সুধার চেয়েও সঠিক,

বিলেঝিলে আছে অগণিত মাছ
সোনালি রুপালি– কত রঙ ভরা
শেওলার মতো তরলিত গাছ
আছে ভেজা ভেজা জলরঙ ধরা
নাচের আমেজে আছে বালিহাঁস
বালিকার মতো সাজগোজ করা,

ঝরনায় আছে ঝরঝর ধারা
অশ্রুর সমান উজ্জ্বল অধীর
আছে অবিরাম বাজানো সেতারা
যেন পাথরের ঘর্ষণ অধীর
আছে যৌবনের ঝুলন্ত ইশারা
যেন পরিণাম মেঘের বৃষ্টির,

পূর্বের প্রচ্ছদে আছে রঙধনু
সপ্তম ঋতুর রচনা সম্ভার
সচিত্র আঁধারে কুয়াশার অণু
জোনাকির আছে আলোর জোয়ার
আছে জীবনের শেষ রুনুঝুনু
যেন জয়ধ্বনি– তোমার-আমার ॥

সিলেট

আমার সবুজ শ্যামল সিলেট- শাহজালালের দেশ
বুক জুড়ে তার চা বাগানের বিপুল সমাবেশ
গর্ব যে তাই অনেক উঁচু এই আকাশের নীল
থাক চিরকাল হীরের মতো অটুট-অনাবিল
এই জীবনের সকাল থেকে সন্ধ্যাবেলায় শেষ
এই যে আমার শ্যামল সিলেট শীতল পাটির দেশ

আমার সবুজ শ্যামল সিলেট- শাহপরানের দেশ
বুক জুড়ে তাঁর পাহাড় টিলার বনের সমাবেশ
এই বনে লাল হরিণগুলো খেলছে চিরদিন
যার তুলনা দিন জোনাকির রক্তজবায় নীল
অনেক সুখের প্রতীক যেন অনেক আলোর রেশ
এই যে আমার শ্যামল সিলেট- কমলালেবুর দেশ

আমার সবুজ শ্যামল সিলেট- বঙ্গবীরের দেশ
বুক জুড়ে তার হাওড়-বাঁওর বিলের সমাবেশ
যেখানে রোজ পদ্ম ফুটে রঙধনু রঙ লাল
তাই যেন নয়, সোনার টিয়া, একটি পরীর গাল
যুগে যুগে করিমুনের প্রেম যেন অশেষ
এই যে আমার শ্যামল সিলেট- কমলাফুলির দেশ

আমার সবুজ শ্যামল সিলেট–সুরমা নদীর দেশ
বুক জুড়ে তার চমক দেদার আলোর সমাবেশ
যেখানে রোজ মাধবকুণ্ড সচল বহমান
জল পতনে রাখছে অঢেল হাছন রাজার গান
গান যেন নয়, আনারসের রসের সমাবেশ
এই যে আমার শ্যামল সিলেট লন্ডনিদের দেশ ॥

কপোত

এখন আসবে কাজল কপোত
মেঘলা মেঘের প্রথম দোসর
ধরবে সুরের সমান নিখুঁত
বাংলা গানের নতুন প্রস্বর,

সকালবেলায় করবে আলাপ
বনের বিষয়– ফুলের বিষয়
কুঁড়ির আশায় করবে কলাপ
আলোর অধিক অনেক বিনয়,

দুপুর বেলায় ধরবে আলোক
সরষে ফুলের সিঁদুর সমান
করবে রঙিন ডানার পালক
যুগল চোখের সফেদ ধেয়ান,

বিকেল বেলায় দেখবে আকাশ
ধূসর ধোঁয়ায় কেমন মলিন
করবে মেঘের হিসাব-নিকাশ
তা খুব সহজ না খুব কঠিন,

সাঁঝের বেলায় খুঁজবে কুটির
চিলতে সুখের সমান খানিক
ধরবে ঘুমের নেশার তিতির
স্বপ্নন নামের সোনার মানিক,

আঁধার গুহায় থাকবে অসাড়
শীতল জলের হাড়ের পাথর
থাকবে শীতের সমান প্রগাঢ়
তুষার নদীর অধিক কাতর,

ঈশান কোনায় জ্বলবে রঙিন
ভোরের শাড়ির সোনার রেশম
উড়বে হঠাৎ আলোর সঙ্গিন
যেমন শিমুল গাছের পশম ॥
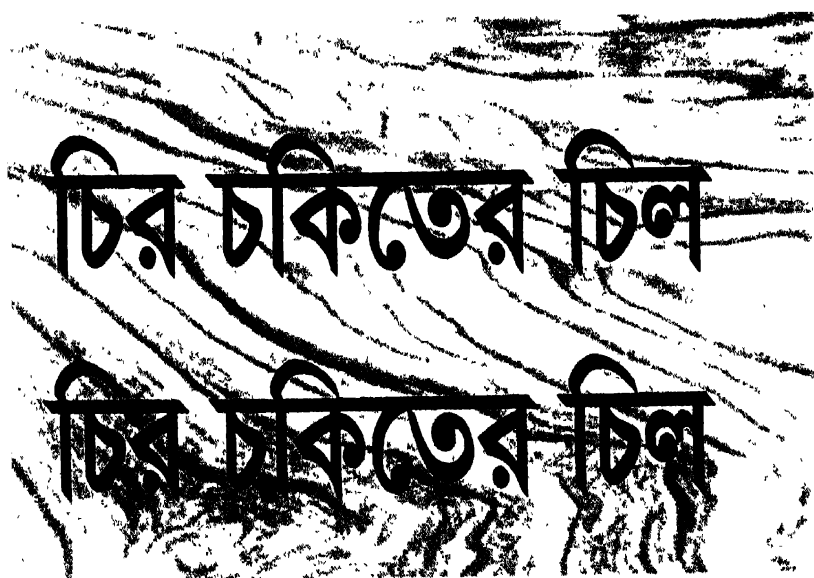
চির চকিতের চিল

চির চকিতের চিল

উৎসর্গ

প্রিয়ভাষিণী কথাশিল্পী আনোয়ারা আজাদকে

সূ চি প ত্র

চির চকিতের চিল

চির চকিতের চিল
তুমি বুঝি মেঘে নীল
আকাশের ঝিলমিল
রঙিন আলোর ন্যায়
উড়ে চলা অভিপ্রায়,

যদি দূরে উড়ে যাও
বাঁকা লেজে ঝাড়া দাও
কালো সুরে গান গাও
নতুন পুরানো যত
নিয়ম ভাঙার মতো,

এই ঢঙ দেখে ঊষা
সোনার আগুনে পোষা
কমলার লাল খোসা
সে হয়ে দারুণ খুশি
ছাড়বে রক্তের ভুসি,

এই ভুসি তুলে নিও
সাহসে ছড়িয়ে দিও
তোমার আমার প্রিয়
বাংলাদেশ অবধি
রোদ করে নিরবধি,

তাতে মদির ময়ূখ
আলেয়ার চারু মুখ
রেশমে মোড়ানো সুখ
ঘরে ঘরে হবে লীন
আজ থেকে প্রতিদিন ॥

পাতাবাহার

পাতাবাহার রক্তজবার প্রজাপতির ডানা
নীড়ের মাঝে ছোট্ট পাখির সোনা রঙের ছানা
গাছের ডালে পাতার বুকে রোদের মতো কুঁড়ি
নদীর জলে রঙ ছড়ানো রানি মাছের নুড়ি,

বাঁকা লেজের রঙধনুতে সাতনরীর আলো
সাদার ঘরে নীলের ফোঁটা– লালের কাছে কালো
নীলাকাশের মেঘের পাশে ঝলসে উঠা ঘুড়ি
চোখ জড়ানো ছায়ামায়ার রঙিন করা চুড়ি,

শাড়ির পাড়ে নকশা করা বাঁক ফেরানো রেখা
নাচের মতো ঢেউ খেলানো মন হারানো রেখা
প্রথম ভোরে স্বাধীনতার হলুদ ছড়াছড়ি
এক পেখমে শোভন করা চাঁদে ওঠার সিঁড়ি ॥

কোকিল

যদিও বনের গভীরে কোকিল
কয়লার মতো কালো
তবু তার মাঝে আছে ঝিলমিল
নরম রুপালি আলো

এই ছোঁয়া পেয়ে রঙিন ফাগুন
নতুন বৌয়ের মতো
সবুজ বাহারে জ্বালায় আগুন
রঙধনু লাল যত

গুনগুনে ভরে মদির মৌবন
প্রাণে পড়ে অবিরাম
অতি দ্রুত আনে সোনার যৌবন
ঢেউ ঢেউ অভিরাম

লাল শাড়ি পরা কিশোরীর মতো
ঘরে আনে কত সুখ
দেখায় শান্তির চরম উন্নত
মনখোলা হাসি মুখ,

কত অনুপম বনের কোকিল
বন মনীষায় রোজ
তাই পাখিদের পাতার নিখিল .
তাঁর কাছে ওই ন্যুব্জ ॥

চরিত্র

তুমি কাঁদো শুধু
শ্রাবণে আশ্বিনে নরম বৃষ্টির মতো
যেন কোনো বধূ
রূপসিনীসম ঝরাও সৃষ্টির তেতো

তুমি হাসো শুধু
আষাঢ়ে ফাগুনে ফুলের শম্পার মতো
যেন কোনো বিধূ
সাহসিনীসম দেখাও অঙ্গার কত

তুমি নাচো শুধু
সকালে দুপুরে নদীর ঊর্মির মতো
যেন কোনো মৃদু
সাগরিকাসম শেখাও সর্পিল শত

তুমি ডাকো শুধু
আঁধারে বিকেলে সোনার সূর্যের মতো
যেন মরু ধু ধু
বালুরাশিসম জানাও কান্তার কত

তুমি থাকো শুধু
পাহাড়ে সাগরে অলক নন্দার মতো
যেন কোনো মধু
মালবিকাসম চেনাও মঞ্জিল যত।

একটি পুষ্প

একটি পুষ্প অনেক যত্নে শঙ্খের মাঝে রাখা
সাকীর জন্যে– যার অন্তর কয়লার কালো শিখা
ছোট দাঁতগুলো পাথরের মতো মুক্তোর পীচ দানা
চক্ষুযুগল হরিণের মতো কুঞ্চিত করে টানা
মেঘলা, কাজল বীণা

পায়ের শব্দে ঝিঁঝির কণ্ঠ বেদনার মতো সুর
মধুর হাস্যে বাঁশির ভাষ্য অশ্বের কাঁপা ক্ষুর
এলো কুন্তল বর্ষার মেঘ পেখমের মতো খোলা
দুঃখের সাথে মিশ্রিত তাতে পুঁজের সমান ঘোলা
কষ্টের আরশোলা,

যৌবন আজ বৈরী মন্ত্রে মৌবনে তাকে নেয়
দুর্জন থেকে তীর্যক বাণে বক্ষে ব্যাঘাত দেয়
রিক্ত শিখার ঘন উত্তাপে করছে ভস্ম নাশ
বানিয়েছে চির অমঙ্গলের অসুন্দরের দাস
যেন প্রাণহীন লাশ,

তাই যত্নের একটি পুষ্প তাকে দিতে উপহার
নিত্য নিয়ত অনুসন্ধান করছি শতেক বার
ফিরে দিতে শুধু সুনিশ্চিত সুখের স্বর্গ স্বাদ
মুছে দিতে শুধু লাল হৃদয়ের অন্ধকারের গাদ
ভরে দিতে খালি সাধ ॥

তোমার জন্য

তোমার জন্য
এই অনন্য
বন অরণ্য
ফুলের পণ্য,

নীল নগণ্য
চাঁদের বন্য
আলোর ধন্য
রুপার পুণ্য,

একটি শূন্য
সমান অন্য
রূপ লাবণ্য
লাল তারুণ্য,

নয় জঘন্য
কিন্তু প্রামাণ্য
অনেক মান্য
আউশ ধান্য,

শেষ প্রাধান্য
ভ্রমর হন্য
মধুর দৈন্য
তোমার জন্য ॥

চকোরীর গান

সবুজ দেশের চকোরী
বাজাই পাতার বাঁশরী
মধুর ভাষায় গাবে কী
বনের ছায়ায় যাবে কী
সোনার মানিক পাবে কী?
গাবে রে
যাবে রে
পাবে রে,

ধানের দেশের চকোরী
পরীর সমান মাধুরী
জীবন গড়ার লাভে কী
বিলের শালুক খাবে কী
মাছের পেখম চাবে কী?
লাভে রে
খাবে রে
চাবে রে,

নদীর দেশের চকোরী
মনের মরাল-ময়ূরী
সহজ সরল হবে কী
হৃদয় রঙিন দেবে কী
নরম আদর নেবে কী?
হবে রে
দেবে রে
নেবে রে,

স্বাধীন দেশের চকোরী
চিকন সুরের কিশোরী
চাঁদের আলোর লোভে কী
পানির মুকুর টবে কী
রাতের বেলায় ডুবে কী?
লোভে রে
টবে রে
ডুবে রে ॥

কোথায় হারল হরিণী

কোথায় হারল, কোথায় হারল
কোথায় হারলো রে লাল হরিণী
মনে পড়ে না যে, মন কাককালো
ভালুকের মতো রাতের স্বৈরিণী
বিরহের শোকে করুণ ঝাঁঝাল
সন্তানহাবার সমান দুখিনী

তবুও খুঁজছি তাকে প্রতিদিন
বিলেঝিলে নীলে ঈগলের মতো
কত যে ডুবছি যেন ডলফিন
জল চেতনার ঝলমলে খত
কত যে উড়ছি– মরুর শাহিন
অতিক্রম করে মেঘ অবনত,

তবু খুঁজছি তাকে বারবার
হাঁটে ঘাটে মাঠে তাতারের ন্যায়
কখনো হাঁটছি ছায়ার আঁধার
আবছা নিগ্রর স্ত্রীর মতো প্রায়
কখনো ভাবছি জীবন সন্ধ্যার
পূর্বে পুরবে তো এই অভিপ্রায় ॥

আজও খুঁজছি তাকে অবিরাম
শহরে বন্দরে পথচারীসম
কখনো ফেলছি শরীরের ঘাম
অঝোর ধারার সমান চরম
কখনো জপছি তার ছোট নাম
অনুপমা যেন অমার পরম,

তবু খুঁজছি তাকে অনন্তর
রাত্রির আঁধারে জুলুর সমান
কখনো ভুলছি পথের সুন্দর
সীমানারেখার আলোক অম্লান
কখনো পুড়ছি নরকে পাথর
যেন পিপাসার মরু– মরূদ্যান,

তবে কি পাব না, খুঁজেও পাব না
কি এই রঙিন রোদের হরিণী
ভুলেও কি কভু আর দেখব না
তার শরীরের তড়িৎ ঝাঁকুনি,
যেন ফাগুনের লাল ইকেবানা
কত ফুল ফোটা সবুজ অরণি ৷৷

টিকটিকি

এই ছোট টিকটিকি
গেরিলার অবয়ব
ঘরে প্রদীপের.উঁকি
তুলতুলে অনুভব
রুপালি চাঁদের সিকি
দেয়ালের হর-লব

এই বাঁকা টিকটিকি
চেতনার শিহরণ
জোছনার ঝিকিমিকি
জোনাকির জাগরণ
তাঁর মাঝে টুকিটাকি
সুর বাজে শনশন

কভু এই টিকটিকি
গোলাপের মতো খাকি
খসখসে রেসামাল
ফাল্গুনের কিনিবিকি
আগুনের গোলমাল

সচতুর টিকটিকি
কভু গিরগিটি নয়
তাঁর কাছে নেই ঝুঁকি
সাহারার পরাজয়
আছে কিছু নীল ফাঁকি
সরীসৃপ জয় জয় ॥

ফিরিয়ে দিও না

ফিরিয়ে দিও না, এই উপহার
নরম রঙিন কুসুমে সাজানো
যেন পেখমের রচনা সম্ভার
গোলাপ-জবার পানিতে ভেজানো
যেন জীবনের বসন্ত বাহার
অনন্ত ঘ্রাণের ছোঁয়ায় গজানো,

ফিরিয়ে দিও না, এই ভালোবাসা
সত্য সুন্দরের ঝিলমিল আলো
প্রথম ভোরের শিশির কুয়াশা
যেন ধোঁয়াশার সাদা মুক্তোগুলো
মমতা জড়ানো লাল-নীল আশা
বাসনার মতো সরষের ধুলো,

ফিরিয়ে দিও না, এই উপবন
পরীর সবুজ শাড়ির আঁচল
পাতার আড়ালে পাখির কূজন
ঝরনার মতো মধুর শীতল
একটু গভীরে অলির গুঞ্জন
যেন সেতারের তুলোট গীতল,

ফিরিয়ে দিও না, এই নীলাকাশ
দিগন্ত অবধি বাধা-বিঘ্নহীন
আলো আঁধারের ঋজু ক্যানভাস
কাকের চোখের মতো অমলিন
স্বাধীন সত্তার সহজ প্রকাশ
সবুজে সূর্যের তেজ ভরা দিন,

ফিরিয়ে দিও না, এই খোলা মাঠ
যেখানে শস্যের চারু সমারোহ
তাঁর পাশ ঘেঁষে ফসলের হাট
মুখর-চাষীর কণ্ঠে অহরহ
তাঁর পাশ ঘেঁষে সুরমার ঘাট
যেখানে পানির দারুণ বিরহ,

এই সবে আছে, অফুরান সুখ
অনন্তের প্রেম, নিরন্তর হাসি
দূর জান্নাতের দ্বিতীয় ময়ূখ
তোমার আমার ভালোবাসাবাসি
প্রতি দিবসের জ্বলজ্বলে মুখ
শান্তির সমান ঘোর অবিনাশী ॥

আদমের মা

আপন মা নেই
কখনো যায়নি মরে
তবু জীবিত নেই
কখনো মায়ের হৃদয় থেকে জন্ম নেইনি
কখনো স্তনের নির্যাস পান করিনি
কখনো গোলাপের মতো সুন্দর নির্মল মুখ দেখিনি
কখনো সবুজ শাড়ির আঁচলে মুখ লুকাইনি
কখনো নরম সোহাগ মাখা কণ্ঠস্বর শুনিনি
কখনো লতানো হাতের ছোঁয়া পাইনি
কখনো ঠোঁটের চুমোর স্পর্শ খাইনি
তবু তাতে একটু দুঃখ নেই
কোনো কষ্ট নেই,
এই তো চোখের সামনে শহরে-বন্দরে-অফিসে
পথেঘাটে আর রেস্তোরাঁতে
যদিও অনেক চেনা আর অচেনা নারীর ভিড়
তাতে কেউ কেউ কালো
কেউ কেউ উজ্জ্বল শ্যামলা
কেউ কেউ ফরসা
তবু আপন মা কেমন ছিল, যদি
এই ভিড় থেকে কেউ প্রশ্ন ছুড়ে
কী উত্তর দেব,
জানি উত্তর দেবার মতো কিছু নেই,
আর এই যে সবুজ শ্যামল স্বাধীন দেশ
তা মাতৃভূমির মতো যদিও অম্লান
তবু তা এক জন্মভূমি
অজর অমর করে প্রতিদিন, কিন্তু মাতৃভূমি করে নয়
আর এই যে বাংলা ভাষা
তা মাতৃভাষার মতো যদিও সুন্দর
তবু তা এক রক্তাক্ত ভাষা, কিন্তু মাতৃভাষা করে নয়
যদিও কথাগুলো অস্বীকারের মতো, তবু তা অমোঘ সত্য
কেননা কখনো কোনো মায়ের সন্তান নই
তাই নামটি আদম, কখনো হাওয়া ॥

নীল পারাবত

কোথায় রয়েছে নীল পারাবত
রঙিন স্বপ্নের আশার আলোক
রেশমি সুতোর আসমানি খঁত
জোছনা রৌদ্রের প্রখর পুলক
দিবস রাত্রির এক মতামত
শত জীবনের জমাট চমক

খুঁজতে কী পারি, যেখানে আকাশ
মেঘে মেঘে মেশে হয়েছে ধোঁয়াশা
মাঝরাতে নেমে করেছে প্রকাশ
শিশির জড়ানো ধবল কুয়াশা
কাক ভোরে নেমে করেছে বিনাশ
ঘুমের জড়তা ছোঁয়ানো নিরাশা,

খুঁজতে কী পারি, যেখানে পাহাড়
দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরীর মতো,
মস্তক করেছে দিগন্তে অসাড়
যেন আল্লাহর সেজদায় নত
হৃদয় করেছে সেবায় উজাড়
হিসেববিহীন বারবার কত,

খুঁজতে কী পারি, যেখানে সাগর
সোনা ঝলমলে ছুঁয়েছে অসীম
পূর্ণিমার সাথে করেছে জাগর
জোয়ার ভাঙার সঙ্গীত সসীম
অপর সৈকতে পেয়েছে নাগর
দোলার সমান শম্পার রক্তিম,

খুঁজতে কী পারি, যেখানে অরণ্য
মানুষের জন্য দিয়েছে সবুজ
দুপুরে ছায়াকে করেছে প্রাধান্য
—আরামের মতো সুখের ত্রিভুজ
সন্ধ্যায় ছায়াকে করেছে অনন্য
যেন জোনাকির জ্বলা পিলসুজ,

এই তো রয়েছে নীল পারাবত
—শত বাসনার স্থির আয়োজন
হৃদয়ের কাছে যেন মৃতবত
কুসুমের মতো এক আলিম্পন
তাই তাকে আর শত অবিরত
এত খুঁজবার নেই প্রয়োজন ॥

কোথায় লুকাবে

কোথায় লুকাবে– অরণ্য যে নেই
নেই গাছপালা– পাতার সবুজ
নেই লতাগুল্ম আগাছার এই
আবছা আঁধার– কাকের ত্রিভুজ
নেই দিগন্তেও পুরাতন সেই
ইটের দেয়াল– প্রশস্ত গম্বুজ,

কোথায় লুকাবে– নেই যে আঁধার
এই তো জ্বলছে চারদিকে আলো
নেই যে সামনে স্থবির পাহাড়
পাথরের ছায়া– কয়লার কালো
ওখানে রয়েছে জ্বলন্ত অঙ্গার
জীবন বিনাশী রাক্ষুসে ঝাঁঝাল,

কোথায় লুকাবে– নেই যে কুটির
দরজা পেরিয়ে শীতর আড়াল
নকশীকাঁথার বুকের স্থবির
নেই যে একটু তিমির মরাল
মরালের মাঝে নেই যে বধির
ছাইয়ের মতো সূর্যের বিড়াল

কোথায় লুকাবে– নেই যে সাগর
জলে টসটসে গামলার মতো
নেই যে পুকুর-হাওর-বাঁওড়
গহিন গভীর অগভীর যত
নেই যে সৈকত-শহর-বন্দর
মানুষের ভিড়– কোলাহলে নত,

কোথায় লুকাবে– এই যে লুকাল
সাদার ভিতরে হয়ে এক সাদা
কালোর গভীরে হয়ে এক কালো
রক্তের হলুদে হয়ে এক গাঁদা,
আর কি পাব না– এমন ঝাঁঝাল
বজ্রের মায়াকে– এ কি তবে ধাঁধা ॥

আলো আসবে

আসবে কী ঘরে সোনারঙ আলো
ফুলের কুঁড়ির লাল রেণুগুলো
সোনালি চুলের ঝাড়া দেয়া ধুলো
এলোমেলো শোভা
দিলরুবা সম রকমারি বিভা
আশ্বিনের ঈভা,

তাঁর পথ চেয়ে একা বসে আছি
নীল সমুদ্রের খুব কাছাকাছি
হাতে ধরে এক ছোট মালাগাছি
কানামাছিসম
এই বাংলার দূত শততম
চিরমনোরম,

তাঁর জন্যে রোজ সামুদ্রিক চিল
মেঘের প্রচ্ছদে আঁকে ঝিলমিল
শম্পার চমক লালে লাল নীল
খিলখিল হাসি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্ফীত জলরাশি
ভালোবাসাবাসি,

তাঁর জন্যে রাত্রে জোছনার চাঁদ
নিবন্ধন করে অমৃতের স্বাদ
পথে ফিরে চাই, বুঝে অবসাদ
অপেক্ষার জ্বালা
নাচের অক্ষরে কালো প্রশ্নমালা
যন্ত্রণার গোলা,

আসবে আসবে তবু লাল আলো
ঝাড়া দিয়ে ফেলে জড়তার কালো
যাঁর মাঝে নেই মাঙ্গলিক আলো
জমকালো কীবা
গলিত স্বর্ণের তরলিত লাভা
জ্বলজ্বলে আভা।

এসো মৌমাছি

এখানে রোদ সোনার মতো জ্বলছে মিছামিছি
ভোরের শত আশার মতো উড়ছে মালাগাছি
লাল আলেয়া ঝিলিক মেরে মরছে কাছাকাছি
এখানে আজ এবার এসো তুলতুলে মৌমাছি
ঝলমলে মৌমাছি,

যেভাবে রোজ পরীর ডাকে গোলাপ ছুটে আসে
যেভাবে ন্যুব্জ মাটির ডাকে শিশির ঝরে ঘাসে
যেভাবে নীল নদীর ডাকে জোয়ার জেগে হাসে
সেভাবে হই এবার এসো বুকের কাছাকাছি
জ্বলজ্বলে মৌমাছি,

যেভাবে দূর পথের ডাকে তরুণ ছুটে আসে
যেভাবে চাঁদ মেঘের ফাঁকে জোছনা ভালোবাসে
যেভাবে মাছ হাঁসের ঝাঁকে শাপলা হয়ে হাসে
সেভাবে হই এবার এসো বাহুর কাছাকাছি
মখমলে মৌমাছি,

এই আশাতে এখানে আজ সারস হয়ে আছি
তা যেন নয় কালো ডানার সাদা রঙের মাছি
গলায় ধরে আগুন দরে সুরের মালাগাছি
এবার এসো পাখির হ্রস্ব– মনের কাছাকাছি
ঢলঢলে মৌমাছি ॥

দুঃখ করো না

সূর্যের আলোয় পূর্বের আকাশ
রেশমের মতো হয়েছে রঙিন
সবুজ অরণ্যে হয়েছে প্রকাশ
তারুণ্যের মতো ফুলের সঙ্গিন
তা দেখে ভ্রমর করেছে উল্লাস
ঢেউয়ের মতো হিসেববিহীন,

সহচর তুমি দুঃখ করো না
আশাহত কোনো পথিকের ন্যায়
তুচ্ছ পরিমাণ নিরাশা নিও না
কষ্টের পিছনে একা একা যায়
কখনো ভুলেও দুর্নাম দিও না
দায়ী করে নিজ লোক সম্প্রদায়,

এইসব ছেড়ে করো জয়গান
ধরো সবুজের সূর্যের পতাকা
চলো খুব দ্রুত, কেটে ব্যবধান
ছেঁটে পৃথিবীর নীল আঁকাবাঁকা
মৃত্যুর প্রচ্ছদে রেখো অবদান
জীবনের ঘ্রাণে লাল পুষ্পরেখা.

তুমি পারবেও– এই সব কাজ
পাথরের চেয়ে যত শক্ত হোক
খুলে আনবেও– এই সব ভাঁজ
যাঁর অন্ধকারে কাঁদছে আলোক
দ্রুত আঁকবেও– অন্য কারুকাজ
যাঁর রেখাচিত্র স্বপ্নের ত্রিলোক,

তাই সময়ের কর মূল্যায়ন
এক এক করে মিতব্যয়ীসম
ধরো সময়ের ছোট্ট প্রকরণ
এমিবার মতো যত অনুপম,
তাতে দাও লাল সোনার চয়ন
যাতে আছে নীল অণুর নিয়ম.

এই তো সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল
হয়েছে নতুন দিনের দুপুর
ধরেছে শরীরে লাল প্রতিফল
যেন টুকটুকে সুরের নূপুর
তাই নয় যেন বাঁশির কল্লোল
মাখানো রঙের টাপুর-টুপুর ॥

কর্মসূচি

সাজাব সুখের সংসার
ফুল দিয়ে নয়
চাঁদ দিয়ে নয়
পাখি দিয়ে নয়
রিনাকে দিয়ে এই বৈশাখে

বাজাব মধুর এই বাঁশি
সুর নিয়ে নয়
কথা নিয়ে নয়
গান নিয়ে নয়
মিনাকে নিয়ে এই শ্রাবণে

জ্বালাব কষ্টের বনভূমি
বাতি দিয়ে নয়
আলো দিয়ে নয়
দীপ দিয়ে নয়
দিনাকে দিয়ে এই আশ্বিনে

ভাসাব ঈর্ষার কালোরেখা
নৌকো দিয়ে নয়
মাছ দিয়ে নয়
বাঁশ দিয়ে নয়
নিনাকে দিয়ে এই অঘ্রাণে

জাগাব জন্মের উপত্যকা
মন্ত্র দিয়ে নয়
শব্দ দিয়ে নয়
স্পর্শ দিয়ে নয়
লিনাকে দিয়ে এই পউষে

আনব উজ্জ্বল অনুভূতি
ছন্দ দিয়ে নয়
মেধা দিয়ে নয়
কর্ম দিয়ে নয়
টিনাকে দিয়ে এই ফাল্গুনে ॥

সোনালি

সোনালি এখন লাল দীপাবলি
সরষের ক্ষেতে আগুনের লেখা
শালিকের ঠোঁটে কথা বলাবলি
রঙিন সুরের এক কল্পরেখা
সন্ধ্যার আলোকে লাল চোরাবালি
যেন জোনাকীর জ্বলজ্বলে শিখা,

সোনালি এখন আশ্বিনের ঊষা
পূর্বের আকাশে রক্তিম হৃদয়
ভূগোলের মতো কমলার খোসা
ছড়ানো রোদের লাল সূর্যোদয়
যেন কিচেনের পরিবেশে পোষা
বিড়ালের মতো হলুদ প্রত্যয়.

সোনালি এখন রঙ মাখা জল
টলমল করা লোহিত সাগর
দিঘির পারদে ফোটা উৎপল
ছন্দিত ঢেউয়ে ঘুমন্ত জাগর
নদীর প্রবাহে উজানের ফল
তারকার মতো রঙিন নাগর,

সোনালি এখন রেশমের শোভা
শাড়ির আঁচলে নকশার মতো
শেয়ালের চোখে দীপজ্বলা বিভা
মেহেদির ন্যায় সূর্যের শোনিত
গন্ধ্যার পরাগে সিঁদুরের লাভা
কখনো কষায় কখনো অমৃত ।

সোনালি এখন গৌরীর আঙুল
গাজরের মতো সটানে সুন্দর
বন অরণ্যের মৃগনাভি মূল
পিঙ্গলের মতো শম্পার লস্কর
যেন আলেয়ার হেম সমতুল
ঝলসে ওঠার তনিমা তস্কর

তাই তো সোনালি আজকে অনন্যা
এই পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি
তাই তো সমাজে সে রূপসী-ধন্যা
খাওলার মতো রোজ-নিরবধি
তাই তো প্রবাসে সে বঙ্গজ কন্যা
নারীর অঙ্গনে- নারী প্রতিনিধি ॥

নিতে পারো দিতে পারো

এবার হৃদয় থেকে নিতে পারো– পাখি তুমি
হৃদয়ের ঝুমঝুমি
রক্তের রঙিন মমি
নিতে পারো সোনালতা– রঙধনুসম রেখা
এলানো দুলানো শিখা
ধানের চিকন শাখা,

নিতে পারো নীলাকাশ– চাঁদ সূর্যে শোভমান
মেঘ ভরা অভিমান
তারকার শামগান
নিতে পারো পাটক্ষেত– সবুজের হালখাতা
তালের বিরাট পাতা
রোদের ভিতরে ছাতা,

নিতে পারো ছোট নদী– অতি ছোট ভালোবাসা
ঢেউ ঢেউ নাচে ঠাসা
যেমন বাংলা ভাষা
নিতে পারো বিলঝিল– স্বাদে ভরা ছোট মাছ
পাড়ের কদম গাছ
ছায়ার নরম ঘাস

নিতে পারো অভিরাম ছায়াঢাকা শালবন
নিসর্গের চারু মন
জীবনের বিপণন
নিতে পারো দ্বিপ্রহরে সোনা রোদে ভরা দিন
লাল সূর্যে অমলিন
কমলা– তুলনাহীন

নিতে পারো পাহাড়ের ঝরনার ঝরঝর
যেন পাতার মর্মর
প্রবাহের খরতর
নিতে পারো সাগরের তরঙ্গের কোলাহল
যেন কত ছলছল
অভিরাম– অবিরল

দিতে পারো বিনিময়ে বনানীর কুহুকেকা
মাঝে মাঝে ফুল আঁকা
পল্লবের রাজটিকা
দিতে পারো অরণির শ্যামলিম ভালোবাসা
ডানার আড়ালে আসা
বুকের রুপালি আশা ॥

ভ্রমর বিরহ

অলোক ভ্রমর চপল দোসর হৃদয় জড়ানো
লাল জোনাকির আলোর সমান পেখম ছড়ানো
কখন আসবে, কখন হাসবে
কখন বসবে, কখন কষবে
ফুলের হিসাব পাখির হিসাব নতুন পুরানো,
বাঁকের সীমায় একটু ঘুরানো,
সামনে সরানো,

আসবে কি সেই চাঁদের সমান জোছনা মোড়ানো
একলা থাকার আগুন জ্বালায় হৃদয় পোড়ানো
হয়তো আসবে, হয়তো কাশবে
হয়তো মিশবে ভালোই বাসবে
ধান ফসলের মাঠের সবুজ শিশির ছোঁয়ানো,
নরম শিখার রেশম নুয়ানো
ছায়ায় শুয়ানো

হয়তো তখন শুনব আশার পালক ঝরানো
সুস্বর গলায় বাংলা গানের চমক ধরানো
রোদের অধিক রোগ যেন ঠিক
লাল ঝিকমিক সোনার্ শালিক
শিউলি শোভন রুপোর সমান আঁধার হারানো,
চপল চলায় কাঁকর কুড়ানো
শেয়াল তাড়ানো ॥

স্কুল বাস

ট্রাফিক সিগন্যালের লাল বাতি জ্বলতেই স্কুল বাসটি থামল
অন্য লেন থেকে থামানো গাড়িগুলো চলতে আরম্ভ করল
কোনো হর্ন নেই– ইঞ্জিনের ধকধক নেই
কোনো কালো ধোঁয়া নেই– গন্ধ নেই
ড্রাইভারদের মধ্যেও ওভারটেকের কোনো উদ্দেশ্য নেই,

সাদা বাতি জ্বলতেই ট্রাফিক সিগন্যাল পার হয়ে স্কুল বাসটি
উঁচু বিল্ডিংয়ের পাশে নিমগাছের তলার স্টেশনে ফের থামল
বাসের দরজা হঠাৎ খুলল
তিনটি শিশু ছাত্র নেমে চিৎকার করতে করতে চলল
নিজ নিজ জননীর অভিমুখী

যারা নিমগাছের ছায়ায় সন্তানদের জন্য দুপুর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে
যাদের ওড়না চতুর বাতাসে দেদার উড়ছে
যাদের রূপ লাবণ্যের প্রতি রোদ্দুর ভরা আকাশের সর্পিল দৃষ্টি পড়ছে
যাদের মাথার উপর দিয়ে পায়রা উড়ে যাচ্ছে
যাদের মুখের সামনে দিয়ে দু'একটি মৌমাছি উড়ে যাচ্ছে,

তাঁদের মধ্যে কারো স্বামী বিকেলে অফিস থেকে ফিরবে
কারো স্বামী নাইট শিফটের জন্য প্রস্তুতি নেবে
কারো স্বামী ফিরবে না
তাতে প্রশ্ন করবে না, তাঁরা তো মুক্তমনা– বিদুষী
বিশ্ব সংসার সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট ধারণা রয়েছে,

স্টেশন ছেড়ে এই তো স্কুল বাসটি অদূরে যাচ্ছে
পিছনে টায়ারের পাশ দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে
অন্য শিশু ছাত্র যাঁরা এখনও বাসটির যাত্রী
তাঁদেরকে পৌঁছে দিতে ঘরের দোরগোড়ায়
হয়তোবা নিকটবর্তী কোনো স্টেশনে ॥

দু'হাত বাড়াও

দু'হাত বাড়াও– এই নাও আলো
ঝলমল করা ছোট উপহার
নাও রেশমের মণিহারগুলো
রজনীগন্ধার রঙিন বাহার
নাও গোধূলির সোনাঝরা ধুলো
ফুলের রেণুর সোজা কারবার,

এই নাও সুখ– সহজ সরল
শিশুর হাসির মতো অকৃত্রিম
শিশিরের মতো শীতল তরল
নমনীয় আর ঋজু তারুণীম,
পাপড়ির মতো কমল কোমল
কমণীয় আর অনুজপ্রতীম,

এই নাও শান্তি– হিমেলের ছোঁয়া
আর মমতার আবেগ জড়ানো
গ্রীষ্মের দুপুরে সবুজের ছায়া
আঁধারের মতো নরম– পুরোনো,
শীতের রাত্রিতে জোছনার মায়া
সর্বত্র সহজ নিয়মে ছড়ানো,

এই নাও স্নেহ যত অনাবিল
মেঘের প্রচ্ছদে কালো করে রাখা
তারকার স্পর্শে জাগা ঝিলমিল
আকাশ অবধি লাল স্বর্ণরেখা
যেন কুসুমের নীল খিলখিল
হাসির ঝিলিক ভরা উপশাখা,

এই নাও আশা-নিরাশায় যদি
পথ ভুলে যাও, দিগন্তে সন্ধ্যায়,
অথবা রাত্রির সীমানা অবধি
যেখানে সূর্যের আলো নিভে যায়,
কালো ছায়া হয় বধূয়ার হৃদি
খোঁজে বিরহের উজ্জ্বল উপায়,

এমন সত্তায় সমুজ্জ্বল করো
শৈশব-কৈশোর থেকে আজীবন
সারা উন্নতিকে শক্ত হাতে ধরো
গড়ো সুন্দরের প্রবেশ তোরণ
যার মধ্য দিয়ে দেখা যাবে পুরো
মহাবিশ্বসহ আপন ভুবন ॥

যত প্রশ্ন

নরম হাতে চাঁদের সাথে রুপার আলো
কে জড়াল
শরৎকালে গাছের তলে টগরগুলো
কে ছড়াল
রাত দুপুরে সাহস করে শিমুল তুলো
কে কুড়াল
নীল ফাগুনে লাল আগুনে বেতের কুলো
কে পুড়াল
দরদ ভরা চাদর দ্বারা পথের ধুলো
কে মোড়াল
সকাল সাঁঝে সাদার মাঝে কাকের কালো
কে গড়াল
আষাঢ় মাসে মেঘের পাশে রেশম এলো
কে উড়াল
কাজের ফাঁকে নদীর বাঁকে রোদ ঝাঁঝাল
কে ভিড়াল
সহজ সুখে ফুলের শাখে রঙ প্যাঁচালো
কে চড়াল
প্রথম ধাপে পায়ের চাপে সোহাগ ভালো
কে মাড়াল,
যে এই দেশে হঠাৎ এসে থমকে ছিল
একা ছিল
তোমার মতো আমার মতো চমকে ছিল
সুখী ছিল ॥

প্রদীপের গান

প্রদীপ জ্বলছে
হলুদ জ্বলছে
রেশম জ্বলছে যেন রঙিন রক্তের মতো
পারদ ঝলছে যেন সুখের স্বপ্নের মতো

আঁধার আসছে
ভালুক আসছে
কুমির আসছে যেন মলিন কষ্টের মতো
কোকিল উড়ছে যেন দুপুর রাত্রির মতো

আঁধার থামছে
জীবন থামছে
হৃদয় থামছে যেন অচল পঙ্গুর মতো
সময় জমছে যেন পাষাণ মৃত্যুর মতো

প্রদীপ নিভছে
সিঁদুর নিভছে
গাজর নিভছে যেন আঁধার আত্মার মতো
সময় মিশছে যেন অমায়, সন্ধ্যার মতো

কবির হৃদয়

ওগো, সবুজ বনের জায়া
কাজল মেঘের কায়া
রঙিন আলোর মায়া
শুনো, গড়াই নদীর বাঁকে
শালিক পাখির ঝাঁকে
কবির হৃদয় থাকে,

ওগো, গোলাপ ফুলের কুঁড়ি
প্রবাল কীটের নুড়ি
তালের পাতার ঘুড়ি
শুনো, ধূসর মাঠের কাছে
নরম কদম গাছে
কবির হৃদয় আছে,

ওগো, ধবল রোদের পরী
হলুদ ডানার শাড়ি
শুনো, বোশেখ মাসের ঝড়ে
পাতায় পাতায় নড়ে
কবির হৃদয় পড়ে,

ওগো, পাহাড়পুরের দ্যুতি
সকাল বেলার যূথি
মধুর সুরের স্তুতি
শুনো, সুখের আশ্বিন মাসে
শিশির শোভন ঘাসে
কবির হৃদয় হাসে,

ওগো, কৃষক পাড়ার বধূ
মজুর লোকের বিধু
রেশম রেখার ধু ধু
শুনো, আষাঢ় মাসের খাদে
মুষলধারার ফাঁদে
কবির হৃদয় কাঁদে

পরীর স্বগতোক্তি

অরণ্যের সাদাকালো
অবরোহী বলেছিল,
যদি আমি ফুল হই
নক্ষত্রের মতো রই
ছুঁয়ে ছুঁয়ে নীলাকাশ
কুয়াশার রাজহাঁস,
তবে সে হবে আপন
জীবনের মূলধন,
আমি তো এখন ফুল
বর্ণালীর নাভিমূল,

পাহাড়ের জমকালো
অবরোহী বলেছিল,
যদি আমি চাঁদ হই
পড়ি জোছনার বই
আঁধার করি রুপালি
শেফালি ফুলের ঢালি,
তবে সে বন্ধুর মতো
সামনে থাকবে নত,
আমি তো এখন চাঁদ
পূর্ণিমার স্বপ্নসাধ,

তারুণ্যের সাদাকালো
অবরোহী বলেছিল,
যদি আমি পাখি হই
শুধু করি হইচই
গাই ভোরের কোরাস
যোগ করে অনুপ্রাস,
তবে সে হবে স্বজন
হৃদয়ে হৃদয় মন,
আমি তো এখন পাখি
বনের উড়ানো আঁখি,

সবুজের সাদাকালো
অবরোহী বলেছিল,
যদি আমি নদী হই
ঢেউগুলো বুকে লই
ছুটি মোহনার প্রতি
পেতে সমুদ্রের প্রীতি,
তবে সে হবে সুহৃদ
পরানে রক্তের রোদ,
আমি তো এখন নদী
জলে ভেজা নিরবধি,

বাংলার সাদাকালো
অবরোহী বলেছিল,
যদি আমি পরী হই
নারীকে বানাই সই
ঘরে করি বসবাস
সুখে থাকি বারো মাস,
তবে সে হবে প্রেমিক
আলোর মতো নির্ভীক,
আমি তো এখন পরী
রাত্রি নই বিভাবরী ॥

মনে পড়বে কী

মনে পড়বে কী, তোমার আমার এত বলাবলি
শিউলি-শিশিরে সিক্ত সকালের প্রেম নিরিবিলি
হাতে হাত ধরে সুন্দর সুন্দর লাল স্বপ্ন দেখা
টুকরো টুকরো রঙিন কাগজে ছোট্ট ছোট্ট লেখা
শত সঙ্গীতের দু'একটি কথা দ্বৈতকণ্ঠে শেখা
কথায় কথায় প্রায় গরমিল কভু মিল-ফাঁকি
সেই অবসরে একটু আমাকে মনে পড়বে কী।

মনে পড়বে কী, তোমার আমার দুষ্টুমির কথা
নদীতে সাঁতার, মাঠে দৌড়াদৌড়ি, পাহাড়ে অযথা
ঝরনার জলে শরীর লুকানো– ডুব দেয়া হাঁস
বনের ভিতরে হারিয়ে যাওয়া– দুরন্ত বিশ্বাস
মর্মর ভাষায় কখনো শাসিয়ে– দুঃখ প্রকাশ
হয় অভিনয়ে কীবা সবিনয়ে চোখে চোখে উঁকি
সেই মৌবনের যৌবনে আমাকে মনে পড়বে কী।

মনে পড়বে কী, তোমার আমার এতগুলো আশা
কিছু কিছু লাল কিছু কিছু নীল, সাদা অবিনাশা,
চিরলবিরল সবুজ পাতার ছাউনির ঘর
আলতো ছোঁয়ার বাতাসে এই যে কাঁপে থরথর
বর্ষার বৃষ্টিতে স্যাঁতসেঁতে মেঝে হয় কষ্টকর
বন্ধুর পথের মতো হয় কালো অন্ধকার মেকি
এতসবসহ বিকালে আমাকে মনে পড়বে কী॥

মনে পড়বে কী, তোমার আমার এত পাশাপাশি
অকারণে শুধু মধুমাখা সুরে এত হাসাহাসি
দুপুরের রোদে ছায়ায় ছায়ায় এত ঘোরাফেরা
বিকেলের সুখে পাড়ায় পাড়ায় চিৎকার করা
সন্ধ্যার শম্পায় হারিয়ে যাওয়া– ফুলসম ঝরা
রাত্রির কালোয় ঘুমে অচেতন– স্বপ্নাতুর সুখী
ওইসবসহ নির্জনে আমাকে মনে পড়বে কী॥

স্মারক

কমলার মতো লাল সোনার স্মারক
শিউলির মতো সাদা হীরের স্মারক
কয়লার মতো কালো লোহার স্মারক
আকাশের মতো নীল কাঠের স্মারক

সোনার স্মারক বুঝি সুখের প্রতীক
হিরের স্মারক বুঝি শান্তির প্রতীক
লোহার স্মারক বুঝি শিক্ষার প্রতীক
কাঠের স্মারক বুঝি সমৃদ্ধির চিহ্ন

তাই একটি সকাল দিন– একগুচ্ছ ফুল
তাই একটি দুপুর দিল– একগুচ্ছ ফুল
তাই একটি বিকেল দিল– একগুচ্ছ ফুল
তাই একটি সন্ধ্যা ছিল– একগুচ্ছ কুসুম

সোনার স্মারক তাতে হাসল না
হিরের স্মারক তাতে নড়ল না
লোহার স্মারক তাতে ধরল না
কাঠের স্মারক তাতে কাঁদল না

তা হলো মাটির মতো নিতান্ত নির্বাক
তা হলো শবের মতো শীতল নির্বাক
তা হলো নুড়ির মতো পাষাণ নির্বাক
তা হলো বোবার মতো বধির নির্বাক

পুরানো বন্ধু

যত কথা রঙ মাখা
হৃদয়ের মাঝে রাখা
তা বলো পুরানো সখা
আমাকে

যদি সবকিছু বলো
মনে করে কত ভালো
দেব ভালোবাসাগুলো
তোমাকে

সাদরে কুটিরে নেব
আঁধারে প্রেয়সী হবো
ছড়ানো

শরীরে ছোঁয়াব আলো
সোনালি রুপালি ধুলো
এলোমেলো সাদ-কালো
জড়নো

সকালে জাগাব শুধু
দেখাব পূবালী বিধু
জানাব সুমিতা বধু
আমি তো

জানি মানি শততম
দীপালি তারকাসম
সাথে আছ নিরুপম
তুমি তো

অসহায়

রাস্তার পাশে ফুটপাতে শীর্ণ বৃদ্ধা একাকী বসে আছে
তাঁর পরনের শাড়িতে ময়লা লাগতে লাগতে
পাটের বস্তার মতো ভারী হয়ে গেছে
তাঁর সাদা চুলগুলো মহিষ বাঁধবার দড়ির মতো
প্যাঁচ লাগান তামাটে রঙের হয়ে গেছে কতদিন পূর্বেই যেন,

এখন সে দু'চোখে তেমন দেখতে পায় না
লাঠি ছাড়া উঠতে পারে না– চলতে পারে না
কথা বলতে গেলে– বলতেও পারে না
তাতে দম বন্ধ হয়ে আসে
বুক ধড়ফড় করে,

তাঁর সামনে এ্যালুমিনিয়ামের থালা
পথচারীর ছোঁড়া ভাংতি পয়সায় কেঁপে ওঠে
বেজে ওঠে ঝনাৎ ঝনাৎ
তাতে সে চমকে উঠে আবার মুহূর্তে থমকে দক্ষিণ হাতে তুলে নেয় ভাংতি পয়সা
আর গুনতি করে কালো থলের মধ্যে রেখে দেয়,

হঠাৎ যদি কোনো পথচারী জিজ্ঞেস করে
এই বুড়ি, তোমার সন্তানরা কি খোঁজখবর রাখে না
তাতে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তর দেয়
ওরা তো একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে মারা গেছে
তাই তো আমি ভিখারিনী আর এই ফুটপাত আমার ঘর,

বিগত বসন্তে বয়স্ক ভাতার জন্য দরখাস্ত করেছিল
তাতে কোনো সাড়া বা একটু আশ্বাস মেলেনি
যদিও উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে গেছে বাংলাদেশ
যদিও বৃদ্ধার বয়স নব্বই নিভৃতে পেরিয়ে গেছে
যদিও সে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ॥

আলেয়া কখন আসবে

কখন আসবে আলোর আলেয়া
চোখের সাদার ঝলমলে দ্যুতি
শিউলি ফুলের শুভ অনুভূতি
সবুজ বনের সুন্দরী ডালিয়া
সিলেটি নারীর ধবধবে দৃতি
ধোঁয়াশার মতো কুয়াশার প্রিয়া,

এই তো সূর্যের সময় অন্তিম
ধূসর বিকেল নিঃশেষ প্রায়
গাঢ় গোধূলিতে নীল হেরে যায়
দূরের আকাশে ঢালছে রক্তিম
জোছনা মেশানো লাল অভিপ্রায়
দীপ জোনাকীর পীত হিমশিম,

এই তো বন্দরে জ্বলছে সোনালি
যেন কমলার রঙিন অধর
যেন সাভানার তামাটে আদর
জড়ানো সন্ধ্যার সুখর দীপালি
কিবা তো পদ্মার ঝিনুক পাথর
কিবা তো কাতর পানির রুপালি,

এই তো আঁধারে ঝরছে শিশির
গলানো কাচের অভিরাম ফোঁটা
শিশুর দাঁতের মতো সাদামাটা
বেশ টলটলে নরম অধীর,
হয়তো শরমে শাপলার বোঁটা
হচ্ছে তরলিত টসটসে নীর,

এই তো ফিরছে নিশাচর পেঁচা
কৃষ্ণস্বরে গেয়ে স্বপ্নের সঙ্গীত
সাদরে ঝরছে কাজল ললিত,
অপটু ভুতুম-যার মুখ বোঁচা,
শেয়াল ডাকছে, করছে ইঙ্গিত
হয়তো ভাঙতে মোরগের খাঁচা,

এই তো চলছে জীবনের ক্রিয়া
যেন তারুণ্যের সাজসাজ রব
যেন মৌবনের যৌবনের স্তর
আবেগ জড়ানো নীল প্রতিক্রিয়া
আর জাগছেও প্রশ্নের সৌরভ
কখন আসবে আলোর আলেয়া।

ওখানে যেও না

ওখানে যেও না, ওখানে তিমির
বেদনার মতো পাতা ঝিরঝির
কর্কশ শব্দের মতো কৃষ্ণস্বর
সুন্দর জীবন বিপন্ন স্থবির
সবুজ যৌবন শুষ্ক বালুচর
যেন জনহীন হরপ্পা শহর,

তা ছাড়া নিসর্গ দারুণ ধূসর
মরুর সমান তৃষ্ণার্ত ঊষর
ডাইনীর মতো নকল-কৃত্রিম
চকচক করা পলির পাথর
সেতারে বৃষ্টির মেকি রিমঝিম
সম সব গান ওখানে আদিম,

যত ভালোবাসা সব পচা শব
দুর্গন্ধ ছড়ানো কালো অবয়ব
যেন জরাজীর্ণ বিবর্ণ ফসিল,
দূর অতীতের কটু অনুভব
বাকরুদ্ধ যত বোকার মিছিল
জলশূন্য যত হ্রদ বিলঝিল,

যত অভিপ্রায় সব বৃথা যায়
কালো মেঘহীন আকাশের ন্যায়
অজানা গ্রহের খুব কাছাকাছি
যেখানে প্রযুক্তি স্তব্ধ-মৃতপ্রায়
যেন প্রাণহীন ফসিল মৌমাছি
যেন প্রত্যয়ের ঘ্রাণ মিছামিছি,

বন্যার তরঙ্গে লাল স্বপ্নগুলো
ওখানে হারায় প্রাণবন্ত আলো
ঝলসে ওঠার সোনালি গৌরব
রুপালি রঙের উত্তাপ ঝাঁঝাল
কোমল ছোঁয়ার শান্ত অবয়ব
এক জীবনের সহজ সৌরভ,

অবশ্য মানবে এই কথামালা
যেন মননের স্মারক উজালা
পাহাড়ের মতো নাতিদীর্ঘ-স্থির
তবু বলছি, জেগে সারাবেলা
অনন্তের মতো অধিক-অধীর
ওখানে যেও না— ওখানে তিমির ॥

কোথায় মাঝি

এখন কোথায় সুরমার মাঝি
তরঙ্গের মতো দুরন্ত বয়সি
বৈশাখের মতো দুর্নিবার পাজি
জাতীয় সত্তার মতো অবিনাশী
গ্রীষ্মের রোদের মতো উষ্ণ তেজি
আলেয়ার মতো উজ্জ্বল-বিশ্বাসী,

এখন সুরমা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত
কারণ পলিতে বুক অগভীর
প্রচুর বালুতে বিশাল প্রশস্ত
কমতে কমতে বামুন বধির
অনেক কাদাতে মোহনার প্রস্থ
জমতে জমতে সমকোণে স্থির,

এখন সুরমা ঘোলাটে প্রচুর
মলাটে জমানো ময়লার মতো
কয়লার মতো কালো পরিপূর
কভু কুৎসিত গন্ধে অবনত
আষাঢ়ের মতো বেদনাবিধুর
প্রচুর পানসে– অনেক আহত

এখন সুরমা বেশ গতিহীন
শামুকের চেয়ে দুর্বল-কাতর
ভিখারির চেয়ে অধিক মলিন
তুষারের চেয়ে শীতল নিথর
লতিকার চেয়ে ছোট মিনমিন
রঙধনু টানা বঙ্কিম পাথর,

এখন সুরমা রিক্তার সমান
দারুণ ফ্যাকাসে, দারুণ একাকী
ঊর্মির আঘাতে দ্রুত কম্পমান
শেওলার মতো সাদা ঝিকিমিকি
দু'কূল ভরাটে যেন ভাসমান
মুদ্রার সমান লিকলিকে সিকি,

তাই তো উজানে রয়েছে এখন
ভিখারির মতো সুরমার মাঝি
সুরমার জন্য আনতে জীবন
বর্ষার যৌবন, তারুণ্যের পুঁজি
যদি মিলে এই চারু মূলধন
তবে ফিরবেই দ্রুত– সোজাসুজি ॥

জীবন

জীবন যেন বনের দ্যুতি
ঘরের কোনে সোনার আলো
পাতার ভীড়ে ফুলের তুতি
সাদায় ঘেরা চোখের কালো
আকাশ নীলে রূপার জ্যোতি
হলুদ রাঙা পথের ধুলো
মাথার চুলে অবাক যূথি
বুকের পাশে শিমুল তুলো
আশ্বিন মাসে চাঁদের তিথি
জোনাক ভরা রূপের কুলো,

জীবন যেন ঝরনাধারা
শিশির ভেজা দেশের মাটি
মাঠের বুকে ধানের চারা
শিশুর মতো দারুণ খাঁটি
মেঘের ফাঁকে রঙিন তারা
ঝলসানো রঙ পাগলপারা
উতলে ওঠা শুশুক জুটি
সীমার মাঝে অসীমহারা
সবুজ সাজে মটরশুঁটি,

জীবন যেন বাংলা ভাষা
ঢেউ খেলানো নাচের মতো
পীযূষ রসে মধুর ঠাসা
কোমল মন নরম কত
তালের ডালে বাবুই বাসা
মনের মতো শোভন শত
নতুন ভোরে প্রথম আশা
সুখের ছোট ছোঁয়ায় নত
হৃদয়পটে বিবেক মেশা
বরফ গলা পারদ যত ॥

নিরুদ্দেশ

কোথায় গিয়েছে মনের ময়ূরী
বনের কিশোরী সবুজের আলো
এই পৃথিবীর প্রথম বাহারি
রক্তকণিকার রেশম ঝাঁঝাল
এই নীলিমার কত আহামরি
রঙ ছড়ানোর মতো জমকালো

তাঁর খোঁজে একা অরণ্যে গিয়েছি
ভেদ করে কালো রাত্রির আঁধার
সেখানে গাছের আড়ালে বসেছি
ক্লান্ত শিকারির মতো নির্বিকার
তবু আশায় পিছনে ছুটেছি
হোঁচট খেয়েছি পাথরে-দেদার

কখনো গিয়েছি পাহাড় অবধি
যেখানে সূর্যের প্রথম উদয়
যেখানে পাখির তীব্র গতিবিধি,
ডানা ঝাপটানো মধু-গীতিময়
কূজন কোরাসে আছে নিরবধি
রক্তের সুগন্ধ জড়ানো হৃদয়,

গোপনে গিয়েছি এই আঁকাবাঁকা
সুরমা নদীর খুব কাছাকাছি
মাঠের অন্তিমে রঙধনু আঁকা
আকাশের নিচে যেখানে মৌমাছি
উড়ছে স্বপ্নের মতো একা একা
তৈরি করে এক নীল মালাগাছি,

প্রকাশ্যে গিয়েছি– যেখানে আদিম
মানুষের মতো উলঙ্গ সাগর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে খাচ্ছে হিমশিম
দুলছে কেন যে মাতাল নাগর
আছড়ে পড়ছে তীরের বঙ্কিম
প্রদেশে– যেখানে জীবন জাগর,

যদিও মিলেনি, কভু তাঁর দেখা
শম্পার একটু ঝিলিকের মতো
তবু ছাড়িনি তাঁর পিছু রেখা
কাজল ছায়ার কালো মায়া যত
ভুলেও হইনি অতি ছোটলেখা
এমিবার ন্যায় সামান্য আহত ॥

ঘরে ফিরে এসো

আজ রাতে একা ঘরে ফিরে এসো
জোছনার স্বপ্ন সারথির মতো
শীতল পাটিতে জানু পেতে বসো
খোলা মনে কথা বলো অবিরত,
পদ্মের কুঁড়ির মতো শুধু হাসো
একটু মধুর কিবা কিছু তেতো,

সহসা আসবে মাঝরাতে বুঝি
দাঁড়াবে উঠোনে নিশাচর পেঁচা
ভাববে অনেক করে খোঁজাখুঁজি
চারদিক আর লাউয়ের মাঁচা,
কাঁদবে হয়তো কিছু হিজিবিজি
লেখনীর মতো জটিল-তেরচা,

হয়তো আসবে শেষ রাতে একা
শৈশবে হারানো সাগরিকাসম
হয়তো ঝরবে ঠাণ্ডা কুহেলিকা
আয়নার মতো সাদা-নিরুপম
হয়তো পড়বে আলেয়ার চাকা
নরম সোনার চরম শরম,

নয়তো আসবে রাত শেষে ভোর
যখন পাখিরা কালো করিডোর
পেরিয়ে করবে খুব ডাকাডাকি,
কারো নাম ধরে আর বড়জোর
ছদ্মনামে যোগ করে টুকিটাকি,

কিবা তো আসবে— যখন দুপুর
থাকবে শিখার মতো লেলিহান
দাউদাউ সুরে রাখবে নূপুর
ঝুমুর ঝুমুর মধুময় তান
জাপটে ধরবে রঙের ময়ূর
প্রজাপতি আর ফুলের বাগান,

তবু আসবে, আসবে নিশ্চয়
জানি-মানি আর বুঝি দ্বিধাহীন
প্রকাশ করবে রঙিন হৃদয়
জীবনের যত লাল প্রদক্ষিণ,
মুছবে বিরহ আর সংশয়
করবে দূরত্ব নিকট-অধীন ॥

সুরমার মাঝি

সুরমার মাঝি, তুমি এই ঘাটে
জারুল কাঠের নৌকো ভিড়াবে কি
যখন সূর্যের আলো নীল মাঠে
পড়ে হবে কালো আঁধারের মেকি
যেমন ভালুক বনানীর হাটে
দিবসে দুপুরে কয়লার উঁকি,

তখন ভিড়াবে– ভিড়াবে নিশ্চয়
তুলবে নৌকোয় বাসনার চাঁদ
ছুটবে ভাটির যেখানে বিলয়
যেখানে সমুদ্র অথই অগাধ
যেখানে ঊর্মির দুরন্ত বিস্ময়
মুক্ত বাণিজ্যের সমান অবাধ,

সেখানে একটি দ্বীপদেশে তুমি
গড়বে সবুজ পাতার নিবাস
ছায়ার ভেতরে রাখবে বেনামি
চমকের মতো চাঁদের সুহাস
তাতে যোগ করে নীল ঝুমঝুমি
তুলবে সুখের সঙ্গীত কোরাস,

থাকবে জীবন মরণ অবধি
বাধাবিঘ্নহীন– পরাজয়হীন
রাখবে হৃদয়ে হৃদয়ের আঁধি
জোছনা জড়ানো চাঁদ অমলিন
ধরবে সাফল্য– দু'জনের হৃদি
ছড়ানো যেন সূর্যের প্রতিদিন,

অনেক আনন্দে উড়াবে পতাকা
বিজলি মাখা মেঘের কাছাকাছি
যার স্পর্শে পাবে রঙিন তারকা
যেন জ্বলজ্বলে সোনার মৌমাছি,
যার সুরে পাবে নাম ধরে ডাকা
কিছু কমণীয় সুখ মিছামিছি,

ঘাটের নিকটে– তীর অভিমুখী
তুমি একা এই তো আসছ বুঝি
অধরার মতো বাঁকা করে আঁখি
মনে হয় ফিরছ চাঁদকে খুঁজি,
তাকে পেলে নীল সমুদ্দুরমুখী
ছুটবে জানি– হে সুরমার মাঝি ॥

পরীকে বলিও

পরীকে বলিও কালকে আসব
উঠোনে দাঁড়িয়ে বেনামে ডাকব,
যদি ডাক শুনে খুলে যেন দ্বার
প্রিয়তম বলে করে চিৎকার
জড়িয়ে যায় যে– যেখানে আঁধার
মনের রক্তিম– জীবনের স্থিতি
সিঁদুর সূর্যের দীপ্ত উপস্থিতি,

পরীকে বলিও সহসা আসব
একটি সকাল নিকটে থাকব,
যদি ভালো লাগে দেয় যেন লাল
গোলাপ ছড়ানো দিকচক্রবাল
মন হারানোর মাঠ সুবিশাল,
যা চিরসুন্দর লতাঘাসে ঢাকা
যৌবনে মৌবনে সুখে ভরা চাকা,

পরীকে বলিও দুপুরে আসব
চোখে চোখ রেখে নীরবে হাসব,
যদি ভালো লাগে– তবে ভালোবাসি
সাদরে নেয় যে– আর পাশাপাশি
ছড়িয়ে দেয় যে– লাল রূপরাশি
মুখের সামনে আয়নার মতো
সূর্যের সামনে যেন চাঁদ নত,

পরীকে বলিও বিকেলে আসব
নির্জনে একত্রে ছায়ায় বসব,
যদি ভালো লাগে আর মনে হয়
হৃদয় গহিনে পাবে বিশ্বময়
সবুজে শ্যামলে নির্মল নির্ভয়
তবে সমাদরে যেন বুকে নেয়
লাল টুকটুকে রক্তজবা দেয়,

পরীকে বলিও সন্ধ্যায় আসব
খকখক করে আঁধারে কাশব
যদি ভালো লাগে কিবা ভালোবাসে
তবে অতি একা খুব কাছে আসে
খিলখিল করে ঝিলমিল হাসে
আর বলে যেন, পৃথিবীর নামি
বন্ধুকে পেলাম চির অনুগামী ॥

লাল নীল স্বপ্ন

লাল নীল স্বপ্ন
জ্বলন্ত অঙ্গার
যেন রোদ রত্ন
উজ্জ্বল আঁধার
নতুন পরশ– প্রথম অরুণ
প্রথম সূচনা– নবীন তরুণ,

দীপ্ত ফুলকুঁড়ি
সাদা রাজহাঁস
জলরঙ নুড়ি
কাশফুল তাস
হাড় সাদাবক– আলো ঝকঝক
যৌবন পুলক– সফেদ পালক,

অলক কিশোরী
অমল ফাগুন
তুষার মাধুরী
তড়িৎ আগুন
শান্ত নীহারিকা যেন দুধ চিহ্ন
কাঁচা পেঁপে বীজ– কতগুলো শূন্য,

আলো ভরা ঘর
যেন মহাকাশ
কচি দূর্বাঘাস
যেন শিশু মুখ কত প্রেম ভরা
যেন এক সন্ধ্যা– রূপ রঙ ধরা

লাল নীল স্বপ্ন
যেন ভালোবাসা
একক অনন্য
ছোট মিষ্টি আশা
যেন অনুপম কোমল কোরক
অনেক উজ্জ্বল একটি নরক ॥

লেনদেন

সবুজ বনের কুরঙ্গিনী
ও রঙ্গিনী
শ্যামাঙ্গিনী হবে কী আমার?
হব হব
অভিনব রাত্রিতে তোমার,

হলুদ বনের কমলিনী
ও নলিনী
বিহারিণী হবে কী এবার?
হব হব
প্রতি শুভ সন্ধ্যাতে দেদার,

কাজল বনের রূপসিনী
ও মালিনী
সোহাগিনী হবে কী আমার?
হব হব
যবে পাব বসন্ত বাহার,

সোনার বনের হেমাঙ্গিনী
ও সঙ্গিনী
তরঙ্গিনী হবে কী আমার?
হব হব
দেব দেব যা আছে আঁধার ॥

ভাবিছ না তবু

এত হাসি গান– ভালোবাসাবাসি
এত কথা বলা– খুব মেশামেশি
এত ছলাকলা– বসা পাশাপাশি
ভুল হলে কভু
ভুলিছ না তবু,

যদি দূরে থাকি, হয়ে লাল পাখি
আকাশের নীল– করি মাখামাখি
চাঁদ দেখে দেখে সাদা করি আঁখি
ভাবিছ না কভু
এক মায়া তবু,

যদি জেগে উঠি– হয়ে রঙধনু
বাঁকা লেজসম– বাঁকা হয় তনু
তাতে যদি বাজে– সুর রুনুঝুনু
বলিছ না কভু
এক জাদু তবু,

যদি ডুবে যাই– হয়ে রানি মাছ
তলদেশে পাই আলো ভরা গাছ
ছায়ার গভীরে জলজ নির্যাস
জানিস না কভু
ইন্দ্রজাল তবু,

যদি ভেসে উঠি হয়ে পদ্মফুল
গন্ধে উড়ে আসে অলি-ভিমরুল
মাতালের মতো থাকে মশগুল
ভাবিছ না কভু
এত ছল তবু ॥

উদ্বেগ

এখন আষাঢ়, আসবে কি বন্ধু
তুমি আসবে কি
কদম হাসবে, সে তো চন্দ্রবিন্দু
তুমি হাসবে কি
পুকুর ভাসবে, সে তো খুদে সিন্ধু
তুমি ভাসবে কি,

এখন শ্রাবন, উড়বে কী সাথী
তুমি উড়বে কি
আলেয়া পড়বে, সে তো সূর্য জ্যোতি
তুমি পড়বে কি
আকাশ লড়বে, সে তো নীল দ্যুতি
তুমি নড়বে কি,

এখন আশ্বিন, বলবে কি সখা
তুমি বলবে কি
প্রদীপ জ্বলবে, সে তো অগ্নিশিখা
তুমি জ্বলবে কি
বন্ধন টলবে, সেতো কল্পরেখা
তুমি টলবে কি

এখন ফাল্গুন, থামবে কি মিত্র
তুমি থামবে কি
বিজলি নামবে, সে তো লাল নেত্র
তুমি নামবে কি
হৃদয ঘামবে, সে তো শেষ চৈত্র
তুমি ঘামবে কি

অবশ্য বৈশাখে তা করবে মিতা
তুমি তা করবে
অন্তিমে পড়বে শান্তির কবিতা
স্বাদরে পড়বে
অন্তিম জ্বালবে বিজয সবিতা
নিশ্চয় জ্বালবে ॥

তোমার জন্য

তোমার জন্য কাব্য ভাষার এই অভিধান রাখা
কৃষ্ণচূড়ার সরু শাখার লাল আগুনের শিখা
রক্ত জোনাকি
তাই নেবে কি
আলো দেবে কি

তোমার জন্য গল্প লেখার এই ব্যাকরণখানি
গিনি সোনায় গড়া নতুন রোদের সমান আনি
রুপালি সিকি
তাই নেবে কি
চাঁদ দেবে কি

তোমার জন্য কলাপাতার সবুজ ছায়ার ঘর
নদীর গর্ভে পদ্মফুলের ভাসান বালুর চর
সোনালি উঁকি
তাই নেবে কি
সূর্য দেবে কি

তোমার জন্য স্বপ্ন সুখের চরম নরম ছোঁয়া
শরৎকালে কাশের মতো দুধের শরম ধোঁয়া
কত যে ঝুঁকি
তাই নেবে কি
প্রাণ দেবে কি

তোমার জন্য দুর্বাঘাসের চিকন ফুলের মালা
সুখের মাঝে ছোট্ট কথার রঙধনু লাল জ্বালা
চিল চালাকি
তাই নেবে কি
মন দেবে কি

ভ্রমর পরিচিতি

একটি ভ্রমর
অনিন্দ্য সুন্দর
আঁধারের মতো
একগুচ্ছ চুল
কালো বুলবুল
সম সংহত
বনের ভালুক
যমুনার জোঁক
সম চিকচিকে
বনের ভেতর
নীরব নিথর
আত্মা লিকলিকে
কয়লার ছোঁয়া
চিমনির ধোঁয়া
সম অন্ধকার
কৃষাণীর চুলো
কীবা ছাইগুলো
সম কৃষ্ণসার
কিশোরীর আঁখি
হাতে বাঁধা রাখি
সম নীল পীচ
হয়তো ঝাঁঝাল
পাকা রঙ কালো
একটি মরিচ ।

মাধুরীর মণিহার

মাধুরীর মণিহার

উৎসর্গ

কবি, গদ্যকার নুরুন্নাহার শিরীন
কবিতায় নতুন দিকনির্দেশনায়

সূচিপত্র

মাধুরীর মণিহার

মাধুরীর জন্য রেখেছি সিঁদুর
কাজল বিন্দুর ছোটন তিলক
রেখেছি গোলাপ মদির মধুর
কলমিলতার নরম নোলক
রেখেছি আলতা রক্তিম বিধুর
সুগন্ধ ছড়ানো ফুলের স্তবক

এত উপহার মাধুরী নেবে কি?
শীতল ছোঁয়ায় জানায়ে আদর
একটু প্রণয় সাহসে দেবে কি?
শুকনো অধরে ছোঁয়ায়ে অধর
আঁধার কুটিরে প্রেয়সী হবে কি?
লোমশ অন্তরে লাগায়ে অন্তর

হবে না হবে না ভুলেও হবে না
বয়সে অবুঝ নতুন মাধুরী
দেবে না দেবে না কিছুই দেবে না
অরুণ যৌবন প্রেমজ বাহারি
নেবে না নেবে না শূন্যও নেবে না
সে বুঝি আজও অলক কিশোরী

তুমি কী আসবে না

সকাল এসেছে কিশোরের মতো পূর্বে উঠোনে একা
সাথে নিয়ে লাল হৃদয়ের আলো যৌবনের ইশতেহার
তুমি কী এখন একা আসবে না
শান্তির সত্তা কী সাথে আনবে না
তিল পরিমাণ তিলকের মতো
বালু পরিমাণ বালুকার মতো

দুপুর এসেছে দুরন্তের মতো প্রশস্ত উঠোনে একা
সাথে নিয়ে নীল চাঁদোয়ার মতো বিশ্বাসের নীলাকাশ
তুমি কী ভুলেও আর আসবে না
একটি সুখ কী সাথে আনবে না
তিমি পরিমাণ কণিকার মতো
চুল পরিমাণ লতিকার মতো,

বিকেল এসেছে প্রবীণের মতো সবুজ উঠোনে একা
সাথে নিয়ে সাদা প্রমিত প্রজ্ঞার নতুন নতুন গ্রন্থ
তুমি কী হঠাৎ আর আসবে না
কোমল স্পর্শ কী সাথে আনবে না
অণু পরিমাণ পিঁপড়ের মতো
ফোঁটা পরিমাণ সরষের মতো

গোধূলি এসেছে কুয়াশার মতো ধূসর উঠোনে একা
সাথে নিয়ে কিছু আঁধার ছায়ায় যেন কিছু কালো মেঘ
তুমি কী সহসা আর আসবে না
ছোট্ট সোহাগ কী সাথে আনবে না
রত্তি পরিমাণ অ্যামিবার মতো
দানা পরিমাণ শিউলির মতো।

আঁধার এসেছে ভালুকের মতো একটু উঠোনে একা
সাথে নিয়ে কিছু পুড়ানো কয়লা কাচের টুকরোগুলো
তুমি কী আনন্দে কভু আসবে না
সামান্য স্নেহ কী সাথে আনবে না
ধান পরিমাণ অনিমার মতো
ধূলি পরিমাণ তনিমার মতো।

চার বান্ধবী

রানু হাসতে হাসতে কথাগুলো বলছিল
রেণু নাচতে নাচতে গানগুলো বলছিল
রিনা হাঁটতে হাঁটতে কষ্টগুলো বলছিল
রানি রাঁধতে রাঁধতে গল্পগুলো বলছিল

রানুর কথার প্রথম বক্তব্য ছিল : সে পদ্মিনী
রেণুর গানের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল : সে শঙ্খিনী
রিনার কষ্টের তৃতীয় স্তবক ছিল : সে চিত্রানী
রানির গল্পের চতুর্থ চরণ ছিল : সে হস্তিনী,

রানুর গায়ের রঙ শিউলির মতো সাদা
রেণুর গায়ের রঙ গোলাপের মতো লাল
রিনার গায়ের রঙ সোনালি রোদের মতো
রানির গায়ের রঙ হলুদ টিয়ের মতো,

রানু কবিতা লিখতে জানে
রেণু সঙ্গীত লিখতে জানে
রিনা প্রবন্ধ লিখতে জানে
রানি নিবন্ধ লিখতে জানে,

রানুর প্রিয় ব্যক্তি– রবীন্দ্রনাথ
রেণুর প্রিয় ব্যক্তি– নজরুল
রিনার প্রিয় ব্যক্তি– মাইকেল
রানির প্রিয় ব্যক্তি– জীবনানন্দ,

রানু জন্মেছিল সকালবেলায়, তখন শরৎ ছিল
রেণু জন্মেছিল দুপুরবেলায়, তখন হেমন্ত ছিল
রিনা জন্মেছিল বিকেলবেলায়, তখন বসন্ত ছিল
রানি জন্মেছিল সন্ধ্যাবেলায়, তখন গ্রীষ্ম ছিল,

রানু ডাক্তার হতে চায়, সে এখন প্রথম বর্ষের ছাত্রী
রেণু প্রকৌশলী হতে চায়, সে এখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী
রিনা শিল্পী হতে চায়, সে এখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী
রানি অধ্যাপিকা হতে চায়, সে এখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী ॥

বিজয়িনী

সেই অনুপমা পরী যখন এসেছিল
এই সবুজের দেশে সাহসিকা খাওলার মতো
এই ফুল-পাখি-চাঁদ নদী-নালা ভালোবেসেছিল
আর ভালোবেসেছিল এই সমাজ, মানুষ যত,

তাই নিসর্গের কাছে সেই প্রতিদিন গিয়েছিল
জানতেও চেয়েছিল এই ফুল সুন্দরের কথা
পাখির অজানা ভাষা, সুরও শিখতে চেয়েছিল
বুঝতেও চেয়েছিল চাঁদ-জোছনার পবিত্রতা,

এই নদীনালা যত, কেন যে সাগর অভিমুখী
তা ধরতে চেয়েছিল রক্তের প্রবাহে প্রতিদিন
দেখতেও চেয়েছিল এই সমাজ কেমন সুখী
বুঝতেও চেয়েছিল এই মানুষ কত স্বাধীন,

বাস্তবে পারেনি সেই জীবনের কাজ এতগুলো
কেননা নষ্টরা তাতে ঘোর বাধা হয়ে গিয়েছিল
তাতে তার অভিপ্রায় হয়েছিল সাহারার ধুলো
সরষের মতো লাল স্বপ্নগুলো ঝরে পড়েছিল,

ঘাতকের হাতে তার একদিন মৃত্যু ঘটেছিল
রক্তে ভিজেছিল তাতে সারা বুক, সমস্ত শরীর
বোমার আঘাতে পা-ও কোথায় যে উড়ে গিয়েছিল
তা বলতে পারেনি সে, সে যে ছিল শীতল বধির।

সুলভ সামগ্রী

এখন এনেছো দক্ষিণ বাতাসে দুরন্ত হিল্লোল
এখন এনেছো বর্ষার নদীতে দুর্বার কল্লোল
বাগানে এনেছো অনেক রঙিন ফুলের বাহার
প্রান্তরে এনেছো নতুন শস্যের শ্যামল প্রচার
পাহাড়ে এনেছো ঝরনার সঙ্গীত তরঙ্গসঙ্কুল,

এখন এনেছো সূর্যের আলোতে হলুদ যৌবন
এখন এনেছো চাঁদের আলোতে নিঝুম যৌবন
হৃদয়ে এনেছো নতুন চেতনা গ্রীষ্মের দিবস
আরক্তে এনেছো প্রথম প্রেরণা সিংহের সাহস
শরীরে এনেছো আলোক উদ্যম সচল জীবন,

এখন এনেছো মেঘের সমান ঐশ্বর্য সম্মান
এখন এনেছো নতুন প্রযুক্তি– নতুন বিজ্ঞান
শহরে এনেছো সোনার চমক– বিদ্যুৎ ঝলক
প্রাসাদে এনেছো সুখের পরশ– শান্তির পুলক
প্রাঙ্গণে এনেছো নতুন ভঙ্গিতে দূরের উদ্যান।

এখন এনেছো ললিতকলার উন্নত সঙ্গীত
এখন এনেছো মঙ্গলগ্রহের শিল্পিত ইঙ্গিত
জীবন এনেছো মরণ বিনাশী স্রষ্টার সমান
সাহিত্য এনেছো দ্বিবিধ শ্রেণীতে উন্নত– পুরান
কবিতা এনেছো নতুন আঙ্গিকে, জ্বলন্ত তড়িৎ ॥

সান্ত্বনা

অনেক ভেবেছো তুমি একদিন ভাবুকের মতো,
রাতের ভালুকে চড়ে জীবন চলবে নিরাশায়
খোঁড়া ভিখারির মতো জগতে থাকবে অসহায়
পাবে শুধু অপমান, মেথরের মতো অবিরত,

এমন বিশ্বাসগুলো অনর্থক অলীক আহত,
যেমন পাতক ভাবে– জীবনের শেষ সীমানায়
মিলবে না চিরশান্তি চোখের একটি ইশারায়
আকাশের মেঘে মেঘে ঝলসানো বিজলির মতো,

বিশাল বিশ্বাস যাঁর হৃদয়ের কাছে আছে রোজ,
সেই পায় ভরসাতে তাঁর আশা অনেক রঙিন
শরতের খোলা মাঠে ফুলে ভরা ফসলে সবুজ,

তুমিও ভরসা রেখো রোদভরা মনে প্রতিদিন,
অনেক সহজে পাবে দূরে নয়, কাছে এর খোঁজ
অরুণের অবয়বে অভিনব সোনালি স্বাধীন ॥

ত্রয়ী ভালোবাসা

সে শিউলি ফুল ভালোবাসে
তার ভালোবাসার কবির জন্যে শিউলির মালা গেঁথেছিল
গলায় পরিয়ে দিয়েছিল
তার নামও শিউলি, এই জন্য
অন্য নামের ফুলের প্রতি তার একটু বিশ্বাস নেই
আস্থা নেই, সরলরেখার মতো টান নেই

সে শেফালি ফুল ভালোবাসে
তার ভালোবাসার শিল্পীর জন্য শেফালির মালা গেঁথেছিল
গলায় পরিয়ে দিয়েছিল
তার নামও শেফালি, এইজন্য
অন্য নামের ফুলের প্রতি তার সামান্য বিশ্বাস নেই
মোহ নেই, চিকন সুতোর মতো ভক্তি নেই

সে চামেলি ফুল ভালোবাসে
তার ভালোবাসার বিজ্ঞানীর জন্যে চামেলির স্তবক গেঁথেছিল
হাতে তুলে দিয়েছিল,
তার নামও চামেলি, এইজন্য
অন্য নামের ফুলের প্রতি তার মোটেই বিশ্বাস নেই
রুচি নেই, একটু ভুলের মতো লোভ নেই।

বাঁশিওয়ালা

মন মাতালের মতো মরা মাঠে কে বাজায় বাঁশি
এই সুরে বেঁধে আজ সাদা-সাদা বলাকার বাণী
এই সুরে বেঁধে আজ শত শত পাপিয়ার ধ্বনি
এই সুরে বেঁধে আজ ঝরা পাতা কুসুমের কাশি,

সে কখনো কি জানে না, এই সুরে চাঁদ অবিনাশী
ঘর ছেড়ে দূরে যায় আলেয়ার মতো একাকিনী,
খাওলার মতো হয় সাহারার এক সাহসিনী
বুকে বেঁধে লাল রঙ আশাগুলো ফুল রাশি রাশি

এই যে প্রেয়সী যায়, তাকে কি সে ভালোবাসা দানে
সাথী করে কাছে নিবে, রাখবে কি নীড়ে নিকেতনে
ফোটাবে কি তার ঠোঁটে টলমল পরিমল হাসি,

তবে যদি বাঁশিওয়ালা ভালোবাসা ভালোভাবে জানে
তাহলে সে এই সাদা রুপোরঙ শিউলির শশী
বুকে নিবে, যেন এই পৃথিবীর পিঠে লাল ঊষী ॥

সুখ্যাতি

তোমার কালো প্রেমের আলো দারুণ ভালো, মন-মৃণালি নীল-ছিনালি
হোক তা ধুলো, রোদ ঝাঁঝালো, পাথরগুলো, খড়-বিছালি গাছ-গাছালি
তোমায় তবু ভুলতে কভু পারব না যে, মন-মৃণালি রঙ-সোনালি
ফুলের কুঁড়ি, সোনার নুড়ি, মেঘের ঘুড়ি, মন-রুপালি– লাল দীপালি।

প্রথম পুরুষ

প্রথম পুরুষ তুমি, সকালের মতো মনোরম
মহৎ মানব তুমি, সাগরের মতো সীমাহীন
হৃদয় ঋত্বিক তুমি, রক্তের গভীরে প্রতিদিন
জীবনে জীবন তুমি, আজীবন আলোর উপম,

তাই তো তোমাকে চাই, এই প্রাণে, হে পুরুষোত্তম
তাই তো তোমাকে চাই, এই বুকে হলুদে রঙিন
তাই তো তোমাকে চাই, খুব কাছে অবাধে নবীন
তাই তো তোমাকে চাই বর করে চরম পরম,

নিশ্চয় পড়বে ধরা এই ফাঁদে ফেরারীর মতো
মেঘের বৃষ্টির মতো নামবে ত্বরিতে অবিরাম
মাঘের শীতের মতো আসবে নীরবে খুব দ্রুত,

ঘুচবে দূরত্ব সব, কোলাহল হবে সুনসান
অনেক আপন হবে, সাগরে মিশবে নদী যত
অনেক অধীন হবে, গ্রামের ভিতরে পল্লীগ্রাম।

সাড়া জাগবার গান

পানির নিচে মাছ হয়ে গো আর কত দিন থাকবে
গাছের ডালে ফুল হয়ে গো আর কত দিন থাকবে
জোছনা রাতে চাঁদ হয়ে গো আর কত কাল থাকবে
মাঠের বুকে ঘাস হয়ে গো আর কত কাল থাকবে

তা জানতে জেলে হই– নদীর পাড়ে দাঁড়াই
তা জানতে অলি হই– বনের শাখায় উড়ি
তা জানতে শিশু হই– দেয়াল ধরে দাঁড়াই
তা জানতে চাষী হই– ক্ষেতের আলে দাঁড়াই,

পানি থেকে পদ্ম হয়ে বেরিয়ে এসো
গাছ থেকে বীজ হয়ে বেরিয়ে এসো
রাত্রি থেকে সাদা হয়ে বেরিয়ে এসো
মাঠ থেকে শস্য হয়ে বেরিয়ে এসো

এই হৃদয়ে জড়িয়ে পড়ে অঢেল আতর গন্ধ দাও
এই উঠোনে ছড়িয়ে পড়ে লাল প্রজন্মের স্বপ্ন দাও
এই আকাশে ছড়িয়ে পড়ে সোনা রঙের আলো দাও
এই সবুজে ছিটিয়ে পড়ে বাঁচার একটু আশা দাও।

বিলম্ব

বিলম্ব করছো কেন, কোন ভয়ে তোমার হৃদয়
হয়েছে পাষাণ শীলা– শীতল শিশির প্রতিদিন
কেমন কষ্টের রোদে মুখ পুড়ে হয়েছে মলিন
শরীর হয়েছে শ্লথ যেন মৃত মাঘের সময়,

বুঝেছি তোমার মনে উঁকি মারে বিরহের ভয়
তাই তো করছো দেরি বারবার হিসাববিহীন
ভাবছো আসবে কী না, সাহসীর মতো একদিন
আজন্ম থাকবে কী না, তাও যেন কত অনিশ্চয়,

অবশ্য ধরলে বুকে, ছাড়ব না ভুলে কোনো দিন
অবশ্য বাসলে ভালো, করব না একরত্তি ঘৃণা
অবশ্য টানলে কাছে, বলব না দূর হও দীন,

দিলেম শপথ এত, তাই আর বিলম্ব করো না
এখানে কুটিরে এসো, দম্পতির মতো হই লীন
সাজাই দুইটি ফুলে ছোট্ট সংসার ইকেবানা।

হাঁস

কুয়াশার মতো সাদা হাঁসটিকে আজকে পেয়েছি
যেন স্বপ্নের তরুণীকে বাস্তবে দিনের আলোর ভিতরে পেয়েছি
অনেক পাতার ভিতরে শিউলিকে পেয়েছি
পানির ভিতরে মাছকে পেয়েছি

তাকেই তো একদিন কৈশোরে চেয়েছিলাম
তাকেই তো একদিন যৌবনে ডেকেছিলাম
তাকেই তো একদিন অজান্তে ভালোবেসেছিলাম
তাকেই তো একদিন গোপনে কথা দিয়েছিলাম

সে আজকে শান্ত পানিতে ঢেউ তুলবে
পালক ঝাড়বে
সাঁতার কাটবে
বিগত দিনের পুরানো ব্যথাকে এবার হাসিমুখে ভুলবে

জীবনের গ্যালারিতে বসে তা দেখব
হৃদয়ের প্রচ্ছদে মুখের ছোঁয়ায় তা আঁকব
প্রাণের গভীরে মুক্তোর মতো অনেক যত্নে তা রাখব
ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে তা লেখব ॥

দূরবাসিনী

রূপসী প্রেয়সী
আসি আসি করে
আসলো না ঘরে
হলো দূর ঊষী
রাতজাগা শশী,

সে কী তবে পরী
সাতনরী আলো
সোনা রঙ ধুলো
হলুদের ভুষি
অমর অতসী,

বুঝেছি বুঝেছি
সে প্রেয়সী শুধু
নয় বনবধূ
কী বা নীলমাছি
জলের আতসী,

তবু ভালোবাসি
কাছাকাছি যাব
কাছে কাছে রবো
দেব মালাগাছি
ভালোবাসাবাসি।

এই তো জীবন

কৃষাণী একাকী পথ চেয়ে আছে
এই তো তার স্বামী মাঠ থেকে ফিরছে
কাঁধে লাঙল আর জোয়াল
সামনে বলদ দুটি
এই তো জীবন
এই তো সুখের সংসার

দম্পতি এখন পাটি বিছিয়ে খেতে বসছে
সাথে দশ বছরের একটি দুরন্ত ছেলে
আপেলের মতো রাঙা কচি মেয়ে
সামনে থালায় ভাত, অন্য থালাতে মাছের ঝোল
এই তো জীবন
এই তো সুখের সংসার

তাদের ছোট্ট কুটির
সামনে আয়ত চোখের মতো ছোট্ট উঠোন
উঠোনের দক্ষিণ পাশে গোয়ালঘর
তার চালে লাউ ঝাড়ে কত লাউ
এই তো জীবন
এই তো সুখের সংসার

উঠোনের এককোণে সবুজ সিমের মাচা
মাচায় খয়েরি শালিকের নাচানাচি
কত টুনটুনি আর দোয়েলের গান
মন কেড়ে নেয়া, প্রাণ কেড়ে নেয়া, ভালোবাসা ভরা
এই তো জীবন
এই তো সুখের সংসার

কুটির থেকে সামান্য দূরে একটি পুকুর
পুকুরে অনেক মাছ
কয়েকটি হাঁস কত যে সাঁতার কাটে
পাড়ে আম গাছ, পানিতে ছায়া পড়ছে
এই তো জীবন
এই তো সুখের সংসার

তারা অবসরে তাঁতে শাড়ি বুনে, লুঙ্গি বুনে
তা বাজারে বিক্রি করে
লবণ আর কেরোসিন ছাড়া কিছু কিনতে হয় না
সব কিছু প্রচুর কুটিরে আছে
এই তো জীবন
এই তো সুখের সংসার।

সফল

তোমার শোভন স্বপ্ন শরতে কাশফুল যত
আকাশে মেলবে পাখা এক লাল জোনাকির ন্যায়
উড়বে ঘুড়ির মতো ছুঁয়ে নীল, চাঁদ, তারকায়
মেঘের ওড়নাসম সারা দিনরাত্রি অবিরত,

সেদিন সুদূর এই নীলাকাশ চিরসংহত
তা চাঁদোয়া মনে হলে কুটিরের চালের সীমায়
ছোঁয়া যাবে এক লাফে চকিত চোখের ইশারায়
যেন মোহনায় নদী-সাগরের মিলনের মতো,

অবশ্য আঁধার স্বপ্ন কোনো দিন মেলে না অঙ্কুর
হৃদয়ের গভীরে তা অবিশ্বাসে দ্রুত ঝরে যায়
কখনো দেখে না এই আদিগন্ত আকাশ সুদূর,

অবশ্য সেদিন তুমি সুখী হবে সুখীদের ন্যায়
মনের হলুদ করে স্বপ্নের সবুজ সুমধুর,
ভালুক রাত্রির মতো বুকে ধরে সাদা জোছনায় ॥

নতুন নারী

তুমি তো নতুন নারী, বনানীর কচি কিশলয়
তুমি তো সোনালি সূর্য, সহজ আকাশে প্রতিদিন
তুমি তো রুপালি চাঁদ, অনেক আঁধারে অমলিন
তুমি তো রঙিন তারা, বিড়ালের চোখের প্রত্যয়

অনেক রূপসী তুমি, অনুপমা তরুণী নিশ্চয়
জলের গভীরে নুড়ি, পাথরের মতো সাদা মীন
শিউলি ফুলের কুঁড়ি, কুয়াশার সফেদ শাহিন
প্রথম প্রেমের সিঁড়ি, সকালের সরল সময়,

তোমার হৃদয়ে নেই মেঘে ঢাকা মাঘের আঁধার
তোমার ভিতরে নেই অহমিকা অনেক অধিক
তোমার বাইরে নেই গরিমার একটু বাহার

তোমার গহিনে সুখ শেফালির শোভন ঝিলিক
রয়েছে সত্যের মতো নিয়মিত নিযুত হাজার,
তাই তো সামনে আছি সময়ের সাহসী ঋত্বিক।

উৎসর্গ

তোমার জন্য পথ হেঁটেছি, পাহাড়ে উঠেছি
নদীতে ডুবেছি, আবার ভেসেছি, সাঁতার কেটেছি
আঘাত পেয়েছি, কষ্ট করেছি, সহ্য করেছি
বৃষ্টিতে ভিজেছি, রোদ্দুরে পুড়েছি, ছায়ায় বসেছি

কেননা তুমি কবিতা লিখতে জানো
কেননা তুমি কবিতা পড়তে পারো
ছান্দসিকের মতো কবিতার ছন্দ বোঝো
ভাষাবিজ্ঞানীর মতো কবিতার ভাষা বোঝো, অলঙ্কার বোঝো

তোমার জন্য গিরিখাতে নেমেছি, স্টেশনে থেমেছি
অনেক ভেবেছি, বাগানে গিয়েছি, গোলাপ এনেছি
মালা গেঁথেছি, গান গেয়েছি, নিকটে এসেছি
সামনে বসেছি, ভালোবেসেছি, সম্মান দিয়েছি

কেননা তুমি সঙ্গীত লিখতে জানো
কেননা তুমি সঙ্গীত গাইতে জানো
সুরকারের মতো সঙ্গীতের তাল-লয় বোঝো
কবির মতো সঙ্গীতের সাত সুরের ভাষা বোঝো ॥

সুন্দরী

ওগো সুন্দরী, প্রতিদিন তুমি সূর্য জ্বলো— দীপ জ্বলো
প্রতি রাত্রি তুমি চাঁদ জ্বলো— কাচ জ্বলো
হলুদ রঙের মতো সোনালি পাথর হই
হীরের কুচির মতো রুপালি ইলিশ হই,

ওগো সুন্দরী, কোনো ভয় নেই সময়ের মতো কালো
কোনো ছায়া নেই যেন কাক কতগুলো
মেঘের শাড়ির মতো চোখের কাজল মাখা
মোরগ ফুলের মতো অনেক অমায় ঢাকা,

ওগো সুন্দরী, প্রতিদিন তুমি এক আলোকিত আশা
প্রতি রাত্রি তুমি জোছনার ভালোবাসা
দুটি চোখ ঝলসানো আলেয়ার ঝিলিমিলি
স্বপ্নের জোনাকিসম আঁধারের দীপাবলি,

ওগো সুন্দরী, কাছে এসে যাও, ভয়হীন বাস করো
প্রজন্মের স্বপ্নে— ছোট সংসার ধরো
ফোটাও নতুন করে লাল নীল দুটি ফুল
মধুমাখা নাম রেখো শেফালিকা-বুলবুল,

ওগো সুন্দরী, অনুগত তুমি, এক মানবীর মতো
প্রিয়তমা তুমি, প্রতিদিন-অবিরত
তাই তো ভেবেছি শুধু জড়ো করে শতদল
গড়ব তোমার নামে স্মৃতির রঙমহল।

পূর্বাভাস

পথের নরম ঘাসের উপরে কার্পেট বিছিয়ে দাও
দু'পাশে গাছের শাখায় শাখায় রঙিন বাতি জ্বালিয়ে দাও
সুগন্ধি আতর নির্যাস ছিটিয়ে দাও
সম্মান সঙ্গীত গিটার বাজিয়ে গাও,

এই পথ দিয়ে আজ কল্যাণ দূত আসবে
কৃষকের মতো একাকী হেঁটে হেঁটে আসবে
সাধারণ সরল মানুষের মতো আসবে
সত্যের সাধকের মতো আসবে,

তাঁর কাছ থেকে নতুন প্রযুক্তির কথা জানব
বিশ্ব মানের উন্নত শিক্ষার কথা জানব
অন্তহীন শান্তির কথা জানব
আকাশ ছোঁয়া সমৃদ্ধির কথা জানব,

এই বিশ্বাসে একদিন উন্নত হবো
এই আকাশের মতো
ওই পাহাড়ের মতো
সেই সমুদ্রের মতো।

একাকী এসেছি

একাকী এসেছি রানি, রাত্রির ভিতরে সাদা চাঁদ
দিনের ভিতরে সূর্য, কিশোরীর গোলগাল মুখ
পানির ভিতরে মাছ, একরাশ ফুটফুটে মুখ
নদীর ভিতরে চর, চকচকে বালুকার বাঁধ,

এখন উঠোনে আছি, শিশিরে ভিজছে দুই কাঁধ
শরীর শীতল হচ্ছে, হতে পারে অসুখ-বিসুখ
হৃদয় বধির হচ্ছে, কুয়াশায় নিথর সম্মুখ
দু'পা পাথর হচ্ছে, বাড়ছে অসহ্য অবসাদ,

তোমার সাক্ষাৎ চাই, ওগো রানি একবার এসো
দরোজা আলগা করে, এই হৃদয়ের কাছাকাছি
এবার শোণিত হও, সোনালি সূর্যের মতো হাসো,

তোমার ছোঁয়ায় হবো উত্তম পুরুষ দরবেশী
জীবনে সাফল্য চাই উজ্জ্বল বৃহৎ কীবা কৃশ
যেমন রাত্রির শেষে ঝলমলে ঢলঢলে ঊষী।

ফুল সংলাপ

এবার বসন্তে পাতায় পাতায় যখন ফুল হয়ে ফুটবে
অনন্ত যৌবন ভরা একটু গন্ধ আনিয়ো
উতলা বাতাসে যখন দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটবে
তখন নাচের মতো ঢেউ ঢেউ শাসন মানিয়ো,

হৃদয়ের মাঝে যত রঙ আছে
আকাশের মতো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়ো
হোক তা হলুদ লাল নীল সাদা– দূরে কিবা কাছে
কেবল কালো বাদ রাখিয়ো,

যদি পারো–
সন্ধ্যায় বৃষ্টির মতো ঝরিয়ো না
গোধূলির গাঢ়
ধূসর কাঁথায় পা ফসকে পড়িয়ো না,

সেখানে অনেক আবর্জনা আছে
আর আছে নষ্ট কতগুলো
যাঁদের ঈর্ষায় পেতে পারো, আলগোছে কিবা
কানের লতিতে ঝুলছে দুল– দুর্নাম এলোমেলো ॥

ভালোবাসি

নীল রূপসী
নীলের শশী
নীলাভ মাছি
তোমার হাসি
ভালোবাসি,

নীল বাতাসী
নীলের শিশি
নীলাভ নিশি
তোমার কাশি
ভালোবাসি,

নীল অতসী
নীলের দাসী
নীলাভ ঊর্ষী
তোমার রশ্মি
ভালোবাসি,

নীল বিদুষী
নীলের চাষী
নীলাভ অসি
তোমার মসি
ভালোবাসি।

আসন্ন রাত্রি

কালো ভালুকের মতো এখন রাত্রি নেমে আসছে
এলানো ছাতার মতো একাকী আসছে
বিপদগ্রস্ত হরিণের মতো দ্রুত আসছে,
তাই পথেঘাটে, গ্রামেগঞ্জে, শহরে-বন্দরে তার অন্ধকার উপস্থিতি

ওই বিজলিবাতি জ্বলছে
আশেপাশে ঝোপঝাড়ে রঙিন জোনাকি জ্বলছে-নিভছে
বনে বনে বাঘের চোখ, শেয়ালের চোখ জ্বলছে
আকাশে চাঁদ আর তারাগুলো জ্বলছে

অন্ধকারে আর কোনো ভয় নেই
পাথরের ছোট্ট টুকরোর মতো একটুও ভয় নেই
শিশির বিন্দুর মতো ক্ষয় নেই
যেন জীবনেও মৃত্যু নেই

তবু রাত্রি সুখের হয়
একটি ঘুমের জন্য আর রঙিন স্বপ্নের জন্য
প্রিয় মিলনের জন্য অনেক মধুর হয়,
শুধু বিরহের জন্য অসহ্য কষ্টের হয়।

যদি তুমি চাঁদ হও

যদি এই নীলাকাশে গতিশীল চাঁদ হও তুমি
সাদা মরালের মতো সাথে থাকে ঝলমল আলো
সোনালি চুলের মতো সাথে থাকে লাল আশাগুলো
শেফালি ফুলের মতো সাথে থাকে কুয়াশার মমি,

কত সাদা ফুল দেব– খালি করে দূর বনভূমি
অনুপম অর্ঘ্য দেব– অনেক আলোর মতো ভালো
পাথরের প্রেম দেব– যা হবে না কোনো দিন ধুলো
অবিনাশী গান দেব– সহজ কথার মতো দামি,

যদি কোনো একদিন– নীলাকাশে পিচ হও তুমি
ভালুকের মতো হও– হও কালো আঁধারের মতো
পাহাড়ের মতো হও গতিহীন– থাকো অবনত,

তবু চিরপ্রতিদিন থাকব তোমার অনুগামী
বলব– ছিল না কোনো কালো রেখা, আলোহীন খত
ছিল না মেঘের ধোঁয়া, তুষারের কাশফুল মমি ॥

অভিমান

বাগানের প্রথম রঙিন ফুলটি দিয়েছিলাম
আবেগজড়ানো কথা অনেক কষ্টে বলেছিলাম
হাতে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে শপথ নিয়েছিলাম
একাকী চেয়েছিলাম,

দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল, বৎসর গেল
উজানের খরস্রোত ভাটিতে মিশল
চারাগাছ বৃক্ষ হলো, কুঁড়ি দিল, ফুল দিল, ঝরে গেল
ভালুকের মতো কালো চুল তুষারের মতো সাদা হলো

দেখা নেই, কোনো সাড়াশব্দ নেই– নিরুত্তর
যেমন শীতের কুয়াশার ভিতরে নির্বাক হলো– ফুলকুঁড়ি
যেমন অসহ্য শোকে বাকরুদ্ধ হলো– প্রিয়জনহারা
যেমন মৃত্যুতে শব হলো– দুরন্ত কিশোর

তবে কী বৃথা ছিল– কুসুম উপহার
তবে কী মন্দ ছিল– অনেক কথা বলা
তবে কী মিথ্যে ছিল– এত শপথ
তবে কী ভুল ছিল– একা চাওয়া

তা তো এমন ছিল না
একটি সূর্যের মতো সত্য ছিল
একটি চাঁদের মতো সত্য ছিল
অনেক তারার মতো সত্য ছিল।

এবার আনতে দাও

আজ অতি একা যাব– যেখানে জ্বলছে নবনূর
প্রেয়সী বধূয়া তাই দিয়ো না নরম হাতে বাধা
নিয়ো না কাজল চোখে বর্ষার বৃষ্টির মতো কাঁদা
নিয়ো না স্মরণ স্মৃতি– যা প্রেমের পাপে পরিপূর,

তাই বিজয়ের যাত্রা– দূরবর্তী আয়োজন ঘোর
হবে আঁধারের মতো– যেন কালো কিশোরীর ধাঁধা,
তাতে পরিপূর্ণ হবে– জীবনের কষ্ট একগাদা
যোগ হবে মৃত্যুভয়, কত শত্রুমিত্র সুরাসুর

হয়তোবা তাই দূরে নীলিমার লাল সীমানায়
ধূসর গোধূলি ভরা রঙিন সাগর মোহনায়
পারব না কোনো দিন আগে যেতে পাষাণ মৃত্যুর,

তাই আজ পথ ছাড়ো, সামনে থেকো না পাহারায়
শুধু শুভাশিস দাও, ফুলে ভরা অনেক মধুর
এবার আনতে দাও– জ্বলজ্বলে রেশম সিঁদুর ॥

অন্তরীণ

কয়লার কালো প্রেমে রুপালি আলোয় চাঁদের দেখা মিলছে
কতগুলো তারা শিশুদের মতো নীল উঠোনে খেলছে
ঠাণ্ডা বাতাসে লাউয়ের ডগা দুলছে
বানরের মতো দোলনার মতো ঢেউ ঢেউ অবিরাম,

স্বপ্নের নিকেলে আবৃত যে ছিল
তাঁর দেখা কেন মিলছে না
ছোট ছোট পাতার ডালে কুঁড়ি হয়ে যে ছিল
বিজলির মতো ঝিলিক দ্যায় সে কেন খেলছে না
সাতনরী শিকেয় যে ঘড়া হয়ে ছিল
সে এখন কেন দুলছে না

রাত্রির সমুদ্রের মতো কী ঘুম যাচ্ছে
বর্ষার কোকিলের মতো কী নির্বাক থাকছে
বরফের মতো কী জমাট হচ্ছে
ইটের মতো কী শক্ত হচ্ছে

এমন করা তো উচিত ছিল না
সত্যের মতো ঠিক ছিল না
অন্তত একবার জ্বলে নিভে যাওয়া ভালো ছিল ॥

অপারগ

যখন সাহসে ডেকেছিলে দক্ষিণে দাঁড়িয়ে একা
চকিত চিলের মতো
প্রথম প্রতিজ্ঞা করেছিলে বিশেষ বিনীতভাবে
রূপসী পরীর মতো
উত্তম উত্তর চেয়েছিলে আবেগে অনেক ছোট
কামিনী কুঁড়ির মতো
তখন দেইনি কেন একা সাড়া?
কারণ বিশাল ভালোবাসা সকাল সবুজ ছিল,
এবং বয়সে কিশোর ছিলাম।

যখন হৃদয় দিয়েছিলে সবটা উজাড় করে
নতুন নদীর মতো
যখন একটু হেঁটেছিলে নির্বিঘ্নে বিশ্বের প্রতি
শাণিত শম্পার মতো
সহজ সঙ্গীত গেয়েছিলে একটি দুইটি কত...
বাঁশির ভাষার মতো
তখন দেইনি কোন কোন কথা?
কারণ সনিষ্ঠ স্বপ্নগুলো দুপুর রঙিন ছিল,
এবং বয়সে বালক ছিলাম।

যখন একটু ভিড়েছিল গহিন গাঙের ঘাটে
হলুদ হাঁসের মতো
আবার সাঁতার কেটেছিলে অনেক শতেক বার
মৃগেল মাছের মতো
আবার একটু ভেসেছিল সহসা শুশুক হই
সফেদ ফেনার মতো
তখন দেইনি কেন চুপে দেখা?
কারণ আলোর আশাগুলো বিকেল বিবশ ছিল,
এবং কেন যে হতাশ ছিলাম।

যখন স্তবক গেঁথেছিলে একত্রে অনেকগুলো
সোনার হারের মতো
যখন আবার এসেছিলে তা দিতে সাদরে দান
অধুনা নারীর মতো
যখন তাতেই হেরেছিলে নিরাশ্বাসে বারবার
বকুল ঝরার মতো
তখন দেইনি কেন ছোট্ট ছোঁয়া?
কারণ গভীর ইচ্ছেগুলো সন্ধ্যারাগে স্তব্ধ ছিল,
এবং কেন যে নির্বাক ছিলাম।

প্রেমপিয়াসী

রূপের হাটে
জলের ঘাটে
সময় কাটে
তোমার আশায় শুধু
ও রূপসী বধূ,

এবার এসো
সামনে বসো
একটু হাসো
নরম ছোঁয়ায় মৃদু
ও তাপসী বধূ,

এবার বলো
প্রেমের আলো
অনেক ভালো
যেমন ফুলের মধু
ও বিদুষী বধূ,

এর তুলনা
এর সীমানা
মিল মোহনা
কেবল আলোর বিধু
ও প্রেয়সী বধূ।

একাকী অপেক্ষা

বট গাছের ছায়ায় একাকী দাঁড়িয়ে আছি
উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর কাঁপছে
কখনো ঘামে ভিজছে আর বৃষ্টিতে ভিজছে
আলনাতে টাঙানো রেশমি শাড়ির মতো শুকোচ্ছে
তবু একটু কষ্ট কীবা বিরক্তি বোধ করছি না,

দুপুরের সঙ্গে সকাল মিশছে
বিকেলের সঙ্গে দুপুর মিশছে
সন্ধ্যার সঙ্গে বিকেল মিশছে
রাত্রির সঙ্গে সন্ধ্যা মিশছে
তবু গাছের মতো নির্বাক দাঁড়িয়ে আছি
ঘরে ফিরছি না
কারো সঙ্গে দেখা করছি না,

নির্ভয়ে ভাবছি, হয়তো তুমি একাকী রাত্রিতে আসবে
কাছে এসে পাতার ফিসফিস শব্দে কানে কানে কিছু বলবে
হাতের মুঠোয় তুলতুলে নরম হাত রাখবে
কখনো নাম ধরে ডাকবে,
তাতে রাগ করব না!

সকাল অবধি দাঁড়িয়ে থাকব
নীল আকাশের মতো
নীল পাহাড়ের মতো
নীল সাগরের মতো
তুমি আসবার পথ চেয়ে চেয়ে শুধু ॥

পাখি ও পরী

ওগো পৃথিবীর পরী সোনামুগ ঝলমল কর
ছোট দুটি কথা ক'বো, তোমার পরাগ পাখা ধরে
অভিমান ছেড়ে দ্যায়, বকুল ঝরার মতো স্বরে
সাহসিনী খাওলার মতো আজ দেবে কী উত্তর,

অনেক আঁধার থেকে যখন সময় হয় ভোর
তখন চাঁদের মতো সাথীহীন যাও কত দূরে
নামো মরালের মতো সুরমার তরল তিমিরে
তাতে কোন সুখ আছে, ঢেউগুলো কেমন প্রখর,

শোনো পাখি, এক সাথী এক কথা দিয়েছিল হেসে
আমাকে বানিয়ে বউ, যাবে নীল সবুজের দেশে
দেবে কত ভালোবাসা, খালি করে হৃদয় সাগর,

আজ কত দিন গেল, সেই সাথী দাঁড়াল না পাশে
এই রোদে প্রাণ পুড়ে ছাই হয়– ভালুক ভ্রমর
তাই কালো জলে নেমে মাছ হই– শীতল পাথর ॥

নিসর্গপ্রেম

এতটুকু জানি, তুমি রঙিন রোদ্দুর ভালোবাসো
আরো কিছু জানি, তুমি নরম উত্তাপ ভালোবাসো
ভালোবাসো ছায়া
আঁকাবাঁকা নদী
সাহসিকা পরী
ছোট ছোট পাখি,

কত কিছু জানি, তুমি রুপোর উজ্জ্বল ভালোবাসো
কিছু কিছু জানি, তুমি নতুন নির্ঝর ভালোবাসো
ভালোবাসো মাটি
উঁচু উঁচু গিরি
নিচু নিচু জমি
সাদাকালো পানি,

ভালোভাবে জানি, তুমি সবুজ যৌবন ভালোবাসো
প্রতিপদে জানি, তুমি জীবন সুন্দর ভালোবাসো
ভালোবাসো ছোঁয়া
চোখে চোখে দেখা
হেসে কথা বলা
পাশাপাশি ছবি,

খোলাখুলি জানি, তুমি নিবিড় মৌবন ভালোবাসো
আধোআধো জানি, তুমি জলের সাম্পান ভালোবাসো,
ভালোবাসো হীরে
খাঁটি গিনি সোনা
অরুণিমাসম
তরুণিমাসম।

প্রবেশ

জাল জলে ফেললাম– বাড়ালাম এই খালি হাত
পেতে এই মাছপ্রেম– অনেক আশার অবয়ব,
আঁধারের চুল থেকে যেন জীবনের অনুভব
শালিকের ঠোঁট থেকে যেন লাল রোদের প্রপাত,

একদিন পাব মাছ– জোছনা জড়ানো সারারাত
ফুলের কুঁড়ির মতো কুয়াশার আড়ালে নীরব,
শরীর ডোরায় ভরা– আঁকাবাঁকা সোনালতা সব
ছবির হালকা লেখা– ঢেউ ঢেউ নাচে নাচে কাত,

ফিরব গ্রামের ঘরে– আকাশের মেঘের ছায়ায়
সোনা রোদ মাছ নিয়ে, এক তরুণ জেলের ন্যায়
সাদা মরালের মতো গাই নদীর তরল ডাক,

এই মুখে প্রতিদিন হাসব– থাকব গরিমায়
খোলা আকাশের মতো গাঢ় নীল অনেক অবাক,
ঘুমাব গাছের মতো স্থাণু হয়, ঘুরাব না বাঁক ॥

প্রকাশ

সুনীল আকাশে ডাকলে ঈগল বেরিয়ে আসবে রুপালি চন্দ্রিকা
মেঘের ভিতরে নাচলে বিজলি দেখতে আসবে রুপালি চন্দ্রিকা
মাঠের চাদরে নামলে বিকেল খেলতে আসবে রুপালি চন্দ্রিকা
ঘরের মেঝেতে পড়লে পারদ বলতে আসবে রুপালি চন্দ্রিকা
শীতের শিশিরে ভিজলে ওড়না শুকোতে আসবে রুপালি চন্দ্রিকা
একটু বাতাসে নড়লে পারুল ছিঁড়তে আসবে রুপালি চন্দ্রিকা
নদীর হৃদয়ে ডাকলে শুশুক শুনতে আসবে রুপালি চন্দ্রিকা
পূর্বের পাহাড়ে উঠলে সবিতা আঁকতে আসবে রুপালি চন্দ্রিকা।

জিজ্ঞাসা

চিরসুন্দরের মতো কোন দেশে যাও স্রোতস্বিনী?
সেই কথা বলবে কী, মনে করে এক প্রতিবেশী
তরুণ জেলের মতো তীর দেশে তরু হয়ে আছি
সুখে গাই কত গান– প্রবাহের ভাটিয়ালি ধ্বনি,

সেই কথা যদি বলো, আদিত্যের বধূ আদরিণী
তবে রচে ছোট নাও– সময়ের মতো অবিনাশী
ভাসাব ভালুক জলে– যাব যেখানে আঁধার নিশি
এলোকেশে এসে হয়– পৃথিবীর পিচ বিড়ালিনী,

শুনেছি সেখানে রোজ আঁধারের রহস্যের তলে
রেশমের তারকারা অরণ্যের পাহারায় জ্বলে
অনেক জোনাকি খেলে যেন কত লাল কমলিনী,

তাই যদি সত্য হয়, তবে সেই অনুপম ছলে
এক সাদা চাঁদ হব– যেন জোছনার কুরঙ্গিনী,
তবে কী সেখানে যাবে তুমি আজ– ওগো স্রোতস্বিনী

একটু দাঁড়াও

সন্ধ্যার রেশমি- রক্তের মেহেদি একটু দাঁড়াও, ফিরে চাও
হলুদ রঙের দিনের দোহাই- সঙ্গে নাও

এখন তোমার সঙ্গে লালচে কমলা হই
এই আলো ঝলমল- ঢেউ টলমল
সোনার তরল তিমিরে ডুবতে চাই
সুখী হতে চাই
ভালো হতে চাই

সন্ধ্যার সোনালি আলোর সিঁদুর একটু দাঁড়াও, ফিরে চাও
ভালুক রঙের রাত্রির দোহাই- সঙ্গে নাও

এক সন্ধানীর মতো একা পিছনে আসছি
মেষ শাবকের মতো পদচিহ্ন দেখে লাফিয়ে আসছি
কথা দিচ্ছি
রাস্তায় কোথাও দাঁড়াব না
ক্লান্ত পথিকের মতো গাছের ছায়ায় বসব না
খরগোসের মতো থমকে ঘুমাব না
বীর সাহসে এই বিশ্বাস রেখো

সন্ধ্যার গাজর-সরষে নারঙ্গি একটু দাঁড়াও, ফিরে চাও
রঙিন দুপুর রোদের দোহাই- সঙ্গে নাও ॥

তুমি কী থামবে

তুমি কী থামবে মাঠে– সারসের মতো একবার?
তুমি কী নামবে ঘাটে– মরালের মতো অবিরাম?
তুমি কী বসবে হাটে– পারুলের মতো অভিরাম?
তুমি কী আসবে বাটে– ঢেউয়ের মতো বারবার?

নিশ্চয় এমনি হবে– দূর হবে দুরন্ত আঁধার
নিকট আত্মীয় হবে– এই কাছে করবে বিশ্রাম
হৃদয়ে হৃদয় হবে– নিবে সুখ রক্তের আরাম
জীবনে জীবন হবে– প্রাণ হবে সজীব সাকার

কখনো হবে না তুমি– অভিমান– অচেনা অপর
কখনো হবে না তুমি– মায়াবিনী– মুখর মোহিনী
কখনো হবে না তুমি– প্রবাসিনী– প্রগাঢ় পাথর

তাই তো তোমার প্রতি আজীবন দিবস রজনী
থাকব বিনীতভাবে– যেন এক অনুজ অবর,
ভাবব তোমার কাছে মরণ অবধি চিরঋণী ॥

গোলাপ

একদিন জানালার কাছে ঝোপঝাড়ে একটি গোলাপ ফুটছিল
তাতে হৃদয়ের মতো রঙ ছিল, গন্ধ ছিল
তাই একটি ভ্রমর এসেছিল, প্রজাপতি এসেছিল
হলুদ রঙের পাখি এসেছিল, পরী এসেছিল

এরা গোলাপকে ভালোবেসেছিল
যেমন দিনকে সূর্য ভালোবাসে
যেমন রাতকে চাঁদ ভালোবাসে
যেমন কবিকে বউ ভালোবাসে

ভ্রমর জানে গোলাপ কাউকে কষ্ট দেয় না
প্রজাপতি জানে গোলাপ কাউকে ছলনা দেয় না
পাখি জানে গোলাপ কাউকে ঠকায় না
পরী জানে গোলাপ কাউকে মাতাল করে না

গোলাপও জীবন নিঃশেষ করে ভালোবাসা দেয়
আলো ঝলমল সুখ দেয়
স্বর্গের প্রশান্তি দেয়
পবিত্রতা দেয়

গোলাপ পৃথিবীর প্রথম প্রেমের প্রতীক
রাত্রির গভীরে জ্বলন্ত জোনাকি
একটি বিশ্বাস
প্রতিদিন সত্যের স্মারক।

মনমানুষী

পুকুর পাড়ে
ঝোপের আড়ে
গোলাপ নাড়ে
কোন রূপসী
বাংলাভাষী,

সুবাস ছেড়ে
দু'হাত নেড়ে
হৃদয় কাড়ে
কোন তাপসী
সোনার মাছি,

আজ বুঝেছি
এই রূপসী
বন অতসী
মন মহিষী
শোভন শশী,

মনের মতো
দারুণ কত
রোজ আনত
মন মানুষী
সরল কেশী।

উপহার

আসমানি শাড়ি, সাদরে দিলাম– বাম হাতে নাও
রঙিন ব্লাউজ, সাদরে দিলাম– বাম হাতে নাও
সোনার ব্রেসলেট, সাদরে দিলাম– ডান হাতে নাও
হীরের নেকলেস, সাদরে দিলাম– ডান হাতে নাও

ফাল্গুনীর মতো সাজো
একটি প্রজাপতির মতো সাজো
ময়ূরীর মতো সাজো
বধূয়ার মতো সাজো

আধুনিক খনার মতো দেখতে চাই
মরুর খাওলার মতো দেখতে চাই
করিমুনের মতো দেখতে চাই
সিলোনি চন্দ্রিকার মতো দেখতে চাই

এতটুকু হৃদয়ের লাল অভিপ্রায়
এইটুকু সুরমার যেন ঘোলাজল
এতটুকু আকাশের যেন কালোমেঘ
এতটুকু বাগানের যেন জুঁই ফুল

হারানো পাখির জন্য

সাদা-কালো লেজ ঝোলা সেই পাখি পাবার আশায়
আঁধারে মরল কেঁদে জীবনের লাল দিনগুলো,
সাদা পাথরের প্রেম যেন হলো ধূসরিত ধুলো
মরুতে কাঁদল নদী যেন জলতরঙ্গ হারায়,

সেই সাদা কালো পাখি ভর করে রঙিন ডানায়
ফিরবে কী ছায়ানীড়ে হয়ে সাদা শিমুলের তুলো,
চিনবে কী জননীর অনুপম মমতার কুলো
এই উজানের দেশ- সবুজ মাঠের মতো প্রায়,

ফিরবে না সেই পাখি আঁধারের স্বপ্নেও কখন!
যেমন মর্মিতে কভু ফিরবে না সোনার যৌবন
যেমন ভাটিতে কভু মিলবে না নদীর উজান,

মিলল না সেই পাখি- অনেক আশার আলিম্পন
ব্যর্থ সব- যেন কত ফুলহীন গাছের বাগান
গ্রস্ত সব- যেন কত প্রাণহীন শবের সমান ॥

কাকলি

সকালে সাদা রঙের পাখিগুলো ডাকছিল
দুপুরে লাল রঙের পাখিগুলো ডাকছিল
বিকেলে নীল রঙের পাখিগুলো ডাকছিল
সন্ধ্যায় ছায়া রঙের পাখিগুলো ডাকছিল
রাত্রিতে কালো রঙের পাখিগুলো ডাকছি

বারান্দায় বসে কিশোরী তা শুনছিল
উঠোনে দাঁড়িয়ে বধূয়া তা শুনছিল
পুকুরের ঘাটে বসে মা তা শুনছিল
বেতের চেয়ারে বসে বোনটি তা শুনছিল
কিচেনে বসে পরী তা শুনছিল,

এই সুর শিউলির মতো ছিল
এই সুর আগুনের মতো ছিল
এই সুর আকাশের মতো ছিল
এই সুর গাছের ছায়ার মতো ছিল
এই সুর ভালুকের মতো ছিল

এর মাঝে কোনো গাদ ছিল না
এর মাঝে কোনো খাদ ছিল না
এর মাঝে কোনো বিষ ছিল না
এর মাঝে কোনো মেদ ছিল না
এর মাঝে কোনো খেদ ছিল না।

কে গো পরী নীলাকাশে হাসো

কে গো পরী নীলাকাশে মধু মাসে মিটিমিটি হাসো
অতিদূর নবনূর লালেপুর গোলাপের মতো
অনিমেষে ফিসফিস ভাষা করে যোগ সংহত
মাঝে মাঝে এই চাঁদ ছিনালির মতো কত কাশো,

মনে হয়, পৃথিবীর এই মাটি তুমি ভালোবাসো
এই জন্য মধুমাসে সহসাহসে থাকো অবনত
এই নিচে ঝুঁকে পড়ে অসহায় লতিকার মতো,
তবে তুমি যদি পারো– আলেয়ার মতো চলে আসো,

এইখানে এসে গেলে বিড়ালের চোখের তারায়
তোমাকেই স্থান দেব প্রতিদিন স্থির মহিমায়,
রেখে দেব অরণিতে কোনোমতে বানায় জোনাকি,

এতে করে এই নিচে চিরআঁধারের পাহারায়
হবে আরো ফিকফিক হাসি ভরা বিজলির পাখি
দাউদাউ গান ভরা যেন লাল আগুনের আঁখি ॥

স্পর্শ

মাঝরাতে তুমি স্বপ্নের ভিতরে ছুঁয়েছো আকাশ
এই চাঁদে তুমি মন্দির গড়েছো
সুখ পেতে বুঝি,

লালপরীসম দক্ষিণ বাতাসে উড়েছো দেদার
নীল ছুঁয়ে গেছো উত্তর আকাশে
রোদ পেতে বুঝি,

শ্বেতকণা হয়ে রক্তের গভীরে ভেসেছো অনেক
মন ছুঁয়ে গেছো আত্মার আঁধারে
ঋণ পেতে বুঝি

এই নদী পথে উত্তাল সাগরে গিয়েছো শুশুক
মাছ হয়ে গেছো উজ্জ্বল রুপালি
লাল পেতে বুঝি,

এই গিরিপথে অন্তিম শহরে নেমেছো দোয়েল
ফুল হয়ে গেছো উষ্ণীষ সোনালি
প্রেম পেতে বুঝি,

এই মেঠোপথে সন্ধ্যার পাহাড়ে থেমেছো পাথর
নীল হয়ে গেছো রাত্রির আঁধারে
ঘুম পেতে বুঝি।

সবুজ সাথী

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে ডেকেছিলাম
হলুদ পাখির মতো
গাছের ছায়ার নিচে তাকে চেয়েছিলাম
অনেক অযুত শত

সকাল গেল দুপুর গেল বিকেল গেল
মিলল না তাঁর সাড়া
আসলো না তাঁর হৃদয় ছোঁয়া কথাগুলো
শিউলি ফুলের তোড়া

পথ চেয়ে কী মমির মতো বধির হবো
থাকব হৃদয়হীন
অনেক আঁধার কালো কাজল বুকে নেব
দেখব না লালদিন

মরুর মতো হোক না এমন পরিস্থিতি
ধূসর-সবুজ হারা
আসুক আশার ডানা মেলে কমলা দ্যুতি
রঙিন ঝরনাধারা

তাকেই যেন স্বপ্নে আপন জেনেছিলাম
এই হৃদয়ের মতো
তাকেই যেন সবুজ সাথী মেনেছিলাম
শপথনামায় কত।

প্রশ্ন

একটু চলার ছন্দে, এখন কোথায় যাচ্ছ
থমকে আবার যাচ্ছ
হালকা ভাষায় গাচ্ছ নদীর কোমল কণ্ঠভরা গান
এই তো মাছের পুচ্ছ
শাপলা ফুলের গন্ধ নরম নরম ছন্দ

শিউলি ঝরার শব্দে, আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নে
আজকে কোথায় যাচ্ছ
বলবে কী বেশ আস্তে শামুক চলার ছোট্ট সুরে সব
বলবে কী আর গল্প
পাতলা ভাষায় অল্প, তিষির সমান ছোট্ট

বুঝছি কোথায় যাচ্ছ– আকাশ সীমার প্রান্তে
দেখতে আঁধার রাত্রি
জোছনা রুপোর রক্ত, নতুন ধানের গুচ্ছ মিঠে লাল
আলসে শিশির বিন্দু
একটু তারার দীপ্তি, সহজ-সরল শম্পা।

সোনালি সারস

এই বারান্দায় দরজার কাছে একদিন সে আসবে
ছোট্ট কিশোরীর মতো রোদ্দুরে নেচে নেচে আসবে
নদীর ঢেউয়ের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে আসবে
সূর্যের মতো একা আসবে

সে কোনো মানবী নয়
রহস্য দানবী নয়
কিবা নীল পাহাড়ের ঝরনার পানিতে ভাসা রাজহাঁস নয়,
সে অথৈ সমুদ্দুরের সোনালি সারস,

তাঁর কাছ থেকে মেঘ জন্মের কথা জানব
জাহাজের সঙ্গে দুরন্ত গতিতে চলা ডলফিনের কথা জানব
নাবিক আর মৎস্যকন্যার ভালোবাসার কথা জানব
প্রবাল প্রাচীর গড়ে ওঠার কথা জানব,

সে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সকালে আসবে
অথবা হলুদ দুপুরে আসবে
অথবা রঙিন বিকেলে আসবে
নিশ্চয়ই সে সোনালি সন্ধ্যায় আসবে।

স্মৃতিগুলি

একটি দুইটি করে স্মৃতিগুলি একত্রিত হয়
এখন হয়েছে এক সুবিশাল পর্বতের মতো,
ঠেকেছে শিখর এর, যেখানে আকাশ সংহত
একটি পাখির মতো উড়ে প্রতিদিন সুনিশ্চয়,

অবশ্য প্রথম স্মৃতি ছিল আবেগের : প্রেমময়
একটি চাঁদকে ঘিরে, অসংখ্য তারকার মতো;
তা ছাড়া দ্বিতীয় স্মৃতি ছিল, বেদনায় অবনত
হারানো বড়কে ঘিরে একটানা সমস্ত সময়,

অবশ্য সমস্ত স্মৃতি হতে দুটো স্মৃতি উল্টো ছিল,
আজ এই উল্টো ছাড়া অন্য সব সহজে ভুলেছি,
যেটুকু স্মরণে আছে, তা সামান্য, বেশ এলোমেলো,

প্রথম দ্বিতীয় স্মৃতি সে রকম ভাবে দিবানিশি
সহজ হৃদয় চষে ধোঁয়ার মতো উড়ায় ধুলো,
এতে কাতর হই, চলে যাই মৃত্যুর কাছাকাছি ॥

মুখ

তাঁর মুখ ঝলসে উঠল রাত্রির আঁধার থেকে
বেগুনি আলোর মতো
যেন বন থেকে বেরিয়ে আসলো– সোনার হরিণ
এই দেশে
এই গ্রামে
এই লোকালয়ে
পূর্বের উঠোনে
মঙ্গলের জন্য,

তাঁর মুখ বেরিয়ে আসলো– পদ্মার গভীর থেকে
নীল কুমুদির মতো
যেন স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসলো– সত্যের স্মারক
এই ঘাটে
এই মাঠে
এই আঙিনায়
ঘরের ভিতরে
কল্যাণের জন্য,

তাঁর মুখ হঠাৎ ফুটল– বনের আড়াল থেকে
হলুদ গাঁদার মতো
যেন গর্ত থেকে বেরিয়ে আসলো– সাহসী শেয়াল
স্নিগ্ধ রোদে
শান্ত ছায়ে
এই পৃথিবীতে
আকাশের নিচে
সমৃদ্ধির জন্য,

তাঁর মুখ পলকে ভাসল– নদীর উত্তর বাঁকে
সবুজ হাঁসের মতো
যেন রক্ত থেকে বেরিয়ে আসলো– কিশোর শুশুক
বালুচরে

পলিদ্বীপে
সবুজ স্বদেশে
সবুজ প্রান্তরে
প্রশান্তির জন্য,

তাঁর মুখ চমকে উঠল– মেঘের আড়াল থেকে
আসমানি শ্রীর মতো
যেন সন্ধ্যা থেকে বেরিয়ে আসলো– সোনার টুকরো
এই ঘরে
এই নীড়ে
চৌরাস্তার মোড়ে
সরু উপকূলে
বাণিজ্যের জন্য,

তাঁর মুখ সহজে ভাসল– কাচের আয়না থেকে
লাল রেশমের মতো
যেন বক্ষ থেকে বেরিয়ে আসলো– নতুন চমক
ঋতুচক্রে
স্মৃতিপটে
সাদা ক্যানভাসে
পাথরের বুকে
বন্ধুত্বের জন্য,

তাঁর মুখ ঝলসে উঠল– গভীর রহস্য থেকে
কমলা রঙের মতো
যেন মিথ্যা থেকে বেরিয়ে আসলো– রক্তিম জোনাকি
কাশবনে
ঝোপঝাড়ে
ফুলের বাগানে
স্বাধীন সোপানে
আমাদের জন্য।

কপালে সিঁদুর নয় : সূর্য

আমাদের পতাকায় সূর্য
বোনটির কপালেও সূর্য
স্বাধীনতার চিহ্ন নিশ্চয়
আমাদের বিশ্ব পরিচয়
তা কখনও সিঁদুর নয়

সবুজের পতাকায় সূর্য
জননীর কপালেও সূর্য
প্রথম বাঙালি পরিচয়
বাংলা ভাষার বিশ্ব জয়
তা সিঁদুর কি যে করে হয়

বাংলার পতাকায় সূর্য
বধূয়ার কপালেও সূর্য
আমাদের প্রথম প্রত্যয়
সৌন্দর্যের রক্তিম অক্ষয়
তা কখনও সিঁদুর নয়।

চিরঞ্জীব পতাকায় সূর্য
কিশোরীর কপালেও সূর্য
আমাদের গর্বিত সঞ্চয়
জীবনের উজ্জ্বল আশ্রয়
কোনো দিন তা সিঁদুর নয়

ঝকঝকে পতাকায় সূর্য
রূপসীর কপালেও সূর্য
যেন অনুপম সূর্যোদয়
প্রতিদিন নন্দিত নির্ভয়
তা কখনও সিঁদুর নয়।

লাল চন্দন নীল স্পন্দন

ওগো লাল চন্দন, ওগো নীল স্পন্দন
তোমার বৃষ্টি যেন ফুল ঝরা ক্রন্দন
পাখির কাকলি গান
নদীর কল্লোল তান
বর্ষার মেঘলা প্রাণ
কাজল বন্ধন

ওগো লাল চয়ন, ওগো নীল নয়ন
তোমার সূর্য যেন রক্তকরবী শোভন
সোনার পাথর দ্বীপ
সবুজে সিঁদুর টিপ
সাতরঙা অন্তরীপ
সমুদ্র মিলন

ওগো লাল যৌবন, ওগো নীল যৌবন
তোমার চাঁদ যেন জীবনে জাগরণ
আঁধারে আলোর কুঁড়ি
গভীরে রুপার নুড়ি
দু'হাতে সুবর্ণ চুড়ি
মুখ শিহরণ

ওগো লাল ক্ষরণ, ওগো নীল তোরণ
তোমার গ্রহ যেন জ্বলন্ত প্রহসন
হৃদয়ে রঙিন আলো
অরণ্যে গোলাপগুলো
তুষারে জাগ্রত তুলো
নবসঞ্জীবন ॥

আদেশ

ভ্রমর বিভোর কদম ফুলের গুচ্ছে
মেঘলা স্থবির নীল ময়ূরীর পুচ্ছে
এখন মুষলধারে বৈরী বৃষ্টি হচ্ছে
কাজরী এবার নদীর কল্লোল হও
সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোনা শান্তি লও

নিসর্গ স্থবির, তাই খেয়াঘাট বন্ধ
ধূসর অরণ্যে শুধু সবুজের ছন্দ
জলের গভীরে শুধু শাপলার গন্ধ
কাজরী এবার হৃদয়ে প্রস্বর লও
টাপুর টুপুরে বাঁশির সঙ্গীত হও,

আধোডুবা ধানক্ষেতে খেলছে তরঙ্গ
উঠছে দাঁড়ের শব্দ– মাঝির প্রসঙ্গ
ছুটছে ঝড়ো হাওয়া– বর্ষার কুরঙ্গ
কাজরী এবার ত্বরিত চঞ্চলা হও
ঘুমন্ত সেতারে সুর মূর্ছনায় বও.

দুমড়েমুচড়ে রাস্তায় পড়ছে বৃক্ষ
সচিত্র আঁধারে ঢাকছে শোভণ পক্ষ
তাতে অন্ধ হচ্ছে নক্ষত্র কয়েক লক্ষ
কাজরী এদের প্রতি সুর দাত্রী হও
নতুন জীবন দিতে তীব্র বেগে বও ॥

হে তারুণ্য সবুজ অরণ্য
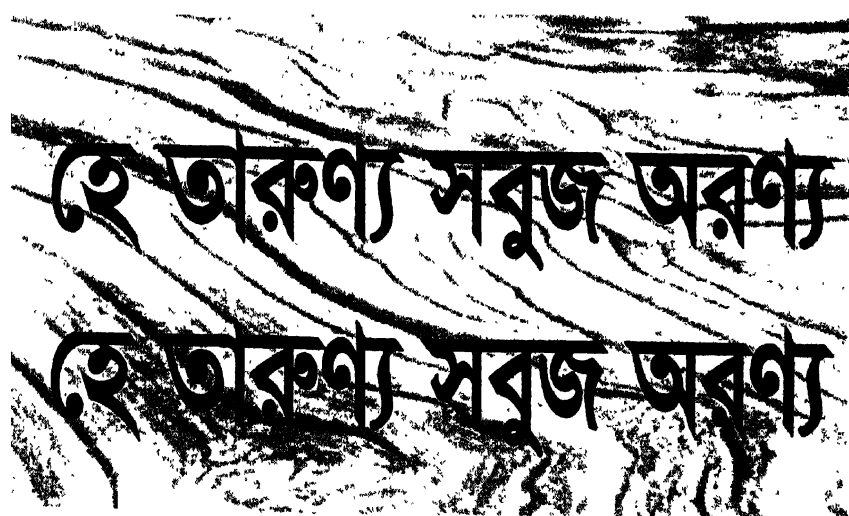
হে তারুণ্য সবুজ অরণ্য

উৎসর্গ

বিশিষ্ট কবি
শাহেরা খাতুন বেলা'কে

সূচিপত্র

হে তারুণ্য সবুজ অরণ্য

হে তারুণ্য সবুজ অরণ্য
তুমি কত সুন্দর অনন্য
কখনও লাল গাঢ় নীল
কমলা হলুদে ঝিলমিল
বেগুনি রঙের ক্যানভাস
এক আসমানি প্রতিভাস

হে তারুণ্য সবুজ অরণ্য
তুমি নিসর্গের সেরা পণ্য
তুমি ঝরনার জন্মভূমি
তুমি পাখিদের মাতৃভূমি
ফুল তারকার নীলাকাশ
শ্যামল ছবির বড় তাস

হে তারুণ্য সবুজ অরণ্য
তুমি আছো মানুষের জন্য
যেন মানুষের প্রতিনিধি
জন্ম থেকে জীবন অবধি
যেন এক কবিতা প্রকাশ
আধুনিক প্রথম বিশ্বাস

হে তারুণ্য সবুজ অরণ্য
তুমি অনুপম, তুমি ধন্য
তাই আমি– তোমার অধীন
নেচে নেচে গাই প্রতিদিন
সুর ভরা জ্বলন্ত কোরাস
জয় জয় সাবাশ সাবাশ ॥

জোনাকি

আঁধারে সোনার টিপ
রক্তিম জ্বলন্ত দীপ
তুমি রে জোনাকি
তিলক অঙ্গারসম
জ্বলো-নিভো মনোরম
নাচো থাকি থাকি

তুমি তো বাঘের চোখ
খুকির রঙিন নখ
আলেয়ার উঁকি
সূর্যের সাহসী লাল
গোলাপ ফুলের গাল
নতুন কেতকি

কখনো সর্ষের ফুল
সন্ধ্যায় শম্পার দুল
সিঁদুরের সিকি
চাঁদের তাঁরার মতো
ঘরের দেয়ালে নত
লাল টিকটিকি ॥

মার্চের প্রেরণা

দমকা বাতাসে বাগানের ফুলগুলো ঝরে গেছে
সূর্যের আলোয় আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে
উত্তাল তরঙ্গে সৈকতের নুড়িগুলো গভীর সমুদ্রে ভেসে গেছে
চরম ঈর্ষায় পৃথিবীর ভালোবাসা মরে গেছে

এখন বাগান মরুর ঝোপঝাড়ের মতো
এখন আকাশ ঘরের ছাদের মতো
এখন সৈকত পদ্মার চরের মতো
এখন পৃথিবী নরকের মতো

একাত্তরে হারানো মা
বাবা
ভাই
আর ছোট্ট বোনটির স্মৃতির উদ্দেশে কি দিয়ে অর্ঘ্য দেই

হৃদয়ের তাজা রক্ত দিয়ে অর্ঘ্য দেব
তা ফুল থেকে পবিত্র
বিশ্বাসের মতো সত্য
সূর্যের আলোর চেয়েও রঙিন।

সময়

প্রতি দিন প্রতি রাত্রি
একগুচ্ছ কাশফুল
মশাল জ্বালিয়ে রাখা আকাশের মেঘ
একঝাঁক বকপাখি
আলনাতে সাদা শাড়ি

প্রতি রাত্রি প্রতি দিন
কতগুলো দাঁড়কাক
অনেক রহস্য ভরা মাধুরীর খোঁপা
আলকাতরার টিন
জলে ভেজা নুড়ি মাছ

তুষারের প্রতিদিন
তোমার আমার স্বপ্ন
নরম আঁচলে বাঁধা রুপালি ইলিশ
গোয়ালের সাদাগাই
কুয়াশার রাজহাঁস

কোকিলের প্রতি রাত্রি
তোমার আমার আশা
লোহার সিন্দুকে রাখা কালো মণিহার
হয়তো এক ভালুক
ফিঙের ইশতেহার।

নববর্ষ

এক সবুজের স্বপ্ন নিয়ে তেজ তারুণীম এলো
তাই ঝরে লাল সূর্য থেকে বন হরিণের তামা
তাই যেন নয়, রক্তজবা রঙধনু লাল জামা
মন মেহেদির দীপ্তি ভরা ঝলমলে চুল এলো

এই সুখে গাই ছন্দে রচা সাতনরী গানগুলো
রোদ রেশমের রক্তে গড়ি এই জীবনের বীমা
বীর সাহসের স্বপ্নে গড়ি এক প্রগতির সীমা
যার মাঝে রোজ রত্ন জ্বলে– দিন জোনাকির আলো

আজ থেকে নেই বিশ্বজোড়া বন ভালুকের অমা
নেই অসুরের চিত্রভরা রকমারি রোজনামা
দূর পথে নেই কষ্ট ভরা নীল বাধা– ঝড়ধুলো

এই নতুনের দিব্যরাগে থাক ছায়ানীড় জমা
ডিম সাদা সুখ শান্তিটুকু– ফুটফুটে ফুলতুলো,
থাক আজীবন দীপ্তিভরা বক থেকে কাক কালো।

সুখ

আমার সুখ লুকিয়ে আছে
সবুজ বনে পাখির কাছে
নদীর কূলে কাশের বনে
ছায়ায় বসা পরীর মনে
কালো পানির দিঘির মাঝে
পদ্মফুলের পাতার ভাঁজে

আমার সুখ লুকিয়ে আছে
সোহাগ ভরা কদম গাছে
তামার মতো রোদের ভিড়ে
দুটি ছানার অভয় নীড়ে
পথের পাশে বটের তলে
ছোট শিশুর চোখের জলে

আমার সুখ লুকিয়ে আছে
রুপার মতো বোয়াল মাছে
কাদার মাঝে মাটির নিচে
তের নদীর সাগর বিচে
বাঁশ বাগানে পাতার ফাঁকে
পাহাড় ঘেরা হ্রদের বাঁকে

আমার সুখ লুকিয়ে আছে
নীলাকাশের মেঘের পাছে
জোছনা ধরা নরম চাঁদে
মহাকালের গভীর খাদে
তারার মাঝে তারার মতো
যেন সোনার সিঁদুর কত,

আমার সুখ লুকিয়ে আছে
যেখানে পথ পেরিয়ে গেছে
নাচের মতো একটু করে
সেখানে এক পাতার ঘরে
আছে দেদার অনেক ভালো
যেন নতুন আশার আলো।

ঘুম

দরোজাটা খোলা ছিল
জানালাটা খোলা ছিল
তাই সারারাত ঘরের ভিতরে পূর্বের বাতাস আসছিল
ছোট্ট কিশোরী তাই অনেক শান্তিতে ঘুমিয়েছিল
কোনো সাড়াশব্দ ছিল না।

ঝিঁঝির মঞ্জির বাজছিল
ঠাণ্ডা জোছনায় চাঁদ জ্বলছিল
মিটমিট করে তারা জ্বলছিল
মাঝে মধ্যে পেঁচা ডাকছিল
তবুও কিশোরীর ঘুম ভাঙছিল না

কালো বিড়ালটি টেবিলের উপরে লাফিয়ে পড়ছিল
তাতে পানির গ্লাসটি মেঝেয় পড়ে ভেঙে গিয়েছিল
চমকে ওঠার মতো তাৎক্ষণিক একটি শব্দ হয়েছিল
কিন্তু কিশোরী মোটেই চমকে উঠছিল না
সে ঘুমিয়েছিল

শিশিরের ছোঁয়া ঘরে আসছিল
হিমেলের ছোঁয়া ঘরে আসছিল
রজনীগন্ধার গন্ধ ঘরে আসছিল
ঝাড়বাতি জ্বলছিল
কিন্তু কিশোরী শ্লথের মতোও নড়ছিল না

মা কম্বলটাকে গায়ে টেনে দিয়েছিল
কপোলে চুম্বন দিয়েছিল
কপালে হাত বুলিয়েছিল
তবুও নড়ছিল না
সে ঘুমিয়েছিল জলে ডুবা ঠাণ্ডা পাথরের মতো।

ব্যতিক্রম আলো

লাল সূর্যটির আলো
মেহেদির মতো নয়
গন্ধরাজ নয়
তার সকালের আলো
লাল মোরগের মতো নয়
রক্ত নয়
তার দুপুরের আলো
সিঁদুরের মতো নয়
শম্পা নয়
তার বিকেলের আলো
হলদের মতো নয়
সরষে ফুল নয়
তার সন্ধ্যার আলো
প্রদীপের মতো নয়
অগ্নি নয়
তার আঁধারের আলো
শেয়ালের মতো নয়
তারকাও নয়
তার আলো
তার মতো লাল
আর কারো সম নয়।

দোটানা

শরতের কাশফুলকে দুধ বলতে পারো
তাতে ভুল নেই
তাতে ভুল আছে
তাতে হয়তো চোখের পিপাসা মিটতে পারে
কিন্তু জীবন্ত হৃদয়ের পিপাসা মিটবে না

শীতের কুয়াশাকে দুধ বলতে পারো
তাতে যুক্তি আছে
তাতে যুক্তি নেই
তাতে হয়তো অলীক কল্পনা থাকতে পারে
কিন্তু বাস্তবতা নেই

সফেদ শিউলি ফুলকে দুধ বলতে পারো
তাতে সত্য আছে
তাতে সত্য নেই
তাতে হয়তো একটু প্রশান্তি থাকতে পারে
কিন্তু স্বর্গসুখ নেই

একখণ্ড মেঘকে দুধ বলতে পারো
তাতে মন্দ নেই
তাতে মন্দ আছে
তাতে হয়তো বোধের বিকৃতি থাকতে পারে
কিন্তু দীপ্ত অনুভূতি আছে ॥

মরালি

সবুজ মরালি তুমি– এই ঘাটে ভিড়িয়ো
মেঘের শেফালি যতো– কূল হতে ছিঁড়িয়ো
তারার দীপালিসম– এক মালা গাঁথিয়ো
দেবার আশাতে কারো– বাম পাশে মাতিয়ে

মেঘের মরালি তুমি
বিলের সরালি তুমি
সুরের মুরলি তুমি– নীল পথে উড়িয়ো
আলোর মহিমা যত– নিজ হাতে কুড়িয়ো,

মনের মরালি তুমি– এই মাঠে নামিয়ো
সোনার দিনারে ভরা– এই হাটে থামিয়ো
হীরের পারদে ধোয়া– ফুলকুঁড়ি আনিয়ো
নরম আনিয়ো কিছু– হোক সাদা পানীয়,

হৃদয় সোনালি তুমি
চোখের রুপালি তুমি
জীবন পুবালি তুমি– সব কথা মানিয়ো
তোমার দিশারি আমি– এই কথা জানিয়ো।

কবিতা প্রসঙ্গ

এখন কবিতা গ্রীষ্মের রোদ্দুর
বটের শীতল ছায়া
দক্ষিণের দমকা বাতাস
আম-কাঁঠালের গন্ধ
স্কুলগুলোর গ্রীষ্মের ছুটি
বাপের বাড়িতে আসা নাইয়র,
এখন কবিতা ফিনফিনে বৃষ্টি
মেঘলা মেঘলা দিন– শম্পার চমক
দুরন্ত নদীতে উত্তাল যৌবন
ভিজে দাঁড়কাক
হঠাৎ মাঝির চিৎকার
নিষিদ্ধ কদমফুল,
এখন কবিতা কুয়াশার রাজহাঁস
দূর্বাঘাসের শিশির
মাঠে মাঠে সবুজের ঢেউ
কৃষকের দু'চোখে সুখের স্বপ্ন
খোঁপায় শিউলি ফুল
আকাশে মেঘ বকের ওড়াওড়ি,
এখন কবিতা হেমন্তের সোনালি ফসল
কৃষাণীর অনেক ব্যস্ততা শাড়িতে ধানের গন্ধ
রাখালের বাঁশি
সহজ হাসির মতো আদিগন্ত মাঠ
নাড়ায় ছাওয়া ঘর
ধূসর আকাশ,
এখন কবিতা কনকনে শীত
পিঠা খাওয়ার আমেজ
খেঁজুর রসে ভরা কলসি
বিলেঝিলে হাওরে মাছ শিকার
আগুন পোহানো– হাত-পা-ঠোঁট ফেটে যাওয়া
ধোঁয়াশার মতো ধুলোবালু,
এখন কবিতা কোকিলের গান

অরণ্যের কিশলয়
মৌমাছির গুনগুন
ফুলের রঙিন অহংকার
আমের নরম বোল
মাঠের চৌচির।

সুরমার প্রতি প্রশ্ন

সুরমা তোমার পানি এত স্বচ্ছ কেন?
বুঝতে পারছি পারদ রাখছো
পারুল ফুলের পরাগ মাখছো
পানির ভিতর আয়না রাখছো
শিউলি ফুলের তুষার মাখছো
তাই তো হৃদয় কাচ এত স্বচ্ছ যেন

সুরমা, তোমার পানি এত মিষ্টি কেন?
বুঝতে পারছি, পীযূষ রাখছো
ফুলের মধুর সোহাগ মাখছো
ইলিশ মাছের সুস্বাদ রাখছো
কুমুদ কুঁড়ির শিশির মাখছো
তাই তো হৃদয় স্বাদ এত মিষ্টি যেন

সুরমা, তোমার পানি এত শান্ত কেন?
বুঝতে পারছি, শীতল রাখছো
অগাধ জলের সৌরভ মাখছো
চমকে ওঠার শুশুক রাখছো
মরাল নুড়ির পৌরুষ মাখছো
তাই তো হৃদয় চাঁদ, এত শান্ত যেন।

ছায়া

পুকুরের পাড় ছুঁয়ে পূর্বের উঠোনে পড়ছে মেঘের ছায়া
ভেজা শাড়ি আর খুকির মাথার ভেজা চুল
আর শুকোবে না।
ঘরের ভিতরে ছায়া দুপুর রাত্রির মতো হবে
দেয়ালে টাঙানো মা'র ছবি
খেলনা হাতে ছোট্ট বোনটার ছবি দেখা যাবে না
হ্যাঙারের সাদা শার্ট মনে হবে ঘরের কালো বিড়াল
আরামে ঘুমোচ্ছে
যখন জ্বলবে টিউব লাইটগুলো
ঝকঝকে রোদ্দুরের মতো
প্রবালের টুকরোর মতো
পালাবে সাপের মতো মেঘের ছায়া
তখন পূর্বের উঠোনে কীবা পুকুরের পাড়েও থাকবে না।

মেঠো সুর

এই তো আমার সবুজ শ্যামল ধান ফসলের মাঠ
এই তো আমার রঙিন স্বপন সহজ রঙের ছবি
এই তো আমার হৃদয় সুখের অনেক আশার হাট
এই তো আমার নতুন জীবন সহজ-সরল আবি

সকালবেলায় দুপুরবেলায় বিকেলবেলায় রোজ
এইখানে দ্যায় নতুন চমক সোনার আলোর মতো
তাই তো আমার জীবন বাহার এইখানে লয় ন্যুব্জ
দূর সাগরের ঢেউয়ের মতো অনেক অযুত শত

এইখানে নেই আঁধার রঙের একটু তিমির ছোঁয়া
এইখানে নেই ধূসর মায়ার কঠিন করাল গ্রাস
এইখানে নেই কয়লা পোড়ার বিষাদ রঙের ধোঁয়া
এইখানে নেই অকাল মৃত্যুর তিল পরিমাণ ত্রাস

এই যেন এক নতুন দেশের এক অনুপম তীর
এই যেন এক লাল পতঙ্গের ডানার বাহার কোণা
এই যেন এক সবুজ আকাশ— রোদের বিরাট নীড়
এই যেন এক শাড়ির আঁচল— রেশমি সুতোয় বোনা

দুপুর যৌবন সোনার জীবন এই মাঠে হোক শেষ
সফল স্নাতক কাল সচেতন এক কৃষকের ন্যায়
এই তো আমার দিবস রাত্রির একটি কথার রেশ
এই তো আমার হৃদয় কোণার লাল রঙ অতিপ্রায় ॥

পরাজয়

একটি গোলাপ ফুটছিল
একটি শিউলি ফুটছিল
একটি পারুল ফুটছিল
একটি শাপলা ফুটছিল

একজন ক্লাসিক কবির জন্যে
একজন বিজ্ঞানীর জন্যে
একজন মহৎ শিল্পীর জন্যে
একজন সৎ রাষ্ট্রনায়কের জন্যে

এখন ক্লাসিক কবি নেই
এখন বিজ্ঞানী নেই
এখন মহৎ শিল্পী নেই
এখন সৎ রাষ্ট্রনায়ক নেই

তবে এখন গোলাপের কী হবে
তবে এখন শিউলির কী হবে
তবে এখন পারুলের কী হবে
তবে এখন শাপলার কী হবে

সন্ধ্যায় ঝরে মাটিতে পড়তে হবে বৃষ্টির মতো
অলক্ষ্যে ঝরে মাটিতে নামতে হবে যাত্রীর মতো
হঠাৎ ঝরে মাটিতে থামতে হবে উল্কার মতো
অজান্তে ঝরে পানিতে ভিজতে হবে বকের মতো

টিয়ের গান

এই যে নিবিড় বন, এই যে পাতার নীড়
এই নীড়ে হলুদ রঙের ছোট্ট টিয়ে ছিল
সে আজ কোথায় গেল

এই যে কালো আকাশ, এই যে মেঘের ভিড়
এই ভীড়ে কী থাকতে পারে ছোট্ট আলো হয়
একটু করেও নয়

এই যে সোনার দেশ, এই যে সবুজ মাঠ
এই মাঠে কী থাকতে পারে সোনাদানা হয়
একটু করেও নয়

এই যে কিশোর নদী, এই যে জলের ঘাট
এই ঘাটে কী ভাসতে পারে পদ্মফুল হয়
একটু করেও নয়

এই যে কাঁটার ঝোপ, এই যে তারার ফুল
এই ফুলে কী থাকতে পারে লাল রেণু হয়
একটু করেও নয়

তবে কোথায় থাকতে পারে সোনালি আঙুল
রক্তে ভেজা গোলাপ রঙের এই যে হৃদয়
এইখানে সেই হয়।

অপেক্ষা করো

রঙিন আলোর ঝরনাধারায় গোসল করে রাত্রি
পারদ রঙের মুক্তোর মতো ফর্সা হয়ে আসবে।
একটু অপেক্ষা করো
আরেকটু ধৈর্য ধরো;

অনেক কষ্টের ভিতর থেকে চিরসুন্দর সুখ
নবজাতকের মতো এখনি আজ ভূমিষ্ঠ হবে
একটু অপেক্ষা করো
আরেকটু ধৈর্য ধরো

জ্বলন্ত চুলোর যন্ত্রণা থেকে স্নিগ্ধ শীতল শান্তি
নিখাদ সোনার মতো বিশুদ্ধ হয়ে প্রকাশ হবে
একটু অপেক্ষা করো
আরেকটু ধৈর্য ধরো

চরম দরিদ্রতা থেকে কোনো একদিন সমৃদ্ধি
হঠাৎ পদ্মের মতো বেশ সহজে প্রকাশ হবে
একটু অপেক্ষা করো
আরেকটু ধৈর্য ধরো

মিথ্যার ভিতর থেকে সন্ধ্যার অনেক আগে সত্য
গেরিলার মতো হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবে
একটু অপেক্ষা করো
আরেকটু ধৈর্য ধরো।

লজ্জাবতী

লজ্জাবতী
পল্লী সতী
লজ্জা ছাড়া বাঁচতে পারে
মঞ্চ ছাড়া
ছন্দ হারা
চক্রাকারে নাচতে পারে,

লজ্জাবতী
সূর্যজ্যোতি
মুক্তমনে হাসতে পারে
কল্পরেখা
শস্পাশিখা
বস্তুসম ভাসতে পারে,

লজ্জাবতী
ছোট্ট তুতি
পুষ্পসম উড়তে পারে
স্বপ্ন ঠাসা
পর্ণ বাসা
চন্দ্রলোকে গড়তে পারে,

লজ্জাবতী
ঠাণ্ডামতি
অল্প দূরে চলতে পারে
রক্ত ধরা
গর্ব ভরা
দীপ্তিসম জ্বলতে পারে,

লজ্জাবতী
দূর্বাদ্যুতি
কুঞ্জবনে থাকতে পারে
রাত্রে শুধু
মিষ্টি মধু
ঝিল্লি রবে ডাকতে পারে,

লজ্জাবতী
শান্ত সাথী
গন্ধ রাশি রাখতে পারে
তীব্র আলো
বৃষ্টিগুলো
অঙ্গ জুড়ে মাখতে পারে ॥

বর্ষা

কদম ফুলের গন্ধে পূর্ণ ঋজু আশরীর বর্ষা
মাঠে ঘাটে কত পানি, বিরহীর গ্লানি টলমল
স্বচ্ছ মরালের মতো যেন কাশফুল ঝলমল
যেন আহ্লদয় পূর্ণ বেদনা-ভাবনা মিশ্র ঈর্ষা,

আদিগন্ত মেঘে ঢাকা যেন বিষাদে ঘেরা ভরসা
ফিনফিনে বৃষ্টি কাঁদে দূর কেয়াবনে অবিরল
যেন দুরন্তের জন্যে পাথর চোখ হচ্ছে তরল,
তবে কি রাত্রিতে চাঁদ সূর্যের আলোয় হবে ফর্সা?

প্রচুর পল্লবে ঢাকা অরণ্য– পাতলা চর্মে চোখ
স্নিগ্ধ মাংসের খণ্ড যেন আবৃত করেছে নখ
দীপ্ত সেনা প্রহরায় যেন সংহত রাজধানী

সে নির্জনে যেন স্তব্ধ হয়েছে দূর বিশ্বের সুখ
দুঃখ হয়েছে যেন আজীবন মধুর মোহিনী,
যেন শত তারকায় জোনাকিতে চাঁদের রজনী ॥

প্রতিকূল

মাঠের ধূসর ঘাসগুলো এখন সবুজ শ্যামল হয়েছে
বাগানের সবুজ কমলাগুলো সূর্যের মতো লাল হয়েছে
গ্রামের কিশোরীগুলো এক সন্তানের মা হয়েছে
এলোমেলো শব্দগুলো সঙ্গীত হয়েছে

অথচ জাটকাগুলো এখনও ইলিশ হলো না
মধ্য বয়সেও লোকগুলো মানুষ হলো না
ফুটপাতের ভিক্ষুকগুলো ভুলেও ধনী হলো না
তুলোর নরম কুঁড়িগুলো দুপুরের রোদেও ফুল হলো না

অসাধু জেলের জন্য পানির পরিবেশ নষ্ট হয়েছে
জাটকাগুলো কি করে ইলিশ হবে
দুর্বৃত্তদের জন্য সমাজ দূষিত হয়েছে
লোকগুলো কি করে মানুষ হবে
চাঁদাবাজের জন্য ফুটপাত নষ্ট হয়েছে
ভিক্ষুকগুলো কি করে ধনী হবে
কুয়াশার জন্য নিসর্গ বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়েছে
কুঁড়িগুলো কি করে ফুল হবে।

শিমুলের ঘর

নদীর ওপারে শিমুলের ঘর
চালের উপরে খড়ের ছাউনি
ছাউনির মাঝে সূর্যের আলোর
সোনালি রঙের তীর্যক চাউনি
যেন পৃথিবীর নিকটে সুন্দর
জীবনের জন্য রঙিন বউনি

মেঝের উপরে কাদার প্রলেপ
নরম হাতের ছোঁয়ায় চিত্রল
তা যেন স্বপ্নের আনন্দ-আক্ষেপ
মুহূর্তে মুহূর্তে জীবন কল্লোল
তার মাঝে রোজ প্রতি পদক্ষেপ
নতুন বিশ্বাস-আশাতে উজ্জ্বল

ঘরের নিকটে সিমঝাড়গুলো
সবুজ সিমের স্থূলভারে ন্যুব্জ
সেখানে দোয়েল সবুজের আলো
শ্যামলিম পেতে করে কত খোঁজ
কভু কাক ডাকে অসহ্য ঝাঁঝালো
হৃদয় পোড়ানো যেন পিলসুজ

ঘরের সামনে একটি পুকুর
পাড়ে তালগাছ– জলে তার ছায়া
ছায়ার ভিতরে চাঁদের মুকুর
টুকরো মেঘের ঝলসানো কায়া
তা যেন সফেদ বজ্রের কুকুর
কখনও রঙ কখনও মায়া

আলতা জড়ানো গোলাপের মতো
শিমুলের বোন– নাম পারমিতা
সে নাচতে পারে– সুর বাঁধা যত
পড়তেও পারে গীত সংহিতা;
তাই আমি তাকে ভালোবাসি কত
চুল বাঁধতে দেই কলমিলতা

নদী সাঁতরায়ে প্রতিদিন আমি
শিমুলের ঘরে নিয়মিত যাই
ঘরের কাছে যে ছোট্ট তৃণভূমি
আমি ও শিমুল সেখানে বেড়াই;
তাই প্রতিবেশী– মিমি-সুমি-রুমি
ওরা মনে করে– সহোদর ভাই ॥

রক্তকরবী

বাংলা ভাষার বর্ণ
টুকরো টুকরো স্বর্ণ
আঁকাবাঁকা ঢেউয়ে ঢেউয়ে
নাচে নাচে লাফিয়ে লাফিয়ে
ছোট্ট কিশোরী,
এর তুলনা
দোল দোলনা
উঁচু-নিচু– এদিক-ওদিক– পরিমিত
ছবির মতো সুসংহত
একুশের রঙ মেখে রক্তকরবী ॥

ফিরিয়ে দাও

ফুলে ফুলে ঢাকা গুঞ্জর মাখা সবুজ অরণ্য ফিরিয়ে দাও
সাত রঙের অনেক স্বাদের ফলের বাগান ফিরিয়ে দাও
কৃষকের গানের সোনালি শস্যের আদিগন্ত মাঠ ফিরিয়ে দাও
ঘোলাজল ভরা ইলিশ মাছের পদ্মা নদী ফিরিয়ে দাও

এতটুকু আজ লাল অভিপ্রায় সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি
এতটুকু আজ রঙিন স্বপ্ন রোদ্দুর থেকে জোছনায়
এতটুকু আজ স্পর্শের সীমা জীবনে-মরণে বারবার
এতটুকু আজ ভালোবাসাবাসি এই হৃদয় থেকে অই হৃদয়

বিজলির মতো জীবনের গতি এইখানে পেতে চাই
আকাশের মতো বিরাট সাফল্য এইখানে পেতে চাই
বিজয়ের মতো উন্নত প্রযুক্তি এইখানে পেতে চাই
নতুনের মতো প্রথম প্রগতি এইখানে পেতে চাই

অলি

হলুদ রঙের অলি– সূর্যের সোনালি কণা
জ্বলছে বাতির মতো ফুলে ফুলে প্রতিদিন
যেনবা জ্বলছে রোজ তসবির লাল দানা
সুরমার জলে যেন আলেয়ার এক মীন।

সন্ধ্যায় শণের ঘর যদি কাক কালো হয়
তাতে কোনো ভয় নেই একটি অণুর মতো
জ্বালব রঙিন অলি করব আঁধার ক্ষয়
যেমন বেদনা হয় সুখের ছোঁয়ায় হত।

অনেক আনন্দে তাই আলোর সঙ্গীত গাই
নাচছি ঊর্মির মতো, যেন কতগুলো সুর
অনেক আশায় ফের অবাক দিগন্তে চাই
আসন্ন বর্ষায় যেন আকাশ কাজল পুর

এই তো সুখের ছবি রঙিন ডানার ন্যায়
উত্তর-দক্ষিণ থেকে পূর্ব-পশ্চিম অবধি
যেনবা কৈশোর থেকে তারুণ্যের সীমানায়
রক্তের তরঙ্গ দোলা একটি হৃদয় নদী

এই সত্তা প্রতিদিন থাকুক উজ্জ্বল হয়
একটি সূর্যের মতো, একটি চাঁদের মতো
এই তো রঙিন আশা ঝকঝকে আলোময়
যেন হীরের টুকরো, বেশ কঠিন– অক্ষত।

দরিদ্রের প্রতি

তোমাদের কোনো ছেঁড়া শার্ট নেই
অনেক দিনের পুরনো একটা পশমি চাদর নেই
অনেক রাত্রির ময়লাতে কালো একটা কম্বল নেই
একটা কাঁথাও নেই

তোমরা কিভাবে ঠাণ্ডা কুয়াশার সকাল কাটাও
একটু-আধটু ঠাণ্ডা হাওয়ার দুপুর কাটাও
আবছা শীতল বিকেল কাটাও
সন্ধ্যা কাটাও আর রাত্রি কাটাও

তবু তোমাদেরকে তো সুখী মানুষের মতো মনে হয়
প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো হাস্যোজ্জ্বল মনে হয়
ধনিক শ্রেণীর মতো মনে হয়
রাজা মনে হয়

তোমরা তো সকালের রোদ থেকে তাপ নাও
হৃদয় গরম রেখো
দুপুরের রোদ থেকে তাপ নাও
মাথার চুলগুলো শুকনো রেখো
বিকেলের রোদ থেকে তাপ নাও
পিঠ উষ্ণ রেখো
কিচেনের চুলো থেকে তাপ নাও
পা গরম রেখো।

বৃষ্টিপাত

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে, স্নেহ ঝরে যেন অবিরল
কিশোরীর সাদাকালো চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায়
তরুণ পেঁপের বীজ সাদা নুড়ির মতো কণায়
বিরহী বধূর যেন অভিমান ভরা কত ছল

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে, তা হবে বর্ষার এক ঢল
একটি কুসুম যেন পরিচিতা নারীর খোঁপায়
একটি সন্তান যেন জননীর স্তনের ছায়ায়
মুখ তার ধবধবে পারদের মতো সমুজ্জ্বল

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আনে প্রকৃতির সুখ সঞ্জীবন
শৈশব-কৈশোর শেষে যেন এক নতুন যৌবন
একটি বসন্ত যেন রাত্রি রঙের কোকিল ডাকা

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি যেন এক জীবনের শিহরণ
পানি ঢেউ ঢেউ নদী যেন নারীমন আঁকাবাঁকা
তিলতিষি বৃষ্টি যেন এক সাথে কুহু আর কেকা।

হেমন্ত দুপুর

হেমন্তকালের রঙিন দুপুর
একটি কমলা
একটি আপেল
একটি আঙুর
সোনালি চুলের মতো নয়
হেমন্তকালের রঙিন দুপুর
একটি নারঙ্গি
একটি মরিচ
একটি পেয়ারা
কাঁঠাল কোষের মতো নয়
হেমন্তকালের রঙিন দুপুর
সোনার টুকরো
সোনা রঙ ধান
গন্ধরাজ ফুল
শাপলা ফুলের মতো নয়
হেমন্তকালের রঙিন দুপুর
রোদের মেহেদি
গোলক সিঁদুর
রঙিন আলতা
আনারসের রসের মতো নয়
হেমন্তকালের রঙিন দুপুর
জ্বলন্ত জোনাকি
রাতের শেয়াল
পাটল হরিণ
বিড়ালের প্রোজ্জ্বল চোখের মতো নয়
হেমন্তকালের রঙিন দুপুর
সরষে কুসুম
চুলোর আগুন
হৃদয়ের রক্ত
বাতির আলোর মতো নয়
হেমন্তকালের রঙিন দুপুর

মেঘের বিজলি
রঙিন তারকা
রঙিন উলকা
লাল গাজরের মতো নয়
হেমন্তকালের রঙিন দুপুর
আলোর দুপুর
সূর্যের দুপুর
আয়না দুপুর
অন্য কারো মতো নয়।

মেলট্রেন থামছে

আঁধার রাত্রির মেলট্রেন স্টেশনে থামছে
যাত্রীরা নামছে
যাত্রীরা উঠছে
এই মেলট্রেন বহু দূরে যাবে, দিগন্ত অবধি
কুলিরা হাঁকছে
জীবনযাপনের কণ্ঠস্বর ভাসছে
এই গরম চা, এই গরম চা
এই পারুটি, এই পারুটি
এই চিড়া লাড্ডু, এই চিড়া লাড্ডু,
এই মিষ্টি কেক, এই মিষ্টি কেক
এই পান-সিগারেট, এই পান সিগারেট
এই আনারস, এই আনারস
এই কমলা- এই কমলা
এই ডাব, এই ডাব
এই আমড়া, এই আমড়া
এই তো হুইসেল বাজছে, মেলট্রেন ছুটছে- ছুটছে
তবে দুরন্ত ঘোড়ার মতো নয়
রাত্রির উল্কার মতো নয়
স্বাভাবিক নিয়মমাফিক
তার মতো।

নতুন দিন

এসেছে নতুন দিন রোদ ভরা তামা ভরা লাল
টিয়ের ঠোঁটের মতো শেফালির মতো সাদা জল
চিলের চোখের মতো হলুদের মতো ঝলমল
তারার আলোর মতো প্রাণখোলা হেসে এক গাল

পাষাণ প্রতিমা যত এই বুকে ফেলেছে ভেজাল
জীবনে ঢেলেছে বিষ, যৌবনকে করেছে তরল
পরীর সরল প্রেম করেছে গরল কোলাহল
করেছে সকল স্বপ্ন আঁধারের ভিতরে আড়াল

এমন গভীর এই দিনের ছোঁয়ায় আজ
জ্বলবে পারদ হয়ে এক ঝাঁক জোনাকির মতো
ধরবে সোনার দেহে ছবির নিখুঁত কারুকাজ

অনেক অনেক কাল থাকবে যা অমর অক্ষত
থাকবে প্রতীক হয়ে রহমান ভোর হতে সাঁঝ
সোনার সূর্যের মতো আর রুপোর ছাঁদের মতো।

শঙ্কাহীন

যখন নক্ষত্র সন্ধ্যার আকাশে লাল প্রদীপের মতো হাসছিল
তখন কুটিরে সরষে সুন্দরী রোদ সুন্দরের মতো জ্বলছিল
শিউলির মতো শেফালির মতো পারুলের মতো বুঝি জ্বলছিল
পারদের মতো নিকেলের মতো কয়লার মতো বুঝি জ্বলছিল

যদিও আঁধার ময়লা চাদরে এই চারদিক ঢেকে দিয়েছিল
যদিও বাদুড় ডানার ছাতায় এই চারদিক কালো করেছিল
যদিও মেঘলা মায়ার ছোঁয়ায় এই চারদিক পিচ হয়েছিল
যদিও কাজল শাড়ির আঁচলে এই চারদিক কাক হয়েছিল

তবুও একটু আশঙ্কা ছিল না, এক ফোঁটা পানি সরষের বীজ
তবুও একটু সন্দেহ ছিল না, কামিনীর কুঁড়ি-তিল পরিমাণ
তবুও একটু শ্বাপদ ছিল না, পাহাড়ি রাস্তায় সজারুর কাঁটা
তবুও একটু বন্ধুর ছিল না, জলের ডাঙায় উঁচু-নিচু পথ।

আমন ধানের মাঠ

আমন ধানের মাঠ
সবুজ সুখের ন্যায়
অনেক নরম,
অবুঝ শিশুর হাত যেন নতুন কুঁড়ির মতো
শ্যামল নারীর মুখ যেন হাসির আলোয় ভরা
হলুদ পাখির ঠোঁট যেন রঙিন ছবির মতো,
আমন ধানের মাঠ
মেঘের আকাশ নয়
শাড়ির আঁচল,
মাটির সহজ সুখ যেন টিয়ের ডানার মতো
আশার সরল রূপ যেন ময়ূর পেখম ভরা
শোভন চাঁদের মুখ যেন পানির পারদসম,
আমন ধানের মাঠ
তোমার আমার নাম
রহিম-করিম।

অরুচি

জ্বলন্ত জোনাকি দিলাম
উজ্জ্বল তারকা দিলাম
ফুলের পরাগ দিলাম
শিশির চুম্বন দিলাম
নিল না
চাঁদের জোছনা দিলাম
সূর্যের হলুদ দিলাম
সোনার ফসল দিলাম
রুপার কলস দিলাম
নিল না
ভোরের বাতাস দিলাম
সুরের সেতার দিলাম
আলোর চেরাগ দিলাম
দিনের দোহাই দিলাম
নিল না
শীতের পরশ দিলাম
নতুন নোলক দিলাম
যৌবন পুলক দিলাম
পাখির পালক দিলাম
নিল না
নিল যে প্রথম প্রণয়
মেঘের ছায়ার নিলয়
সুখের সমান সোহাগ
শান্তির সমান পরশ
সুন্দর!

মরুর দুপুর

রৌদ্রের ভিতরে খেজুর গাছের পাতারা নড়ছে
উষ্ণ হাওয়ায় ঝিরঝির সুরে পাতারা বাজছে
দুলকি ঘোড়ার লাফিয়ে ওঠার পাতারা দুলছে
আগুন জলের উথলে ওঠার পাতারা উড়ছে

এখন সময় দারুণ দুপুর দুরন্ত বয়সি
এখন সময় জীবন গড়ার প্রেরণাতে ঐশী
এখন সময় হলুদ বাটার রঙে জ্বলা রশ্মি
এখন সময় নতুন বৌয়ের মতো এলোকেশী

এমন সুযোগ সুখের ছোঁয়ায় ধূলিরা উড়ছে
পিচঢালা পথ গতির সীমায় ধূলিরা পড়ছে
গালিচায় মোড়া কুটিরের মেঝেয় ধূলিরা লুটছে
মেঘের নিকটে ধোঁয়াশার মতো ধূলিরা ফুটছে

এখন ধূসর রঙের রেখায় ধূসর পৃথিবী
শিউলি ফুলের শোভার সমান সফেদ অটবী
ধূলির ভিতর ফুল বাহারের নেই যে সুরভি
বাঁশির সুরের রঙগুলো এক বিষাদ পূরবী

এই যেন এই মাটির শরীর মাটিতে নামছে
তাই যেন এই হলুদ হৃদয় ছায়াতে থামছে
সরষে দানার ফোঁটায় ফোঁটায় চুলেরা ঘামছে
তাই যেন এই সোনার জীবন আলসে দমছে ॥

নতুন ফাল্গুন

এক দুরন্তের মতো ওই এলো নতুন ফাল্গুন
সাগর প্রবাহ যেন দক্ষিণ দিগন্ত থেকে আসা
পরীর হৃদয় থেকে মমতা জড়ানো ভালোবাসা
যেন হলুদের রক্ত মেশা লাল রেশমি আগুন

আজ নিসর্গের ভালে ফুটবে যৌবন নবারুণ
কমল কোরক যেন হবে জলের উপর ভাসা
বেরিয়ে আসবে যেন স্ত্রীর মনের লুকানো আশা
টিয়ের ঠোঁটের মতো লাল-বন গোলাপের খুন

দরিদ্রতা আজ নেই– ভোরের নিকট পরাজয়,
ঈষৎ আলোর কাছে– ধবধবে ধূসর কুয়াশা,
আনন্দ ঝড়ের কাছে– বেদনার রহস্য নিলয়,

আজ ওর কাছ থেকে শিখব ক্রন্দন নয়– হাসা
জানব নতুন প্রেম লাল নীল জয় ভরা জয়,
চিনব ধূসর নয়, পবিত্র-প্রেমের মতো খাসা ॥

ছয় রাত্রি

একটি কালো বিড়াল
একটি কালো কুকুর
একগুচ্ছ কালো চুল
একঝাঁক কালো কাক
একত্রে এই হলো গ্রীষ্মের রাত্রি
সব দোয়াতের কালি
সমস্ত চুলোর ছাই
একটি কালো ভালুক
একটি শীতল তিমি
একত্রে এই হলো বর্ষার রাত্রি
কখনো হঠাৎ শেয়ালের ডাক
প্রতিবাদী কুকুরের ঘেউ ঘেউ
পেঁচার ডানার ঝাপটানি
ভুতুমের কৃষ্ণপুর
একত্রে এই হলো শরতের রাত্রি,
এক টুকরো কয়লা
সামান্য আলকাতরা
অশ্রুর মতো শিশির
এই ঘুম এই স্বপ্ন
একত্রে এই হলো হেমন্তের রাত্রি
একটি কোকিল
কিবা ফিঙে
অথবা শালিক
হয়তোবা শকুনও
একত্রে এই হলো শীতের রাত্রি
একটি কালো আঙুর
কালো জাম
কালো চোখ
নিগ্রোদের মতো অথবা চাঁদ-তারকাসহ
একত্রে এই হলো বসন্তের রাত্রি ॥

আলোক

আঁধারে রয়েছো কে তুমি সোনালি
শরীরে রেখেছো জোছনা রুপালি
হৃদয়ে নিয়েছো রক্তিম দীপালি
দু'হাতে পরেছো মেহেদি পূবালি
গলায় ধরেছো শোভন শেফালি

বুঝেছি বুঝেছি তুমি তো আলোক
পাখির ডানায় পাতার পালক
গাছের শাখায় ফুলের পুলক
ঘরের শোভায় বিজলি ঝলক
আকাশ নীলায় তারার নোলক

এই যে রয়েছে মেঘের আকাশ
তুমি কি এখানে করবে প্রকাশ
নতুন আঙ্গিকে হিসাব-নিকাশ
প্রথমে মুখের মধুর সুহাস
অন্তিমে বুকের জ্বলন্ত আশ্বাস

করবে করবে জানি তা মধুর
একটি পর্বে না মুছতে সিঁদুর
একটি সিংহ না হতে ইঁদুর
একটি সকাল না হতে দুপুর
একটি গিটার না হতে নূপুর ॥

বহমান ছোট্ট নদী

কিশোরীর মতো কোন দেশে যাও ওগো ছোট্ট নদী
আকাশের মতো খোলাখুলিভাবে বলবে কী তুমি
জানাবে কী নাম, কোন পাহাড়ের কোলে জন্মভূমি
রয়েছে অতীত কত যুগান্তর সময় অবধি

মোহনায় যাও নীল পাহাড়ের ছোট্ট প্রতিনিধি
ঝেড়ে নিন্দুকের ধিক্কারের মতো কালো আলসেমি
আকণ্ঠে বাজায় বাঁশির সুরের কত ঝুমঝুমি
যেন কত গান– ফুল পারুলের তুলতুলে হৃদি

দূর মোহনায় সাগর সন্ধ্যায় জীবনের সীমা
তা যেন তোমার পরিপূর্ণতার গর্বদীপ্ত বীমা
রয়েছে স্বপ্নের মতো চারুময় লাল নীল সাদা

অতিদ্রুত যাও– ওগো ছোট্ট নদী, ওগো অনুপমা
মানিয়ো না তুমি পথে গতিরোধ– কোনো কালো বাধা
ছুঁয়ে নিয়ো সীমা যেন সাফল্যের সে অমৃত সুধা।

অপেক্ষা করছিলাম

সকালে আসবে, তাই অপেক্ষা করছিলাম
দুপুরে আসবে, তাই অপেক্ষা করছিলাম
বিকেলে আসবে, তাই অপেক্ষা করছিলাম
সন্ধ্যায় আসবে, তাই অপেক্ষা করছিলাম

যেমন কোকিল ফাল্গুনের জন্য একাকী অপেক্ষা করছিল
যেমন কৃষক হেমন্তের জন্য নিঃসঙ্গ অপেক্ষা করছিল
যেমন ডাহুক বরষার জন্য অনেক অপেক্ষা করছিল
তেমনি অপেক্ষা কেবল করছিলাম

এখন সকাল নেই, নেই কোমল রেশমি আলো
যেনবা শৈশব নেই, নেই লাল নরম শরীর
দুপুরের কারাগারে তাই কয়েদির মতো অন্তরীণ
কৈশোরের আবেষ্টনে তাই যেন স্বপ্নের সোনালি ছায়া

এখন দুপুর নেই, নেই হলুদ হিরণ রেখা
যেনবা কৈশোর নেই, নেই নতুন রঙিন দেহ
বিকেলের পরবাসে তাই হারানো সময়
যৌবনের রঙ্গমঞ্চে তাই যেন মেঘলা আকাশ

এখন বিকেল নেই, নেই সহজ সোনালি রোদ
যেনবা তারুণ্য নেই, নেই তেজ তারুণীম তনু
সন্ধ্যার কুটিরে তাই আবছা আঁধার
যৌবন উত্তর জীবনের তীরভূমে তাই যেন গন্ধহীন কাশফুল

এখন সন্ধ্যাও নেই, নেই রক্তিম একটু আলো
যেনবা জীবন নেই, নেই সবুজ তাজা শরীর
রাত্রির গভীরে তাই একটি ভালুক
উত্তর জীবন উপকূলে তাই যেন স্থবির শামুক

এখন আঁধার রাত্রি, ফিঙেব মতো নিশ্চয়
একটি পাখির মতো এখন পাতার নীড়ে ফেরার সময়
জোয়ার ভাটিতে ফেরার সময়
তাই ব্যর্থ পথিকের মতো একা একা কুটিরে ফিরলাম

সকালের অপেক্ষা নিষ্ফল ছিল
দুপুরের অপেক্ষা নিষ্ফল ছিল
বিকেলের অপেক্ষা নিষ্ফল ছিল
সন্ধ্যারও অপেক্ষা নিষ্ফল ছিল

জানি, আবছা আবছা আঁধারের মতো কখনও আসবে না
ধোঁয়া ধোঁয়া ঠাণ্ডা কুয়াশার মতো একটু ভুলেও আসবে না
আলতো ছোঁয়ায় বাতাসের মতো আসবে না
একটি রঙিন স্বপ্নের মতো জীবনে, মরণেও আসবে না।

রক্তিম চেতনা

রক্তের ভিতরে লাল যৌবনের এখন দুপুর দিন
শাপলা ফুলের পাপড়ির মতো গাঢ় সিঁদুর রঙিন
হলুদ পাখির ডানার চমক
বিজলি আলোর হঠাৎ ধমক
কমলাফুলির নরম ছোঁয়ার একটু গরম ঋণ.
সরষে সিঁদুর যুগল যমক

রক্তের নদীতে খেলছে অনেক লাল তারুণ্যের মীন
কাটছে সাঁতার হাঁসের সমান ঢেউ নাচ পরাধীন
হাসছে আশার অরুণ আলোক
ঝলছে ঝলছে মেঘের পালক
ধূসর লেজের সোনার গলার নীল পাখার শাহিন
একটি চোখের চকিত পলক

রক্তের জোয়ারে ভাসছে এখন পদ্ম-শালুক সঙ্গিন
সাপের ফণার আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন অনেক রঙিন
ভাসছে চাঁদের সফেদ কোরক
শেওলা কুঁড়ির নরম নোলক
নতুন জীবন গড়ার সুযোগ– নদীর মতো গহিন
প্রথম ভোরের নতুন সড়ক।

একটি আকাশ দাও—১

অনেক আলোর সহজ-সরল একটি আকাশ দাও
বিনিময়ে দেব রঙিন গোলাপ
সোনালি রোদের একরাশ তাপ
সুরমা নদীর পানির মরাল, একটি তালের নাও

ঘরের চালের দূরের সীমায় একটি আকাশ দাও
বিনিময়ে দেব চপল দোয়েল
সবুজ বনের প্রথম জুয়েল
ডানায় পরাগ, গাল ভরা লাল হলুদ পাখির ছাও

একক সূর্যের একক চাঁদের একটি আকাশ দাও
বিনিময়ে দেব পরীর হৃদয়
হলুদ রঙের আঁধার নিলয়
বকুল বনের শীতল ছায়ার কিশোর কোমল বাও

চকিত চোখের অনেক তারার একটি আকাশ দাও
বিনিময়ে দেব রেশমি ভ্রমর
আলোর মতোন অলক অমর
সবুজ ডানার অবুঝ টিয়ের সোনার দুইটি পা-ও

শিউলি মেঘের ধবল পাখির একটি আকাশ দাও
বিনিময়ে দেব জাগর জীবন
একক ঋতুর একটু যৌবন,
দেব ঢের আরো, শিশুর মতোন যদিবা অধিক চাও

জোছনার মতো দেখা দাও

রাত্রির জোছনার মতো রুপালি রূপসী হয়
তুষারের মতো ধবধবে সাদা হয়
কাশফুলের মতো ঝকঝকে সফেদ হয়
পূর্বের আকাশে দেখা দাও

দিনের আলোর মতো সোনালি সুন্দরী হয়
পদ্মের কুঁড়ির মতো হলুদ অঙ্গার হয়
সরষে ফুলের মতো জ্বলন্ত প্রদীপ হয়
পূর্বের আকাশে দেখা দাও

খুকির চুলের মতো একটি কোকিল হয়
ভালুক ছানার মতো একটি শালিক হয়
পথের পিচের মতো একটি গ্রহাণু হয়
উজ্জ্বল আকাশে দেখা দাও

একটি স্বপ্নের মতো আশ্চর্য বিস্ময় হয়
পরম শান্তির মতো নরম পাপড়ি হয়
নিখুঁত ভালোবাসার মতো পবিত্র পতঙ্গে হয়
সহজ আকাশে দেখা দাও

এক কৃষকের মতো বসে আছি
এক মজুরের মতো বসে আছি
এক ধীবরের মতো বসে আছি
পথ চাই অপেক্ষায়, দেখা দাও।

লাল পাখি

আগুনের মতো লাল রঙধনু তনু রঙ পাখি
মাঝে মাঝে ডাক পাড়ে সুরমার ঢেউ ঢেউ সুরে,
যেন ফসলের মাঠে কাজে ব্যস্ত কৃষকের স্বরে
সকরুণ করে লয় সুযুগল সাদা কালো আঁখি

আকাশের মতো সেই অসহায়, অনেক একাকী
তাঁর কোনো প্রিয়া নাই, ফুল ভরা পাতার তিমিরে,
যেন সাদা মাছ নাই, রোদ ভরা জলের গভীরে,
কে মুছাবে তাই তাঁর জীবনের এতগুলো ফাঁকি

আজ এই পৃথিবীর আদিগন্ত ফাঁকা পড়ে আছে
চারিদিক জনহীন, কিছু নাই দূরে কীবা কাছে
চারিদিক ভাষাহীন, বিষাদের কুয়াশায় মেকি

এই পাখি যদি হয় দুর্নিবার অসীম সাহসে
তবু নিরাশায় পাবে জোছনার চাঁদ অবশেষে
দূর হবে কষ্টগুলো, পৃথিবীর পিচ টুকিটাকি ॥

বৃষ্টিহীন

এক পশলা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিলাম
যেমন কৃষক হেমন্তের জন্য সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা করছিল
যেমন সাভানা নাবিকের জন্য মশাল জ্বেলে অপেক্ষা করছিল
যেমন জননী মুক্তিযোদ্ধা ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিল
তেমনি একাকী অপেক্ষা করছিলাম

ইচ্ছে ছিল বৃষ্টির রিমঝিম গান শুনব
যেমন বনপরী শুনে ঝরাপাতার মরমর গান
যেমন জলপরী শুনে তিমির কণ্ঠে তরঙ্গ সঙ্গীত
যেমন নীলপরী শুনে বাতাসের তরঙ্গে নক্ষত্রের গান
তেমনি অনেক ইচ্ছে ছিল

স্বপ্ন ছিল বৃষ্টিতে ভিজবে তৃষ্ণার্ত শুকনো মাটি
যেমন অশ্রুতে ভিজেছিল শাড়ির আঁচল
যেমন রাত্রির শীতল শিশিরে ভিজেছিল দূর্বাঘাস
যেমন রঙিন রক্তে ভিজেছিল মানব হৃদয়
তেমনি অনেক স্বপ্ন ছিল

আশা ছিল বৃষ্টি ভেজা মাটিতে সোনালি ফসল ফলাব
যেমন চন্দ্রিকা করেছিল নক্ষত্রের চাষ আকাশের মাঠে
যেমন ধীবর করেছিল মাছের চাষ পদ্মার বুকে
যেমন মালিনী করেছিল ফুলের চাষ বন অরণ্যে
তেমনি আশা ছিল, কিন্তু পূর্ণ হলো না, একটু বৃষ্টি যে নেই ॥

মরুভূমি

এই ধু ধু মরুভূমি, কত জলকষ্ট ভরা মাঠ
বিশ শতকের পদ্মা– বুকজোড়া কত সংশয়
গোধূলির ধূলিভরা অনেক ধূসর অসময়
প্রতিদিন প্রিয়হীন কষ্ট ভরা কৃষাণীর বাট,

খাকি রঙ উটগুলো– দুপুরের রোদপোড়া কাঠ
ধীরে ধীরে পথ চলে যেন ধীরে ধীরে বায়ু বয়
যেন খোঁড়া ভিখারিণী গ্রামে যায় নতজানু হয়,
খোঁজে কত মরূদ্যান, সুখ সবুজের রাজপাট,

কাঁটা বনে বনে উটপাখি আর সোনার শাহিন
যেন এক অসময়ে এক ফণা– হলুদ সঙ্গিন
রচেছে পাহারা যেন নিচে আর উঁচু নীলিমায়,

উষ্ণ ধূলিঝড় বয়, কুয়াশার মতো সারাদিন
যেন এই পৃথিবীর চিরবৈরী কালোঘোড়া যায়
শীতল তিমির মতো যেন বর্ষারাত অতিকায়।

উজ্জ্বল রাত্রি

আকাশে অনেক আলো হীরের টুকরোর মতো জ্বলছে
আশেপাশে ঝোপঝাড়ে হৃদয়ের মতো লাল জোনাকি জ্বলছে
শীতল বাতাসে লাফিয়ে লাফিয়ে কত রজনীগন্ধা জ্বলছে
টিউব লাইটগুলো ঝকঝকে রোদ্দুর হয়ে জ্বলছে

এখন উজ্জ্বল রাত্রি, মাঘের দিনের মতো পরিষ্কার সাদা
ফাল্গুনের দুপুরের মতো সোনালি রঙিন
মাঠের গোধূলির মতো ধূসর, নরম রুপালি
ঠাণ্ডা কুয়াশার ভেজা বকের ডানার মতো ফর্সা,

এমন রাত্রিতে কষ্ট নেই, এক ফোঁটা শিশির অশ্রুর মতো
দুঃখ কি, কয়লার অভিধানে এমন শব্দও নেই
একটু-আধটু কাঁদবার জন্য কোথাও অবুঝ শিশু নেই
যেন চারদিকে নববর্ষের উৎসব চলছে।

আকাশের কান্না হাসি

আকাশ এখন একাকী কাঁদছো কেন?
কোন কালো কষ্টে হৃদয় ফাটছে

এখন আষাঢ়, এখন শ্রাবণ বৃষ্টি হচ্ছে
দক্ষিণ বাতাস উত্তরে ছুটছে
যেন বৈরী ঘোড়া মাঠ পার হচ্ছে
সবুজ পাথর কদম ফুটছে
যেন অবলার না বলা কথার তরঙ্গ বেরুচ্ছে
পানির ভিতর থেকে যেন এক শুশুক বেরুচ্ছে

আকাশ এখন একাকী হাসছো কেন
কোন সাদা সুখে হৃদয় নাচছে

এখন ফাল্গুন, সীমানার চৈত্র আনন্দে দুলছে
রঙিন ফুলের গন্ধ বাতাসে মিশছে
যেন সমুদ্রের সঙ্গে মেঘনা মিশছে
অনুপম আলো মৌমাছি গুঞ্জর গাচ্ছে
যেন সেতারের প্রাণ ছিঁড়ে সুর সঙ্গীত বেরুচ্ছে
মেঘের ভিতর থেকে যেন রুপালি চাঁদের জোছনা বেরুচ্ছে।

উড়ে যাচ্ছে রাজহাঁস

উড়ে যাচ্ছে রাজহাঁস অন্তহীন নীল সীমানায়
সাদা ওড়নার মতো ফতফত শব্দে ক্লান্তিহীন,
সাফল্যের জন্যে যেন ছুটে যাচ্ছে চির রাত্রিদিন
হৃদয়ের নীড় হতে স্বপ্নাচ্ছন্ন লাল অভিপ্রায়

এ পশ্চাতে রাজহাঁস ভুগছিল কষ্টে : ব্যর্থতায়
দেখেছিল জীবনটা যেন এক অবাধ্য নবীন
অধরাষ্ট্র থাকে যেন সারাক্ষণ নীল গ্লাসে লীন
প্রতিরাত্রি কেটে দেয় নীলক্লাবে তীব্র ব্যস্ততায়

আজ তাঁর উত্তরণ সমৃদ্ধির স্বর্ণ সীমানায়
লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে শান্তির পবিত্রতায়
অন্ধকার রাহুগ্রাস থেকে সূর্য রশ্মির অধীন

সেখানে অনন্তকাল থাকবে সে বিজয়ীর ন্যায়
মৃত্যু- কালো হাত দিয়ে ছুঁবেই না তাকে কোনো দিন
অজর অমর যেন, সে-ই অনন্ত অভাবহীন ॥

অক্ষম

এখন হৃদয় ফাল্গুন মাসের শুকিয়ে যাওয়া নদী
এখন হৃদয় ধূসর মরুর শুকনো ঊষর হৃদি
চরের ভিতর জলহারা মাছ
মাঠের কোণার লাল মরাঘাস
রাত্রির ভিতর জোছনা রঙের শিউলি ফুলের চাঁদি।

এখন হৃদয় বিকেলবেলার পথের ধুলোর মতো
এখন হৃদয় কুলের কাঁটায় বিষম দারুণ হত
ডিমের ভিতর শীতল কমর
বকুল বনের ব্যাকুল ভ্রমর
চাঁদের আলোয় জোনাক পোকার আলোর মলিন ধৃত

এখন হৃদয় মেঘলা আকাশ কাজল মুখের ছবি
এখন হৃদয় হীরের নিকট হালকা রঙের রুবি
গাছের ছায়ায় অনেক আঁধার
নদীর নিকট পুকুর বাহার
টিলার নিকট পাতলা বামুন শুকনো মাটির টিবি

এখন হৃদয় পাখির নিকট কাজল রঙের ঘুড়ি
এখন হৃদয় মুক্তোর নিকট সুরমা নদীর নুড়ি
মেঘের নিকট ধোঁয়ার চাদর
রোদের নিকট হলুদ অধর
ফুলের নিকট নরম নরম তুলোর সফেদ কুঁড়ি

তাই তো হৃদয় বাঁচার আশায়, চায় যে নতুন ভূমি
চায় যে নতুন কুটির বাঁধতে, ভিলার মতোন দামি
থাকতে যে চায় সুখীর মতোন
নতুন দিনের মতোন নতুন
অনেক দিনের বাঁচার আশায় হয় যে আবার মমি ॥

একটি আকাশ দাও–২

একটি সূর্যের
একটি চাঁদের
অনেক তারার
একটি আকাশ দাও
সোনালি আলোর
রুপালি আলোর
শেফালি আলোর
হাসির ঝিলিক দাও
রোজ সকালে
দিনদুপুরে
রোজ বিকেলে
অনেক অধিক দাও
সন্ধ্যারাতে
রাতদুপুরে
রাতবিকেলে
হিসাববিহীন দাও
উদারভাবে
সরলভাবে
সহজভাবে
অনেক অনেক দাও
শিউলি পাখির
মুক্ত হাওয়ার
সুনীল আকাশ দাও।

তুমি কী আসবে না

একটি শিশুর সহজ হাসির মতো সকাল এসেছে
হৃদয়ের মতো লাল রেশমি রোদ্দুর নিসর্গে নেমেছে
কুয়াশার বুক ছিঁড়ে দূর্বাঘাসে শিশির ঝরেছে
বন কিশোরীর সবুজ খোঁপায় শিউলি ফুটেছে

তুমি কী এখন আসবে না
একটি সুন্দর সকাল কী দেখবে না
রোদ্দুরের সোনা রঙ শরীরে কী মাখবে না
শিশির কণার অশ্রুতে মালা কী গাঁথবে না
আনন্দে একটি শিউলি কী ছিঁড়বে না

দুর্নিবার তরুণের যৌবনের মতো দুপুর এসেছে
সবুজ পাতার বনভূমি পাখির কূজনে ঝিমিয়ে পড়েছে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে খেলে ছোট্ট নদী সাগরে চলেছে
পরীর কান্নার মতো একপশলা বৃষ্টি ঝরেছে

তুমি কী এখন আসবে না
একটি দুরন্ত দুপুর কী দেখবে না
বনভূমির সুপ্তির আলস্য কী দেখবে না
ছোট নদী সাগরে মেশার কাহিনী কী জানবে না
বৃষ্টির নুড়ি কী কুড়াবে না

প্রশান্ত ছায়ার মতো আরামদায়ক বিকেল এসেছে
ভালোবাসার মতোন নরম বাতাস ছুটে চলেছে
পূর্বের আকাশে মেঘের প্রচ্ছদে রঙধনু রঙিন হেসেছে
এক টুকরো আলোর মতো সূর্য জমাট হয়েছে

তুমি কী এখন আসবে না
বিকেলের সুখ কী নেবে না
নরম বাতাসে কী হৃদয় জুড়াবে না
রঙধনুর হাসি কী দেখবে না
সূর্যের সিঁদুর কী রক্তকরবী বানাবে না

নিবু নিবু বাতির মতো সন্ধ্যা এসেছে
রক্তের মতো লাল তারাগুলো কেবল জ্বলছে-নিভছে
সাদা রুপোর মতো জোছনাতে চাঁদ জ্বলছে
একটি ঝলক দিয়ে আলেয়া মরছে

তুমি কী এখন আসবে না
একটি সুন্দর সন্ধ্যা কী কখনো দেখবে না
জীবন-মৃত্যুর মতো তারাগুলোর ঢঙ কী দেখবে না
জ্বলন্ত চাঁদে কী জনবসতি গড়ার স্বপ্ন দেখবে না
আলেয়ার মতো নিজস্ব পরিণতির কথা ভাববে না ॥

নিরাশা

চেয়েছিলাম সোনার আলো
রঙ ছড়ানো তারার মতো
হলুদ মাখা পাথরগুলো
লাল নুড়ির সমান যত
রোদ জড়ানো নরম তুলো
অনেক করে অযুত শত

কুঞ্জবনের ফুলের কুঁড়ি
দুধের মতো নিখুঁত সাদা
নীলের কাছে মেঘের ঘুড়ি
যেন ধোঁয়ার ধূসর ধাঁধা
নদীর জলে কাচের নুড়ি
শ্বেতপদ্মের পাতায় বাঁধা

গাছের তলে স্বচ্ছ আঁধার
কাকের মতো কোমল করা
চোখের মাঝে কালো দেদার
ভালুকসম চমক ধরা
ঘোড়ার লেজে কেশ সম্ভার
বর্ষাকালের কাজল ভরা

পেলাম না তা একটুখানি
কারণ বৈরী সময় ছিল
ছিল সন্ত্রাস নীল অশনি
মৃত্যুর মতো অনেক কালো
ছিল জীবন পিচ অরণি
সমান এক আঁধার কুলো ॥

ঝুমকো ঝরার ঝুমুর

ঝুমকো ঝরার ঝুমুর

উ|ৎ|স|র্গ

কবি খালেদা এদিব চৌধরী'কে
সুষম কবিতার জন্যে

সূ চি প ত্র

ঝুমকো ঝরার ঝুমুর

ঝুমকো ঝরার ঝুমুর
এই তো বনের নূপুর
শিউলি ফুলের পরাগ
উথলে ওঠার তুরাগ
একটু নরম বিরাগ

ঝুমকো ঝরার ঝুমুর
এই তো সুরের মুকুর
শুকনো পাতার গীতল
সুরমা নদীর চিতল
লালচে বরন পিতল

ঝুমকো ঝরার ঝুমুর
এই তো টাপুর টুপুর
পাতলা পানির কাতর
ইলশে গুঁড়ির পাথর
থমকে শীতল নিথর

ঝুমকো ঝরার ঝুমুর
এই তো প্রস্বর পুকুর
বাংলা গানের পুলক
রেশমি তানের নোলক
হালকা রসের গোলক

ঝুমকো ঝরার ঝুমুর
এই তো গরম কুকুর
ঠুংরি তালের চমক
একটি কথার থমক
হয়তো হাসির ধমক।

উত্তম

তুমি আমার জীবন সাথী
তুমি আমার আপন জাতি
তুমি নরম চাঁদের জ্যোতি — রুপার মতো আলো
তুমি বনের চপলমতি — মনের মতো ভালো

তুমি আমার পথের দ্যুতি
তুমি আমার সোনার তুতি
তুমি চোখের কাজলমোতি — কাকের মতো কালো
তুমি সুখের পারুল যূথী — পরীর মতো ভালো,

তুমি আমার মাথার সিঁথি
তুমি আমার জাগর গীতি
তুমি অনেক স্বাধীন প্রীতি — চুলের মতো এলো
তুমি আমার হলুদ বাতি — প্রেমের মতো ভালো

তুমি আমার প্রথম পুঁথি
তুমি আমার হিরণ দ্যুতি
তুমি কালের শোভন তিথি — রোদের মতো জ্বলো
তুমি ছায়ার শিমুল বীথি — নদীর মতো ভালো।

পরী কেন প্রিয়া নয়

নদী যদি নারী হয়
পরী কেন প্রিয়া নয়
বুঝি না তা কেন হয়
জানি না তো কেন নয়

কালো যদি আলো হয়
আলো যদি ভালো হয়
ভালো যদি পলো হয়
পরী কেন প্রিয়া নয়

হীরে যদি সাদা হয়
সাদা যদি রাধা হয়
রাধা যদি গাঁদা হয়
পরী কেন প্রিয়া নয়

বুঝেছি তা সমুদয়
পরী সে তো বনে রয়
পরী সে তো নারী নয়
কি যে করে প্রিয়া হয়।

ভালোবাসা দাও

এই ফুলগুলো
এই লাল আলো
এই নীল কালো– তোমাকে দিলাম– তাড়াতাড়ি নাও
সেই সব ভালো– সোনালি নরম– ভালোবাসা দাও

লাল রঙ নুড়ি
ঝিলমিল চুড়ি
খিলখিল শাড়ি– সাদরে দিলাম– খুশি হয়ে নাও
এই ফুলকুঁড়িসম ছোট করে– ভালোবাসা দাও

এই চাঁদ শশী
কাশফুল রশ্মি
একগাল হাসি– সাহসে দিলাম– চুপে চুপে নাও
এক লাল ঊষী– অতসী সমান– ভালোবাসা দাও,

একঝাঁক পাখি
নীল নীল আঁখি,
লাল টিকটিকি– নিলামে দিলাম– ভালোভাবে নাও
সেই রোদমুখী– রুপালি পরম– ভালোবাসা দাও।

তাকে কভু ডেকো না

সে তো এক অভিমানী তাকে কভু ডেকো না
সে তো দূর বিদেশিনী তাকে কাছে রেখো না

জীবনের কথাগুলো
যত লাল যত ভালো
যত নীল যত কালো তাকে ভুলে বলো না
তাকে চাই এলোমেলো ডানে-বামে চলো না

যত হোক অনুপমা
সবুজের চারু শ্যামা
কি-বা লাল অরুণিমা তবু কাছে যেয়ো না
কোনো দিন কিছু বীমা সাদা প্রেমে চেয়ো না

সে তো এক মায়াবিনী
বনানীর বিহারিণী
পৃথিবীর চিরঋণী তাকে ঘরে নিয়ো না
মিলনের ছায়া-বাণী তাকে সোজা দিয়ো না।

লাল রক্তের গান

সে তো লাল রক্ত– রঙিন গোধূলি– বিকেলের রঙধনু
কভু লাল সূর্য– হরিণ সোনালি– নিকেলের রোদ তনু
কভু লাল শম্পা– শাহিন দীপালি– জোনাকির দীপশিখা
কভু লাল দীপ্তি– হলুদ সরালি– মেহেদির রূপলেখা
কভু লাল অগ্নি– পাটল মরালি– দুপুরের লাল আলো
কভু লাল স্বপ্ন– সুখের প্রণালি– জীবনের প্রেমগুলো
কভু লাল পদ্ম– জলের শেফালি– পারদের লাল সিঁড়ি।
কভু লাল চম্পা– বনের ধামালি– সবুজের

প্রতিকূল

পরী তুমি মানবে কেন কাছে আসিনি
নারী তুমি জানবে কেন ভালোবাসিনি

তুমি ছিলে লালচে
তুমি ছিলে কালচে

সখী তুমি শুনবে কেন কথা বলিনি
প্রিয়া তুমি বুঝবে কেন সাথে চলিনি

তুমি ছিলে ময়না
তুমি ছিলে আয়না

বধূ তুমি খুঁজবে কেন দেখা করিনি
সতী তুমি ভাববে কেন হাতে ধরিনি

তুমি ছিলে পটকা
তুমি ছিলে খটকা

পাখি তুমি ডাকবে কেন ফিরে দেখিনি
শিরি তুমি বলবে কেন উঁকি মারিনি।

মৌলি

মৌলি এখন সুরমা নদীর কাজল জলের নুড়ি
সূর্য শিখার আলতা রুধির, হলুদ ফুলের কুঁড়ি
বর্ষাকালের বিজলি ঝলক
কুঞ্চ বনের লালচে নোলক
মুক্ত নীলের একটি ঈগল, নতুন সোনার ঘুড়ি,

মৌলি এখন রঙধনু পুল, অনেক আলোর গিরি
স্বপ্নসুখের হালকা পরশ, জোনাক পোকার নূরী
দীপ্ত দিনের পাতলা পুলক
তপ্ত গালের কালচে তিলক
শম্পা শোভন শাপলা শালুক, শীতের শীতল শিরি,

মৌলি এখন বাংলাদেশের সবার প্রথম নারী
পদ্ম দীঘির উথলে ওঠার গোলক যে রকমারি,
স্বর্গলোকের একটু হিরণ
মর্ত্যলোকের থমকে কিরণ
সত্যপথের একটি তোরণ– জীবন বীমার সিঁড়ি।

রক্তজবা

কাছে এসো রক্তজবা
আলো ভরা দীপ্তশোভা- স্বপ্ন ভরা হৃদি
অবিনাশী উষ্ণবিভা- স্বর্ণ প্রতিনিধি

কাছে বসো রক্তজবা
মনোরমা তপ্ত দিবা- শুভ্র গলা নদী
সাদা সাদা চর্বি লাভা- দীপ্তি ভরা দধি,

হাসো হাসো রক্তজবা
উঁচু করে লম্বা গ্রীবা- দীর্ঘ টানা আঁখি
নিচু করে কণ্ঠ কীবা কণ্ঠে রাখা চাঁদি

নাচো নাচো রক্তজবা
দূরে থাকা তিক্ত প্রভা- শূন্যে ঝোলা বেদি
মহাকাশে রক্তডোবা- শত্রুসম জেদি

থামো থামো রক্তজবা
তরুসম শক্ত বোবা- শান্ত নিরবধি,
খুশি হবো রক্তরুবা- রাত্রে জাগো যদি।

সুবর্ণা সুরমা

সুবর্ণা সুরমা
পরমা সুন্দরী
যেন অনুপমা
কমলা কুমারী
ঢেউ ঢেউ জল তার ঢেউ ঢেউ চুল
সাদা রঙ ভরা যেন কত কাশফুল,

সুমিতা সুরমা
কণক কিশোরী
যেন মনোরমা
পারিজাত পরী
রঙধনু আলো ভরা শীতল শিমুল
মদির মধুর করা মহৎ মুকুল,

সুরভি সুরমা
প্রথমা পিয়ারী
একা তিলোত্তমা
মোহন ময়ূরী
কখনও দ্রুততমা শম্পা সমতুল
যেন এক লাল ঘোড়া, নাম দুলদুল,

সহজ সুরমা
মনসা মাধুরী
মুখর সম্ভবা
দুহিতা দাদুরী
কখনও সুর ভরা লাল ভীমরুল
সঙ্গীতমুখর এক চারু বুলবুল।

সলজ্জ সুরমা
বণিতা বাহারি
তরল তনিমা
সরলা কবরী
আঁকাবাঁকা রঙরেখা, শিখা বিলকুল
মোহনা অবধি যেন মৃগনাভি মূল ॥

ডাইনী আমার

মুখ ভরা তার ফুলের পরাগ আলো
ডাইনী আমার, অনেক অনেক ভালো

হয় যদি তাঁর নরম শরীর কালো
খুঁজব সেথায় আমার চাঁদের আলো

ডাইনী আমার
বউনি আমার
মউনি আমার রেশম সুতার তুলো
বিজলি শিখায় ঘরের কোণায় জ্বলো

বুক ভরা সুখ রাখিস অনেকগুলো
হয় যদি তাই তোমার শাড়ির ধুলো

হোক তবু তাই, মলিন কী কাক কালো
ডাইনী আমার– এ সব পরম ভালো

ডাইনী আমার
গাইনি আমার
মুন্‌নি আমার সবুজ পাতার কুলো
একটি তারায় যুগল চোখের আলো

শম্পা আমার লীলাবতী

শম্পা আমার লীলাবতী
পদ্মা নদীর চারু মোতি– পূবালী লালফুল
সূর্য তামার মিঠে জ্যোতি– সোনালি বুলবুল

শম্পা আমার রূপবতী
দূর্বাঘাসের মতো সতী– রুপালি রঙ উল
দীপ্ত চলার চিরসাথী– ঘোটকি দুলদুল

শম্পা আমার মধুমতি
ঠাণ্ডা পানির অনুভূতি– মোহিনী মাছ শোল
অন্ধ পাড়ায় জ্বলা বাতি– দীপালি কাশফুল

শম্পা আমার সহদূতি
মিষ্টি সুরের চারুগীতি– সুরেলা ভীমরুল
বৃষ্টিমুখর ভরা তিথি– ধামালি বিলকুল।

শম্পা আমার ছোট তুতি
ছন্দ হলুদ ভরা পুঁথি– কবিতা তুলতুল
রক্তে দিনের মতো দ্যুতি– মেহেদি লাল কুল।

আসবে কি

সকালবেলায় বকুলতলায় আসবে কি
শীতল ছায়ায় হৃদয় হারায় হাসবে কি
এমন আশায় এমন নেশায়
অনেক আলোর চমক মেশায়
তোমার পথের ঘাসের কাঁথায় বসব কি
সুখের ছোঁয়ায় হৃদয় পাথর ঘষব কি,

দুপুরবেলায় নূপুর বাজায় আসবে কি
নতুন সুরের চমক মেশায় কাশবে কি
এমন মোহন সুখের আশায়
পুকুর পাড়ের শিমুলতলায়
নিশীথ নীরব বধির সমান থাকব কি
তোমার সোহাগ কলার পাতায় আঁকব কি

বিকেলবেলায় আঁচল উড়ায় আসবে কি
দীঘির কুমুদ ফুলের সমান ভাসবে কি
বাঁচার আশায় তোমার সীমায়
অনেক তাড়ায় দু'হাত বাড়ায়
চপল সাড়ায় হৃদয় বাড়ায় রাখব কি
হিজল আমার তমাল আমার ডাকব কি ?

পানির পাথর

পানির পাথর অনেক শীতল
যেমন নদীর শোভন চিতল
পানির বোতল
সাগর অতল,

পানির পাথর অনেক নরম
যেমন লাজুক নারীর শরম
নিশীথ নিতল
তামার পিতল

পানির পথের অনেক সরস
যেমন নতুন বধূর পরশ
সহজ সরল
তুহিন তরল

পানির পাথর অনেক শোভন
যেমন ফটিক জলের লবণ
অধিক আঁসিল
ফুলের ফসল

পানির পাথর অনেক পরম
যেমন বাসর সোহাগ চরম
গভীর গীতল
দ্বিস্বর দ্বিতল।

চেয়েছিল সবুজ আকাশ

চেয়েছিল সবুজ আকাশ
মনোরমা আলোর বিকাশ
ফলেফুলে অনেক শোভন
ডানে বামে আপন ভুবন
বনে বনে ফুলের সুবাস
মুখে মুখে মধুর সুহাস

চেয়েছিল ত্বকের চমক
এলোমেলো কথার যমক
ঘরে ঘরে দোসর সুজন
গাছে গাছে পাখির কূজন
মায়া ভরা পাতার নিবাস
ছোট ছোট সুখের আভাস,

চেয়েছিল মহৎ জীবন
সোনালতা সুতোয় সীবন
আলো ভরা আঁধার প্রহর
গানে গানে সাগর লহর
সুরে সুরে মেঘের কোরাস
মাঝে মাঝে সাবাস-সাবাস।

সামগ্রী অনন্য

সুন্দর সুগন্ধযুক্ত ফুল
সঙ্গীতমুখর বুলবুল
লাল লাল গাজর আঙুল
নিখুঁত নির্ভুল
সব কিছু আমার জন্য আর তোমার জন্য
সামগ্রী অনন্য,

প্রতিদিন স্বাধীন আকাশ
সুবর্ণ টিপ সূর্য প্রকাশ
রঙশূন্য নির্মল বাতাস
প্রথম বিশ্বাস
সব কিছু আমার জন্য আর তোমার জন্য
প্রাচুর্য অনন্য,

অফুরন্ত দুরন্ত যৌবন
সঞ্জীবনী মধুর মৌবন
আধুনিক-উন্নত জীবন
সমৃদ্ধি শোভন
সব কিছু আমার জন্য আর তোমার জন্য
সম্পদ অনন্য,

ঝরঝর ঝরনা সঙ্গীত
আলোক ভ্রমর— সত্যজিৎ
ঝকঝক উজ্জ্বল ইঙ্গিত
যেন গ্রীষ্ম-শীত
সব কিছু আমার জন্য আর তোমার জন্য
আনন্দ অনন্য ॥

এই তো রুপার চাঁদ

এই তো রুপার চাঁদ
একটু জমাট গাছ
হালকা মেঘের নীল সীমানার দেশে
শিউলি ফুলের শ্বেত রূপসীর বেশে,

এই তো তুষার ফুল
ঝকঝকে বুলবুল
জোছনা রোদের নীল পাহাড়ের দেশে
ওড়না সমান চিল শকুনের বেশে,

এই তো বিলের বক
পাতলা লেখার চক
লালচে তারার পীচ আঁধারের দেশে
আলসে আলোর শ্বেত আলেয়ার বেশে,

এই তো নদীর জল
পানসে পীযূষ ফল
বিজলিবাতির লাল জোনাকির দেশে
বাংলাদেশের এক কিশোরীর বেশে ॥

অনুরোধ

চোখের সোনালি তারা
আলোর অমিয়ধারা– বিকেলে থাকিয়ো
পাতার কুটিরে এসে– দীপালি আঁকিয়ো

কুটির এখানে কালো
কাকের তনিমা এলো– তা মনে রাখিয়ো
কাশের দীপিকা তাতে – আদরে আঁকিয়ো

এমন প্রদীপে যদি
তা হয় কুয়াশা দধি– ধোঁয়াশা অমিয়
বনের শেফালিসম– রুপালি মমিও

তুষার কবরীসম
মনের মাধুরীসম– মোহিনী রুমিয়
তখন উঠোনে তুমি– একাকী থামিয়ো

চোখের সোনালি তারা
বুকের শোণিত ধারা– কথাটি শুনিয়ো
কথার মহিমা যত– নীরবে গুনিয়ো।

স্বপ্নপরী

স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা এসেছিলে
স্বপ্নের মাধুরীসম শুধু হেসেছিলে
সুন্দর কবরীসম
রক্তিম তারকাসম ঝিলিমিলি ছলে
অন্তর জুড়ানো কথা কত বলেছিলে,

স্বপ্নের ভিতরে তুমি পরী সেজেছিলে
রাত্রির শিশিরে তুমি একা ভিজেছিলে
চম্পক কিশোরীসম
উজ্জ্বল শেফালিসম শুধু জ্বলেছিলে
সূর্যের হলুদে যেন তামা গলেছিলে,

স্বপ্নের শিয়রে তুমি বধূ বসেছিলে
বন্ধুর ব্যথাতে তুমি কত কেঁদেছিলে
বর্ষার কাজরীসম
মর্মর বাঁশরিসম শুধু কেঁপেছিলে
শান্তির আশাতে চুপে বুকে চেপেছিলে

বিনিময়ে দাও

চাঁদ দেব
ফুল দেব
টিপ দেব
এর বিনিময়ে তুমি পাখির সোহাগ দাও
ঋণ দেব
মীন দেব
দিন দেব
এর বিনিময়ে তবু নরম পরাগ দাও
জল দেব
ফল দেব
ওল দেব
এর বিনিময়ে তবু বনের সুবাস দাও
মন দেব
শণ দেব
ধন দেব
এর বিনিময়ে তবু রুপোর পারদ দাও
লাল দেব
তাল দেব
শাল দেব
এর বিনিময়ে তবু সোনার হলুদ দাও ॥

অনন্যা

তুমি তো হলুদ ফুল, আমার হৃদয় জাতি
ঝুলানো সোনার কুল
ভোলানো ভ্রমরকুল– আলোর ঝালর বাতি
তুমি তো তামার মূল– পিতল পরীর সাথী

তুমি তো রঙিন ঝোল– তরল রসের তুতি
মনোহরা ভীমরুল
ডোরাকাটা বুলবুল– ভোরের অমল জ্যোতি
মধুমাখা তুলতুল– নদীর পানির গীতি

তুমি তো হ্রদের শোল– পানির শীতল মোতি
যেনবা নরম উল
রোদে জ্বলা কাশফুল– শরৎকালের খ্যাতি
লতানো কানের দুল– বরফ জমাট তিথি

তুমি তো আমের বোল– মাঘের নতুন পুঁথি
বনবধূ বিলকুল
যেন সাদা দুলদুল– চাঁদের রুপোর দ্যুতি
নদীতে কাঠের পুল– জলের কেশর সিঁথি।

নীলপরী

নীলপরী নীলাকাশে থাকে
সাতনরী মধু ভাষে ডাকে
এই ডাকে সাড়া দেব কি
ঘর ছেড়ে দূরে যাব কি
এই ফাঁকে

নীলপরী মেঘে মিশে থাকে
চাঁদ-তারা সাথে নিয়ে হাঁকে
এই হাঁকে নাড়া দেব কি
বউ ছেড়ে উড়ে যাব কি
এই দিকে

নীলপরী এলোকেশে থাকে
নীল ছেড়ে নিচে নেমে ডাকে
আজ তাকে তাড়া দেব কি
চুল ধরে ঝাড়া দেব কি
লাল ফিকে

নীলপরী ভালোভাবে থাকে
চোখ টিপে চুপে চুপে ডাকে
নেই তাতে কালো চালাকি
মনহরা ঝাঁঝালো ফাঁকি
চামচিকে।

আদিম আগুন

পাথরে পাথরে জ্বলছে আগুন
যেন একুশের প্রথম ফাগুন
লাল যৌবনের মার্চের চেতনা
বিশ্ব বিজয়ের রঙিন দ্যোতনা
তোমার আমার উজ্জ্বল এষণা
প্রদীপ্ত বাসনা দ্বিগুণ ত্রিগুণ
প্রমিত প্রজ্ঞার প্রভা সুনিপুণ

পাথরে পাথরে জ্বলছে আগুন
যেন মৌবনের পরী মুনমুন
শেষ বসন্তের শেফালির কুঁড়ি
দূর নীলাকাশে জোছনার নুড়ি
নরম নরম নীল সুড়সুড়ি
আলো পতঙ্গের লাল গুনগুন
যেন সিঁদুরের তেজ গুণাগুণ।

পাথরে পাথরে জ্বলছে আগুন
রক্তকরবীর যেন লাল খুন
যেন শামুকের চকচকে মোতি
ছোট ঝোপঝাড়ে জোনাকির জ্যোতি
তাই নয় যেন দারুণ প্রগতি
গ্রীষ্মের ঈশানে তামার অরুণ
এই প্রজন্মের নবীন তরুণ

পাথরে পাথরে জ্বলছে আগুন
যেন যৌবনের কুসুম করুণ
কলজের মতো আলেয়ার বর্ণ
পতঙ্গের মতো দুপুরের স্বর্ণ
সাহারার মতো কাচবালু শীর্ণ
পিঁপড়ের চোখ সাদা সাদা নুন
ঝলসে ঝলসে শোভন সেগুন ॥

মাঝরাতে আসবে

তুমি বলছিলে মাঝরাতে আসবে
সাদা চাঁদসম মন খুলে হাসবে,
আকাশের মতো
সোজা সংহত
কিছু গুণ দিয়ে খুব ভালোবাসবে,

তুমি বলছিলে বউ সেজে থাকবে
প্রতিদিন শুধু নাম ধরে ডাকবে
হলুদের মতো
চারু রঙ যত
তত সব দিয়ে এই ছবি আঁকবে

তুমি বলছিলে নীল কথা বলবে
ঋজুরেখসম সংসারে চলবে
প্রদীপের মতো
ধরে লাল কত
তুমি এই নীড়ে চাঁদ হয়ে জ্বলবে,

তুমি বলছিলে খুব কাছে থামবে
বালিহাঁস হয়ে এই বুকে নামবে
দিবসের মতো
শ্রমিকের মতো
কাজে নয়, প্রেমে রোজ তুমি ঘামবে ॥

সোনার ফুল

এই তো সোনার ফুল
পাতলা রোদের কুল		হৃদয় রেখার মতো
মেঘলা মেঘের ঠাঁয়		তামার ঝলক যত

এই তো কাঁঠাল মূল
লাল কালো বুলবুল,		শীতের পাষাণ ঘৃত
একটু আলোয় লাল		সোনার ফড়িং মৃত

এই তো নদীর শোল
জলঘোড়া দুলদুল		শীতল তিমির মতো
শেওলা যে তুলতুল		নরম নরম কত

এই তো আলোর খোল
রঙধনু লাল পুল		নীলের নিকট নত
হালকা জমাট উল		গরম গরম তেতো

এই তো খুকির চুল
রেশমি সুতার দুল,		পারুল পরাগ হতো
এইখানে হোক গোল		আমার সোহাগ শত।

অরুণ বিচিত্র

সোনার অরুণ এখানে এসো না
ফুলের সমান আবেগে হেসো না

সোনার অরুণ
নরম করুণ সোহাগে মেশো না
ঊরুর পরম পরাগে বসো না

সোনার অরুণ
জমাট বরুণ হৃদয়ে ঘেঁষো না
রোদের প্রকাশ করো না ঘোষণা

সোনার অরুণ
দহন দারুণ পূবালী নিশানা
দিনের প্রথম প্রমিত বাসনা

সোনার অরুণ
মৃণাল মেরুন সোনালি এষণা
যেমন আমার হৃদি প্রকাশনা।

এই কাছে এসো

আজ তুমি এসো   এই কাছে বসো
মন খুলে হাসো   আর ভালোবাস

আজ একা আছি
খুব কাছাকাছি
এক কানামাছি   প্রায়সম কৃশ,
নাও মালাগাছি   হেম চারু হ্রস্ব,

দাও কিছু আশা
রোদ পোড়া খাসা
লাল প্রেমে ঠাসা   নীল কালো বৃষ
দাও সাদা পোষা   শামগীতি শোঁ-শোঁ

লাল পরী তুমি
রোদ ভরা মমি
চাঁদসম দামি   এক দুই শ' শ'
শুকতারা নামি   এই কাছে এসো

জ্বলো দুরন্ত যৌবন

জ্বলো দুরন্ত যৌবন
হলুদ অঙ্গার
অনন্ত নক্ষত্রবীথি
প্রদীপ্ত প্রোজ্জ্বল সূর্য
তাৎক্ষণিক আলোক
তীক্ষ্ণ অগ্নিশিখা
রঙরেখাসম,

জ্বলো দুরন্ত যৌবন
সাতনরী রঙধনু
ছোট ছোট গন্ধরাজ
ময়ূর পেখম
অস্পর্শ কুমারী প্রজাপতি
প্রথম রোদ্দুর
ফুলকুঁড়িসম

জ্বলো দুরন্ত যৌবন
লাল সন্ধ্যারশ্মি
দূরতম উপগ্রহ
মদির মেহেদি
কোমল হৃদয় রক্ত
রক্তজবা
কৃষ্ণচূড়াসম

জ্বলো দুরন্ত যৌবন
পাটল হরিণ
একজোড়া চোখ চিতাবাঘ
লাল নীল দীপাবলি
রঙিন পতঙ্গ
দ্বৈতচোখসহ পিঙ্গল বিড়াল
এক পিত্তসম

জ্বলো দুরন্ত যৌবন
লালকালি
একগুচ্ছ ধূসর পিঙ্গল চুল
রক্তিম আঙুর
পাকা জলপাই
নারঙ্গি কমলা
সূর্যমুখীসম

জ্বলো দুরন্ত যৌবন
রানিমাছ
টিলামাটি
নরম জোনাকি
অলোক আলেয়া
স্নিগ্ধ তামা
ফুটন্ত গোলাপসম ॥

দ্যুতি

অনেক আলোর দ্যুতি, একটু দাঁড়াও তুমি
সোনার শীলার মতো
তোমার ভিতর পুরে খুঁজব এবার আমি
আমার হৃদয় যত

আমার কথায় তুমি থামবে হঠাৎ জানি
পথের পথিকসম
রাহুর সীমায় এসে করবে করুণ ধ্বনি
অনেক উজ্জ্বল,

শ্যামল শরীর ঘেঁষে বসবে শাখার মতো
নতুন অনুজ যেন
মেঘের ছায়ার নিচে আলসে শিশির হতো
যেমন সবুজ তৃণ,

এখন তোমার মতো নেই যে এমন দ্যুতি
অনেক আবেগ ধরা
এখন তামার মতো লালচে আলোর তুতি
থাকবে জীবন ভরা

নন্দিনী

সুহাসিনী নন্দিনী
কেন আছো বন্দিনী– বনে বনে ঝোপঝাড়ে
চারুবতী মল্লিকা– তবে কি হৃদয় কাড়ে,

সুভাষিনী রঙিনী
কে রূপসী সঙ্গিনী– সাথে আছে আগবাড়ে
তনু ঘেঁষে ইঙ্গিতে– যেতে যেতে দেশ ছাড়ে
প্রবাসিনী পদ্মিনী
বাজাবে কি খঞ্জনী– ছায়া ঘেরা নীল নীড়ে
দেখাবে কি তর্জনী– মাঝে মাঝে এই ভিড়ে

সাহসিনী শঙ্কিনী
রূপসিনী চিত্রানী– না আসাতে মন পুড়ে
জেগে ওঠে কষ্টেরা– ডানে-বামে বুক জুড়ে

শিখিরিনী ইন্দ্রানী
তবু শুধু শিঞ্জিনী– বাজায়ো যা প্রাণ কাড়ে
বাসা বাঁধে আত্মাতে– আঁকাবাঁকা এই হাড়ে।

পাখির বাসায় গিয়েছিলাম

সকালবেলায় পাখির বাসায় গিয়েছিলাম
অনেক কাজের শপথনামায় চেয়েছিলাম
পাখির ডানার সোনার পালক
পাখির ডানার রুপার আলোক
পাখির ডানার হরিৎ ঝলক– সুখাভিরাম,

শিমুল পারুল পাখির বাসায় নিয়েছিলাম
তা সব অনেক আদর জানায়ে দিয়েছিলাম,
পাখির বুকের নরম পরশ
রোদের সমান তরল সরস
ফুলের সমান হরিৎ হরষ কিনেছিলাম,

পাখির সুনাম সেতার বাজায়ে গিয়েছিলাম
পাখির নিকট দোসর সমান বসেছিলাম
পাখির বনের প্রগাঢ় সবুজ
যুগল ছানার বিনয় অবুঝ
প্রেমজ ত্রিভুজ আমার বেলায় এনেছিলাম।

চামেলির গুণ

চামেলি ফুলের গন্ধ
এনেছে নতুন ছন্দ– লাল নীল শিহরণ
করেছে মরণ বন্ধ– দিনরাত আজীবন

চামেলি ফুলের স্পর্শ
এনেছে দারুণ হর্ষ– নাচ নাচ প্রকরণ
যেনবা নতুন বর্ষ– উৎসব প্রহসন

চামেলি ফুলের দীপ্তি
এনেছে অনেক তৃপ্তি– মালঝাঁপ আহরণ
এনেছে সুখের সুপ্তি– খিলখিল সমীরণ

চামেলি ফুলের রক্ত
করেছে শাওন সিক্ত টসটস তনুমন
করেছে অনেক শক্ত সংসার উপবন

চামেলি ফুলের গল্প
যদিও এখন অল্প জায়গায় প্রচলন
তবু এসব শিল্প– ঝিলমিল প্রবচন।

বকুল বনের পরী

বকুল বনের পরী
ধানের দেশের নারী– একটু সোনার আলো
হৃদয় তামার মতো– হলদে, দারুণ ভালো

সবুজ দেশের পরী
পারুল ফুলের কুঁড়ি– ঝুমকো তুষারগুলো
শরীর তুলোর মতো– শুকনো, অনেক ভালো

গাছের ছায়ার হুরী
ধবল মেঘের ঘুড়ি– হালকা ধোঁয়ার ধুলো
আলোকলতার মতো– তাঁর সাদা গালগুলো

নদীর দেশের শিরি
চাঁদের সফেদ নূরী– পাতলা নরম তুলো
কথায় মধুর মতো– একটু রোদের আলো

প্রেমের আঁধার ছবি
রেশম সুতোর জরি– বিজলি রেখায় জ্বলো
নরম ছোঁয়ার মতো– আজকে পাড়ায় চলো।

চামেলি

এই তো চামেলি ফুটছে
লালচে মাটিতে লুটছে
একটু উপরে উঠছে

হালকা বাতাসে ছুটছে,	আজকে চামেলি তুলব
তাই তো একাকী চলব,	রোদপোড়া কথা বলব,

এই তো চামেলি নড়ছে
রকমারি তাপে পুড়ছে
থমকে সজোরে উড়ছে

আঁচড়ে ধুলোতে পড়ছে,	আজকে চামেলি ছিঁড়ব
সাতনরী মালা গাঁথব,	হাতখানি প্রেমে পাতব,

এই তো চামেলি হাসছে
মেঘলা আকাশে ভাসছে
নীল সুরে শুধু কাশছে

চাঁদ হয়ে ভালোবাসছে,	আজকে চামেলি আনব
লাল সেহেলিকে দানব,	রোজ প্রিয়া বলে জানব।

কেন ভালোবাসলে না

শীতল নদীর ঘাটে
ধানের সবুজ মাঠে
হলুদ রুপের হাটে, তুমি কেন আসলে না
বকুল বনের পাটে, তুমি কেন হাসলে না
আমার হৃদয় কাটে, কেন ভালোবাসলে না

বাবুই পাখির নীড়ে
বোয়াল মাছের ভিড়ে
পুবের পুকুর পাড়ে, তুমি কেন আসলে না
শিমুল গাছের আড়ে, তুমি কেন কাশলে না
আমার হৃদয় পুড়ে, কেন ভালোবাসলে না

শিশির শোভন প্রাতে
মাঘের বাঘের রাতে
পারুল পরীর সাথে, তুমি কেন আসলে না
মটরশুঁটির ক্ষেতে, তুমি কেন বসলে না
আমার হৃদয় পেতে, কেন ভালোবাসলে না।

পুকুরের গান

একটু শীতল করা, শোভন আলোয় ভরা
শাপলা পুকুর
আয়না মুকুর,
মেঘলা মাঘের মতো ছায়ায় নরম করা
আলসে পুকুর
ঝাপসা মুকুর
শিউলি ফুলের মতো অনেক পারদ ভরা
থমকে পুকুর
থমকে কুকুর
সাঁতার কাটার মতো মধুর মোহন ভরা
কাজলা পুকুর
একটি নূপুর
হালকা সুরের মতো মাছের সোহাগ ভরা
আঁজলা পুকুর
পাতলা চাকার
উথলে ওঠার মতো হাঁসের খেলায় ভরা
একটু পুকুর
আয়না খুকুর।

তুমি আমি জানি

ওগো রূপসিনী
ওগো কমলিনী
যত কানাকানি

ওগো সাহসিনী
ওগো শ্যামলিনী
চুপে রাখা বাণী
তুমি আমি জানি

ওগো হৃদয়িনী
ওগো আদরিণী
মধু রিনিঝিনি

ওগো সোহাগিনী
ওগো মায়াবিনী
কথা শিখিরিনী
তুমি আমি জানি

ওগো শেফালিনী
ওগো সুভাষিনী
যত কিছু বাণী

ওগো সুহাসিনী
বধূ বিহারিণী
হীরে কিবা মণি
তুমি আমি জানি

ওগো প্রণয়িনী
ওগো রজকিনী
হেমে বিকিকিনি

ওগো কুহুকিনি
চিরবিদেশিনী
সুখে টানাটানি
তুমি আমি জানি

দান

এই চাঁদ দেব
লাল ফুল দেব
বুলবুল দেব,   যদি কাছে আসো
এই মন খুলে   যদি ভালোবাসো

এই হেম দেব
নীল প্রেম দেব
সুখ ফ্রেম দেব   যদি কাছে বসো
এই মুখ খুলে   যদি জোরে হাসো

এই জল দেব
জায়ফল দেব
মখমল দেব   যদি বুকে মেশো
এই প্রাণ খুলে   যদি জোরে কাশো

এই দীপ দেব
লাল টিপ দেব
গোল নীপ দেব   যদি চুপে মেশো
পীত বাস খুলে   যদি করো শোঁ-শোঁ।

ঋণ

হলুদের মতো লাল দিন
যদি দেয় কিছু রোদ ঋণ
তবে এই ঋণে ঝিলমিল সুখ কিনব
আঁধারের মাঝে এই নীল মুখ চিনব

আকাশের মতো নীল দিন
যদি দেয় কিছু মেঘ ঋণ
তবে এই ঋণে ঝরঝর স্বর আনব
শিথানের কাছে বউ গান গায় জানব

সাগরের মতো শ্যাম দিন
যদি দেয় পারদের ঋণ
তবে এই ঋণে জোছনার চাঁদ ধরব
জীবনের কালো লেনদেন শোধ করব

পাহাড়ের মতো এইদিন
যদি দেয় পাথরের ঋণ
তবে এই ঋণে ঝরনার সুর আনব
হৃদয়ের মাঝে এই সুর প্রেম জানব।

পাখি থাকবে না

তোমার দেশের ধূসর ছায়ায় পাখি থাকবে না
নরম নরম মধুর ভাষায় কভু ডাকবে না
তোমার আকাশ ধূপের ধোঁয়ায়
ভুবন মোহন সুনীল হারায়
কাজল মেঘের ঈগল তাড়ায়,
এমন ঊষর ধূসর পাড়ায় পাখি হাঁকবে না.

তোমার দেশের কাঁটার মাচায় পাখি বসবে না
মধুর মিলন সুখের ছোঁয়ায় পাখি হাসবে না
এমন পরশ মদির মায়ায়
হৃদয় হারায় জীবন হারায়
শরীর বানায় পাষাণ কায়ায়,
পরান বানায় পাথর কণায় পাখি থামবে না

তোমার দেশের আকাশ নীলায় পাখি উড়বে না
কাজল বিলের জলের খেলায় পাখি পড়বে না
এমন পরশ জ্বালায়-পোড়ায়
অঝোর ধারায় অনেক কাঁদায়
শাওন মাসের নিশীথ জাগায়,
কাজল কাজল এমন ধাঁধায় পাখি ঘুরবে না।

কনকচাঁপার গান

বনের ফাঁকে ফাঁকে
কনকচাঁপা ডাকে
বাঁশির সুরে সুরে রাখালের মতো
বনের প্রিয়া সেজে ধরে রঙ কত
নরম করা ত্বকে
শরম ভরা বুকে

সবুজ এলোচুলে
কনকচাঁপা দোলে
আঁধার করে আলো আলেয়ার মতো
চাঁদের সখী সেজে মাখে রঙ যত
শোভন চোখে চোখে
লোভন নখে নখে

অনেক কাছে এসে
কনকচাঁপা হাসে
এবার দেবে ধরা ফেরারির মতো
রাতের তারা হবে জোনাকির মতো
গভীর সুখে সুখে
মেঘের বাঁকে বাঁকে।

সে তোমাকে ডাকল

কে তোমাকে ডাকল
কেন চেয়ে হাঁকল
কেন মনে রাখল
কেন ছবি আঁকল,

যে তোমাকে মানল
মালা গেঁথে আনল
শুভ নামে জানল
শাড়ি ধরে টানল

যে তোমাকে বুঝল
মনে মনে যুঝল
বনে বনে খুঁজল
খনে খনে পূজল

সে সুরভি মাখল
যে পুলকে থাকল
যে পূরবী ঢাকল
সে তোমাকে ডাকল

প্রেয়সী

ওগো চিরশশী
একাকী এসেছি
কত কাছাকাছি শুধু ভালোবাসি
জেনেছি চিনেছি তুমি মহীয়সী

বুকে এসো যদি
হয়ে হ্রস্ব হৃদি
তবে নিরবধি যাব ভালোবাসি
বুঝেছি-মেনেছি তুমি একা ঊষী

তুমি আলো দ্যুতি
তুমি কালো মোতি
তুমি ভালো তুতি যাব ভালোবাসি
শুনেছি দেখেছি তুমি যে অতসী

থাকো
পাখি হয়ে ডাকো
কত কথা রাখো শুধু ভালোবাসি
লিখেছি শিখেছি তুমি যে প্রেয়সী।

কামিনী

এসো গো কামিনী
চপলা দামিনী– শান বাঁধা এই ঘাটে
তুমি তো মানিনী– সুখ ভরা এই বাটে,

শুনো গো রমণী
অনুরাধা ফণী– আজ বসে এই খাটে
একাকী রজনী– খুব সুখে যায় কাটে

যদি কাছে বসো
কিছু ভালোবাসো– আজ তবে এই পাটে
নিয়ে দেব হ্রস্ব– প্রেমগুলো অকপটে,

তুমি নেবে জানি
স্নেহ সুচয়নী– রকমারি ফুটফুটে
হবে চিরঋণী– এই মাঠে এই হাটে,

তুমি যে কামিনী
সেতারে রাগিনী– খুব জানি, রোজ খেটে
হয়ো না হিমানী– ভুলক্রমে এই বাটে।

ব্যথার সাগর

ব্যথার সাগর
অনেক ঊষর
হলুদ শিখার মতো
পাহাড় সমান
দারুণ পাষাণ
বিষের জ্বালায় তেতো
অনেক শীতল
যেমন পিতল
কাজল কষায় মৃত
যেমন কাতর
পানির পাথর
মাছের ছোঁয়ায় নত
খানিক ছোঁয়ায়
শরীর নোয়ায়
পাখির শাবক হতো
সুখের তাড়ায়
হৃদয় হারায়
ব্যথার সাগর শত ।

মাঝরাতে আসল

একাকিনী কোন পরী মাঝরাতে আসল
কেন তবে ফুলঝুরি সুর করে হাসল

কেন তুলে লালকুঁড়ি
কেন তুলে নীলনুড়ি
কেন তুলে সুড়সুড়ি কার তরে আসল
কেন পরে ধূপশাড়ি খুব জোরে কাশল

কে রূপসী কোন জাতি
কে অতসী কার সাথী
কে মহিষী সামদ্যুতি কার কাছে আসল
কেন হয়ে লাল জ্যোতি পিচ মেঘে ভাসল

কেন রাতে নিদহারা
কেন এত মনমরা
কেন একা ঘরছাড়া এই শীতে আসল
কেন করে তাড়াহুড়া বাম পাশে মিশল।

ছুটন্ত নদী

ছুটে যাচ্ছে নদী
ঋজু ছন্দে
কালো শব্দে শুধু নেচে নেচে উঁচু-নিচু ঢেউ ঢেউ
দূরে যাচ্ছে যেন একা একা কোনো পরী-লালফুল
যেন রক্তজবা,

ছুঁবে সন্ধ্যা ছায়া
কালো রাত্রি
সাদা স্বপ্নভরা ভূতে ধরা মিঠে কড়া লাল দিন
যেন রক্তমেশা হৃদি ঘেঁষা ছোট পোষা রোদমাছ
সোজা পুষ্পলতা,

দ্রুত যাচ্ছে নদী
কত ইচ্ছে
কত স্বপ্ন নিয়ে, নিয়ে কত ভালোবাসা লাল-নীল
দুটি শক্ত হাতে চেপে ধরে পলিমাটি তুলতুল
কত স্বর্ণরেণু,

থেমে যাচ্ছে নদী
থেমে যাচ্ছে
সারা স্বপ্ন পুরো, যেন হৃদি রসে রসে টসটস
কীবা কষ্ট পেল– সাদা-কালো আঁকাবাঁকা উঠবস
কত কান্নাহাসি।

দাও কিছু আশা

আকাশের মতো– দাও কিছু আশা
সবুজের মতো– দাও ভালোবাসা
জবাফুলসম
ঘন নীলতম– দাও মধুমায়া
আঁধারের মতো– দাও কালো ছায়া
আরো দাও জ্যোতি– ঝকঝকে পোষা
আরো দাও মোতি– রঙ ভরা খোসা,

কুয়াশার মতো– দাও সাদা নেশা
কাকলির মতো– দাও চারু ভাষা
ধোঁয়া দুধগুলো
যদি হয় ভালো– দাও সারা ধোঁয়া
বাতাসের মতো– দাও সোজা ছোঁয়া
আরো দাও গীতি– রকমারি খাসা
আরো দাও প্রীতি– নাম ভালোবাসা।

রঙ্গিনী

আজকে আমার সঙ্গিনী
আলতা আলোর রঙ্গিনী– নেই যে কাজল ভয়
তাই আমি তার শক্তিতে– করব জগৎ জয়

এই তো নরম পদ্মিনী
এই তো চরম চিত্রানী– এর বেশি আর নয়
একটু আঁধার রাত্রিতে– এক বাঁকা চাঁদ হয়

এই তো শাওন শঙ্খিনী
এই তো হলুদ হস্তিনী– একসাথে তাল-লয়
এই অনুপম ভঙ্গিতে– নেই কালো সংশয়

এই তো ইমন ইন্দ্রানী
এই তো সুরের খঞ্জনী– থাকবে ভুবনময়
বাজবে সহজ সঙ্গীতে– তাকদিনাদিন রয়।

দিব্য প্রকাশ

চাঁপা হয়ে তুমি— এই বনে ফুটবে কি
পাখি হয়ে তুমি— এই বনে ডাকবে কি
যদি ফুটো তুমি
যদি ডাকো তুমি
তবে কাছে আমি— সেই খনে আসব কি

তারা হয়ে তুমি— এই নীলে ভাসবে কি
পরী হয়ে তুমি— এই নীলে হাসবে কি
যদি ভাসো তুমি
যদি হাসো তুমি
তবে কাছে আমি— সেই খনে আসব কি

আলো হয়ে তুমি— মাঝরাতে উঠবে কি
বায়ু হয়ে তুমি— দূরপথে ছুটবে কি
যদি উঠো তুমি
যদি ছুটো তুমি
তবে কাছে আমি— সেই খনে আসব কি

তুমি আছো আমি আছি

তুমি আছো আমি আছি
সাদা-কালো কাছাকাছি
যেন দুটি মধুমাছিসম প্রতিদিন
যেন আছি জলে ডুবে ছোট দুটি মীন
তুমি আছো আমি আছি
চারু ফুলে মালাগাছি।

তুমি হলে সাদা বাতি
পাশে আমি কালো রাতি
পড়ে আছি চিরসাথীসম অমলিন
দেবে কি গো ভালোবাসা যেন আলো ঋণ
দেবে কি গো মিছামিছি
যত কিছু ভুলে গেছি

দেবে জানি দেবে জানি
দুটি রুপা দুটি আনি
ঝিকিমিকি সোনামণি সাথে করে নীল
যেন ভালো তারাগুলো সাদা আলোহীন,
তুমি আছো আমি আছি
অনুভবে কাছাকাছি।

সমতা

ছোট ছোট সুখ
ছোট ছোট ফুলকুঁড়িসম নরম নরম সোনালি সোনালি
ছোট ছোট দুঃখ
ছোট ছোট শ্বেতনুড়িসম চরম চরম রুপালি রুপালি
ছোট ছোট কথা
ছোট ছোট লালপাখিসম সহজ সহজ সুরেলা সুরেলা
ছোট ছোট গাঁথা
ছোট ছোট নীলমুখীসম পরম পরম উতলা উতলা
ছোট ছোট শিশু
ছোট ছোট তিলতিষিসম রঙিন রঙিন আলেয়া-আলেয়া
ছোট ছোট আশু
ছোট ছোট নীলহাসিসম মধুর মধুর ডালিয়া ডালিয়া
ছোট ছোট তারা
ছোট ছোট জলকণাসম তরল তরল মোহিনী মোহিনী
ছোট ছোট শিরা
ছোট ছোট নীল ফণাসম গরল গরল অশনি অশনি।

সেই প্রিয়া এসেছিল

যার কথা মধু ছিল
সেই মাঠে হেরেছিল
যার মুখে হাসি ছিল
সেই প্রিয়া এসেছিল

তার শাড়ি সাদা ছিল
এর মাঝে আলো ছিল
তার চুড়ি কালো ছিল
সেই তবু ভালো ছিল

যেই তাকে দেখেছিল
খুব কাছে চেয়েছিল
বেশ ভালো বেসেছিল
ঘর ছেড়ে গিয়েছিল

সেই প্রিয়া ভালো ছিল
ঝকঝকে তবু ছিল
মিশমিশে কালো ছিল
খুব বেশি সতী ছিল ॥

লালে লাল নত

তুমি তো সোনালি
তুমি তো দীপালি
তুমি তো পূবালি– হলুদের মতো
তোমাকে চেয়েছি– গতকাল কত

যত দূরে থাকো
যত সুরে ডাকো
যত জোরে হাঁকো– রাখালের মতো
তোমাকে চিনেছি– টিয়ে সংহত

তুমি অনুপমা
তুমি মনোরমা
তুমি শত বীমা– ভরসার মতো
তোমাকে বুঝেছি– জীবনের হৃত

কাছে চলে এসো
বুকে নিয়ে বাসো
শুধু ভালোবাসা– পরীদের মতো
তোমাকে জেনেছি– লালে লাল নত ॥

চাঁদ

চাঁদ সে তো চাঁদ নয়– রুপালি নিথর
নারীর নিকটে রক্ত ঝরানো কাতর
পরীর নিকটে প্রেম-প্রবাল পাথর
কবির নিকটে সাদা জমাট আতর
চাঁদ তবু চাঁদ নয়– গ্রামীণ ইতর।

কাছে এসো

কাছে এসো পরী
মোহিনী ময়ূরী
কোরকী কবরী– খুব কাছে এসো
মালিনী মাধুরী– মন খুলে হেসো

কাছে এসো নারী
কামিনী কুমারী
প্রথমা পিয়ারী– বাম পাশে বসো
ললিতা লাচারী– চাঁদ হয়ে হেসো

কাছে এসো শিরি
পরে কালো শাড়ি
পরে ছোট চুড়ি– ডান পাশে বসো
বিশাখা বাহারি– খুব জোরে হেসো

কাছে এসো ঘুড়ি
জলে ভেজা নুড়ি
আলোকিত কুঁড়ি– এই ঘাসে বসো
বাজিয়ে বাঁশরি– প্রাণ খুলে হেসো।

একচক্ষু নদী

একচক্ষু পরিষ্কার জলভরা নদী
পাহাড় অবধি আর সাগর অবধি
আঁকাবাঁকা দীর্ঘ মাত্রাসম প্রতিদিন
চঞ্চলা কিশোরী কত কমল রঙিন
সোনালি আঙুল যেন উদ্যত সঙ্গিন

যখন প্রকাশ হয় মেঘ ঢাকা বর্ষা
যখন বিনাশ হয় কাচস্বচ্ছ ফর্সা
তখন প্রমত্তসম ঢেউ ঢেউ নদী
আষাঢ় অবধি আর শ্রাবণ অবধি
জলজ্যান্ত দানবী-মানবী নিরবধি

তাঁর প্রতি অনুগত হ্রদ বিলঝিল
রিমঝিম বৃষ্টি আর নীল ঝিলমিল
অনন্ত ক্রন্দসী নারী ঝরঝর ঝরনা
তীরবর্তী বনভূমি সবুজ সুবর্ণা
পদ্মশ্রী ইলিশ যেন রুপালি আয়না

যাঁরা কৃষক ধীবর সাধারণ মাঝি
তাঁর প্রতি প্রতিদিন কৃপাশীল- রাজি
সে যে একচক্ষু নদী- রুপালি অনন্যা
সুন্দর পতঙ্গসম মনোরমা- ধন্যা
যেন লেজ রঙধনু- নিজস্ব ঘরানা ॥